শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ — ১ম সংখ্যা — ফাল্গুন ১৩৮৭

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রব

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৮৭
২১শ বর্ষ } ৯ গোবিন্দ, ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ { ১ম সংখ্যা

গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

অকিঞ্চনা ভক্তি অভিধেয় হইলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গই লক্ষিতব্য হয়। আদৌ কৃষ্ণভক্তসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা লাভ করিলে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। তৎসঙ্গফলে সেব্য ভগবানের আবির্ভাব-বিশেষে এবং ভজনমার্গবিশেষে রুচি জন্মে। কৃষ্ণবিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা হইলে সুকৃতিসম্পন্ন জীব এক অথবা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ করেন। প্রীতিলক্ষণা ভক্তিপ্রার্থিগণের রুচিপ্রধান-পথই প্রশস্ত, অজাতরুচিগণের ন্যায় বিচারপ্রধান পথ নহে। এতদুভয়ের প্রাক্তনশ্রবণ-গুরুই সেই সেই ভজনবিধি-শিক্ষা-গুরু হন। মন্ত্রগুরু একজনই, যেহেতু অনেক দীক্ষা-গুরু-করণের নিষেধ আছে। শ্রবণ-গুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব; এবিষয়ে শ্রবণগুরু-সঙ্গ হইতেই শাস্ত্রীয়-জ্ঞানলাভ ঘটে। মন্ত্রদীক্ষাই অনুগ্রহ। যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্য-প্রার্থী, তাঁহারা সেই সেই উপায়ে খিন্ন হন। সুতরাং শতশত ব্যসন আসিয়া গুরুভক্তি-রহিত জীবকে ভক্ত-সজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধাররহিত নৌকার ন্যায় সংসার হইতে তাহার উদ্ধার হয় না। গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। ভক্তগণ স্মরণাদিদ্বারা তাঁহার সেবা করেন। 'আমি অধিক বুঝি, আর অন্য গুরু আসিয়া আমায় কি অধিক উপদেশ দিবেন?'—এইরূপ অহঙ্কারকারী জনের অপরাধবশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুর পরিবর্তে পারমার্থিক গুরুদেবের আশ্রয় করিবে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(চতুর্ব্বর্গ)

প্রশ্ন—স্বর্গাদি-সুখেচ্ছায় উপবাস-ব্রতাদি-পালনের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় কি ?

উত্তর—"ওরে মন, কর্ম্মের কুহরে গেল কাল।

স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্ম্মফাঁসে,
ঊর্ণনাভ-সম কর্ম্মজাল॥
উপবাস-ব্রত ধরি', নানা কায়-ক্লেশ করি',
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার।
মরিলাম নিজ দোষে, জন্ম-মরণের ফাঁসে,
হইবারে নারিনু উদ্ধার॥"

—'অনুতাপ-লক্ষণ-উপলব্ধি' ৩, কঃ কঃ

প্রঃ—'কাম' ও 'প্রেম' কি স্বরূপতঃ এক ?

উঃ—কাম-প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥"

—'উপদেশ' ১৮, কঃ কঃ

প্রঃ—কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য জীবের সর্ব্বনাশকর কেন ?

উঃ—"কেবল বৈরাগ্য করি', তাহা না পাইতে পারি,
কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।
বৈরাগ্য-জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে,
জীবের কৈবল্য হয় ভাই॥
কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই,
কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।
এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,
কৈবল্যের করহ বিচার॥"

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

প্রঃ—সাযুজ্যমুক্তি নিরর্থক কেন ?

উঃ—"ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানুসন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্যরূপ দোষবিশেষ ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই ; **জীবেরও কোন লাভ নাই** এবং **ব্রহ্মের ও কোন-প্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না।"** —কৃঃ সং ৮।২৩

প্রঃ—সাযুজ্যমুক্তি শ্লাঘ্য নহে কেন ?

উঃ—"যে-সকল দৈত্যকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায় ?" —বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

প্রঃ—ব্রহ্মসাযুজ্য হইতেও ঈশ্বরসাযুজ্য অধিকতর ঘৃণার্হ কেন ?

উঃ—"সাযুজ্য দুইপ্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতে, জীবের চরম ফল—ব্রহ্ম-সাযুজ্য ; পাতঞ্জল মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বরসাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্মসাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষ-গতি-লাভ ; কিন্তু সবিশেষ-ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনাদোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষঃ ঈশ্বরঃ।' 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ' এতদ্দ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে 'পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি'—এই সূত্রবাদে সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্য পুরুষ ঈশ্বরের [illegible] সবিশেষ-তত্ত্বাশ্রয়চ্ছলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাৎপর্য্য এই যে, (যোগ-পন্থায়) সবিশেষ-তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী নির্বিশেষ ফল হইল।" —অঃ প্রঃ ভাঃ [illegible]

প্রঃ—সাযুজ্য-মুক্তি-সুখ হইতে ভক্তিসুখের অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠত্ব কেন ?

উঃ—"সাযুজ্য-মুক্তিসুখ সর্ব্বদাই কেবল অস্ফুট, সুতরাং ক্ষুদ্র ও একাকার। ভক্তিসুখ একরূপ হইয়াও [illegible] বহুরূপ। শ্রীহরির মহাভক্তিবিলাস—মাধুরীভর, সুতরাং উভয়প্রকার সুখই সর্ব্বদা পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ প্রতিযোগী। ভক্তিসুখ যাঁহারা আস্বাদন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অবিতর্ক্য।"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ
বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

(৩০)

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
২৮।১।৭৮

কল্যাণভাজনেষু,

যে বিষয়ে মনুষ্যের শক্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি অথবা ইন্দ্রিয়ার্থ-বিষয় নিয়োজিত হয়, সেই বিষয়েই স্বাভাবিকভাবে তাহার মমতা ও আসক্তি হইতে থাকে। সচ্চিদানন্দ শ্রীহরির নিমিত্ত কায়মনোবাক্য এবং বিষয় নিয়োজিত করিলে ভগবান্ শ্রীহরিতে ক্রমশঃ আসক্তি হইতে বাধ্য। তবে উক্তরূপে অন্যবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া করিলেই তাঁহাতে আবেশ হয় ও তাঁহার সঙ্গ হয়। নিঃশ্রেয়সের জন্য কায়মনোবাক্য নিয়োজিত হইলে শ্রেয়োলাভ অবশ্যম্ভাবী। মঙ্গলপ্রার্থীর নিমিত্ত প্রকৃত সাধুসঙ্গ অত্যাবশ্যক। সঙ্গ হইতেই মনুষ্যের প্রবৃত্তির উদয় হয়। এইজন্য অসৎসঙ্গ সর্ব্বদাই বর্জ্জনীয়। সাধুসঙ্গের অভাবে সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং নিষ্কপটে অন্য বাঞ্ছা পরিত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিলে চিত্ত মার্জ্জিত এবং তাঁহার কৃপায় তৎপ্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া যায়।

আপনি আমাদের আশীর্ব্বাদ জানিবেন।

ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

✻ ✻ ✻ ✻

(৩১)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আনন্দপুর
জেলা—মেদিনীপুর
৪।৪।৭৮

স্নেহভাজনেষু,—

* * * তোমার ১৮।৩।৭৮ তারিখের পত্রখানি পাইয়াছিলাম, কিন্তু পূর্ব্বে অন্য পত্রের উত্তর দিয়াছি, তাহাতে এই পত্রের উল্লেখ করিতে পারি নাই। কারণ এই পত্রটি অন্য পত্রের গাদার মধ্যে ছিল। তোমার এই পত্রের সংবাদে বিশেষ সুখ লাভ করিলাম। তোমরা কয়েকজন সেবক মিলিয়া নিষ্কপটে যত্ন করায় স্থানীয় সজ্জনগণের সহায়তায় গৌরাবির্ভাব-মহোৎসবটি বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছ

জানিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। নিষ্কপট সেবাচেষ্টা থাকিলে তাহার সেবাচেষ্টা গ্রহণ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ আগ্রহ করিয়া থাকেন। নিষ্কপট সেবাবৃত্তি ভক্ত এবং ভগবানের সুখবর্দ্ধক হইয়া থাকে। তোমাদের দ্রব্য এবং অর্থও ভালই সংগ্রহ হইয়াছিল। তোমরা উৎসবাদিতে বা বিশেষ ধর্ম্মসভাতে অফিসারদের এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরও নিমন্ত্রণ করিতে বিস্মৃত হইবে না। সাধুগণের নিকট হইতে সজ্জনগণ সম্মান, ভাল খাওয়া ও ভাল বাসস্থান আশা করেন না। কিন্তু প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পাইলেই সজ্জনগণ সুখী হইয়া থাকেন। সুতরাং আমি আশা করিব, তোমাদের সকলের যত্নে শীঘ্রই ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার বৈশিষ্ট্য সজ্জনগণ ও সুশিক্ষিত বিচারপরায়ণগণ উপলব্ধি করিবেন এবং মঠের সেবায় তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন।

তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

(৩২)

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড, পুরী
২৬।১০।৭৬

প্রীতিভাজনেষু,—

* * মহারাজ, আপনার ২০।১০ তারিখের পত্র পাইয়াছি।

আগরতলার "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকাপাঠে দুঃখিত হইলাম। লোকের মধ্যে একটা ভ্রান্তি ও মঠের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদনের চেষ্টা হইতে কোন বিদ্বেষী কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্তি পত্রিকায় লিখিত হইয়া থাকিবে। আমরা ভাল থাকিলে ও লোকের প্রতি প্রীতিযুক্ত থাকিলে এবং মঠসেবকগণ জনসাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে, মঠের সেবকগণের সাধনভজন নিষ্ঠা-দেখিয়া সজ্জনমাত্রেই সুখী ও প্রশংসা করিবেন। তথাপি জনসাধারণের বিষয়টা জ্ঞাতার্থে একটা প্রবন্ধ মৃদুভাষায় লিখিয়া শ্রীমঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারী "দৈনিক সংবাদ", "জাগরণ" ও অন্য একটি পত্রিকায় (তিনটি পত্রিকায়) রেজিষ্ট্রী করতঃ পাঠাইয়াছে। আপনার অবগতির জন্য এক কপি আপনার নিকট মঠেও পাঠাইয়াছে। 'দৈনিক সংবাদ' ও অন্যান্য পত্রিকায় শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী প্রদত্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল কিনা সন্ধান রাখিবেন। প্রকাশিত হইলে উহার এক কপি করিয়া এখানে ও এক কপি কলিকাতা হেড অফিসে ও আগরতলা মঠেও দুই কপি বা তিন কপি অবশ্যই রাখিবেন। আমরা কাহারও সহিত বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিব না।

মহারাজকুমারী কমলা প্রভা দেবীর কথা শুনিয়া সুখী ও উৎসাহিত হইলাম।

আমাকে যদি শীঘ্রই লক্ষ্ণৌ যাইতে না হয়, তবে আমি যথাসম্ভব সত্বর নভেম্বর মাসের মধ্যে আগরতলায় যাইবার ইচ্ছা রাখি। এখন কি নূতন ইট ইটের ভাটায় উঠিতেছে? মঠসেবকদিগকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ-জানাইতেছি। অত্রস্থ কুশল। আমি ৮।১১।৭৬ তাং কলিকাতায় ফিরিব।

ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

বর্ষারম্ভে

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকা বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ আজ একবিংশতিতম বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। আমরা সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম, শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণববৃন্দ ও শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ স্মরণ-মুখে তাঁহাকে আমাদের অন্তরের শুভাভিনন্দন জ্ঞাপন-পূর্ব্বক শ্রীপত্রিকার গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা মহোদয় মহোদয়াগণকেও সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের যথাযোগ্য অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা সকলেই প্রসন্ন হউন।

মহাবদান্য মহাপ্রভুর পরম মঙ্গলময়ী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীই জগজ্জীবের একমাত্র বাস্তব কল্যাণবিধায়িনী। তাঁহার প্রিয় পার্ষদগোস্বামিবর্গ, তদনুগ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবি-রাজ গোস্বামী, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রমুখ সকলেই ঐ বাণীর অনুসরণেই শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া জগজ্জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা—এই বদ্ধজীব সম্পর্কিত দোষচতুষ্টয়শূন্য প্রকৃত আপ্তপুরুষ, তাঁহারাই যথার্থ বক্তা, তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীই প্রমাণ-শিরোমণি শব্দব্রহ্ম, তাহাই জীবের প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক প্রমাণবাক্য। তাঁহারই পূজা সর্ব্বতোমুখী শুভদায়িনী। সেই মঙ্গলময়ী বাণীর কায়মনোবাক্যে অনুসরণ প্রয়াসী হইবার পরিবর্ত্তে কেবল পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা পূজার বাহ্য আড়ম্বর প্রদর্শন কখনই প্রকৃত শুদ্ধাসরস্বতী-পূজা-পদবাচ্য হইবে না। শ্রীগৌরকরুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুমুখ-মাধ্যমে শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর — শ্রীশ্রীনৃসিংহবদন-বিলাসিনী বাগীশা শুদ্ধাসরস্বতীর সেবাতৎপর হইলেই তাঁহার প্রকৃত পূজা বিহিত হইবে। তাহা হইলেই শ্রীগৌর-নৃসিংহ-বক্ষঃস্থিতা শ্রীশক্তি 'স্বভক্তিশ্রী' শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও ভূশক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী সাক্ষাৎ শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার স্নেহসিক্ত হইবার সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার অপূর্ব্ব শ্রীগৌরসেবাদর্শ — শ্রীনামভজনাদর্শ অনুসরণের সৌভাগ্য উদিত হইবে এবং তাহা হইলেই শ্রীগৌর-নৃসিংহ হৃদয়স্থিত অপ্রাকৃত সম্বিৎ-স্বরূপ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-জ্ঞান-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-স্বরূপের শ্রীরাধামাধবমিলিততনু শ্রীগৌরলীলা-বৈশিষ্ট্যে প্রবেশাধিকার লাভ হইবে। তখন শ্রীগৌরকৃপায় তাঁহার লীলায় নিত্য নবনবায়মান রসচমৎকারিতা আস্বাদনের সৌভাগ্য লব্ধ হইবে—"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি। যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিত্তং নৃসিংহমহং ভজে॥" শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্মার্থ অবধারণ করিতে পারিব।

শ্রীনামভজনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের মুখ্যবাণী, সেই বাণীর অকৃত্রিম সমাদর বা পূজাক্রমেই জীব 'সর্ব্বসিদ্ধি' বা 'বস্তুসিদ্ধি' পর্য্যন্ত লাভের অধিকারী হইতে পারিবেন—"প্রভু কহে—'কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥ কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"—ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী। শ্রীগৌরশক্তি, শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও কহিয়াছেন—শ্রীনামপ্রসূন ঈষৎ বিকশিত হইয়াই নিজ চরাচরের বিস্ময়োৎপাদক অসমানোর্দ্ধরূপ 'শ্রী' দর্শন, শ্রীগোবর্দ্ধনধারণাদি ভক্তবাৎসল্য 'গুণ' দর্শন করাইয়া থাকেন। পূর্ণ বিকশিত হইয়া তদাশ্রিত ভক্তকে ব্রজে বাসাধিকার প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপবিলাস দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করেন। বিধিমার্গীয় ভক্তিতে ব্রজভাব অপ্রাপ্য বলিয়া কৃত্রিমভাবে রাগপথ ধরিলে ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ অবস্থা লাভ করিতে হইবে। বিধিমার্গরত হইয়া নামভজন করিতে করিতে শ্রীনামপ্রভুই কৃপা করিয়া রাগমার্গানুসরণের অধিকার প্রদান করেন। 'বিধিমার্গরতজনে স্বাধীনতা রত্নদানে রাগমার্গে করান প্রবেশ'। শ্রীভগবানে আত্মার স্বাভাবিকী রতিকেই

'রাগ' বলে। যাঁহার হৃদয়ে সেই স্বাভাবিক রাগের উদয় হয় নাই, তাঁহার সাধুশাস্ত্র গুর্ব্বাদেশক্রমে যে ভজনপ্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহাই বৈধীভক্তি। নাম-ভজনোত্থ অধিকারোন্নতির অপেক্ষা না করিয়া যে কৃত্রিম রাগাভিনয়, তাহা খুবই অহিতকর।

'ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয় তটস্থা জীবশক্তি' (শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ)। সুতরাং জীবের ভগবদনুরাগ স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তি। কিন্তু তাহা ঐ স্বরূপশক্তির ছায়াপ্রকাশস্থলীয় বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আবরণাত্মিকা বৃত্তিপ্রভাবে আবৃত হইয়া পড়ায় জীবের কৃষ্ণেতর-বিষয়ানুরাগ দৃষ্ট হয়। ঐ মায়াশক্তির বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তিপ্রভাবে জীবচিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরক্ত হইবার পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ভক্তি-অনুকূল ভাবের সহিত শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ অনু-শীলন করিতে করিতে জীবাত্মার সেই স্বাভাবিকী সুপ্ত কৃষ্ণানুরক্তি পুনর্জাগ্রত বা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এজন্য বলা হইয়াছে—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥" (চৈঃ চঃ ম ২২।১০৪)

কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও অন্যা-ভিলাষিতাশূন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদি-অনাবৃত অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন-ময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য কোন অভিধেয়দ্বারা সাধনীয় হয় না। কেবলমাত্র শুদ্ধা—অনন্যা—কেবলা ভক্তি দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্তেই সেই নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ শুদ্ধপ্রয়োজনতত্ত্ব 'প্রেম' নামক অদ্ভুত পদার্থের উদয় হয়। শ্রীভগবানে প্রগাঢ় অকৃত্রিম প্রীতিকেই 'প্রেম' বলে। সেই প্রেম আমাদের স্বরূপগত সম্পদ্ হইলেও আজ দুর্ভাগ্যক্রমে জড়মায়া মোহে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছি! তাই আবার সেই হারানিধিপ্রাপ্তির যত্নাবলম্বনে জীবনকে সার্থক করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে সাধুগুরুকৃপাই আমাদের একমাত্র উপায়।

পরমদয়াল শ্রীগৌরসুন্দর সেই সুদুর্ল্লভ প্রেমসম্পদ্ দান করিবার জন্য তদভিন্নপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দসহ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নিতাই এর কৃপা ব্যতীত গৌরাঙ্গ বলিতে অশ্রুকম্পপুলকাদি প্রেমোদয় হইবে না। নিতাই চাঁদের শরণাপন্ন হইলেই সেই নিতাইকৃপায় জড় সংসারবাসনা তুচ্ছ হইবে, জড়বিষয়ানুরক্তি দূরীভূত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইবে, প্রেমসম্পদরাজ্য বৃন্দাবনদর্শন-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিবে এবং সেই সম্পদের অধিকারী শ্রীরূপরঘুনাথপদে আকুতি বাড়িবে, তবেই তাঁহাদের কৃপায় সেই ব্রজপ্রেমরসাস্বাদনের সৌভাগ্য উদিত হইবে।

নিতাইচাঁদের কৃপা না হইলে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাইবার সৌভাগ্য উদিত হয় না, তাই ঠাকুর মহাশয় তারস্বরে গাহিয়াছেন—'নিতাইয়ের করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ধর নিতাইর চরণ দুখানি।' আহা বড় দয়াল নিতাই আমার। নিতাই অদোষ-দরশী। 'প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার। যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার॥' তাঁহার চরণ-কমলে নিষ্কপটে 'হা' নিতাই তুমি রক্ষা কর বলিয়া পতিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা আশুতোষ—অহৈতুক কৃপাসিন্ধু নিত্যানন্দের কৃপা অবশ্যই পাইব। শুক্লা সরস্বতী—শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার আবির্ভাবের পরই শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব ত্রয়োদশী। শ্রীভগবান্ বলদেবনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ প্রবুদ্ধ প্রেমভক্তি-স্বরূপ। তিনিই মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যরূপে গঙ্গাজলতুলসীদ্বারা শ্রীভগবানের প্রেমময়ী আরাধনার আদর্শ প্রদর্শন করেন। চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেলে—বুক ফাটিয়া যাইতে থাকিলে—প্রাণ ছটফট ছটফট করিয়া উঠিলে তবেই শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সাক্ষাৎকার লাভের সৌভাগ্য উদিত হয়।

শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবত্রয়োদশীর পর মাঘীপূর্ণিমায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব। ঠাকুর মহাশয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীলোকনাথের কৃপা প্রাপ্তির জন্য কি প্রকার অপূর্ব্ব আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন!—রাজকুমার নরোত্তম সকল মান অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুকৃপা লাভের জন্য মাথরের বৃত্তি পর্যন্ত অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুদেব শ্রীলোকনাথের বহির্গমনস্থান পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন! তাঁহার অত্যদ্ভুত আর্ত্তিদর্শনে গুরুদেবের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল—দীক্ষাদানরূপ কৃপা করিয়া ঠাকুর নরোত্তমকে আত্মসাৎ করিলেন। কৃপা কি এমনই মিলে,! কেবল মুখে 'কৃপা

কর কৃপা কর' বলিলে কৃপা পাওয়া যায় না, কৃপা পাইবার মত সেবাবৃত্তির উদয় হওয়া আবশ্যক। তবেই আপনা হইতেই গুরুকৃপা অবতরণ করিবেন।

অতঃপরই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা শ্রীব্যাসপূজা—শ্রীব্যাস-পূজার শুভারম্ভমুখে এই পত্রিকারও শুভারম্ভ ঘোষিত হইয়াছে। আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ, তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদি শিক্ষণং বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা। তবেই 'তাঁর উপদেশমন্ত্রে মায়া পিশাচী পলায়, কৃষ্ণভক্তি পায়, কৃষ্ণনিকটে যায়॥' (চৈঃ চঃ ম ২২।১৫)। শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহার কৃপায়ই সর্ব্বার্থসিদ্ধি। সেই জগদ্গুরু গুরুপাদপদ্মের শুভাবির্ভাবস্মরণমুখে আমরা আমাদের শ্রীপত্রিকার সর্ব্বতোমুখী জয় ঘোষণা করিতেছি।

যে ভগবান্‌কে চায়, সে ভগবান্‌কে পাইবেই

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় শ্রীধর মহারাজ]

শাস্ত্র বলেন—যে সত্য সত্য ভগবান্‌কে চায়, সে ভগবান্‌কে পায়ই, ইহা ধ্রুব সত্য। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী', 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্', 'কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য'—এই সব শাস্ত্রবাক্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যে ভগবান্‌কে চায়, সর্ব্বজ্ঞ ভগবানও তাহাকে চান, যে ভগবানের ভজন করে, ভগবান্‌ও তাহার ভজন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাহাকে কৃপাপূর্ব্বক আত্মসাৎ করেন—ইহাই তাঁহার স্বভাব, ব্রত ও প্রতিজ্ঞা। নিজ স্বভাব কেহ ছাড়িতে পারে না। এজন্য ভজনাকাঙ্ক্ষী আমাদের হতাশার কিছু নাই। এই ভক্তিপথ অকুতোভয়-পন্থা। সুতরাং ভজনপরায়ণ ভক্তগণের আবার চিন্তা কিসের?

একদিন শিবজী কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কৃষ্ণ, আপনাকে পাইবার সহজ উপায় কি? তদুত্তরে পরমদয়ালু-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — যাহারা আমাকে চায়, তাহারা আমাকে পাইবেই—আমি তাহাদিগকে দর্শন দিয়া আত্মসাৎ করিবই। সত্যবাদী আমার এই বাক্য কদাপি ব্যর্থ হইবার নহে। এই কথা তুমি জগতের সকলকে বিশেষভাবে জানাইয়া দাও। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে ভগবদ্বাক্য—যে মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা। (কৃষ্ণসন্দর্ভ)

যাঁহারা কৃষ্ণকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হন, তাঁহারা যে কৃষ্ণকে পানই—এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৩শ অধ্যায়ে একটী অপূর্ব্ব প্রত্যক্ষ ঘটনা আছে, তাহাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

একদিন কৃষ্ণচন্দ্র বলরামসহ গোচারণার্থ বনে গমন করিলে গোপবালকগণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ-বলরামকে বলিলেন—হে রাম-কৃষ্ণ, আজ আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; সুতরাং কোথায় ভক্ষ্য পাওয়া যাইবে, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দাও। এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন—এই বনে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকামনা লইয়া আঙ্গিরস-যজ্ঞ করিতেছেন। তোমরা সেখানে গিয়া অন্ন প্রার্থনা করিলে তাঁহারা তোমাদিগকে অন্নাদি দিবেন। কৃষ্ণের নির্দেশমত গোপবালকগণ যজ্ঞস্থানে গিয়া প্রণামপূর্ব্বক রামকৃষ্ণের জন্য অন্ন প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণগণ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তখন তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়া কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে সব কথা জানাইলে কৃষ্ণ বলিলেন—হে গোপবালকগণ, তোমরা এখন যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট যাও। তাঁহারা আমার পরমভক্ত বলিয়া তোমাদিগকে অবশ্যই প্রচুর অন্নাদি দিবেন। একথা শুনিয়া গোপশিশুগণ সানন্দে ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট গিয়া কৃষ্ণের কথা জানাইলে কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণপত্নীগণ কৃষ্ণদর্শনের আশায় আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

দর্শনে উৎসুক সদা ব্রাহ্মণীর গণে।
কৃষ্ণ-আগমন-কথা শুনি' সেইক্ষণে॥

প্রেমরসে দ্বিজপত্নী আপনা পাসরে।
কৃষ্ণকে দেখিব বলি' উঠিল সত্বরে॥
দিব্যরত্নখচিত ভোজনপাত্র ধরি।
বহুবিধ সুস্বাদু ভক্ষ্য লৈল ভরি॥
আনন্দিত হৈয়া দ্বিজপত্নী চলি' যায়।
পতি-পুত্র-বন্ধুগণে ধরিয়া রহায়॥
গোবিন্দ হরিল চিত্ত রাখে কা'র শক্তি।
ত্বরিত চলিয়া গেল সব দ্বিজসতী॥
খরবেগে নদী যদি চলে সিন্ধুমুখে।
হেন কার শক্তি আছে যে তাহারে রাখে॥
যেরূপ দেখিল কৃষ্ণ দ্বিজপত্নীগণে।
কহিব তোমারে রাজা শুন সাবধানে॥
শীতল যমুনা-কূলে অশোকের তলে।
ললিত লহরীবাত বহে পরিমলে॥
বহু সুখ, বহু গন্ধ, বিবিধ আনন্দ।
বহুবিধ কুসুম কমল মকরন্দ॥
নবদল-পল্লব অশোক-তরুবরে।
পীতবসন পরে শ্যাম-কলেবরে॥
ময়ূর-চন্দ্রিকা, নবধাতু, বনমালা।
নবদল-পল্লব ধরয়ে নন্দলালা॥
নটবর-বেশ ধরে ত্রিভঙ্গসুন্দর।
অনুগত শিশুস্কন্ধে দিয়া বামকর॥
অখিল লাবণ্য-লীলা ধরে ব্রজরায়।
দক্ষিণ কোমল-করে চামর ঢুলায়॥
ললিত চলিত উৎপল শ্রুতিমূলে।
চঞ্চল অলকা চারু সুন্দর কপোলে॥
শ্রীমুখপঙ্কজ চারু মন্দ মৃদুহাস।
যেন ঘনমেঘে কোটীচন্দ্র-পরকাশ॥
এরূপ দেখিল দ্বিজসতী পতিব্রতা।
মহাভাগ্যফলে তাঁরা মুকুন্দ-ভকতা॥

যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণপত্নীগণ প্রিয়তম কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ভক্তগণের নিকট পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সম্প্রতি কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া তাঁহারা কৃষ্ণকে মনে মনে আলিঙ্গন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

পতি-পুত্র-গৃহ-ধন তেজিয়া সকলে।
যজ্ঞপত্নী শরণ লইল পদমূলে॥
অখিল-ভুবন-সাক্ষী প্রভু নারায়ণ।
বুঝিয়া হাসিয়া তারে কি বলে বচন॥
আইস আইস নারীগণ কহত কল্যাণে।
দেখিবারে আইলে আমা দেখিলে নয়নে॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ভাগ্যবতীগণ, তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত'? সম্প্রতি এখানে উপবেশন কর, অতঃপর কি করিতে হইবে তাহা আমাকে বল। তোমরা যে এত বাধা অতিক্রম করিয়া আমার দর্শনের জন্য আসিয়াছ, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ মহাভাগ্যবান্ সজ্জনগণ সর্ব্বাত্মা আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক নিরন্তর ভক্তি করিয়া থাকেন।

তোমরা সব ত্যাগ করিয়া আমার দর্শনের জন্য আমার কাছে আসিয়াছ, ইহা মহাভাগ্যের কথা। তোমরা আমার দর্শন ত' পাইলে। এখন তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমরা গেলে ব্রাহ্মণগণ তোমাদিগকে লইয়া যজ্ঞ শেষ করিবেন।

একথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং কৃষ্ণের নিকট থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—

এ সব বচন শুনি করুণাসাগর।
কৃপা করি দিলা তারে প্রবোধ-উত্তর॥
কেহ ক্রোধ না করিব পতি-সুতগণে।
বিশেষে করিব পূজা এ তিন ভুবনে॥
দেবে পূজা করিব, আনের কিবা দায়।
আমার প্রসাদে সুখে থাক সর্ব্বথায়॥

পরমদয়ালুসিংহ শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রপত্নীগণকে আরও বলিলেন—হে ব্রাহ্মণীগণ, ইহলোকে কেবলমাত্র অঙ্গসঙ্গ দ্বারা মানবগণের সুখ বা অনুরাগ উৎপন্ন হয় না। অতএব তোমরা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া শীঘ্রই আমাকে লাভ করিতে পারিবে। আরও দেখ, আমার কথা শ্রবণ, আমার শ্রীবিগ্রহদর্শন, আমার চিন্তা এবং আমার নাম-কীর্ত্তন হইতে যেরূপ আমাতে

প্রীতি হয়, নিকটে থাকিলে সেরূপ হয় না। অতএব তোমাদের গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই মঙ্গল।

কৃষ্ণের প্রবোধবচন শুনিয়া ব্রাহ্মণীগণ সানন্দে যজ্ঞস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণগণও নিজ নিজ পত্নীগণকে লইয়া পরমানন্দে যজ্ঞ সমাধা করিলেন।

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ চলিয়া গেলে শ্রীরাম-কৃষ্ণ গোপবালকগণের সহিত ব্রাহ্মণপত্নীগণের স্নেহপ্রদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জন-মিষ্টান্ন প্রভৃতি আনন্দের সহিত ভোজন করিলেন।

এখন প্রশ্ন—সর্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপবালকগণকে প্রথমেই ভক্তিমতী বিপ্রপত্নীগণের নিকট না পাঠাইয়া বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণগণের নিকট পাঠাইলেন কেন? ইহার উত্তরে জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (ভাঃ ১০।২৩।৩ শ্লোকের) টীকায় বলিয়াছেন—

তপোবিদ্যাধর্ম্মাদিমৎস্বপি বিপ্রেষু ভক্ত্যভাবান্ন মে প্রসাদস্তপআদিরহিতাস্বপি তৎপত্নীষু ভক্তিসদ্ভাবান্মৎপ্রসাদ ইত্যর্থদ্বয়মেকস্যাং ব্রাহ্মণজাতাবেব ক্রমেণ জ্ঞাপয়িতুং প্রথমং গোপান্ ব্রাহ্মণসন্নিধৌ প্রস্থাপয়ামাস।

তপস্বী, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণও ভক্তিহীন হইলে তাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হয় না; কিন্তু ভক্তি থাকিলে জাগতিক বিদ্যাদি কোন গুণ না থাকা-সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ ভগবানের কৃপা লাভ করিলেন—ইহা সকলকে জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে গোপগণকে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

দ্বিজগণে দেখিল আপন পাপচয়।
মনে বিমরিষ হঞা ভাবিল বিস্ময়॥
নারীজাতি হঞা দেবদেব নারায়ণে।
সাধিল এরূপ ভক্তি নাহি অন্য জনে॥
আমি সব হই ব্রহ্মকুলেতে প্রবীণ।
সর্ব্বশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞাতা তবু ভক্তিহীন॥

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥
(ভাঃ ১০।২৩।৪০)

ধিক্ ধিক্ রহু তপ জ্ঞান ব্রত দানে।
ধিক্ ধিক্ রহু এই পামর জীবনে॥
নিশ্চয় কৃষ্ণের মায়া মোহে সর্ব্বজ্ঞানী।
নরগুরু হৈয়া আমি না জানি আপনি॥

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্গুরৌ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্॥
(ভাঃ ১০।২৩।৪২)

সর্ব্বলোক-নাথ লক্ষ্মীকান্ত যদুপতি।
সাধিল তাহাতে ভক্তি হঞা নারীজাতি॥
দ্বিজ-ধর্ম্ম না ধরে, না বৈসে গুরুকুলে।
তপ-শৌচ-জ্ঞান-কর্ম্ম কিছুই না করে॥
সুদৃঢ় ভকতি তবু ধরে নারায়ণে।
আমি সব বঞ্চিত থাকিতে এত গুণে॥
পূর্ণকাম জগন্নাথ নাহি তাঁর কামে।
তবে যে মাগিল অন্ন লোক-বিড়ম্বনে॥
সর্ব্বভাবে লক্ষ্মী যাঁর পদসেবা করে।
হেন প্রভু অন্ন মাগে কে বুঝিতে পারে॥
মন্ত্র-তন্ত্র ধর্ম্ম যজ্ঞ-দেব-দ্বিজময়।
হেন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ মানুষরূপ হয়॥
যদুকুলে জন্ম হৈল এহ জানি ভালে।
হেন মূর্খ আমি সব বিস্মরিল হেলে॥
পূর্ণব্রহ্ম জগন্নাথ কমলা-নিবাস।
যাঁহার মায়ায় ভ্রমি নানা গর্ভবাস॥
সে-দেব-চরণে আমি কৈলু নমস্কার।
না জানিয়া দোষ কৈলু, ক্ষম এইবার।

ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ।
দিদৃক্ষবো ব্রজমথ কংসাদ্ভীতা ন চাচলন্॥
(ভাঃ ১০।২৩।৫২)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞাকারী সেই ব্রাহ্মণগণ নিজেদের অপরাধ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণদর্শনে অভিলাষী হইলেও কংসভয়ে ভীত হইয়া অশোক-বনে বা ব্রজে যাইতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণগণের ভক্তি না থাকায় তাঁহাদের মনে এইরূপ ভয় হইল যে—আমরা যদি কৃষ্ণের নিকট যাই এবং ইহা যদি কংস জানিতে পারে, তাহা হইলে সে আমাদের জীবিকা-স্বরূপ ভূমি, গৃহ প্রভৃতি সব কাড়িয়া লইবে। ব্রাহ্মণগণের এই মনঃকল্পিত ভয়াভাস মায়া-মুগ্ধতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণীগণের

কৃষ্ণে ভক্তি থাকায় পতি প্রভৃতি কর্তৃক পরিত্যাগাদি-রূপ ভীষণ বিপদও কৃষ্ণদর্শনে বাধা দিতে পারে নাই।

আর একটী প্রশ্ন—ব্রাহ্মণীগণের কি করিয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি হইল? ইহার উত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (৪৩ ৪৪ টীকায়) বলিয়াছেন—তত্র কৃষ্ণরূপ গুণপ্রখ্যাপি ব্রজস্থমালিকাদি-বনিতাজনসৎসঙ্গরূপো মূল-হেতুঃ।

ব্রজস্থ মালাকার ও তাম্বূলিকাদি ব্রজবনিতাগণের নিকট কৃষ্ণের রূপ-গুণ প্রভৃতির কথা-শ্রবণরূপ সৎসঙ্গই ব্রাহ্মণীগণের কৃষ্ণে ভক্তি হইবার হেতু।

[পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ প্রেরিত গীতিদ্বয়]

সপার্ষদ শ্রীজগন্নাথ স্তুতি

জয় বলরাম সুভদ্রা শ্রীজগন্নাথ।
কৃপা করি মো অধমে কর আত্মসাথ॥
জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্র বলরাম ভাই।
ভগিনী সুভদ্রা দেবী কৃষ্ণভক্তিময়ী॥
পুরী নীলাচলে বসি কত লীলা কর।
দর্শনাদি দিয়া জীবে করিছ নিস্তার॥
সুন্দরাচলেতে রথযাত্রায় যাইয়া।
নবরাত্র লীলা কর তথায় থাকিয়া॥
সেই লীলার গূঢ় অর্থ শ্রীমহাপ্রভু।
রথাগ্রে কীর্ত্তনকালে জানাইলা বিভু॥
চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস তাহাই বর্ণিলা।
তাঁহা হইতে সব লোক এখন জানিলা॥
সুদর্শন দ্বারা জীব-কুদর্শন নাশি।
দিব্য দরশন দিয়া নাশ পাপরাশি॥
কৃপাকরি যাযাবরে করিলা উদ্ধার।
তাত্ত্বিক দর্শন দিয়া কর মায়া পার॥
কৃষ্ণের প্রকৃতি মায়া জীব-আবরক।
কৃষ্ণ বিনা কেহ নাহি তাহার তারক॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীতা ৭।১৪ শ্লোক)

["এই মায়া—আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন]" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

আত্মার সম্বল শ্রীহরিনাম

দিন ফুরাল সন্ধ্যা হ'ল শ্রীহরিনাম লহরে।
নাম বিনা (আর) কি ধন আছে অনিত্য এ সংসারে॥
দেহ, গেহ সব, মায়া-বৈভব যাবে না কিছু সাথেরে।
আত্মার সম্বল হরিনাম কেবল, তাহা ভাই সব গাওরে॥
নারায়ণ, হরি, নাম লইতে লইতে।
অজামিল চলে গেল বৈকুণ্ঠ ধামেতে॥
শ্রীহরির রাম নাম, জপিতে জপিতে।
রত্নাকর তরে গেল মহাপাপ হ'তে॥
হরিনামে উদ্ধার হ'ল জগাই মাধাই।
নাম বিনা কলিযুগে অন্য গতি নাই॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
হরিনাম নারদাদি প্রচার করিল।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ তাহা বিস্তারিল॥
নিতাই, গৌরাঙ্গ, দাস যাযাবরে, নাম-প্রেম কর দান।
শ্রীহরির নাম লইতে গাইতে যায় যেন মোর প্রাণ॥
"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিত-নিজ ধর্ম্ম ধ্যান-পূজাদি-যত্নং।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥" (বৃহদ্ভাগবতামৃত)

হিন্দুমাত্রেরই শিখাধারণ অত্যাবশ্যক

"শাস্ত্রে লিখিত আছে যে চারি বর্ণেরই (হিন্দুমাত্রেরই) শিখা ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। পূজা জপ প্রভৃতি করিবার সময় শিখা বন্ধন করিতে হয়, মুক্তশিখ হইয়া কোন কার্য্য করিতে নাই। শিখা বন্ধনকালে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিখা বাঁধিতে হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় গায়ত্রী পাঠ করিয়া শিখা বন্ধন করিবেন। শিখা বন্ধন না করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধি লাভ হয় না, অতএব শিখা বন্ধন করিয়াই আচমন করিবে। আচমনের পর ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান বিধেয়।

'গায়ত্র্যাতু শিখাং বদ্ধা নৈর্ঋতাং ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ।
জুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
শিখাবন্ধনান্তমাচমনং যথা—
নিবদ্ধশিখ আসীনো দ্বিজ আচমনং চরেৎ।
কৃতোপবীতং সব্যেহংসে বাঙ্‌মনঃ কায়সংযতঃ॥
মুক্তশিখস্যাচমনে দোষো যথা—
শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোহপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং আচান্তোহপ্যশুচির্ভবেৎ॥'
(আহ্নিকতত্ত্ব)

শূদ্রও শিখাবন্ধন ও মোচনকালে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিবেন। তাঁহারাও শিখাবন্ধন না করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। শূদ্রদিগের শিখাবন্ধন মন্ত্র—

ব্রহ্মবাণীসহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখা-বন্ধং করোম্যহং॥

শিখা-মোচন মন্ত্র—

'গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্॥'
(আহ্নিকতত্ত্ব)

ভারতীয় আর্য্য-সমাজে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই শিখা-ধারণ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ (১।৩।৩।৫), গোভিল গৃহ্যসূত্র (৩।৪।১৯) প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থে শিখা ধারণের কথা আছে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণের বিশ্বাস, যে হিন্দুর শিখা নাই, তাঁহার হাতের জল শুদ্ধ নহে। 'অশিখং ভুঞ্জতে শবস্তু পিশিতাশনা'। (হরিবংশ)"

যশড়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা নদীয়া জেলার চাকদহ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী যশড়া শ্রীপাটে (শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে) শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে গত ২৫ পৌষ, ৯ জানুয়ারী শুক্রবার প্রতি বৎসরের ন্যায় এইবারও বিশেষ সমারোহে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি সুহৃদ-দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাভিষেক, পূজা, শৃঙ্গার—ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি পূর্ব্বাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবসে শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ বৃহৎ প্রাঙ্গণে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর পূত চরিত্র ও শিক্ষা এবং শ্রীজগন্নাথের মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সমুপস্থিত সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ২৪ পৌষ, ৮ জানুয়ারী শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া যশড়া গ্রামের

এবং চাকদহ শহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে নগর-সংকীর্ত্তনে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করেন। বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৮ জানুয়ারী ও ৯ জানুয়ারী সান্ধ্য-অধিবেশনে শ্রীভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ যতি মহারাজ, শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে মঠ রক্ষক শ্রীনিমাই-চরণদাসাধিকারী, শ্রীগৌরহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোক নাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী সেবকগণের ও শ্রীমৎ সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচুঠাকুর মহাশয়), শ্রীরমেন দত্ত মহোদয় প্রভৃতি স্থানীয় গৃহস্থ ভক্ত-বৃন্দের আপ্রাণ সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্য মণ্ডিত হয়।
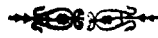
উত্তরবঙ্গে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

মালদহে—মালদা সহরের বিশিষ্ট নাগরিকগণের আহ্বানে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা হইতে সদলবলে শুভ যাত্রা করতঃ গত ১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী শনিবার মালদা সহরে আসিয়া শুভ-পদার্পণ করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীনবীন-মদন ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে অবস্থান করতঃ বিভিন্নভাবে প্রচারানু-কূল্য করেন। মালদার বিশিষ্ট এড্ভোকেট্ শ্রীঅমলেন্দু নাথ মৈত্র মহোদয়ের বাসভবনে বৈষ্ণববৃন্দের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। তাঁহারই প্রচেষ্টায় স্থানীয় টাউনহলে ২৪ জানুয়ারী শনিবার হইতে ২৬ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬ টায় তিনটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় বি-টি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীনিঃশঙ্ক ঘোষ, মাননীয় জেলাজজ শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ বোস ও স্থানীয় বিশিষ্ট নেতা ডাঃ শ্রীপিনাকী রঞ্জন রায় যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত "শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন" সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ধর্ম্মসম্মেলনে বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত নরনারীর সমাবেশ হয়। সভাপতিমহোদয়গণের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি অনুরাগময়ী দৈন্যোক্তিপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব যারপরনাই উল্লসিত হন এবং সভার শেষে ধন্যবাদপ্রদানকালে তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন শ্রীমদ্ভক্তি-কুসুম যতি মহারাজ।

২৬ জানুয়ারী সোমবার অপরাহ্ণ ৪ ৩০টায় শ্রীঅম-লেন্দুনাথ মৈত্র মহোদয়ের বাসভবন হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করতঃ টাউন হলে আসিয়া সমাপ্ত হয়।

শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী দুইদিন পূর্ব্বে অগ্রিম মালদহে পৌঁছিয়া প্রচারের সকল প্রকার ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীঅমলেন্দুনাথ মৈত্র মহোদয় এবং তাঁহার জুনিয়র এড্ভোকেট শ্রীদিলীপ ঘোষ (ভীমবাবু) শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়া সকলের ধন্যবাদ-পাত্র প্রাপ্ত হন। শ্রীঅমলেন্দুনাথ মৈত্র মহোদয়ের

পরিজনবর্গ সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীবিমলেন্দ্র নাথ মৈত্র মহোদয় কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতিপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীযুক্ত অমলেন্দুবাবুর ব্যবস্থায় দুইটী গাড়ীতে শ্রীল আচার্য্যদেব ও ভক্তবৃন্দ সকলে মালদহ সহরের নিকটবর্ত্তী (১১ মাইল দূরবর্ত্তী) গৌড়—রামকেলিধাম দর্শনে যান—যে স্থানে শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত প্রথম মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী (যিনি তদানীন্তন হুসেন সাহ বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—"যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষকোটি। বৃন্দাবন যাইবার এই নহে পরিপাটি॥" উক্ত মিলনস্থলীর স্মৃতি সংরক্ষণার্থে তমাল বৃক্ষের নিম্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী পাদপীঠ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ভক্তবৃন্দ সকলে সংকীর্ত্তন সহযোগে উক্ত পাদপীঠ মন্দিরটী পরিক্রমা করেন; তৎপর সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বৈঠক, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির ও শ্রীমদনমোহন মন্দির দর্শন ও পরিক্রমা করা হয়। শ্রীমদনমোহন মন্দিরের পূজারী মদনমোহন মন্দিরের সংলগ্ন জমীতে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রাকট্যের কথা বলেন এবং আমাদিগকে তথায় লইয়া দর্শন করান। ভক্তবৃন্দ সকলেই উভয় কুণ্ডকে প্রণাম করতঃ উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের জল মস্তকে ধারণ করেন।

ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি):—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য এবং শ্রীমঠের ত্যক্তাশ্রমী প্রচারকবৃন্দ মালদহ সহরে প্রচারান্তে গত ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী বুধবার প্রাতে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ময়নাগুড়িতে আসিয়া শুভ পদার্পণ করেন। উক্তদিবস ও তৎপরদিবস স্থানীয় পশ্চিম পাড়া বোসের দুর্গামন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিশেষ ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীল আচার্য্যদেব "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন" সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমদ্ বঙ্কুবিহারী দাসাধিকারী প্রভুর গৃহ হইতে ১৫ই মাঘ প্রাতে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করা হয়। শ্রীমঠের প্রচারকার্য্যে যাঁহারা সহায়তা করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবঙ্কুবিহারী দাসাধিকারী ও তাঁহার পরিজনবর্গ এবং শ্রীউমেদলাল আগরওয়াল। শ্রীল আচার্য্যদেবের ও ভক্তবৃন্দের অবস্থানের এবং সেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া শ্রীবঙ্কুবিহারী দাসাধিকারী ও তাঁহার পরিজনবর্গ সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন।

ধূপগুড়ি (জলপাইগুড়ি):—ময়নাগুড়ি হইতে শ্রীমঠের আচার্য্য ও প্রচারকবৃন্দ সকলেই ১৬ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী শুক্রবার ধূপগুড়িতে পূর্ব্বাহ্ণে আসিয়া পৌঁছেন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে অবস্থান করেন। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হয় স্থানীয় ধূপগুড়ি ক্লাবের প্রশস্ত হলে। প্রথম দিবস (৩০ জানুয়ারী) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ধূপগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীনির্ম্মল কুমার সরকার এবং বেরাইটী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅমূল্যকুমার ধর চৌধুরী প্রধান অতিথিপদে বৃত হন। দ্বিতীয় দিবসের সান্ধ্য ধর্ম্মসভার সভাপতি হন ডাউকিমারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীপদ্মলোচন রায়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘ তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ শ্রবণে সমুপস্থিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন আরও কিছুদিন অবস্থান করতঃ শাস্ত্রযুক্তিমূলে শুদ্ধ আস্তিক্য ধর্ম্মের প্রচারের দ্বারা আধুনিক

নাস্তিক্য চিন্তা স্রোতোজাত দুর্বিবষহ অবস্থা হইতে সমাজকে পরিত্রাণের জন্য। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে প্রোগ্রাম বহুপূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের পক্ষে কোথায়ও অধিক দিন অবস্থান সম্ভব না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং প্রত্যেক স্থানে বলেন ভবিষ্যতে অবস্থিতির সময় বৃদ্ধির অবশ্যই তিনি চেষ্টা করিবেন।

শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারীর মিল-পাড়াস্থিত বাসগৃহ হইতে ৩১ জানুয়ারী প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী প্রভু ও তাঁহার পরিজন-বর্গের অক্লান্ত পরিশ্রম ও হার্দ্দী সেবা-প্রচেষ্টায় ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। ফালাকাটার নিকটবর্ত্তী ভূতনীঘাট গ্রামের মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভু পরিজনবর্গসহ ধূপগুড়ির ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করেন। ফালাকাটায় ধর্ম্ম-সম্মেলনের জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেও সময়াভাবশতঃ তাঁহার আমন্ত্রণ রক্ষা সম্ভব হয় নাই।

কোচবিহার:—ধূপগুড়ি হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব ও প্রচারকবৃন্দ ১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার কোচ-বিহারে শুভপদার্পণ করতঃ স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীশশী-ভূষণ দেবনাথ মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহক্রমে তাঁহার গৃহে অবস্থান করেন। শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে একদিন পূর্ব্বেই কোচবিহারে আসিয়াছিলেন প্রচারের প্রাক্‌ব্যবস্থার জন্য। শশীবাবু স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা করেন। প্রথম দুই দিনের অধিবেশনে জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক (প্রাথমিক) ডাঃ শ্রীহরিনারায়ণ দেবনাথ মহাশয় সভাপতি এবং আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীশ্যামল চক্রবর্ত্তী মহোদয় প্রধান অতিথি-পদে বৃত হন। তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন—যথাক্রমে কোচবিহার জেলাকোর্টের জজসাহেব মাননীয় শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয় ও কোচবিহারের মুখ্য জেলা স্বাস্থ্যাধিকারী (C. M. O.) ডাক্তার শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার মহাশয়। শ্রীল আচার্য্য-দেব ধর্ম্মতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজও একদিন বক্তৃতা করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ভক্তি-ললিত গিরি মহারাজ মুখ্যভাবে এবং শ্রীপাদ ভক্তি-কুসুম যতি মহারাজ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীনীলমণি দত্ত মহোদয়ের নীল-কুঠীস্থিত বাসগৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বহু শত ভক্ত নরনারীর সমাবেশে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। উক্তদিবস মধ্যাহ্নে নীলমণিবাবু তাঁহার গৃহে মহোৎসবের আয়োজন করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শশীবাবুর আনুকূল্যে তাঁহার গৃহে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশশীভূষণ দেবনাথ মহোদয়ের আতিথ্য এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সেবাপ্রচেষ্টায় এবং শ্রীনীলমণি দত্ত মহোদয়ের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে
বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপা-প্রার্থনামুলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে কলিকাতা, ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব বিগত ২ মাঘ, ১৬ জানুয়ারী (১৯৮১) শুক্রবার হইতে ৬ মাঘ, ২০ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার নাগরিকগণ ব্যতীতও মফঃস্বল হইতে বহু শত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসভার সান্ধ্য-অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল রায় চৌধুরী, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীগণেন্দ্র নারায়ণ রায়, শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমলেন্দ্র নাথ মৈত্র ও বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডঃ শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি ও কলিকাতা রাজ্যপরিবহন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য ও শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা মহোদয়। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পাণ্ডা পঞ্চতীর্থ ও শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে "মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ কেন", "অশান্ত বিশ্বে শান্তির উপায়", "শ্রীগীতার শিক্ষা", "শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীভাগবতধর্ম্ম", "সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীনামসংকীর্ত্তন"।

সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও শ্রীভাগবত ব্রহ্মচারী।

গত ৪ মাঘ, ১৮ জানুয়ারী রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে অপরাহ্ণ ২-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড ও বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাজপথ পরিভ্রমণ করেন। আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দের উৎসাহময় মৃদঙ্গবাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মূলগায়করূপে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন। ৬ মাঘ, ২০ জানুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, শৃঙ্গার, ভোগরাগ ও আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। মঠবাসী ব্রহ্মচারী সেবকগণের সর্ব্বতোভাবে আপ্রাণ সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্য মণ্ডিত হয়।

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাব লীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রাকট্য-সম্বন্ধে যে-সকল শ্রৌত-প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায়,—শ্রীব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধে শ্রীচতুর্ব্যূহ-ভগবান্ শ্রীনীলমাধব-মূর্ত্তিরূপে শঙ্খক্ষেত্র-নীলাচলে* পতিত-নীচকে কৃপা বিতরণার্থ অবতীর্ণ হ'ন। দ্বিতীয় পরার্দ্ধে মনু-সন্ধি একযুগ গত হইলে সত্যযুগ আরম্ভ হয়। সেই সময় শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-নামে সূর্য্যবংশীয় এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা মালবদেশের অবন্তীনগরীতে রাজত্ব করিতেন। তিনি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ভগবৎ প্রেরিত কোন এক বৈষ্ণব তখন শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া কথা-প্রসঙ্গে শ্রীনীলমাধবের কথা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ব্রাহ্মণকে শ্রীনীলমাধবের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। সকলেই বিফল-মনোরথ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একমাত্র রাজ-পুরোহিত শ্রীবিদ্যাপতি বহুস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে 'শবর'-নামক একটি অনার্য্য-জাতির দেশে উপস্থিত হইলেন। সেই শবর-পল্লীতে উপনীত হইয়া তিনি 'বিশ্বাবসু'-নামক এক শবরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তথায় গৃহস্বামী 'ললিতা'-নাম্নী একটি কুমারী কন্যাকে একাকিনী দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ পরে গৃহস্বামী শবর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণ-অতিথির সেবা করিবার জন্য কন্যাকে আদেশ করিলেন। তৎপরে শবরের বিশেষ অনুরোধে বিদ্যাপতি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

বিদ্যাপতি দেখিতে পাইলেন, উক্ত শবর প্রত্যহ রাত্রিতে বাহিরে চলিয়া যান এবং তৎপর-দিবস মধ্যাহ্নে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; তখন শবরের শরীরে কর্পূর, কস্তুরী, চন্দনাদির গন্ধ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি তাঁহার পত্নী ললিতাসুন্দরীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ললিতা জানাইলেন যে, তাঁহার পিতা প্রত্যহ শ্রীনীলমাধবের পূজার্থ অন্যত্র গমন করেন।

এতদিন পরে শ্রীনীলমাধবের সন্ধান পাইয়া বিদ্যাপতির আনন্দের সীমা থাকিল না। শবরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াই ললিতা পতিকে শ্রীনীলমাধবের কথা জানাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি শ্রীনীলমাধবের দর্শন-প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একদিন কন্যার বিশেষ প্রার্থনায় বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির চক্ষু বন্ধন করিয়া তাঁহাকে শ্রীনীলমাধবের দর্শনে লইয়া গেলেন। যখন শ্রীনীলমাধবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন শবর বিদ্যাপতির চক্ষুর বন্ধন

---

* শ্রীক্ষেত্রের আকার শঙ্খসদৃশ হওয়ায় ইহাকে 'শঙ্খক্ষেত্র' বলে। অনাদিকাল হইতে শ্রীক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর শ্রীদশাবতার-শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছেন; এজন্য ইহা 'দশাবতার-ক্ষেত্র'-নামে কথিত। শ্রীনীলমাধব-ভানুর উদয়াচল অথবা এইস্থানে নীলপর্ব্বত অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহা 'নীলাচল' বা 'নীলাদ্রি'-নামে খ্যাত হইয়াছেন। মাদলা-পঞ্জিকায় উক্ত হইয়াছে যে, জম্বুদ্বীপে ভারত-খণ্ডের উত্তরদেশে দক্ষিণমহোদধির উত্তর-তীরে শ্রীপুরুষোত্তম-বৈকুণ্ঠে দশ-যোজন-মধ্যে দক্ষিণাবর্ত্ত-শঙ্খের পঞ্চক্রোশব্যাপী নাভিমণ্ডলস্থ নীলকন্দর-পর্ব্বতে গদাচক্রশঙ্খপদ্মকর নীলমণিগঠিত নীলমাধব-মূর্ত্তি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লীলা-পুরুষোত্তম এইস্থানে অর্চ্চাবতাররূপে নিত্য অধিষ্ঠিত। তাঁহার নামানুসারে এই ক্ষেত্র—'শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম'; ত্রিজগতের নাথ শ্রীবিষ্ণুর ধাম বা 'পুর' বলিয়া এইস্থান 'শ্রীজগন্নাথ' বা 'পুরী'-নামে খ্যাত হইয়াছেন।

উন্মোচন করিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি শ্রীনীলমাধবের অপূর্ব্ব-শ্রীমূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য ও স্তব করিতে লাগিলেন। শবর বিদ্যাপতিকে শ্রীনীলমাধবের নিকট রাখিয়া কন্দমূল ও বনপুষ্পাদি পূজোপকরণ আহরণার্থ অন্যত্র গমন করিলেন। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ দেখিলেন, একটি নিদ্রিত বায়স নিকটস্থ একটি কুণ্ডে পতিত হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করিল এবং চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক (সারূপ্য লাভ করিয়া) বৈকুণ্ঠ গমন করিল। ইহা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণও সেই বৃক্ষ আরোহণপূর্ব্বক উক্ত কুণ্ডে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জনের চেষ্টা করিলেন। এমন সময় এইরূপ একটি আকাশবাণী হইল—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি যে শ্রীনীলমাধবের দর্শন পাইয়াছ, তাহা সর্ব্বপ্রথমে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজকে জ্ঞাপন কর।"

শবর বনফুল ও কন্দমূল আহরণ করিয়া শ্রীনীলমাধবের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন শ্রীনীলমাধব শবরকে বলিলেন,—"আমি এতদিন তোমার প্রদত্ত বনফুল ও বনফল গ্রহণ করিয়াছি, এখন আমার ভক্ত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের প্রদত্ত রাজসেবা-গ্রহণের অভিলাষ হইয়াছে।"

শ্রীনীলমাধবের পূজা হইতে বঞ্চিত হইবেন—ভাবিয়া শবর নিজ জামাতা বিদ্যাপতিকে স্বগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; পরে দুহিতার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিলেন। ব্রাহ্মণ তখন শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীনীলমাধবের আবিষ্কারবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা মহানন্দে বহু লোকজন লইয়া শ্রীনীলমাধবকে আনয়ন করিবার জন্য অভিযান করিলেন। কিন্তু শ্রীনীলমাধব-বিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সৈন্য-সামন্তদ্বারা শবরপল্লী অবরোধ ও শবরকে বন্দী করিলেন। তখন রাজার প্রতি আকাশবাণী হইল—"শবরকে ছাড়িয়া দাও। নীলাদ্রির উপর একটি মন্দির নির্ম্মাণ কর; তথায় দারুব্রহ্মরূপে আমার দর্শন পাইবে, নীলমাধবমূর্ত্তিতে তুমি দর্শন পাইবে না।"

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন প্রস্তরের দ্বারা শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণার্থ 'বউলমালা'-নামক স্থান হইতে প্রস্তর আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া তথা হইতে নীলকন্দর পর্য্যন্ত একটি পথ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পথে প্রস্তর আনয়ন করাইয়া শঙ্খনাভিমণ্ডলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং 'রামকৃষ্ণপুর' নামক একটি গ্রাম স্থাপন করিলেন। শ্রীমন্দির মাটির নীচে ৬০ হাত ও মাটির উপরে ১২০ হাত উচ্চ করা হইল। মন্দিরের উপরে একটি কলস ও তাহার উপর একটি চক্র স্থাপিত হইল এবং মন্দিরকে স্বর্ণমণ্ডিত করা হইল। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীব্রহ্মার দ্বারা শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষ করিয়া ব্রহ্মার অপেক্ষায় বহুকাল যাপন করিলেন। এই সময়ের মধ্যে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের নির্ম্মিত মন্দির সমুদ্রের বালুকাদ্বারা আবৃত হইয়া গেল। ইতোমধ্যে 'সুরদেব', তৎপরে 'গালমাধব'-প্রভৃতি কয়েকজন রাজা তথায় রাজত্ব করিলেন। গালমাধব বালুকাভ্যন্তর হইতে মন্দিরটি উদ্ধার করিলেন। এদিকে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার নিকট হইতে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উক্ত মন্দিরটী তাঁহার রচিত বলিয়া দাবী করায় গালমাধব ঐ মন্দির নিজকৃত বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু মন্দিরের নিকটবর্ত্তী কল্পবটস্থিত 'ভুষণ্ডি'-কাক—যিনি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া শ্রীরামনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তথায় সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন, তিনি জানাইলেন যে, ঐ মন্দিরটি শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নমহারাজ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাঁহার অনুপস্থিতে উহা বালুকা-প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল, গালমাধব রাজা তাহা উদ্ধার করিয়াছেন। গালমাধব সত্যের অপলাপ করায় ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের পশ্চিমে, শ্রীমন্দিরের বহির্দ্দেশে ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে অবস্থান করিলেন। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীব্রহ্মাকে এই পরম-মুক্তিদায়ক ক্ষেত্র ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—"শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকাশিত এই শ্রীক্ষেত্র ও স্বপ্রকাশ শ্রীভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। শ্রীজগন্নাথ ও তাঁহার শ্রীধাম এই প্রপঞ্চে তদীয়-কৃপায় নিত্য-অবস্থিত;

তবে আমি এই শ্রীমন্দিরের চূড়ায় একটি ধ্বজা বন্ধন করিয়া দিতেছি, যাঁহারা দূর হইতে এই ধ্বজা দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন, তাঁহারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করিবেন।"

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীনীলমাধবের দর্শন না পাইয়া অনশনব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া কুশ-শয্যায় শয়ন করিলেন। তখন শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি চিন্তা করিও না, সমুদ্রের 'বাঙ্কিমুহান'-নামক স্থানে দারুব্রহ্মরূপে ভাসিতে ভাসিতে আমি উপস্থিত হইব।" রাজা সৈন্যসামন্ত সহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাঙ্কিত শ্রীদারুব্রহ্মকে দর্শন করিলেন। রাজা বহু বলবান্ লোক, হস্তি-প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াও সেই দারুব্রহ্মকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তখন শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে জানাইলেন,—"আমার পূর্ব্ব সেবক বিশ্বাবসু—যিনি আমার শ্রীনীল-মাধব-স্বরূপের পূজা করিতেন, তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর এবং একটি স্বর্ণ-রথ দারুব্রহ্মের সম্মুখে স্থাপন কর।"

রাজা সেই স্বপ্নাদেশানুসারে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বসু-শবর আসিয়া শ্রীদারুব্রহ্মের একপার্শ্বে ও বিদ্যাপতি-ব্রাহ্মণ অপরপার্শ্ব ধারণ করিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে সকলে হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাজা শ্রীদারুব্রহ্মের শ্রীচরণ ধারণ-পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীদারুব্রহ্ম রথে আরোহণ করিলে রাজা তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া আসিলেন। তথায় শ্রীব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; শ্রীনৃসিংহদেব যজ্ঞবেদীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে, যেস্থানে শ্রীমন্দির বর্ত্তমান, সেইস্থানে ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মুক্তিমণ্ডপের সংলগ্ন-পশ্চিমদিকে যে শ্রীনৃসিংহদেব বিরাজমান আছেন, তিনিই উক্ত 'আদি-নৃসিংহদেব'।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-মহারাজ শ্রীদারুব্রহ্মকে শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকট করিবার জন্য বহু দক্ষ শিল্পীকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাহারা কেহই দারুব্রহ্ম স্পর্শই করিতে পারিল না, তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র সমস্তই খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইয়া গেল। অবশেষে স্বয়ং ভগবান্ 'অনন্ত-মহারাণা'-নামে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক একটি বৃদ্ধ-শিল্পীর ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া ২১ দিনের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিবেন,—এইরূপ প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। এদিকে যে-সকল কারিকর রাজার আহ্বানে আগমন করিয়াছিলেন, উক্ত বৃদ্ধ সূত্রধরের উপদেশানুসারে রাজা তাঁহাদের দ্বারা তিনটী রথ প্রস্তুত করাইলেন। সেই বৃদ্ধ কারিকর দারুব্রহ্মকে শ্রীমন্দিরের ভিতরে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকী অবস্থান করিবেন এবং ২১ দিনের পূর্ব্বে কিছুতেই রাজা দ্বারোন্মোচন করিতে পারিবেন না,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইলেন; কিন্তু দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইবার পর কারিকরের অস্ত্র-শস্ত্রাদির কোন প্রকার শব্দ না পাইয়া রাজা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও রাজা রাজ্ঞীর পরামর্শানুসারে বলপূর্ব্বক স্বহস্তে শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; তথায় বৃদ্ধ কারিকরকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল দেখিলেন—দারুব্রহ্ম তিনটি শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকটিত রহিয়াছেন। আরও সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীমূর্ত্তির শ্রীহস্তের অঙ্গুলি-সমূহ ও শ্রীপাদপদ্ম প্রকাশিত হ'ন নাই। বিচক্ষণ মন্ত্রী জ্ঞাপন করিলেন—উক্ত বৃদ্ধ কারিকর আর কেহই নহেন, তিনি স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ; রাজা নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এক সপ্তাহকাল পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করায় শ্রীজগন্নাথ আপনাকে ঐভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। রাজা তখন নিজেকে অত্যন্ত অপরাধি-জ্ঞানে প্রাণ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কুশ-শয্যায় শয়ন করিলে অর্দ্ধরাত্রে শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া বলিলেন,—"আমি এইরূপ দারুব্রহ্ম-আকারেই 'শ্রীপুরুষোত্তম'-নামে

শ্রীনীলাচলে নিত্য অধিষ্ঠিত আছি। এই প্রপঞ্চে আমি আমার শ্রীধামের সহিত ২৪টি অর্চ্চাবতাররূপে অবতীর্ণ হই। 'আমি প্রাকৃত-হস্ত-পদাদিরহিত হইয়াও অপ্রাকৃত হস্ত-পদাদির দ্বারা ভক্তের প্রদত্ত সেবোপকরণ গ্রহণ করি এবং ভুবনমঙ্গলার্থ বিচরণ করি'—বেদের এই নিত্য-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য ও তুমি যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ, তৎপ্রসঙ্গে একটি লীলা-মাধুরী প্রকট করিবার জন্য আমি এই মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছি। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনে আমার মাধুর্য্যরসলুব্ধ ভক্তগণ আমাকে শ্রীশ্যামসুন্দর-মুরলীবদনরূপে দর্শন করেন। আমার ঐশ্বর্য্যময়ী সেবায় যদি তোমার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তুমি স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্ম্মিত হস্তপদাদিদ্বারা আমাকে কখন কখন ভূষিত করিতে পার; কিন্তু জানিও—আমার শ্রীঅঙ্গ যাবতীয় ভূষণের ভূষণ-স্বরূপ।"

রাজা স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথদেবের এই বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং প্রার্থনা জানাইলেন,—"যে বৃদ্ধ কারিকর এই শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণ যেন যুগে যুগে জীবিত থাকিয়া তিনটী রথ-নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।" শ্রীজগন্নাথদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তাহাই হইবে।" তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে আরও বলিলেন,—"যে বিশ্বাবসু নীল-মাধবরূপী আমার সেবা করিতেন, তাঁহার বংশধরগণ যুগ-যুগে আমার 'দয়িতা'-সেবক-নামে পরিচিত থাকিয়া সেবা করিবেন। বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণপত্নী-গর্ভজাত সন্তানগণ আমার অর্চ্চক হইবেন; আর বিদ্যাপতির শবরীর গর্ভজাত সন্তানগণ আমার ভোগরন্ধনকার্য্য করিবেন। তাঁহারা 'সুয়ার' (সূপকার)-নামে খ্যাত হইবেন।"

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীজগন্নাথদেবকে বলিলেন,—"আমাকে একটি বর দান করিতে হইবে। প্রত্যহ একপ্রহর অর্থাৎ তিনঘণ্টা মাত্র আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকিবে; আর জগদ্বাসী সকলের দর্শনের জন্য অবশিষ্ট সময় আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। সারাদিন আপনার ভোজন চলিবে, আপনার হস্তপল্লব কখনও শুষ্ক হইবে না। শ্রীজগন্নাথ-দেব "তথাস্তু" বলিয়া সম্মত হইলেন এবং বলিলেন,—"এখন তোমার নিজের জন্য কিছু বর প্রার্থনা কর।" তখন রাজা বলিলেন,—"যাহাতে কোনও ব্যক্তি আপনার শ্রীমন্দিরকে নিজ-সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে না পারে, তজ্জন্য আমি নির্ব্বংশ হইতে চাই, আমাকে সেই বর দান করুন।" শ্রীজগন্নাথদেব "তথাস্তু" বলিয়া রাজাকে এই বরও প্রদান করিলেন।

শ্রীক্ষেত্র—ভৌম-বৈকুণ্ঠ। শ্রীভগবান্ কখনও বিভিন্ন-মূর্ত্তিতে নিজ-পরিকর ও ধামসহ অবতীর্ণ হন, কখনও বা নিত্য-অর্চ্চাবতার স্ব স্ব ধামসহ জগতে প্রকটিত করিয়া তথায় নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন।

"যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কা'রো কাঁহো সন্নিধান॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—'জগন্নাথ'-নাম॥
প্রয়াগে 'মাধব', মন্দারে 'শ্রীমধুসূদন'।
আনন্দারণ্যে 'বাসুদেব', 'পদ্মনাভ' 'জনার্দ্দন'॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে 'বিষ্ণু' রহে, 'হরি' মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সবার পরকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর—ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি' ধর্ম্ম স্থাপিতে॥"

(চৈ চ ম ২০।২১২, ২১৫-২১৯)

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে পতিতপাবন শ্রীঅর্চ্চাবতার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুরী অনাদিকাল হইতে 'শ্রীক্ষেত্র'-নামে প্রচারিত আছেন। হাওড়া ষ্টেশন হইতে বি, এন্, রেলপথে পুরী-ষ্টেশন ৩১০ মাইল। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রাচীন গৌড়ীয়-সাহিত্যে এই পুণ্য-তীর্থ 'পুরী', 'পুরুষোত্তম', 'ক্ষেত্র', 'নীলাচল'-প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবকে বলিতেছেন,—

* * *

"সেই স্থানে আমার পরমগোপ্য পুরী ॥
সেই স্থান, শিব! আজি কহি তোমা'-স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে ॥
সিন্ধুতীরে বটমূলে নীলাচল নাম।
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্য-স্থান ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে-স্থানের কিছু করিতে না পারে ॥
সর্ব্ব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥
সে-স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বয়ে যাতেক জন্তু-কীট-কৃমি ॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
'ভুবনমঙ্গল' করি' কহয়ে যে-স্থানে ॥
নিদ্রাতেও যে-স্থানে সমাধি ফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয় ॥
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা-মাত্র যথা হয় আমার স্তবন ॥

* * *

নিজ-নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে, সে আমার সম ॥
সে-স্থানে নাহিক যম-দণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভাল-মন্দ-বিচার সভার ॥"

—(চৈঃ ভাঃ অঃ ২।৩৬৬-৩৭৪, ৩৭৬-৩৭৭)

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদ্ দীনবন্ধু দাস বাবাজী মহারাজঃ—বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাসিক্ত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ দীনবন্ধুদাস বাবাজী মহারাজ—বিগত ১০ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাবতিথি শুভবাসরে শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত নন্দগ্রামে পাবন সরোবরস্থ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের ভজন-কুটীরে প্রায় ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নির্যাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি বাবাজীর বেষ ধারণ করতঃ বিবিক্তানন্দী হইয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিত পাবনসরোবরস্থ ভজনকুটীরে অবস্থান করতঃ ভজন করিতেন। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ উক্ত ভজনকুটীরের সেবার জন্য কিছু মাসিক আনুকূল্য প্রেরণ করিতেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বাবাজী মহারাজের পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ যথারীতি শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সমাধিস্থ ও তথায় বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে অনুষ্ঠিত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে ভক্তবৃন্দ নন্দগ্রামে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেন। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত জনগণের প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ও প্রীতি ছিল।

তাঁহার অকস্মাৎ প্রয়াণে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সকলেই বিশেষভাবে বিরহ-সন্তপ্ত।

স্বধামে শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাসিক্ত গৃহস্থ শিষ্য ও শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য পাঞ্জাবের লুধিয়ানা নিবাসী শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর (শ্রীনরহরি দাসাধিকারী) আমাদিগকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া গত ১৩ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে লুধিয়ানা নিজ বাসভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ পরসংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬ ৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা চৈত্র ১৩৮৭

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ১৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৮৭

২১শ বর্ষ { ৯ বিষ্ণু, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, রবিবার, ২৯ মার্চ্চ, ১৯৮১ } ২য় সংখ্যা

শ্রীভগবান্‌ই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীভগবান্‌ই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীমদাচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ নাই। তিনি সাক্ষাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ। যদি কেহ হরিসেবাবিমুখ হইয়া আচার্য্যত্বের অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বৈরাচারকে কেহই সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন না। আচার্য্যের অনন্য-ভজনই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন। আচার্য্যদেব—সেব্য ভগবানের অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান্ ও তৎপরিকরের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।

গুরুদেব বস্তুতঃ কৃষ্ণচৈতন্যদাস হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবিশেষ জানিবেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণসহ নিত্য 'সেব্য-সেবক' ভাবরহিত হইয়া গুরুদেব কোন অংশেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত লীলা-বৈচিত্র্যে ভিন্ন নহেন—এরূপ নহে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে অপ্রাকৃতানুভূতিতে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় বিশেষত্ব না থাকায় তাঁহাদের দৃষ্টির অনুগমনে কোন ভক্তিমান্ বৈষ্ণবাচার্য্যই গুরু ও কৃষ্ণে কোন অংশে ভেদ নাই বলেন না, পরন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই উপদেশ করেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু গুরুদেব-সম্বন্ধে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর' এইরূপ বলেন। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২১৩ সংখ্যা) লিখিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" তদনুগ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরু-দেবস্তোত্রে বলিয়াছেন—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্ত-স্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥" অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব সাক্ষাৎ 'হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু

যিনি সদা প্রকাশ-স্বরূপ হইয়া কৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের প্রিয়-সেবাধিকারী, সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'তদীয়' জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনাপদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধভজনগীতি-গুলিতে, শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপপ্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

যিনি হরিভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষা-গুরু। ভজন-হীন দুরাচার, গুরু বা আচার্য্য নহেন। ভজনানন্দী মহান্তগুরু এবং ভজনানুকূল বিবেকদাতা চৈত্ত্যগুরু-ভেদে শিক্ষক দ্বিবিধ। সাধ্যসাধন-ভেদে ভজনশিক্ষা-ভেদ। কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব, শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তাঁহাতে স্বীয় সেবানুভূতি উন্মেষিত করেন। সেই দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার সুষ্ঠুভাবে বিষ্ণুসেবন-শিক্ষা 'অভিধেয়' নামে কথিত। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—অভিধেয় বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয় বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচভাব-প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে। কৃষ্ণের "রূপ ও স্বরূপে" ভাষাগত বৈষম্য নাই। দীক্ষাগুরু শ্রীসনাতন মদনমোহন-পাদপদ্মদাতা। ব্রজে বিচরণে অসমর্থ ভগবদ্বিস্মৃত জীবকে তিনি ভগবৎপাদ-সর্ব্বস্বানুভূতি প্রদান করেন। শিক্ষাগুরু শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দের ও তৎপ্রেষ্ঠের পাদ-সেবাধিকার দাতা।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(স্থায়িভাব-রতি)

প্রশ্ন—'স্থায়িভাব' কি ?

উত্তর—"অন্য সকল ভাবকে নিজ-বশে রাখিয়া যে ভাব কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাই স্থায়িভাব। জাত-ভাব-পুরুষের যে রতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই কৃষ্ণে অনন্য-মমতাসংযুক্ত ও কিয়ৎপরিমাণে গাঢ় হইতে হইতেই রসোপযোগী স্থায়ী ভাব হইতে পারে। যদিও ঐ রতি স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ অবিমিশ্র একভাবত্ব অতিক্রম করিয়া প্রেমপ্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি তাহাকে রতিই বলা যাইবে; যেহেতু প্রেম অসীমত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বাবস্থায় রতিত্ব দশায় পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় প্রেম রসের পরাকাষ্ঠাকে আত্মসাৎ করিয়া পরিচিত হয়, অতএব স্থায়িভাব বলিতে রতিই অগ্রসর হইবে।" —চৈঃ শিঃ ৭।১

প্রঃ—'রতি' কাহাকে বলে ? তাহা কয় প্রকার ?

উঃ—"রতিই প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থা। প্রেম—সূর্য্যস্বরূপ এবং রতি বা ভাব—তাহার কিরণস্বরূপ। রতি উদিত হইলে অল্প-অল্প সাত্ত্বিকাদি ভাব উদিত হয়। রতি বদ্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়াও স্বয়ং চিদ্ব্যাপার, অতএব স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রকাশ্যতত্ত্বের ন্যায় প্রতীত হন এবং মনোবৃত্তি-রূপে লক্ষিত হইতে থাকেন। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ ও সাধনাভিনিবেশ হইতে জগতে এইরূপ দুই প্রকারে রতির উদয় হয়। জগতে সাধনাভি-নিবেশজ রতিই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। প্রসাদজ রতি বিরলোদয়। সাধনাভিনিবেশজ রতি আবার বৈধ-সাধনজ ও রাগানুগা-সাধনজ-ভেদে দ্বিবিধ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

প্রঃ—অনিত্য ও নিত্য-রতি কি ?

উঃ—"জড়দেহে যে রতি আছে, সে রতি চিতানলে দগ্ধ হয়, আত্মার সহিত নিত্যরূপে থাকে না। পৃথিবীতে যে স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহার আছে, তাহা অতি তুচ্ছ; কেন না, দেহের সুখ দেহের সহিত শেষ হয়। জীব যিনি, তিনি আত্মা, তাঁহার একটি নিত্য-দেহ আছে। সেই নিত্য-দেহে সকল-জীবই স্ত্রী এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ। জড়-দেহের চেষ্টা-সকলকে ক্রমশঃ খর্ব্ব করিয়া নিত্য-দেহের চেষ্টাকে বৃদ্ধি কর। যেমত জড়ীয় স্ত্রী-দেহের রতি উৎকটভাবে

পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ নিত্য-স্ত্রী-দেহের অপ্রাকৃত-রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হয়। বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে লালসা, তাহাকেই 'রতি' বলি **অপ্রাকৃত সিদ্ধ-দেহের যে স্বাভাবিকী কৃষ্ণলালসা, তাহাই জীবের নিত্য-রতি।"**

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

প্রঃ—রসবিচারশূন্য ব্যক্তিগণের যে ভাবের উদ্দীপনা, তাহার মূল কোথায়?

উঃ—"রসবিচারশূন্য হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে যে রসের আলোচনা করেন, তত্ত্বজ্ঞানাভাবে তাহাকেই চিন্তাগত ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, সমাধি, এবাদৎ, পূজা, প্রার্থনা (Prayer) ইত্যাদি নাম দিয়া থাকেন। যে-সময়ে উপাসক পূজা, প্রার্থনা (Prayer) বা এবাদৎ প্রভৃতি ক্রিয়াতে আবিষ্ট হন, তখন বিদ্যুৎগতির ন্যায় একটী ভাব তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে উঠিয়া মনকে কম্পিত করে এবং দেহে রোমাঞ্চ প্রভৃতির কিছু কিছু ব্যাপ্তি উদ্ভাবন করে। তখন মনে হয়, ঐ ভাবটী যদি আমাতে স্থায়িরূপে থাকে, তাহা হইলে আর আমার কষ্ট থাকে না। তাই, সে ভাবটী কি? তাহা কি জড়ের ধর্ম্ম,—না চিন্তার ধর্ম্ম,—না জড়বিপরীত ধর্ম্ম? সমস্ত জগৎ অন্বেষণ কর, জড়ে কোথাও সেরূপ ভাব দেখিবে না। তড়িৎ পদার্থ (electricity) বা চুম্বক (Magnetism) যাহারা জড়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাদের মধ্যে সে অবস্থা নাই। চিন্তাকে যদি বিচার করিয়া দেখ, তাহাতেও সে ভাব নাই। জড়-বিপরীত চিন্তাতে ত' কিছুই নাই। তবে তাহা কোথা হইতে আসিল? তোমরা গম্ভীররূপে বিচার করিয়া দেখ, জড়-আচ্ছাদিত জীবের সিদ্ধসত্তা হইতেই সেই ভাব উচ্ছলিত হয়।"

— চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

প্রঃ—রতি কি হৈতুক মনোবৃত্তি-বিশেষ?

উঃ—"রতি একটি স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহার হেতু নাই, বিষয় দেখিলেই উত্তেজিত হয়। * * * রতি প্রেমের বীজ; শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত করে।"

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

প্রঃ—জাতরতি পুরুষের লক্ষণ কি?

উঃ—"অপ্রস্ফুট-প্রীতি প্রথমাবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী। তখন তাহার নাম—রতি। সেই রতি শান্তরসে অনুমিত হয়। রতি জন্মিলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান হয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

প্রঃ—স্থায়িভাব-রতি ও রসোদয়ের ক্রম কি?

উঃ—"যতই অনর্থ বিগত হয়, ততই উন্নত-সোপান অতিক্রম করিতে করিতে নিষ্ঠা রুচিরূপে, রুচি আসক্তিরূপে এবং আসক্তি ভাবরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ভাব স্থায়ী হইয়া রতিরূপে সামগ্রীযোগে রস হয়।"

—'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ—ভাবাপন-দশায় সাধকের কি অভিমান?

উঃ—"ভাবাপন-দশায় জড়দেহের অভিমান দূর হইয়া সিদ্ধদেহের অভিমান প্রবল হইয়া পড়ে।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

প্রঃ—আত্মরতিই কি অভয়দায়িনী নহে?

উঃ—　"যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য—সকলি সভয়।
বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয়॥"

—'অভিধেয়-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি' ১, কঃ কঃ

প্রঃ—ইহজন্মে সাধন-ব্যতীত শুদ্ধ-রতির উদয় দৃষ্ট হইলে কি বুঝিতে হইবে?

উঃ—"কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা গেল না, কিন্তু শুদ্ধরতির উদয় হইতে দেখা যায়। সে-সকল স্থলে বুঝিতে হইবে যে, প্রাগ্ভবীয় সুসাধন কোন কারণে স্থগিত ছিল। সেই বিঘ্ন বিনষ্ট হওয়ায় ফলোদয় হইল, মনে করিতে হইবে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

প্রঃ—জাতরতি-পুরুষে যদি আচার-ব্যবহারের বৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, তবে কি তাঁহাকে অসূয়া করিতে হইবে?

উঃ—"জাতরতি পুরুষের আচার-ব্যবহার যদি বৈগুণ্যের ন্যায় লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি কৃতার্থ; তাঁহাতে কেহ অসূয়া করিবেন না। বস্তুতঃ **জাতরতি ব্যক্তির চরিত্র নির্দ্দোষ**। কোন কোন সামান্য ক্রিয়া সাধারণ বৈধাচারের বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যায়, তাহা

বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে দূষনীয় নয়; বিধি-প্রসক্ত নিম্নাধিকারীর চক্ষে তাহা বৈগুণ্যের ন্যায় বোধ হয় মাত্র।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

প্রঃ—মুক্তিকামী ও ভুক্তিকামী ব্যক্তিতে কি রতির উদয় সম্ভব?

উঃ—"রতি অতি দুর্লভ পদার্থ। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তি-সমূহে যে-সমস্ত রতি-লক্ষণ দেখা যায়, সে-সমস্তই রত্যাভাস। তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। সেই সকল লক্ষণ দেখিয়া অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সে সেই রত্যাভাসকেই 'রতি' বলিয়া থাকে।" —শ্রীমঃ শিঃ ১১শপঃ

প্রঃ—মায়াবাদী বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর বাহ্য বিকারাদি, কি অপ্রাকৃত-ভাবোত্থ সাত্ত্বিক বিকার?

উঃ—"* * * বাবাজীর যদি নিরপেক্ষত্ব সত্ত্বেও ভাব হয়, তবে তিনি ধন্য। কিন্তু বিচার-পূর্ব্বক যদি ভাব-লক্ষণ-সকল স্বীকার করেন, তাহা হইলে বুঝিবেন—সে ভাবসমূহ যথার্থ ভাব নয়, সে-সকল কেবল ভাবাভাসমাত্র। 'ভাব'-সম্বন্ধে বিশুদ্ধপ্রেমাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী এইরূপ বলিয়াছেন—

কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্ন বীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধ্যোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া-রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ॥

রত্যাভাস দুই প্রকার—প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। রত্যাভাসমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার রতি-লক্ষণ লক্ষিত হয়। তাহাতে নির্ব্বোধ লোকেরা চমৎকৃত হইয়া পড়ে; কিন্তু যথার্থ রতির আস্বাদকগণ তাহা চিনিতে পারেন।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

প্রঃ—সাধন-ভক্তির ভাবাবস্থা প্রাপ্তিতে কি ফলোদয় হয়?

উঃ—"সাধন-ভক্তি যখন 'ভাবাবস্থা' প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণ-কৃপা-বলে প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাব-ভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয়; তাহা হইলেই সাক্ষাদ্ দর্শন হয়।

—ব্রঃ সং ৫।৩৮

প্রঃ—শান্তিরতি কিরূপে প্রকটিতা হয়?

উঃ—"জীবের শুদ্ধা রতি অনেকদিন আশ্রয়ের সহিত জড়কুণ্ঠিতা ও বিস্মৃতি ভোগ করিয়া, অনর্থোপশম হইলে, আহা! কি ভয়ঙ্কর আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম বলিয়া স্বীয় শুদ্ধাবস্থায় বিশ্রাম লাভ করে। সে-সময় শান্তিরূপ একটী আশ্রয়গত-ভাব তাহাকে স্পর্শ করিলে, রতি তখন শান্তি-রতি হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

প্রঃ—শান্তরতির বিষয় ও আশ্রয় কি?

উঃ—"উপাস্য-বস্তু নির্ব্বিশেষ (Undistinguishable) নয়, কিন্তু সবিশেষ (Personal), এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধি-বুদ্ধিকে 'শম' বলা যায়। শম যে উপাসকের হৃদয়ে আসীন হইয়াছে, সে উপাসক যখন উৎপন্ন-রতি হন, তখন তাঁহার রতিকে 'শান্তি-রতি' বলি। শান্ত জীবই শান্তিরতির আশ্রয়। সবিশেষ (Personal God) ভগবান্‌ই সেই রতির বিষয়। শান্ত জীব ভগবত্তত্ত্বে জড়-বুদ্ধি পরিশূন্য। চিৎসুখ-প্রাপ্তির যোগ তাঁহার উপাসনা-লিঙ্গ। বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজানন্দে তিনি স্থিত হন। অতএব কৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে পরমাত্মা বা কিঞ্চিৎ সবিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া তাঁহার রতির বিষয় হন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৩

প্রঃ—'দাস্য' রতি কোন্ সময় উদিত হয়?

উঃ—"রতিতে অনন্য মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্য বা প্রীত-রতি হয়। তখন ভগবান্‌কে 'প্রভু' বোধ করত জীব আপনাকে তাঁহার 'নিত্যদাস' বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপনা করেন। দাস্যরতি দুই প্রকার—সম্ভ্রমগত ও গৌরবগত। সম্ভ্রমগত দাস্যে জীব আপনাকে অনুগৃহীত মনে করেন, গৌরবগত-দাস্যে আপনাকে পাল্য বলিয়া মনে করেন। কিঙ্করসকল—সম্ভ্রমগত দাস্যের আশ্রয়। পুত্রসকল—গৌরবগত দাস্যের আশ্রয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

প্রঃ—দাস্যরতির স্বরূপ কি?

উঃ—"দাস্যগত রসে স্থায়িভাব প্রেম অর্থাৎ রতি মমতার দ্বারা পুষ্ট হইয়া 'প্রেম' হইয়া থাকে। অতএব দাস্যে রতি ও প্রেমরূপ লক্ষণদ্বয়যুক্ত স্থায়িভাব আছে।

তাহাতে স্নেহ ও রাগ কিছু কিছু থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

প্রঃ—'সম্ভ্রম-প্রীতি' কি?

উঃ "কৃষ্ণে দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের ব্রজেন্দ্র-নন্দনে সম্ভ্রমবিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হয়। তাহাই পুষ্ট হইয়া 'সম্ভ্রম-প্রীত' সংজ্ঞা লাভ করে। এই রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসগণ আলম্বন।"

—জৈঃ ধঃ ২৯শ অঃ

প্রঃ—সখ্যরসে স্থায়িভাব কি?

উঃ "সখ্য বা প্রেমভক্তিরসে স্থায়িভাব প্রণয়। রতি ও প্রেম তাহাতে নিহিত আছে। দাস্যে যে সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল, তাহা পরিপাক হইয়া সখ্যে বিশ্রম্ভ বা অটল বিশ্বাস হইয়া যায়। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয়, বলবান, স্নেহ, রাগ কিছু কিছু থাকে।

—চৈঃ শিঃ ৭।১

প্রঃ—সখ্য হইতে বাৎসল্য-রতির উৎকর্ষ কি?

উঃ—"বৎসল-রসে বিশ্রম্ভ পরিপাক-অবস্থায় অনুকম্পা হইয়া পড়ে। তাহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ পর্য্যন্ত প্রবল। রাগও থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

প্রঃ—শৃঙ্গারের স্থায়িভাব কি পর্য্যন্ত পুষ্ট হয়?

উঃ—"শৃঙ্গার বা মধুর ভক্তিরসে কমনীয়ত্ব প্রবল হইয়া সম্ভ্রম, গৌরব, বিশ্রম্ভ ও অনুকম্পাকে স্বসত্তায় পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। ইহাতে স্থায়িভাব যে প্রিয়তা নামা রতি, তাহা প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত ভাবে পুষ্ট হয়। ভাব ও মহাভাব ইহাতে উদিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

প্রঃ—মুক্তিকামিগণের পুলকাশ্রু প্রভৃতি বিকার কোথা হইতে জাত?

উঃ—"যে সকল লোক মুক্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের যে পুলকাশ্রু, তাহা **রত্যাভাস** হইতে হয়। যাহাদের হৃদয় শ্লথ, তাহাদের হৃদয়ে অকারণ আহ্লাদ ও বিস্ময়াদির আভাস উদিত হয়। সে আভাস হইতে যে সকল বিকার হয়, সে-সমুদায় সত্ত্বাভাস-জনিত।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

(৩৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টনবাজার
গৌহাটী
১৮।২।৬৯

স্নেহভাজনেষু,

শ্রী * * দাস, তোমার ১লা মাঘের পত্র কলিকাতায় আমি না থাকায় বহু স্থান ভ্রমণ করতঃ বহু বিলম্বে আমার নিকটে পৌঁছিয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় এবার বহু যাত্রী সমাগমের সম্ভাবনা রহিয়াছে। তদুপরি কে বা কাহারা নবদ্বীপে কুম্ভ বলিয়া মিথ্যাকথা ছড়াইয়াছে। তজ্জন্য বহুলোকের ভীড় হইয়াছিল। বাংলাদেশে কুম্ভ হয় না এ ধারণা সাধারণ লোকের না থাকায় এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিকেই মাত্র কুম্ভ হইয়া থাকে।

যাহা হউক, শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা অবশ্য হইবেই। যাত্রীর জন্য বাসস্থানও তৈরী হইতেছে। বাঁশ, খড়,

মজুরী সকল বিষয়েই খরচা বৃদ্ধি হইয়াছে। তদুপরি খোরাকী খরচাও বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে যাত্রীদের এই পরিক্রমার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট খরচা ছিল না। কিন্তু এবার যদি কোন যাত্রী আসেন তাহা হইলে প্রত্যেকেই কমপক্ষে নগদ দশ টাকা ও জন প্রতি সঙ্গে ২কিলো করিয়া চাউল যেন আনিয়া সাহায্য করেন। প্রথমে আসিয়াই যেন যাত্রীর টিকেট করিয়া লয়েন। অনেকক্ষেত্রে পরিক্রমাকারী ভক্ত ও সজ্জনগণ বসিবার স্থান পান না, পূর্ব্বে রাস্তার লোক-গুলি আসিয়া বসিয়া প্রসাদ পাইয়া যায়। এবার এইজন্য সকল যাত্রীকেই টিকেট দেওয়া হইবে। বিনা টিকেটে লোককে প্রসাদ পাইতে বা যাত্রী নিবাসে থাকিতে দেওয়া সম্ভবতঃ হইবে না। সুতরাং তদনুসারে ব্যবস্থা করিয়া লোক-জন সহ তুমি আসিতে পার। তুমি সর্ব্বদাই আসিতে পার এবং সাধ্যমত মৃদঙ্গবাদন ও কীর্ত্তনাদি মঠের সেবা করিবে তোমার কোন সেবা খরচা লাগিবে না। অন্য কোন মৃদঙ্গ বাদক নিজের মৃদঙ্গসহ আসিয়া প্রত্যহ পরিক্রমা-কালে তাহার মৃদঙ্গ লইয়া বাজাইলে ও নগর ভ্রমণে গেলে তাহার কোন সেবা খরচা লাগিবে না। কিন্তু টিকেট সঙ্গে সকলকেই রাখিতে হইবে। তুমি আমার স্নেহাশী-র্ব্বাদ জানিবে। আমি আকাশ পথে আগামী কল্য কলিকাতায় ফিরিব। পরিক্রমা করে ২৫ শে ফেব্রুয়ারী শ্রীমায়াপুরে আমাদের মঠে পৌঁছিতে হইবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

⁂ ⁂ ⁂

(৩৪)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা—২৬
২০।১২।৭৮

স্নেহভাজনেষু,

তোমার ১১।১২।৭৮ তারিখের পত্র পাইয়াছি। * * * কাহারো এই নশ্বর দেহ চিরকাল থাকিবে না। ২ দিন পূর্ব্বে বা পরে দেহের পতন অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য তোমরা অধিক চিন্তা করিবে না এবং তোমার শাশুড়ীকেও অধিক চিন্তা করিতে নিষেধ করিও। আমার প্রতি যাঁহাদের স্নেহ আছে তাঁহারা অন্য কামনা ছাড়িয়া নিরন্তর অথবা যত অধিক সময় সম্ভব শ্রীকৃষ্ণনাম জপ, কীর্ত্তন বা স্মরণ করুন। উহাতেই আমার সেবা ও সুখ হইবে। যাঁহারা আমার শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্টপূরণে আমাদিগকে যত অধিক প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন আমি চিরদিনের জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীভগবান্ দয়াময়। শ্রীহরি তাঁহাদিগকে অবশ্যই কৃপা করিবেন। সকলের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন সকলে হৃদয়ের সহিত নিষ্কপটে সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম করেন। শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরি একই বস্তু। উহা ক্রমশঃ বোধের বিষয় হইবে। শ্রীহরির অনুভূতি হইলেই আর কোন দুঃখ অনুভবের বিষয় হইবে না। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। আগামী ১১ই জানুয়ারী হইতে ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৫ দিন কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব, বড়ধর্ম্মসভা, রথযাত্রা আদি হইবে। আমি এখন এখানেই থাকিব। ইতি।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani.'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3 & 4. printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary
Nationality :	Indian.
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. **Mangalnilay Brahmachary**
Signature of Publisher

Dated 29. 3. 1981

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রধান মনোঽভীষ্ট

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন শ্রীমথুরা-বৃন্দাবন মধ্যে কোন যামুনপুলিনময় স্থানে একটু ভজনস্থান করিয়া লইয়া তথায় ভজন সাধন করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন অতিবাহিত করিবার সংকল্প করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদা কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তারকেশ্বরে অবস্থিতিকালে শ্রীবৃন্দাবনাধিপতি শ্রীগোপীনাথ তারকেশ্বর-রূপে তাঁহাকে স্বপ্নযোগে বলেন—'তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ ধামে যে সকল কৃত্য আছে, তাহার ব্যবস্থা কি করিলে?', ঠাকুর ঐ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া ঐ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দেই শ্রীধামনবদ্বীপে আসিয়া গঙ্গাতটে রাণীর চরায় একটি গৃহে অবস্থানকালে পরপর কয়েকরাত্রে শ্রীধাম-মায়াপুরে অলৌকিক আলোকময় অট্টালিকা দর্শন করতঃ অতীব বিস্ময়ান্বিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হন। পরে নিজে পদব্রজে

শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া অচ্ছেদ্য তুলসীকানন, আম্র-পনস-নিম্বাদিবৃক্ষশোভিত একটি উচ্চভিটা দর্শনে খুবই আকৃষ্টচিত্ত হন এবং স্থানীয় প্রাচীন লোকসমূহের নিকট হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে শ্রীবাস অঙ্গনে আসিয়াও তত্রত্য প্রাচীন অধিবাসীর নিকট হইতে ঐরূপ অনেক তথ্যাদি প্রাপ্ত হন। ক্রমে শ্রীনরহরি ঠাকুরের 'পরিক্রমা পদ্ধতি', শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী বা শ্রীঘনশ্যাম দাসের 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের সহিত শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা, শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর—নবদ্বীপ ভ্রমণলীলা ও নগর-সংকীর্ত্তন প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করতঃ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণনগরে বসিয়া 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' নামে একখানি পরম উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি ঠাকুর পুরীতে রায় হরিবল্লভ বসু মহাশয়ের পিতৃব্য রাধারমণ বসু মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীপরমানন্দ-দাস প্রণীত গ্রন্থান্তর হইতেও ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার স্থানাদি নির্ণয় বিষয়ে অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হন। নদীয়ার তদানীন্তন ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার দ্বারিকানাথ সরকার মহোদয়ও নবদ্বীপমণ্ডলের একখানি নক্সা করিয়া দিয়া ঠাকুরের ধাম-মহিমা প্রচারে সহায়তা করেন। ১৮৯৩ সালে ঠাকুর গোদ্রুমে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের আনুগত্যে একটি হরিকীর্ত্তনোৎসবের আয়োজন করেন। এই সময়ে একদিন বাবাজী মহাশয় বহু বৈষ্ণবসমভিব্যাহারে শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনার্থ গিয়া তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান স্বহস্তে নির্দেশ করেন। এইজন্য তাঁহার প্রণামমন্ত্রে লিখিত হইয়াছে—

"গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥"

১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা সংস্থাপিত হয়। ঠাকুর প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান নির্দ্দেশার্থ শ্রীমায়াপুরে একটি আলোকস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিলেও বাঞ্ছাকল্পতরু গৌরহরি স্বয়ংই তাঁহার ভক্তবাঞ্ছাপূর্ত্তিকল্পে তথায় শীঘ্রই কিছু ভূমি সংগ্রহ করাইয়া তাহাতে কয়েকখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করতঃ ঐ ১৮৯৪ সালের ২১ শে মার্চ্চ বাং ১৩০০ সালের ৯ই চৈত্র বুধবার ফাল্গুনী পূর্ণিমার চন্দ্রগ্রহণ শুভবাসরেই বিপুল নামসংকীর্ত্তন-মহোৎসব মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলমূর্ত্তি (অর্চ্চন মার্গীয় যুগল) প্রকাশ করান। অতঃপর শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তন্নিজজন শ্রীল প্রভুপাদকে দিয়া তথায় অভ্রভেদী মন্দির ও সেবকখণ্ডাদি বহুকিছু বৈভব বিস্তার করিয়াছেন। আবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃতী শিষ্যবৃন্দও ক্রমশঃই শ্রীধামের স্থানে স্থানে আরও মঠ-মন্দিরাদি প্রকাশ করিয়া শ্রীধামের সৌন্দর্য্য বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। অবশ্য ধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের অকৃত্রিম আচার ও প্রচার প্রচেষ্টাই ঐসকল ধামবৈভবের প্রকৃত হৃদ্গত অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সম্বর্দ্ধক ও সংরক্ষক হইতে পারেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের নিম্নলিখিত মনোহভীষ্ট ষট্‌কের কথা যাহা তিনি স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদকে জানাইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহারই (অর্থাৎ ঠাকুরেরই) ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৮ই চৈত্র তারিখে (ইং ১লা এপ্রিল, ১৯২৬) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি পত্রে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেনঃ—

১। জাগতিক আভিজাত্যগৌরববাদিগণ নিজেরা প্রকৃত আভিজাত্য লাভ করিতে না পারিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবগণ পাপফলে নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—এরূপ বলিয়া থাকেন, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ হয়। সম্প্রতি ইহার প্রতিকারস্বরূপ **বৃত্তদৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্য**—যাহা তুমি আরম্ভ করিয়াছ উহাই প্রকৃত বৈষ্ণবসেবা বলিয়া জানিবে।

২। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপ্রচারের অভাব হইতেই মেয়েলি কুসংস্কার ও শিক্ষাগুলি সহজিয়া, অতিবাড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ভক্তি বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও প্রকৃত

আচার দ্বারা সেইসকল বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র চালন করিও।

৩। **শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমা** যত শীঘ্র পার, আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবাটি যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। **মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার** (নির্জ্জন ভজন নহে) **দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি নিজের জন্য নির্জ্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না।**

৪। আমি না থাকা কালে তোমার * * * বড় আদরের **শ্রীমায়াপুরের সেবা,** তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে, ইহা তোমার প্রতি আমার বিশেষ আদেশ। * * *।

৫। 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'ষট্‌সন্দর্ভ', 'বেদান্তদর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থের শুদ্ধভক্তিতাৎপর্য্যময়তা দেখাইবার আমার আন্তরিক যত্ন ছিল। সেই কার্য্যের ভার তুমি গ্রহণ করিবে। **শ্রীমায়াপুরে বিদ্যাপীঠ স্থাপন** করিলে শ্রীমায়াপুরের উন্নতি হইবে।

৬। নিজ ভোগের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসংগ্রহ বা অর্থ সংগ্রহের জন্য কোন দিন যত্ন করিও না, কেবল ভগবৎসেবার জন্যই ঐ সকল সংগ্রহ করিবে। **অর্থের বা স্বার্থের জন্য কখনও দুঃসঙ্গ করিবে না।**

পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের ঐ সকল মনোহভীষ্ট সর্ব্বপ্রযত্নে পরিপূরণ-সেবাদর্শ-প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ তিনি ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে প্রভুপাদ শ্রীগৌরপূর্ণিমার পূর্ব্বে ১৭ই ফাল্গুন রবিবার দশমী তিথি হইতে চারিদিবসকাল শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রীনবদ্বীপের সকল স্থান পরিক্রমা করা সম্ভবপর হয় নাই। এজন্য ১৩২৭ বঙ্গাব্দে ১লা চৈত্র বা ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ, ৪৩৪ গৌরাব্দের ২০ গোবিন্দ সোমবার পঞ্চমী তিথি হইতে ৯ই চৈত্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ নয়দিবস কাল ব্যাপিয়া পূর্ণ ষোলক্রোশ-ধামের সকল স্থানই শ্রীধামমাহাত্ম্য পাঠ করিতে করিতে পরিক্রমা করা হইয়াছিল। তাহাতে ভক্তেরা খুবই সুখ অনুভব করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের ইচ্ছা ছিল চৌরাশিক্রোশ গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ও ষোলক্রোশ নবদ্বীপধাম পরিক্রমা একসঙ্গে করা। কিন্তু ১৩৩১ বঙ্গাব্দেই প্রভুপাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এই বর্ষে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বেই শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা সমাপ্ত হইয়াছিল। ঐ ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৬ই মাঘ, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব দিবস ১নং উল্টাডিঙ্গিজংসন রোড হইতে এই গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ সালে ১৬ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৫) হইতে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হয়। এইবার কুলিয়ার কতিপয় পাষণ্ডিহিন্দু সঙ্কীর্ত্তন-রত নিরপরাধ বৈষ্ণবগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করে। অবশ্য উহাদের সকলকেই তজ্জন্য অতিভয়াবহ দৈবদণ্ড লাভ করিতে হইয়াছিল।

যাহাহউক ১৩২৬ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৪২ সাল পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যব্দ পরিক্রমার নিয়ামকত্ব করেন। ১৩৪২ সালে ১৫ই ফাল্গুন হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৩৪৩ সালে ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাচতুর্থী তিথির শেষভাগে নিশান্তে প্রায় ৫-৩০ মিঃ এ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাগোবিন্দের নিশান্তলীলায় প্রবেশ করেন। সুতরাং ১৩৪২ সালই প্রভুপাদের শ্রীধামপরিক্রমণে শেষ নিয়ামকত্ব।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীধাম পরিক্রমাকে পাদ-সেবনাখ্য ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত একটি অঙ্গবিশেষ বলিয়াছেন। শ্রীরূপানুগবর প্রভুপাদ আবার এই একটি ভক্ত্যঙ্গ যজনের সঙ্গে সঙ্গেই সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস বা ধামবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবনরূপ পঞ্চ-মুখ্যভক্ত্যঙ্গ একসঙ্গে যাজিত হইবার বিচার প্রদর্শন করায় আমাদের এই 'পরিক্রমা'র নামশ্রবণেই প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণালিঙ্গিত তৎস্বরূপবৈভব ধামও মহাবদান্য — শীঘ্র শীঘ্র

প্রেমদানে সমর্থ। চিন্ময়ধামে প্রাকৃতবুদ্ধি না করিয়া ভক্তিভরে শ্রীগৌরাঙ্গের বিভিন্ন লীলাস্মৃতিউদ্দীপক স্থানসমূহ ভ্রমণ করিতে থাকিলে অতিবড় পাষাণ হৃদয়ও সরস হইয়া উঠে। শ্রীগৌর-প্রণয়িভক্তসঙ্গে ভ্রমণ করিতে পারিলে অদ্যাপিহ শ্রীধামে প্রকটকালীয় দিব্য অনুভূতি লব্ধ হয়। অনর্পিতচর প্রেমপ্রদাতা পরমদয়াল শ্রীগৌর-নিতাই দু'টি ভাই এর নাম করিয়া নিষ্কপটে কাঁদিতে পারিলে এখনও তাঁহাদের অলৌকিক করুণা সাক্ষাদ্‌ভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়।

"হা গৌরনিতাই তোরা দু'টি ভাই
পতিত জনার বন্ধু।
অধম পতিত আমি হে দুর্জ্জন
হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥"

"গৌরাঙ্গভজন সহজ অতি। সহজ তাহার ফল বিততি॥ গৌরাঙ্গ বলিয়া ক্রন্দন করে। সুবিমল প্রেম অন্বেষয় তারে॥" কাঁদিতে হইবে, কিন্তু নিষ্কপটে, তবেই তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা অচিরেই মিলিবে। কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে, কিন্তু পরমদয়াল পরম ঔদার্য্যবিগ্রহ নিতাইগৌরের পরমোদার নাম অত্যন্ত অপরাধী ব্যক্তিও গান করিতে পারেন। প্রাণ খুলিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে পারিলেই তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপার সকল অপরাধই দূর হইয়া যাইবে — শুদ্ধ নামোদয়ে শীঘ্র শীঘ্র প্রেমোদয় পর্য্যন্ত সম্ভব হইবে — সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন সার্থক হইবে। কুবুদ্ধিজনিত কুটতর্ক ছাড়িয়া দৃঢ় শ্রদ্ধা সহকারে হা নিতাই হা গৌর বলিয়া সকাতরে ডাকিতে পারিলেই—অচিরেই তাঁহাদের অপার করুণা বর্ষিত হইবে। অবৈদুষ প্রত্যক্ষবাদী সংশয়াত্মগণ কখনও ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিতে পারিবে না, নানা-কুটতর্কে জড়ীকৃতমতি হইয়া তাহাদিগকে চিরান্ধতমে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কুতর্ক ছাড় কুবুদ্ধিত্যাগ কর সরল হও—সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইতে পারিবে।

প্রকৃত গুরু কে?

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ (চীনপাই)]

সকল কার্য্যে অভিজ্ঞ শিক্ষক বা গুরু বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। সুতরাং পরমমঙ্গলকর ভক্তিপথে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণভক্ত গুরু যে বিশেষ আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

(ভাঃ ১১।৩।২১)

যিনি নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই ভাগ্যবান্ সজ্জন ব্যক্তি বেদ ও বেদানুগ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, ভগবন্নিষ্ঠাপরায়ণ, ভগবদনুভূতিবিশিষ্ট, নিষ্কাম শান্ত গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিবেন।

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—শব্দে ব্রহ্মণি বেদে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞাপকে শাস্ত্রান্তরে চ নিষ্ণাতং নিপুণম্। অন্যথা শিষ্যস্য সংশয়চ্ছেদাভাবে বৈমনস্যে চ সতি কস্যচিৎ শ্রদ্ধাশৈথিল্যমপি সম্ভবেৎ। পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতং অপরোক্ষানুভবসমর্থম্। অন্যথা তৎকৃপা সম্যক্ ফলবতী ন স্যাৎ। পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ — উপশমাশ্রয়ং ক্রোধলোভাদ্যবশীভূতম্।

শ্রীগুরুদেব শব্দব্রহ্ম-শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে পারঙ্গত অর্থাৎ নিপুণ হইবেন। নচেৎ সংশয়চ্ছেদাভাববশতঃ মনশ্চাঞ্চল্য আসিয়া কোমলশ্রদ্ধ শিষ্যের গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা-শৈথিল্য আসার সম্ভাবনা। তৎফলে শিষ্যের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরুদেব

ভগবদনুভূতিবিশিষ্টও হইবেন। নতুবা তাঁহার কৃপা ফলবতী হইবে না। শ্রীগুরুদেব কামক্রোধাদি-রিপু-জয়ী নিষ্কাম ভক্ত হইবেন।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলেন—

শ্রীকৃষ্ণই পর-ব্রহ্ম। শম অর্থে মোক্ষ। ভক্তি মোক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপশম অর্থে ভক্তিযোগ বুঝায়। শ্রীগুরুদেব শুদ্ধভক্ত, সিদ্ধভক্ত ও ভক্তরাজ। সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিতে সতত রত ও তন্ময়।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সে-ই গুরু হয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭)

যাঁহার কৃষ্ণানুভূতি আছে, যিনি কৃষ্ণকে জানেন ও চেনেন এবং কৃষ্ণদর্শন করাইতে পারেন, তিনি ব্রাহ্মণ হউন, সন্ন্যাসী হউন বা শূদ্র-কুলোদ্ভূতই হউন, সেই কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ ভক্তই গুরুপদবাচ্য।

পদ্মপুরাণও এই কথাই বলিয়াছেন—

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্র-তন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্ বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥

মন্ত্রতন্ত্রবিষয়ে অভিজ্ঞ ষট্‌কর্ম্মনিপুণ (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্ম) ব্রাহ্মণও যদি বিষ্ণুভক্ত না হন, তবে তিনি গুরু হইবার অযোগ্য। আর চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি বিষ্ণুভক্ত (শুদ্ধভক্ত) হন, তবে তিনিই গুরু হইবার যোগ্য। মূলকথা—যাঁহার ভক্তি আছে, তিনিই ভক্তি দিতে পারেন, অপরে পারেন না। যেমন ধনীই ধন দিতে পারে, নির্ধন পারে না, তদ্রূপ।

শ্রুতিও বলিয়াছেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।
(মুণ্ডক উপনিষৎ ১।২।১২)

ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবন্নিষ্ঠ গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য।

শ্রুতি আরও বলেন—

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ॥
(ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত গুরুভক্তিমান্ স্নিগ্ধ গুরুসেবকই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন।

(আচার্য্যবান্ অর্থে গুরুভক্তিমান্। ভাঃ ৪।২২।২৬ টীকা

ভক্তিলাভের প্রথম কথা—আদৌ শ্রীগুরুপাদাশ্রয় স্তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণং, বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা।
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

এইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ প্রথমেই সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্রাদি গ্রহণ পূর্ব্বক দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিবেন। সদ্‌গুরু-লাভের পূর্ব্বে ভগবচ্চরণে সদ্‌গুরুলাভের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইবেন। তাহা হইলে ভগবৎ-কৃপায় অনায়াসে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ হইবে।

জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

গুরুচরণাশ্রয়, গুরুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রাদি গ্রহণ ও বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা—এই তিনটী সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব প্রধান ভক্ত্যঙ্গ। এতদ্ব্যতীত শুদ্ধভক্তিলাভ ও সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

শ্রীসনাতন টীকা—বিশ্রম্ভেণ—দৃঢ়বিশ্বাসেন প্রীত্যা বা।

ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বলিয়াছেন—হরিরেব গুরুঃ গুরুরেব হরিঃ। অর্থাৎ হরিই গুরু, গুরুই হরি। ভগবান্ শ্রীহরি গুরুরূপেই জগন্মঙ্গলার্থ বিশ্বে অবতীর্ণ।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪৭)

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন সেই মহাভাগ্যবান্ সজ্জনকে বাহিরে আচার্য্যরূপে অর্থাৎ সদ্‌গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে কৃপা

করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীহরি ভাগ্যবান্ জীবকে গুরুরূপে হরিনাম, মন্ত্র ও বিবিধ উপদেশ দান করেন ও অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে তাহা অনুমোদন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিঃসংশয় করিয়া দৃঢ়চিত্ত করেন।

ভগবান্ জীবকে কিরূপে কৃপা করেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

(ভাঃ ১১।২৯।৬)

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে প্রভো, তুমি কৃপাপূর্ব্বক দুষ্পার সংসারনিমগ্ন দুঃখী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ করিয়া তাহাদিগকে পরমানন্দপূর্ণ বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য বাহিরে আচার্য্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আছ। পণ্ডিত-সকল ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াও তোমার এতাদৃশ কৃপার কথা চিন্তা ও কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে সমর্থ হন না।

ঐ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**—ভগবান্ বাহিরে আচার্য্যরূপে (গুরুরূপে) মন্ত্র ও ভক্তি উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কৃপা করেন এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে ভজনোপযোগী সুবুদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক স্বভজন করাইয়া জীবকে আত্মসাৎ করেন অর্থাৎ পার্ষদ করিয়া লয়েন।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ যে শক্তি দ্বারা জীবগণকে নিজপাদপদ্মে আকর্ষণ করেন, কৃষ্ণের সেই আকর্ষিণী-শক্তিই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব।

যিনি কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, স্বাংশশক্তি বা স্বরূপশক্তি, পরন্তু বিভিন্নাংশশক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি নহেন, সেই নিত্যসিদ্ধ মহাজনই গুরু।

যিনি ভগবান্ হইয়াও ভগবৎ-প্রেষ্ঠ, যিনি সেবক-ভগবান্ যিনি কৃষ্ণের অভিন্নমূর্ত্তি ও প্রকাশবিগ্রহ, তিনিই শ্রীগুরুদেব। যিনি কৃষ্ণকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ, তিনিই গুরু। ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ভগবান্ই গুরু।

কৃষ্ণ যে মূর্ত্তিতে জগতের লোকগণকে আশ্রয় দিয়া উদ্ধার করেন এবং কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন, সেই আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু বা আশ্রয়বিগ্রহই হ'লেন—শ্রীগুরু-পাদপদ্ম।

যাঁহার কৃপায় কৃষ্ণভক্তি হয়, তিনিই গুরু। অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত যাঁহার আর অন্য কোন কার্য্য নাই, সেই সেবাবিগ্রহ বা প্রেমময়-বিগ্রহই শ্রীগুরুদেব।

যিনি অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণদর্শন করেন এবং সকলকে ঐভাবে কৃষ্ণদর্শন করাইতে পারেন, তিনিই গুরু। গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ তিনিই গুরু। আমার মঙ্গলের যাবতীয় ভার ভগবান্ যাঁহার করে অর্পণ ক'রেছেন, তিনিই গুরু। যিনি সংসাররূপ মৃত্যু হইতে আমাকে উদ্ধার করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। যাঁর কাছে গেলে আর কারো কথা শুনবার আবশ্যক হয় না, কারো কাছে যেতে হয় না, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

যাঁর কৃপায় কর্ত্তাভিমান, প্রভু-অভিমান বা জাগতিক অভিমান দূর হয় এবং ভগবৎ-সেবক-অভিমান জাগে, তিনিই গুরু।

যাঁতে আপনজ্ঞান ও প্রীতি হইলে ভগবৎ-প্রীতি আপনা হ'তেই হয়, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

যাঁর কথা জীবকে ভগবানের দিকে লইয়া যায় এবং ভগবৎ-পাদপদ্মে স্বতঃই আকৃষ্ট করে, তিনিই গুরু।

শাস্ত্র বলেন—

সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।
যস্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তি র্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এব সদ্গুরুর্জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্ বদামি তে॥

যাঁহার বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্ত গুরুতে অচলা ভক্তি আছে, সেই গুরুনিষ্ঠ ও নামনিষ্ঠ ভক্তের অন্য কোন লক্ষণ দৃষ্ট না হইলেও তিনিই আচার্য্য বা গুরু হইবার যোগ্য।

কে গুরুর কার্য্য করিতে পারেন, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায় জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

নিজ গুরু কর্ত্তৃক আচার্য্যত্বে অভিষিক্ত হইলে অপরকে উপদেশ ও মন্ত্রাদি দিবার অধিকার হয়,

নতুবা নহে। গুরুসেবা-প্রাণ স্নিগ্ধ (স্নেহশীল) শিষ্যকে শ্রীগুরুদেব লোকহিতার্থ গুরুত্বে অভিষিক্ত করেন। সেই গুরু-কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তই মন্ত্রাদি দিতে সমর্থ হন। নতুবা অন্য উদ্দেশ্যে নিজে নিজে শিষ্য করিতে গেলে অসুবিধা ও সর্ব্বনাশই হয়।

আমাদের কি শিষ্য করা উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

শিষ্য কর্‌তে হ'বে না, শিষ্য হ'তে হবে অর্থাৎ নিরন্তর গুরুকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাক্‌তে হবে। বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ সকল বস্তুতেই গুরু দর্শন করেন। শিষ্য করা মানে তা'র চিত্তবৃত্তি ভোগ কর্‌বো—এই বুদ্ধি। এরূপ বুদ্ধি থাক্‌লে কৃষ্ণকীর্ত্তন হ'বে না। বৈষ্ণব-অভিমান এসে গেলে আর বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা হ'লো না। আমি নিজে কিছু করি না বা কর্‌বো না, ভগবান্ যা করা'বেন তাই কর্‌বো, এরূপ কর্ত্তৃত্বা-ভিমানরহিত, অনুক্ষণ ভগবৎ-সেবারত ব্যক্তিই জীবের মঙ্গল কর্‌তে পারেন—জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ কর্‌তে পারেন। মুখে কপটতা ক'রে বল্‌লে হ'বে না যে আমি কিছু করি না। বাস্তবিক 'আমি ভগবৎ-কর্ত্তৃক চালিত' এই অনুভূতি থাকা চাই।

শ্রুতি বলেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

ভগবানের ন্যায় যাঁহার গুরুতে অচলা ভক্তি আছে, সেই গুরুনিষ্ঠ মহাত্মার হৃদয়েই শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হয়। এইজন্য গুরুনিষ্ঠ, নামনিষ্ঠ ও গুরুকৃপা-প্রাপ্ত নিষ্কাম ভক্তই গুরু হইবার যোগ্য।
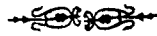
শবরীর প্রতীক্ষা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ]

পবিত্র সলিলা গোদাবরীর তটদেশে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে পম্পা সরোবর। সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে রঙ্-বেরঙের মৎস্যকুল নিয়ত আনাগোনা করিতেছে, জলকুক্কুটগণ অস্ফুটধ্বনি করিয়া জলবিহার করিতেছে, নীল-লোহিতাদি বিচিত্রবর্ণের প্রসন্ন—প্রস্ফুটিত কমলশ্রেণী সৌরভ বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে, মধুলোভী অলিকুল গুঞ্জন করিতে করিতে উড়িয়া উড়িয়া কমলশ্রেণীর উপর বসিতেছে; সরোবরের তীরস্থ চতুষ্পার্শ্বেও বেলা, মালতী মল্লিকা, যূথিকা, গোলাপ প্রভৃতি বিবিধ রঙের পুষ্পোদ্যান পম্পার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সরোবরের অনতিদূরে গভীর বন-রাজিতে শাল, তাল, তমালের অপূর্ব্ব শোভা; সুদূরে নীল আকাশের সীমারেখায় ছোট বড় পর্ব্বতশ্রেণী দিক্‌চক্র-বালের শোভা বর্দ্ধন করিয়া রহিয়াছে। এহেন মুনিজন-মনোলোভা স্নিগ্ধ নীরব পরিবেশে মতঙ্গ মুনির আশ্রম। আশ্রমটীকে বেষ্টন করিয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কুটীর। আহূত অনাহূত সাধুসন্ন্যাসিগণ তথায় আসিয়া বিশ্রাম করেন, কেহ-বা কিছুদিন অবস্থানও করেন, আবার উদ্দেশ্যহীন হইয়া অনন্তের পথে যাত্রা করেন। কতকগুলি কুটীর এখনও সম্পূর্ণ খালি পড়িয়া রহিয়াছে এবং কতক-গুলিতে সাধুগণ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ধ্যানমগ্ন, কেহ স্বাধ্যায়-নিরত, আবার কেহ-বা সমাগত দর্শনার্থী। দর্শনার্থিগণ পরস্পরের সহিত সদা-লাপরত। আশ্রমের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু মতঙ্গ মুনির বাৎসল্যভাবময় বৃদ্ধ তপঃক্লিষ্ট কলেবরটী। মুনিবরের বিদ্যমানতায় আশ্রমের শোভা, পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ ও অটুট রহিয়াছে। আশ্রমটীর ভিতর ও বাহির চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

আশ্রমটীর অনতিদূরে বিজনবনে শবরী একাকিনী বাস করে। শবরী চণ্ডাল-কন্যা। শৈশবাবস্থায় সে তাহার

পিতামাতাকে হারাইয়াছে। শবরীর আপন বলিতে, স্নেহ করিতে জগতে আর কেহই নাই। সে লোকালয়েও বড়বেশী একটা আসে না. এই ভয়—তাহাকে দেখিলে কাহারও বা যাত্রা নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ছায়া মাড়াইলে যদি-বা কাহাকেও স্নান করিতে হয়! তাই শবরী জঙ্গলে জঙ্গলেই থাকে, ফলমূল খায়, আর দিবাভাগে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া গভীর রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রা যায়, তখন বিনিময়ের কোনপ্রকার আশা না করিয়াই সে ঐগুলি গোপনে মুনিঋষিগণের আশ্রমে রাখিয়া আইসে। যে পথে লোক চলাচল করে. সেই পথও সে প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া রাখে, পথের সামান্য কাঁটাটী এমনকি কুটোটী পর্য্যন্ত দূরে সরাইয়া দেয়।

শবরীর এই নীরব সেবা, গোপন কাজ একদিন মতঙ্গ মুনির বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অবাক্ হইয়া তিনি শবরীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। শবরীর মুখখানি ফুলের মত সুন্দর, আগুনের মত পবিত্র। তিনি সস্নেহে শবরীকে 'রাম'-নাম জপ করিবার জন্য উপদেশ করিলেন। শবরীও মুনিবরকে গুরুরূপে বরণ করতঃ একমনে গুরুর শিক্ষামত 'রাম'-নাম জপ করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় মুনি-ঋষিদের সেবা করিতে লাগিল। শবরীর রামনামে নিষ্ঠা ও সেবা-প্রবৃত্তি দর্শনে মতঙ্গমুনির সুখলাভ করিলেন।

একদিন তিনি শবরীকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন,—"মা! আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল আমি শ্রীরাম‌চন্দ্রকে স্বচক্ষে দর্শন করিব; কিন্তু আমার আর সময় নাই। তাঁহার এখানে আসিবার পূর্ব্বেই আমাকে দেহ ত্যাগ করিতে হইবে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এখানে অবস্থান করিয়াই শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া ধন্য হইবে।" এতাদৃশ কথনানন্তর অল্প দিবস মধ্যেই. মুনিবর দেহ রক্ষা করিলেন। শবরীর আকুল ক্রন্দন! সে পিতামাতার স্নেহ কখনও পায় নাই। আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা বলিতে কি বুঝায়, তাহাও তাহার অজ্ঞাত! শবরী ভাগ্যগুণে এমন দেবদুর্লভ গুরুপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিল, যাঁহার উপদেশ, স্নেহ, মায়া, মমতা, করুণা তাহার দেহ মনে অমৃত ঢালিয়া দিয়াছিল। শবরীর ক্রন্দনের নিবৃত্তি নাই, অশ্রুপাতেরও কোন সমাপ্তি নাই! জীবনধারণের জন্য শবরীর স্বতন্ত্র কোন প্রকার চেষ্টা নাই, পার্থিব জীবনের কোন মোহও তাহার নাই। সে কেবল গুরুবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীভগবদ্দর্শনের আশায় কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়া চলিতেছে। শবরী শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া অখণ্ডভাবে শ্রীরামনাম জপ করে, ধ্যান করে ও কীর্ত্তন করে। শ্রীরামচন্দ্রের সেবোপকরণ সংগ্রহের জন্য সে প্রত্যহ বনে যায়, বন হইতে ফুল, ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনে; প্রত্যহ সে নূতন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আসন রচনা করে; আশ্রম প্রাঙ্গণ, পথঘাট সকলই পরিষ্কার করে, কোনপ্রকার আলস্য ও অন্যমনস্কতাকে সে মনের মধ্যে স্থান দেয় না। অপ্রত্যাশিত কোন এক শুভমুহূর্ত্তের জন্যই শবরীর এই প্রতীক্ষা। এই অখণ্ড প্রতীক্ষার মধ্যে শবরীর দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায়, কৌমার্য্য যায়, যৌবন যায়, এখন বার্দ্ধক্যেরও প্রায় শেষ সীমায় সে উপনীত। সে সর্ব্বদাই 'হা গুরুদেব! হা রাম! হা রঘুনন্দন'! বলিতে বলিতে ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করে। তথায় তাহাকে সান্ত্বনা দিবারও কেহ নাই। শবরী নিজেই নিজের বক্ষ চাপিয়া কোন প্রকারে নিজেকে শান্ত করে। মনে মনে ভাবে—'তবে কি প্রভুর দর্শন পাইব না!' পরমুহূর্ত্তেই ভাবে—'না তাহা ত' হইতে পারে না। গুরুবাক্য ত' মিথ্যা হইবে না! অবশ্যই দর্শন পাইব।' শবরী এই আশায় বুক বাঁধিয়া—পুনঃ নির্ভর করিয়া সঙ্কল্প করে—'আমি জীবনের শেষ দিনটী, শেষ নিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত প্রভুবর শ্রীরামচন্দ্রের জন্য প্রতীক্ষা করিব।' আবার সে উচ্চ করিয়া 'হা রাম! হা রঘুনন্দন! বলিয়া ক্রন্দন করে।'—এই ভাবেই তাহার দিন যায়।

হঠাৎ একদিবস অজানা কোন আনন্দে শবরীর হৃদয় স্বতঃই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পম্পার শোভা অপ-রাপর দিবসেও সে লক্ষ্য করিয়াছে, অদ্যও লক্ষ্য করি-তেছে, কিন্তু অদ্যকার শোভায় যেন কি এক অপরূপ ভাব! পক্ষিকুলের কাকলি সে অন্যান্য দিবসেও ত' শ্রবণ করিয়াছে, কিন্তু এমন মধুমিশ্রিত কাকলি ত' আর কোনও দিন শুনে নাই! পথে প্রান্তরে সবুজ তৃণের সারি। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হইতেছে প্রকৃতিদেবী যেন কোন বিশেষ অতিথির অভ্যর্থনার জন্যই এই আয়োজন করিতেছেন।

শ্রীরামগতপ্রাণা শবরী নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের কথাই তখন চিন্তা করিতেছিল। এমনই সময় সে শুনিতে পাইল, কে যেন তাহাকে মধুর স্নেহ সম্বোধনে বলিতেছেন, — "শবরি ! আমি এসেছি"। শবরী চমকিত হইল ! সম্মুখে সে দেখিল—'ভুবনসুন্দর নবদূর্ব্বাদল শ্যাম মূর্ত্তি।' এমন মূর্ত্তি ত' মনুষ্যের হয় না ! তবে কি তাহার নিত্যারাধ্য অভীষ্টদেব শ্রীরাম, আর তাঁ'র সঙ্গে অনুজ ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ !' তদনুভবেও শবরী কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হইয়া পড়িল ; কোন কথাই বলিতে পারিল না। অতঃপর প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার অভীষ্টদেবকে সে বুঝিতে পারিল, প্রণাম করিল, তাঁহাদের রাতুল চরণে লুটাইয়া পড়িল। ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার পরমভক্ত শবরীকে স্নেহভরে উঠাইয়া বসাইলেন। লক্ষ্মণের চক্ষুতে অশ্রুধারা নির্গত হইল। অতঃপর শবরী-প্রদত্ত সুখাসন, ফল, মূল, জল সকলই ভগবান্ প্রেমভরে স্বীকার করিলেন। ভক্ত-ভগবানের অপূর্ব্ব মিলন হইল। শবরীর প্রতীক্ষা সার্থক হইল, শ্রীগুরুদেবের বাক্য সফল হইল। শ্রীহরির ভক্তার্ত্তিহর, ভক্তবৎসল নাম জগতে বিঘোষিত হইল ; পম্পা সরোবর, মতঙ্গ মুনির আশ্রম পুণ্যতীর্থে পরিণত হইল। আরও বিশেষত্ব এই যে, শবরী প্রত্যহ শ্রীরামচন্দ্রের নাম করিয়া এযাবৎকাল যে-সমস্ত ফলমূল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎসমুদয়ই সদ্যঃ সংগৃহীত ফলের ন্যায়ই টাট্কা ছিল। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামচন্দ্র শবরীর পরমাদরে ভক্তিসহকারে প্রদত্ত—নিবেদিত সকল দ্রব্যই সাদরে অঙ্গীকার করিয়া ভক্তমনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। "ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি' কাড়ি' খায়। অভক্তের দ্রব্যে প্রভু উলটি না চায়॥" ভক্তিবশ্য শ্রীভগবান্ ভক্তের জাতিকুল-বিদ্যা বৈভবাদি কিছুরই অপেক্ষা করেন না। ভক্তের ভক্তিসহ প্রদত্ত এক গণ্ডুষ জল ও একটি তুলসীদলের নিকট তিনি আত্মবিক্রয় করিয়াও স্বস্তি পান না, পুনঃ পুনঃ ঋণ স্বীকার করেন।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

গত ৬ গোবিন্দ (৪৯৪ গৌরাব্দ), ১২ ফাল্গুন (১৩৮৭ বঙ্গাব্দ), ২৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৮১ খৃষ্টাব্দ) মঙ্গলবার কৃষ্ণা পঞ্চমী শুভবাসরে শ্রীপুরুষোত্তমধামে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তদীয় ১০৭ বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজা বা শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা বর্ত্তমান নির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ অলিন্দে সুসজ্জিত আসনে সংরক্ষণপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ বিপুল জয়ধ্বনিসহ মহাসঙ্কীর্ত্তনমধ্যে যথাবিধি ষোড়শোপচারে পূজিত হইলে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মঠরক্ষক শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী সকালে ও মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্তচরিতামৃত পাঠ করিয়া শুনান। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা ভক্ত উৎসবে যোগদান করতঃ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। এই মহোৎসবের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন শ্রীমঠের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক স্থানীয় সজ্জন শ্রীলোকনাথ নায়ক মহোদয়। তাঁহার এইরূপ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবানিষ্ঠা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, সগোষ্ঠী তিনি শ্রীভগবদ্ভজন করতঃ নিজের জীবনকে ধন্য করুন, ইহাই আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মে একান্তভাবে প্রার্থনা জানাইতেছি।

আসামে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

সিদলী—কাশীকোটরা:— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ উত্তরবঙ্গে প্রচার-সফরান্তে সদলবলে কোচবিহার হইতে গত ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শুভযাত্রা করতঃ আসামপ্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলার সিদলী-কাশীকোটরায় আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তনসহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমদ্ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-কুসুম যতি মহারাজ, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী প্রচারানুকুল্যের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন। স্থানীয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীভবমোচন দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী তাঁহার জমীতে সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করতঃ ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ ৫ই হইতে ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যহ সান্ধ্যধর্ম্মসভায় এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী বাসুগাঁও এর শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন শ্রীভক্তিকুসুম যতি মহারাজ।

শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী, শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীভবমোচন দাসাধিকারী ও শ্রীক্ষীরোদকশায়ী দাসাধিকারীর গৃহে বৈষ্ণব-সেবার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। শ্রীবালগোপাল প্রভুর আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ ৭ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্ণে কাশীকোটরার নিকটস্থ গ্রাম কুমগুড়িতে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। পথিমধ্যে তাঁহারা শ্রীদৈত্যারি দাসাধিকারী প্রভুর অনুরোধে তাঁহার গৃহে যাইয়াও তাঁহাকে আনন্দ দেন। শ্রীবালগোপালপ্রভু ও শ্রীদৈত্যারি দাসাধিকারী প্রভুর বৈষ্ণবসেবার প্রচেষ্টা দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব প্রসন্ন হন।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া:— শ্রীল আচার্য্যদেব এবং পার্টির সকলে ২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার সিদলী কাশীকোটরা হইতে গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব ২৬, ২৭ ও ২৮ মাঘ প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীপুষ্পেন্দু সান্যাল ও এড্ভোকেট শ্রীবিশ্বনাথ নাথের বাসগৃহে এবং শ্রীসনাতন মন্দিরে বাংলা ও হিন্দীতে জীবের দুঃখের কারণ, ভগবদ্বিশ্বাস ও ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২৮ মাঘ অপরাহ্ণে স্থানীয় হরিসভায় বহু নরনারীর সমাবেশেও তিনি হরিকথা বলেন। শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২৯ মাঘ হইতে ২ ফাল্গুন পর্য্যন্ত শ্রীমঠে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। গোয়ালপাড়া সাব্ ডিভিসনের এস্ ডি-ও শ্রীগৌরেন্দ্রকুমার নাথ ও বাপুজী হিন্দী বিদ্যা-পীঠের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারিণী নাথ শর্ম্মা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীল আচার্য্য-দেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি-কুমুদ যতি মহারাজ ও শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী ভাষণের আদি ও অন্তে সুললিত ভজনকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃ-বৃন্দের চিত্তবিনোদন করেন।

২ ফাল্গুন শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করতঃ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

৩ ফাল্গুন শনিবার শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, শৃঙ্গার, বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে মহোৎসবানুষ্ঠানে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীদেবীপ্রসাদ পোদ্দার মহোদয়ের আহ্বানে তাঁহার অফিসভবনে ৩ ফাল্গুন শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীহরিকথা বলেন। শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোলোক দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা প্রচেষ্টায় এবং শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ নাথ, শ্রীঈশ্বরী-প্রসাদ শর্ম্মা প্রভৃতি গৃহস্থ সজ্জনগণের হার্দ্দী প্রযত্নে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী :—গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ ৩ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার আসাম রাজ্যের প্রধান সহর গৌহাটীতে শুভ পদার্পণ করেন। গৌহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ৩ ফাল্গুন হইতে ৫ ফাল্গুন পর্য্যন্ত তিনটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ), পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমঠের যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন। গৌহাটী সহরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীদুর্গা সেন দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন। ভাষণের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীউপনন্দ দাসাধিকারী প্রভু। ৪ ফাল্গুন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর শুভাবির্ভাব তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ—শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক শুভ প্রাকট্য তিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পরদিবস ৫ ফাল্গুন অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করা হয়।

শ্রীপাদ মঙ্গল মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জনদাস বনচারী, শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর মুখ্য সেবাপ্রচেষ্টায় গৌহাটী মঠে নূতন পাকা বিশ্রাম ঘর রন্ধনশালা, ভোগশালা, ভাণ্ডার ঘর ও প্রসাদসেবন ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণববৃন্দ পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

ভক্তগণের আগ্রহক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব ১৯ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত গৌহাটী মঠে অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন বনচারী, শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীরাঘবদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী সেবকগণের এবং গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনগণের বিশেষ সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর :— শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ৮ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার গৌহাটী হইতে তেজপুর মঠে আসিয়া উপনীত হন। তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ ও শ্রীরামকুমার দাস (শ্রীরামপাল সিং) এর ব্যবস্থায় ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারী ইষ্টার্ণ বেস ওয়ার্কসপের (E. B. W.) অন্তর্গত শ্রীমন্দিরে ও ২২ ফেব্রুয়ারী বিমান বাহিনীর কর্ম্মচারিগণের কলোনীর অন্তর্গত শ্রীমন্দিরে বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীউপনন্দ দাসাধিকারী। উক্ত তিন দিবস প্রত্যহ মঠে অপরাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীপ্রভুও অপরাহ্ণকালীন সভায় প্রত্যহ হরিকথা উপদেশ করেন।

মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরবীন্দ্রকুমার মোদক মহোদয় বৈষ্ণবসেবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হন। শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলক সরকার, শ্রীরাধাগোবিন্দ বনচারী, শ্রীবৈষ্ণবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুধীর আচার্য্য, শ্রীরমাকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীরামকুমার দাস, শ্রীকরুণাময় দাসাধিকারী, শ্রীগৌরপদ দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (কামরূপ) :—তেজপুর হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ ১১ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার কামরূপ জেলান্তর্গত সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। গৌহাটী মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ পূর্ব্বেই তথায় শুভাগমন করিলে তাঁহার নেতৃত্বে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অপরাহ্ণ ৪ টায় বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেন। ১১ ফাল্গুন

হইতে ১৩ ফাল্গুন প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, বঙ্গালীর শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী, শ্রীমৎ হরিদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীহরেকৃষ্ণদাস), শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—"ভক্তিই সাধ্য ও সাধন", "শ্রীল প্রভুপাদের (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের) মহিমা", "যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন"। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তনের দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীউপনন্দ দাসাধিকারী প্রভু। স্থানীয় বড়নগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঘনশ্যাম তালুকদার দ্বিতীয় দিবসের ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে উৎসাহব্যঞ্জক ও চিত্তাকর্ষক ভাষণ দেন।

১২ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা ও তদুপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্যাসপূজা ও মধ্যাহ্নে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কামরূপ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু, শ্রীদামোদর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগবন্ধু দাসাধিকারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী, শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

বোলপুরে বিরাট্ ধর্ম্মসভা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও বীরভূম জেলান্তর্গত বোলপুরে স্থানীয় বিশিষ্ট ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনবৃন্দের উদ্যোগে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কর্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক গত ১৭ ফাল্গুন (১৩৮৭), ইং ১ মার্চ্চ (১৯৮১) রবিবার হইতে ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল — শ্রীমহাপ্রভুমন্দিরে এবং সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়।

সভায় বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যথাক্রমে শ্রীগীতার শিক্ষা, অশান্ত বিশ্বে শান্তির উপায় এবং সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীনামসংকীর্ত্তন। দিবসত্রয়ের নির্ব্বাচিত সভাপতি যথাক্রমে ডঃ শ্রীশিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, অধ্যাপক—সংস্কৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী; ডঃ শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী—প্রাক্তন অধ্যাপক, বিশ্বভারতী এবং ডাক্তার শ্রীচপলকুমার চ্যাটার্জ্জী। ৩য় দিবসের সভাপতি সন্ধ্যায় সভাস্থানে উপস্থিত হইয়াই বিশেষ কার্য্যবশতঃ বিদায় গ্রহণ করায় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। প্রথমদিবসদ্বয়ের সভাপতি মহোদয়দ্বয়ের সারগ্রাহিত্ব ও সদ্ধর্ম্মানুরাগ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ দেবানন্দদাস ব্রহ্মচারী—এই

সপ্তমূর্ত্তি গত ১লা মার্চ্চ হাওড়া হইতে ৬ ৫৫ মিঃ এর ট্রেণে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ১১টায় বোলপুর ষ্টেশনে পৌছান। শ্রীমৎ প্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীরাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীসুবোধ দাস প্রভৃতি বহু স্থানীয় ভক্ত এবং কলিকাতা মঠ হইতে পূর্ব্বেই আগত শ্রীমদ্ গোলোকনাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ বৃষভানু দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ বলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী (বি কম) ষ্টেশনে পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা কলিকাতা হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুত হালুবাবুর দুর্গাবাড়ীতে তাঁহাদের বিশ্রামস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ষ্টেশন হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ ট্যাক্সি ও রিক্সা যানাদি সহযোগে তাঁহাদিগকে উক্ত বিশ্রাম স্থানে লইয়া আসা হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভাষণ দান করেন—শ্রীমদ্ তীর্থমহারাজ, শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কেশব প্রভু, শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ (ইনি ২য় দিবস আসিয়া যোগদান করেন)। অবশ্য সভাপতির অভিভাষণ প্রত্যহই হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিবস অর্থাৎ ২রা মার্চ্চ একাদশী। অদ্য পূর্ব্বাহ্ণে ৮ ঘটিকায় শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির হইতে এক বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন—স্বয়ং মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব। তাঁহার সহায়ক হন শ্রীমদ্ যতি মহারাজ প্রভৃতি। শোভাযাত্রা মহাপ্রভুর মন্দির হইতে বাহির হইয়া নীচাপটী, উকীলপটী, শুঁড়িপাড়া, কোর্ট প্রাঙ্গণ হইয়া হাটতলা যান। অতঃপর বোলপুর সহরের প্রধান রাস্তা ধরিয়া, শ্রীনিকেতন রাস্তা দিয়া স্কুলবাগান হইয়া শান্তিনিকেতন রাস্তায় উঠেন এবং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির দর্শনান্তে নেতাজী রোড দিয়া শ্রীমহাপ্রভুমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বেলা ১১টা বাজিয়া যায়।

তৃতীয় দিবস পূর্ব্বাহ্ণে ভক্তবর শ্রীমৎ প্রণত পাল দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে হরিসভা হয়। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব প্রভু অনেকক্ষণ যাবৎ একাদশীমাহাত্ম্য, প্রসঙ্গক্রমে হিত হরিবংশ কথা, প্রভাসযজ্ঞ কথা প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। তাঁহার ভাষণের পূর্ব্বে ও পরে মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ যতি মহারাজ বিভিন্ন মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। ভক্তগৃহে আজ গোলোক অবতীর্ণ। গৃহের আকাশ বাতাস শুদ্ধভক্তকণ্ঠোচ্চারিত সংকীর্ত্তন মুখরিত। দ্বাদশীতে পারণেরও প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। অদ্য মধ্যাহ্নেও পরমা ভক্তিমতী মহিলা শ্রীপ্রমীলাদেবী উৎসব দেন।

ভক্তবর প্রফেসর সুধীরচন্দ্র ঘোষ মহোদয় প্রত্যহই সভাশেষে কিছু বলেন। বোলপুরে শুদ্ধ ভক্তমুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রচারে আমরা তাঁহার খুবই উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া থাকি। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীভোলানাথ ঘোষ, শ্রীরাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুবোধ দাস, শ্রীনিতাই রায়, শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীসুবীর রায়, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তসজ্জনবৃন্দের হরিকথা প্রচারে ও সাধুসেবায় উৎসাহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল মাধব গোস্বামিবিষ্ণুপাদের তিরোভাব-তিথিপূজা

গত ২৩ ফাল্গুন (১৩৮৭), ইং ৭ মার্চ্চ (১৯৮১) শনিবার শ্রীপুরুষোত্তমধামে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিবিষ্ণুপাদের তিরোভাবতিথিপূজা তচ্ছিষ্যগণ-কর্ত্তৃক মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপুরীধামস্থ গৌড়ীয় মঠসমূহের বৈষ্ণববৃন্দ এবং তদ্ধামবাসী বিশিষ্ট বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা ভক্ত ঐ উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক পূজ্যপাদ মহারাজের পরমপূত চরিতামৃত শ্রবণ ও চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। উৎসবটির সম্পূর্ণ সেবানুকল্য বিধান করিয়াছেন শ্রীমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তপ্রবর শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণদাসাধিকারী প্রভু। তাঁহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবানিষ্ঠা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়া ও আদর্শস্থানীয়া। তাঁহার এইরূপ সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমের বার্ষিক মহোৎসব

গত ১৫ই চৈত্র, ২৯শে মার্চ্চ রবিবার বেহালা ২৩নং ভূপেন রায় রোডস্থ (কলি-৩৪) শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের নিত্যসেবিত শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজিউর তৃতীয় বার্ষিক মহামহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহোৎসবের পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যায় অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব উপলক্ষে একটী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—শ্রীশ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার শিক্ষা। সভাপতিরূপে সভার কার্য্য পরিচালনা করেন পূজ্যপাদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ। প্রধান অতিথিরূপে বৃত হইয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। ভাষণ দিয়াছিলেন—প্রধান অতিথি, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ, শ্রীমান্ হরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী ও সভাপতি।

শুভ মহোৎসববাসরে অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ দুইখানি সুসজ্জিত রথারোহণে নগর ভ্রমণ করেন। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা যদু কলোনী, ডায়মণ্ডহারবার রোড, এস্ এন্ রায় রোড, রায় বাহাদুর রোড প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপথ ভ্রমণ পূর্ব্বক ভূপেন রায় রোড হইয়া সন্ধ্যার মধ্যেই শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপর সন্ধ্যারতি হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে বিদ্বজ্জনমণ্ডিতা মহতী সভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন—বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডক্টর শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়। বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'বর্ত্তমান বিশ্বে পরাশান্তির উপায় কি?' ভাষণ দান করিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থমহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ রসিকানন্দ বন মহারাজ, শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ। পূজ্যপাদ সন্ত মহারাজ সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। মঠ আজ লোকে লোকারণ্য। মধ্যাহ্নে সহস্র সহস্র নরনারী প্রসাদ সেবা করেন।

ইং ১৯৮১ সালে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল
গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগ

১। শ্রীবিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারী
২। শ্রীপ্রেমময় দাস ব্রহ্মচারী
৩। শ্রীপুলক সরকার, তেজপুর
৪। শ্রীশ্যামসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী
৫। শ্রীকৃষ্ণা প্রামাণিক, কৃষ্ণনগর

তৃতীয় বিভাগ

১। শ্রীসরস্বতী পালিত, কলিকাতা
২। শ্রীবাসুদেব রায়

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা .৮০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— „ .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „ „ ১.০০

(৪) গীতাবলী „ „ „ „ .৮০

(৫) গীতমালা „ „ „ „ ১.০০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) „ „ „ „ ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১.২৫

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ „ ১.৫০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত— „ .৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— „ .৬০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত – শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — „ ১.৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৭.৫০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — „ ১.৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — „ ৫.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — „ ১৫.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — „ .৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — „ ২.০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — „ ২.৫০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — „ ২.০০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — . ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা-সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক। ভিক্ষা—১.২৫ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থানঃ— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয়ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা বৈশাখ ১৩৮৮

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৫৭০৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৮৮

২১শ বর্ষ } ৯ মধুসূদন, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল, ১৯৮১ { ৩য় সংখ্যা

ভগবদ্ভক্তগণ ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ জানেন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

সচ্চিদানন্দ ভগবানের সদানন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সন্বিদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ব-বস্তুর অনুধাবন-ফলে ব্রহ্ম দর্শন এবং সচ্চিদানন্দ ভগবানের আনন্দ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সচ্চিদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তুর অনুধাবনফলে পরমাত্ম-দর্শন ঘটে। সুতরাং সচ্চিদানন্দলীলাবিগ্রহ ভগবানের চিন্ময় অঙ্গপ্রভাই চিদ্বিলাসহীন অতন্মায়া-রহিত ব্রহ্ম এবং ঐশ্বর্য্যাংশ-সত্তাই পরমাত্মা।

সমস্তশক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাববশতঃ ভগবান্ অখণ্ডতত্ত্বরূপ। আর ব্রহ্মে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাকারত্বের অপ্রকাশহেতু ব্রহ্ম ভগবানের অসম্যক্ আবির্ভাবমাত্র। হে মুনে, ভগবচ্ছব্দের আদ্যক্ষর ভকারের সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা এই দুই অর্থ; গকারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। প্রাণিগণ অখিলাত্মা ভূতাত্মায় বাস করেন, আর সেই অব্যয়পুরুষও অশেষ প্রাণীতে বাস করেন, ইহাই বকারের অর্থ। অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ হেয়গুণসমূহ বর্জ্জিত হইয়া ভগবচ্ছব্দবাচ্য। 'সংভর্ত্তা' শব্দে স্বভক্তগণের পোষক। 'ভর্ত্তা' অর্থে ধারক ও স্থাপক, 'নেতা' অর্থে নিজ ভক্তিফলের অর্থাৎ প্রেমের প্রাপক। নিজলোক-প্রাপক গময়িতা। 'স্রষ্টা' শব্দে নিজভক্তসমূহে তত্তদ্‌গুণের উদ্গমকারী। যিনি স্বয়ং অহেতু স্বরূপশক্তি-দ্বারা একমাত্র বিলাসবিশিষ্ট, সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও প্রকৃতি ও জীবের প্রবর্ত্তক-অবস্থা-বিশিষ্ট স্বাংশ-লক্ষণান্বিত পুরুষদ্বারা সংসারের জন্ম, স্থিতি প্রভৃতির হেতু, সেই তত্ত্বকেই ভগবত্তত্ত্ব জানিবে। যে হেতুকর্ত্তা, জগতে আত্মাংশভূত জীবগণকে প্রবেশ করাইয়া জগৎকে সংজীবিত করেন, দেহাদি-উপলক্ষণ প্রধানাদি তত্ত্বসমূহ যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। জীব স্বরূপতঃ আত্মা, জীবাপেক্ষা যাহার পরমত্ব; একারণে 'পরমাত্মা'-শব্দে তিনি জীবের নিত্য সহযোগিরূপে ব্যক্ত হইতেছেন। যে তত্ত্ব স্বপ্ন-জাগরণ-সুষুপ্তিতে অন্বয়ভাবে স্থিত, যাহা সমাধিতে শুদ্ধা জীবশক্তি হইয়া অবস্থিত হইলেও পরত্রও ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত হইয়া স্বয়ং অবশিষ্ট, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

শৌনকাদি ঋষিগণ শুকদেবের শিষ্য সূতকে ছয়টী প্রশ্ন করেন। 'শাস্ত্রের সারতত্ত্ব কি'? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ভগবদ্ভক্তগণ ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ জানেন; কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ করেন না। অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলার সহিত কৃষ্ণে পার্থক্য-বুদ্ধি করিলে বিষ্ণুকলেবরে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়, উহাই অদ্বয়জ্ঞানের অভাব। কৃষ্ণেতর অবিষ্ণুবস্তুতে অদ্বয়জ্ঞানের অভাববশতঃ কৃষ্ণেতর বস্তু কৃষ্ণ হইতে অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান হইতে মায়া বা অজ্ঞানদ্বারা স্বতন্ত্র হইয়া মায়িকবশযোগ্যতা লাভ করায় মায়াবশ বা দ্বৈতজ্ঞানের অধীন। কৃষ্ণবস্তুর যাবতীয় প্রকাশ ও বিলাসমূর্ত্তিসকলে দ্বিতীয়জ্ঞান নাই, সুতরাং তাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া মায়াধীশ। যোগিগণ অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ পরমাত্মার সহিত শুদ্ধাত্মার অবিমিশ্র কেবল যোগকেই দ্বিতীয়জ্ঞানরহিত অবস্থা জানেন। জ্ঞানিগণ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-হীন নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম জানেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(রসতত্ত্ব)

প্রশ্ন—রসোদয় কি?

উত্তর—"ভগবানের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধাবিষ্কারই রসোদয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

প্রঃ—রসতত্ত্ব কি প্রাকৃত?

উঃ—"রসতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত; তাহাতে জড়-দেহের স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ নাই, তাহাতে সমস্তই চিন্ময়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৫।১

প্রঃ—রসোদ্ভাবনের ক্ষেত্র কি?

উঃ—"জীবের সিদ্ধ-দেহেই রসোদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য; কোনক্রমে এই জড়-বদ্ধদেহে তাহার সম্বন্ধ না জন্মে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

প্রঃ—রস কয় প্রকার? তত্তদ্‌রসের উৎপত্তিস্থান কি?

উঃ—"রস তিন প্রকার অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-রস, স্বর্গীয়-রস এবং পার্থিব-রস। পার্থিব-রস (মিষ্টাদি)—ষড়্‌বিধ। সেই রস পার্থিব ইক্ষু-খর্জ্জুরাদিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রস মানসিক ভাবনিচয়ে দৃষ্ট হয়। তাহাতেই জীব ও জীবের মধ্যে নায়ক-নায়িকাত্ব স্থাপিত হইয়া রসোদ্ভাবিত হয়। বৈকুণ্ঠ-রস কেবল আত্মাতেই লক্ষিত হয়।"

—প্রেঃ প্রঃ ৮ম প্রঃ

প্রঃ—পার্থিব, স্বর্গীয় ও বৈকুণ্ঠ-রসে পার্থক্য কি?

উঃ—"আত্মাতে রসের প্রাচুর্য্য হইলে মন পর্য্যন্ত তাহার ঢেউ লাগে। ঢেউ মনকে অতিক্রম করত সাধক-শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তখনই পরস্পর রসের পরিচয়। **বৈকুণ্ঠরসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র নায়ক।** এক বৈকুণ্ঠ-রসই ফলিত হইয়া স্বর্গীয় মানস-রসরূপে পরিণত; পুনশ্চ প্রতিফলিত হইয়া পার্থিব-রস হইয়াছে। তজ্জন্য ত্রিবিধ রসেরই বিধান, প্রক্রিয়া ও স্বরূপ একই প্রকার। বৈকুণ্ঠরসই বৈষ্ণবের জীবন। অন্য দুইপ্রকার রস বৈকুণ্ঠরসোদ্দেশক না হইলে নিতান্ত ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয়। নীচ-প্রবৃত্তি-পরবশ লোকেরাই স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবগণ বিশেষ সতর্কতা-সহকারে স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-রসের আলোচনা করিয়া থাকেন।"

—প্রেঃ প্রঃ ৮ম প্রঃ

প্রঃ—ভাব ও রসে পার্থক্য কি?

উঃ—"ভাব এক-একটি ছবির ন্যায়; রস একখানি চিত্রপট-স্বরূপ—যাহাতে অনেকগুলি ছবি থাকে। কয়েকটি ভাব সমবেত হইয়া রসকে উদয় করায়।"

—প্রেঃ প্রঃ ৮ম প্রঃ

প্রঃ—অপ্রাকৃত-শৃঙ্গার-রস-তরুর মূল শ্রীমাধবেন্দ্র-ধারার বৈশিষ্ট্য কি ?

উঃ—"শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ—চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্রের গুরু শ্রীলক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই অপূর্ব্বশ্লোক-রচনা দ্বারা শৃঙ্গার রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, **মথুরা-রাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায় তাহাই সর্ব্বোত্তম।** এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীনদয়ার্দ্র-নাথকে এই ভাবে ডাকিবেন—* * কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হওয়ায় তিনি তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,—'হে কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল; বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই? আমাকে দীন-জন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও।' শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব দর্শনে যে ভাব-বৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, মাধবেন্দ্রপুরী—শৃঙ্গার-রসতরুর মূল, ঈশ্বরপুরী—তাঁহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাঁহার মূল স্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ—তাঁহার শাখা-প্রশাখা।"

—অঃ প্রঃ ভা ম ৪।১৯৭

প্রঃ—ত্যাগী ও ভোগি-সম্প্রদায় কি অপ্রাকৃত মধুর-রসের অধিকারী ?

উঃ—"নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুষ্কতা-নিবন্ধন তাহাদের পক্ষে মধুর-রস নিতান্ত অনুপযোগী; আবার জড়প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ-ধর্ম্ম দুরূহ হয়।" —চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

প্রঃ—রসের অধিকারী কাহারা ?

উঃ—"ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতপ্রেম লোকেরাই রসাধিকারী। যাহারা এখন পর্য্যন্ত শুদ্ধ-রতি ও জড় হইতে বৈরাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদের রসাধিকার-চেষ্টা বিফল; সুতরাং চেষ্টা করিতে গেলে **রসকে 'সাধন' বলিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে।"**

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

প্রঃ—কেহ কি কাহাকেও রস শিক্ষা দিতে পারেন ?

উঃ—"**রস সাধনাঙ্গ নয়**; অতএব যদি কেহ বলেন,—'আইস, তোমাকে রস-সাধন শিক্ষা দেই', সে কেবল তাহার ধূর্ত্ততা বা মূর্খতা-মাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

প্রঃ—রসতত্ত্ব কি জ্ঞানের বিষয় ?

উঃ—"রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নয়, কেবল আস্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটী জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার, তাহা সমাপ্ত না হইলে জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আস্বাদন, তাহা হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

প্রঃ—যুক্তিদ্বারা কি রসতত্ত্বের উপলব্ধি হয় ?

উঃ—"কেবল যুক্তি দ্বারা রসতত্ত্ব অনুভূত হয় না। যুক্তি দ্বারা চিদ্রস অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক, জড়রসও বিচারিত হইতে পারে না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

প্রঃ—জীব কি রসের নায়ক বা বিষয় হইতে পারে ?

উঃ—"গোপী হইয়া কৃষ্ণকে মধুর রসের দ্বারা সেবাই ভক্তের কর্ত্তব্য। **যিনি কৃষ্ণ সাজিয়া এই রস আস্বাদন করিবেন, তিনি অবশ্য অবিলম্বে নরকে গমন করিবেন।** শঠ, ধূর্ত্ত, কুটীনাটি-পরায়ণ লোকেরাই এই অপরাধ করিয়া থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

প্রঃ—অপ্রাকৃত-রসের উর্দ্ধগতি ও তৎপ্রতিবিম্বিত রসের নিম্নগতির সীমা কি ?

উঃ—"রস - নিত্য, অখণ্ড, অচিন্ত্য, পরমানন্দস্বরূপ। শুদ্ধরতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত রস উর্দ্ধগত। শুদ্ধরতির নীচ-গতিতে ঐ রস জড়গত মোহ পর্য্যন্ত বিকৃত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

প্রঃ রস ও রস-বিরোধের উদাহরণ কি ?

উঃ—"উপাসনাই রস। জড়ক্রিয়া বা চিন্তা কিংবা জড়বিপরীত নির্ব্বিশেষ চিন্তা কখনও উপাসনা নয়; সেই সকল ক্রিয়া সর্ব্বদা নীরস।"

— চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

প্রঃ— রসের ক্রম-বিকাশ কোথায় দৃষ্ট হয় ?

উঃ—"পরতত্ত্বে নির্ব্বিশেষ-ভাব যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। 'রসো বৈ সঃ' ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয়া পড়ে; তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্ব্বিশেষ ভাব অনুপাদেয়। সবিশেষ-ভাবের যত প্রকাশ হয়, ততই রসের বিকাশ হয়।"

— চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭ ও জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

প্রঃ— অপ্রাকৃত পারকীয় রস কি ?

উঃ—"নায়ক নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভূত রস হয়, তাহাই পারকীয় রস। আত্মারামতার দিকে টানিলে ক্রমশঃ রসের শুষ্কতা হইয়া পড়ে। লীলারামতার দিকে যত টানা যায়, রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। **কৃষ্ণই যে-স্থলে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না।**"

— চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

প্রঃ— অপ্রাকৃত-পারকীয় রসের উপাদেয়ত্ব কেন ?

উঃ—"গোকুলরমণীগণ কৃষ্ণের নিত্য-শক্তি হইয়াও গোলোকে যে পারকীয় রস আস্বাদন করেন, সে রস সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র সেই পরম রসাস্বাদকে জগতে আনিবার জন্য স্বীয় গোলোক রমণীগণকে গোকুলে আনিয়াছেন, তাহাতে কি দোষ আছে ? তিনি ত' প্রাকৃত নায়ক ন'ন ? অতএব তাহা জীবের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে, না হইলে জীব কিরূপে উৎকৃষ্ট মধুর রস আস্বাদন করিয়া সর্ব্বোত্তম রস-লাভের যোগ্য হইত ?"

— চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

প্রঃ—ব্রজের পারকীয় রস অনিন্দনীয় ও অপ্রাকৃত কেন ?

উঃ—"ব্রজলীলায় অতি ক্ষুদ্র মায়োপাধিক বিবাহ-বিধির স্থান নাই। সেই গোলোকবিহারী যখন স্বীয় পরম পারকীয় রসকে প্রপঞ্চে গোকুলের সহিত আনয়ন করেন, তখন গোকুল ললনাদিগের প্রতি জড়ীয় পারকীয়-নিন্দা স্থান পায় না।" — চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

প্রঃ অপ্রাকৃত পারকীয়-রস শুদ্ধ কেন ?

উঃ—"শ্রীরূপ সনাতনের মতে—যত প্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয় ভাবও সেই বিচারাধীনে কোন প্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়া কৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ; **পরদার-ভাবটি — যোগমায়াকৃত, সুতরাং অবশ্যই** কোন **শুদ্ধতত্ত্বমূলক।**"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

প্রঃ— রসের অত্যন্ত দুর্ল্লভতা কোথায় ?

উঃ—"স্বকীয় অভিমানে রসের অত্যন্ত দুর্ল্লভতা হয় না, তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ 'পরোঢ়া' অভিমান আছে এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় 'ঔপপত্য' অভিমান স্বীকার পূর্ব্বক বংশী-প্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি লীলা করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

প্রঃ লীলারস-আস্বাদনের সহিত ব্রজে গোলোক-দর্শন সম্ভবপর কি ?

উঃ—"পূতনা বধ হইতে আরম্ভ হইয়া কংস বধ পর্য্যন্ত অসুরবধ লীলা। সেই সকল লীলা ব্যতিরেক-রূপে ব্রজে এবং নির্গুণ **গোলোক-লীলায় অভিমান-মাত্র-স্বরূপে** আছে। বস্তুতঃ তাহারা তথায় নাই এবং থাকিতেও পারে না। ব্যতিরেক-লীলাপাঠে রসিক ভক্ত শুদ্ধ ভাবযুক্ত হইয়া অন্য লীলারস আস্বাদন করিতে করিতে গোলোক দর্শন পাইবেন।"

— চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

প্রঃ—কতদিন পর্য্যন্ত মহারসে নিমজ্জন সম্ভব নহে ?

উঃ "ব্যতিরেক অনুশীলনের যতদিন প্রয়োজন, ততদিন মহারসে মগ্ন হওয়া যায় না।"

— চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

প্রঃ গোলোকে ও গোকুলে রসের আশ্রয়াভিমানের তারতম্য কি ?

উঃ—"বাৎসল্য রসও অবতারীকে আশ্রয় পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই,—ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরম-মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল অভিমান ব্যতীত আর কিছুই নাই। তথায় নন্দ যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু **জন্ম-ব্যাপার নাই.** জন্মাভাবে নন্দ যশোদার যে পিতৃ মাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,— পরন্তু **অভিমান মাত্র;** যথা—'জয়তি জননিবাসো দেবকী-জন্মবাদঃ' ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ **'পরোঢ়াত্ব'** ও **'ঔপপত্য'-অভিমানমাত্র** নিত্য হইলে দোষ মাত্র-থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধও হয় না। **ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক-জগতের প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়,—এইমাত্র ভেদ।** বৎসল-রসে নন্দ যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু স্থূলাকারে কৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গার রসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তাগত পতিত্ব না আছে গোলোকে, — না আছে গোকুলে।"

— ব্রঃ সং ৫।৩৭

প্রঃ—অসংসাম্প্রদায়িকগণে রসের ব্যভিচার কিরূপ?

উঃ—"কোন কোন উপসম্প্রদায়ে চিদ্রস আবির্ভাব করাইবার ছলে জড়রসকে আশ্রয় করেন, সে কেবল নিতান্ত বিপথগমন মাত্র।"

— চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

প্রঃ—কোন্ জীবের কোন্ রস, তাহা কিরূপে লক্ষিত হয়?

উঃ—"কোন্ জীবের কোন্ রস, তাহা সেই জীবের গূঢ় রুচির দ্বারা লক্ষিত হয়। ভজন-শ্রদ্ধার উদয়কালে ঐ রুচিক্রমে সাধক স্বীয় রসকে ভালবাসেন। সেই রুচি বিচার করিয়া গুরুদেব তাঁহাকে ভজন-দীক্ষা দেন।"

— চৈঃ শিঃ ৬।৫

প্রঃ—শান্তরসের বিষয় ও আশ্রয় কে? শান্তি-রতির প্রধান সেবক কাহারা?

উঃ—"আদৌ শান্তরস। এই রসে শান্তি-রতিই স্থায়িভাব। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে এবং যোগীদিগের আত্মসৌখ্যে যে আনন্দ আছে, তাহা নিতান্ত শিথিল। ঈশময় সুখ তদপেক্ষা নিগূঢ়। ঈশস্বরূপানুভবই সেই সুখের হেতু। শান্তরসের আলম্বন—চতুর্ভুজ-নারায়ণ মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি বিভুতা, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি গুণান্বিত। আলম্বনান্তর্গত বিষয় ও অনুভাব এইরূপ। শান্তপুরুষগণ শান্তরতির আশ্রয়। আত্মারামগণ ও ভগবদ্বিষয়ে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণই শান্ত-পুরুষ। সনক-সনন্দনাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ইঁহারা বালসন্ন্যাসিবেশে বিচরণ করেন। ইঁহাদের প্রথমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে রতি ছিল। ভগবন্মূর্ত্তি মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চিদ্ঘন-মূর্ত্তির উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। নির্ব্বিঘ্নতা হইতে যুক্তবৈরাগ্য-দ্বারা বিষয়-বর্জ্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি-বাঞ্ছা দূর হয় নাই,—এইরূপ তাপস-সকল শান্তরসে প্রবেশ লাভ করেন।"

— জৈঃ ধঃ ২৯ অঃ

প্রঃ শান্ত-ভক্তের স্বরূপ কি? শান্তরতির বিভাব, অনুভাবাদি কি?

উঃ—"শান্ত-ভক্তের **কৃষ্ণের প্রতি মমতা হয় না।** মমতা স্বভাবতঃ স্বরূপ-নিবন্ধন ভাব-বিশেষ। অতএব শান্ত-ভক্তের রতি অসম্পর্কতাবশতঃ শুদ্ধ অবস্থাতেই থাকে। সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, **আত্মারাম-শিরোমণি,** পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, গতিদাতা, দয়াশীল, বিভু—এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট **হরিই** শান্তি-রতির আলম্বন অর্থাৎ **বিষয়।** ঐ রতির **আশ্রয়** যে জীব, তিনি হয় **আত্মারাম বা তাপস।** সমস্ত গুণবর্জ্জিত, অতীন্দ্রিয়, স্বপ্রকাশ, চিদ্ঘন কোন মুকুন্দনামা বস্তুর **সাক্ষাৎ করণশীল রতিই** ইহার **স্থায়িভাব। প্রধান প্রধান উপনিষৎ শ্রবণ; বিবিক্ত-স্থানে স্থিতি;** অন্তর্বৃত্তিবিশেষের স্ফূর্ত্তি; তত্ত্ববিচার; বিদ্যাশক্তির প্রভাব; বিশ্বরূপ-দর্শন; তত্ত্ববিত্তজনের সংসর্গ; ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ সমবিদ্যদিগের সহিত উপনিষৎ ও বেদান্ত-সূত্রার্থ-বিচার—এই সকল **শান্তরসের উদ্দীপন** বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। নাসিকাগ্র-দর্শন; অবধূত-চেষ্টা; গমন-সময়ে চারিহাত পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত; অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনী-স্পর্শরূপ জ্ঞানমুদ্রা-প্রদর্শন; ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি

দ্বেষরহিততা; ভক্তগণের সামান্য সম্মান; অত্যন্ত সংসারধ্বংসরূপ সিদ্ধির প্রতি আদর; লিঙ্গ ও স্থূল শরীর-দ্বয়ে অনাবেশের সহিত স্থিতিরূপ জীবন্মুক্তির বহুমানন; নিরপেক্ষতা; নির্ম্মমতা; নিরহঙ্কারিতা ও মৌন ইত্যাদি ক্রিয়া-সমূহই শান্তি-রতির অনুভাব। প্রলয় ব্যতীত অন্য সকল রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব শান্ত-ভক্তের হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার শরীরগত অভিমান-শূন্যতা-বশতঃ ঐ সকল সাত্ত্বিক-ভাব কেবল ধূমায়িত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কখন কখন জ্বলিতবৎ প্রকাশিত হয়। কখনই দীপ্ত বা উদ্দীপ্ত হয় না; শান্ত-রসে নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, ঔৎসুক্য, আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাব-সকল কখন কখন লক্ষিত হয়। এবম্ভূত বিশেষে বিশিষ্ট হইয়া শান্তরস রস-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।" —চৈঃ শিঃ ৭।৩

প্রঃ—কোন্ সময় প্রীতভক্তিরস প্রকাশিত হয়?

উঃ—"ব্রজলীলারূপ চিদ্রস-বর্ণনে শান্তরস পরিলক্ষিত হয় না; যেহেতু এই রস কোন বিশেষসিদ্ধ এক স্বরূপগত নয়। এতন্নিবন্ধন মমতাশূন্য। জীবের বহুভাগ্যক্রমে ভগবৎস্বরূপে মমতা জন্মে। সেই **মমতা জন্মিলেই শুদ্ধা রতি প্রেমরূপে পুষ্ট হয়।** তখন প্রীত-ভক্তিরস প্রকাশিত হয়।" —চৈঃ শিঃ ৭।৩

প্রঃ—বৈষ্ণব-সাহিত্যের শান্তরস কিরূপ?

উঃ—"You must love God with all thy heart; your heart now runs to other things than God, but you must, as you train a bad horse, make your feelings run to the loving God. This is one of the four principles of worship or what they call in *Vaishnava Literature Shanta Rasa.*"

—"To Love God", Journal of Tajpur 25th Aug. 1871

প্রঃ—প্রীতভক্তিরস ও দাস্যরসের বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—"প্রীত-ভক্তি-রসকে অনেকে দাস্য-রস বলেন। কিন্তু প্রীত-ভক্তি-রস দুইপ্রকার—**সম্ভ্রমগত প্রীতরস** ও **গৌরবগত প্রীতরস। সম্ভ্রমগত প্রীত-রসকেই 'দাস্য'** বলা যায়। গৌরবগত প্রীত-রসকে গৌরব-প্রীত-ভক্তি-রস বলা যায়,—দাস্য বলা যায় না।" —চৈঃ শিঃ ৭।৪

প্রঃ—দাস্য-প্রীতি কি পর্য্যন্ত উন্নত হয়?

উঃ—"দাস্য প্রীতিতে প্রেম, স্নেহ ও রাগ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়।" —চৈঃ শিঃ ৭।৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পত্রে উপদেশ

[শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিগত ২২।৯।৪৭ তারিখে আসামপ্রদেশস্থ সরভোগ হইতে মহামান্য মহাত্মা গান্ধীজীর নিকট লিখিত পত্র]

(৩৫)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/o শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি
পোঃ—সরভোগ
জিলা—কামরূপ (আসাম)
২২-৯-৪৭

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

মাননীয় মহাত্মাজী, দীর্ঘকাল যাবৎই আপনার অশেষ সদ্ গুণাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাদ্ভাবে আলোচনা করার আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু দেশের নানাভাবের সঙ্কটময় পরিস্থিতির দরুণ দেশবাসীগণ আপনার ন্যায় অসমোর্দ্ধ দেশ নেতার উপদেশ ব্যতীত দেশের কোন ব্যবস্থা করা ত্রুটি রহিত হইবে

বলিয়া মনে করেন না এবং আপনি প্রায়শঃ রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিবৃত থাকেন বলিয়া আমার ন্যায় কাঙাল রাষ্ট্রনীতি আদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও আপনাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে যাইয়া বিরক্ত করিতে সাহসী হয় নাই। আমার জীবনের নশ্বরতা স্মরণ করিয়া এবং আপনার ন্যায় নেতারও অবকাশ নিতান্তই কম পাওয়া যাইবে ভাবিয়া আপনার অশেষ-গুণমুগ্ধ এ ভিক্ষু সংক্ষেপতঃ কয়েকটি কথা নিবেদন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। আপনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি হইতে আমার হৃদয়ের ভাব উপলব্ধি করিয়া পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ও যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ-ভাবে উত্তর প্রদান করিলে অনুগৃহিত হইব। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা লোলুপ বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকামী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে, নিরপেক্ষ সত্যের আদর পাওয়া সম্ভব নয়। আশা করি আপনি নিশ্চয়ই এই অনর্থ সমূহের বা চতুর্ব্বর্গের বহুমাননকারী নহেন। জনপ্রিয়তালোভি নেতাগণ বাহ্যতঃ কতকগুলি নীতির সন্ধান করিলেও বাস্তব সত্যনিষ্ঠ হইতে পারেন না এবং জীবসমূহের ও প্রকৃত কল্যাণ তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ তাঁহারা নিজেদের প্রতি অবিচার করতঃ অন্যকেও বঞ্চনাই করিয়া থাকেন। স্থূলতঃ বিষয়ত্যাগ বাস্তব ত্যাগ সংজ্ঞায় কথিত হয় না।

আমাদের দেশ প্রায় স্বাধীন হইল। দেশের অবস্থা দেখিয়া বিশেষতঃ নৈতিক দুর্গতি দেখিয়া সজ্জনমাত্রই ব্যথিত আছেন বলিয়া মনে হয়। দেশ বলিতে জল বা মৃত্তিকাকে আমরা বুঝি না কারণ তাহা হইলে দেশের স্বাধীনতার আন্দোলন নিরর্থক। দেশ বলিতে তন্মধ্যস্থ কয়েকটি অতি সংখ্যাল্প প্রাণি-মনুষ্যকে বুঝিয়া তাহাদের স্বাধীনতার জন্যই যত্ন করা হইয়াছে। দেশ বলিতে যদি জল মৃত্তিকাদি না বুঝায় তাহা হইলে মনুষ্য বলিতেও কেবলমাত্র স্থূল, সূক্ষ্ম, আবরণদ্বয়কে না বুঝিয়া তন্মধ্যস্থ চেতনসত্ত্বা—আত্মাকে বুঝিতে হইবে। যদি দেহের জন্যই আত্মা হইত তাহা হইলে দেহের প্রয়োজনই মনুষ্যের মূল প্রয়োজন বা স্বার্থ হইত। আত্মার জন্য দেহ হওয়ার দরুণ এবং কর্ম্মানুসারে দেহের প্রাচুর্য্য থাকায় আত্মার স্বার্থই মনুষ্যের বা দেশের কিংবা পৃথিবীর স্বার্থ হওয়া স্বাভাবিক। কোনও আগন্তুক কারণবশতঃ জীবের মধ্যে যে নৈমিত্তিক স্বভাব বা নিসর্গ লক্ষ্য করা যায় তাহা জীবের অর্থাৎ মনুষ্য দেহাবলম্বি আত্মার নিত্যস্বভাব নয়। যাহা অস্বাভাবিক তাহা কখনই নিত্য সুখদ হইবে না। স্ব-অর্থে যদি দেহ বা মনকেই উদ্দেশ করা হইয়া থাকে এবং তদধীনতা অর্থে যদি স্থূলেন্দ্রিয় লোলুপতা বা সূক্ষ্মেন্দ্রিয়পরতাকেই বুঝায় তাহা হইলে স্বাধীনতার দ্বারা কোনও কল্পে কোথাও কাহারও সুখ বা শান্তির সম্ভাবনা নাই। উহার দ্বারা পরস্পর সংঘর্ষ অনিবার্য্য। স্ব-শব্দে জীবাত্মা অর্থাৎ অনুচেতন বা পরমাত্মাকে বুঝাইলে স্বাধীনতা-শব্দে আত্মাধীনতাই বুঝাইবে। স্বরাট্ পুরু-ষোত্তমের আনুগত্যই স্বাধীনতা শব্দোদ্দিষ্ট হওয়া বিধেয়।

দ্বেষাত্মক রজঃপ্রধান রাষ্ট্রনীতিই বর্ত্তমানে দেশ-বাসীকে উন্মাদনাগ্রস্ত করিয়াছে। আপনার ন্যায় ব্যক্তিত্ব হইতে কেবলমাত্র অন্নবস্ত্রের সমাধানের নিমিত্ত উক্ত হিংসাত্মক রাজনৈতিক প্রেরণা লাভ করিয়া দেশবাসী অধিকাংশেই আত্মনীতি বা পরমার্থনীতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া অনর্থকে অর্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়াছে। তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তিকে রাজ-নৈতিকগণের চিন্তাস্রোতের অধীন করিতে পারিলে উহা ক্রমোন্নতি বিচারে আদরের বিষয় হইবে। সাত্ত্বিক বা তদূর্দ্ধ নির্গুণ-আত্মগুণাবলীর দ্বারা বিভূষিত বা আকৃষ্ট ব্যক্তিদিগকেও রজঃগুণের অধীন করিতে চাহিলে সমাজের বা পৃথিবীর মঙ্গল কি প্রকারে হইতে পারে বুঝিতেছি না। সুসূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টিতে রাজনৈতিক অহিংসাতে হিংসা ভিন্ন বাস্তব মঙ্গলকর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। আপনার প্রদর্শিত অহিংসানীতিতে সত্ত্বগুণের প্রভাব লক্ষিত হইলেও উহার চরম লক্ষ্যের দ্বারাই উহার গুণাগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য। আত্মার প্রপতিতে বাধাকেই হিংসা বলা যায়।

রজগুণান্বিত নেতাগণ সমস্ত দেশবাসীকে তাহাদের অনাত্মিক চিন্তাস্রোতের দ্বারা প্রভাবান্বিত করিলে উহা ব্যক্তি বিশেষের, সমাজের, দেশের বা পৃথিবীর নিশ্চিত অনিষ্টকারক হইবে না কি? কেবলমাত্র তথাকথিত

জাগতিক নীতিবাদের দ্বারা চালিত হইয়া ব্যক্তি বিশেষের বা সমষ্টির মঙ্গল কদাপি সম্ভব হইবে না। উহা প্রাণহীন শবদেহের শোভার ন্যায়ই হইবে। ক্রমশঃ দুর্গন্ধ ছাড়া উহা হইতে অন্য কিছু আশা করা যায় না। কংগ্রেস হইতে পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, রাষ্ট্রনীতি কাহারও ধর্ম্মসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবে না। রাষ্ট্রনেতাগণ যদি ধর্ম্মগুরু না হইয়া থাকেন এবং ধর্ম্মের নিয়ামকত্ব দাবী না করেন তাহা হইলে ইতোমধ্যেই তাহারা কোন কোন প্রদেশে শ্রীমন্দিরের সেবা বা শ্রীবিগ্রহের সেবা সম্পর্কিত ব্যাপারে কাহারও কাহারও ও ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অধিকারকে না বুঝাইয়া আইনবলে আক্রমণ করিতেছেন কেন? ইহাতে আপনার সমর্থন আছে কি? থাকিলে তাহার শাস্ত্র ও যুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে ইচ্ছা করি।

রাজনৈতিক কার্য্যাবলিই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্য বা প্রধান কৃত্য হইবে কি? যদি না হয় তাহা হইলে রাজনৈতিক আন্দোলনের বা অনিত্য পার্থিব স্বার্থের সুবিধার নিমিত্ত মনুষ্য জীবনের অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় ও বাস্তব শুভদ বিষয়গুলিকে একেবারে পশ্চাতে ফেলিয়া বা বিকৃত করিয়া লোকলোচনে যে পরিবেশন করা হইতেছে তাহা কি মনুষ্যের এই পাঞ্চভৌতিক দেহের বিনাশ অপেক্ষা অধিকতর লোক-সানের হইবে না? রাজ্যের বা দেহের পরাধীনতা অপেক্ষা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিসমূহের ইন্দ্রিয়লোলুপতার বৃদ্ধি চেষ্টা কি দেশের, সমাজের বা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর নয়? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিষয়ে সংখ্যাগুরুত্বের আশায় অনিষ্টকারিণী চেষ্টার শক্তিবৃদ্ধির জন্য একটা পবিত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্বাচার্য্যগণ দ্বারা আদৃত এবং শাস্ত্রপ্রথিত আত্মধর্ম্মানুকূল ব্যবস্থাগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেশের মধ্যে জড়ভোগের তাণ্ডবনৃত্য বৃদ্ধির জন্য উদ্দাম চেষ্টার কি সার্থকতা থাকিতে পারে জানিতে প্রার্থনা। বিশেষতা নষ্ট করিলেই কি শান্তি হইবে কিংবা উহা কি সম্ভব? সর্ব্বত্রই তারতম্য বিরাজমান। যোগ্যতানুসারে তারতম্য রক্ষা না করিলে প্রগতির ব্যাঘাত ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। নিরপেক্ষ বিচারহীন, সত্যনিষ্ঠারহিত, গুপ্ত বা ব্যক্ত প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তি বস্তু ও ব্যক্তিসমূহের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দানে পরাঙ্মুখ হইলেও নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ, কনককামিনী প্রতিষ্ঠা আশা বর্জ্জিত সজ্জনগণ যোগ্যতানুযায়ী, গুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্যক্তির আদর আদি করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক সাম্যবাদের নামে অবুঝগণ দেশের ভবিষ্যতে কিরূপ অনিষ্ট করিতে চলিয়াছেন তাহা সাধারণের বুঝা দুষ্কর। কোন দেশেই আজ পর্য্যন্ত ঐ প্রকার সাম্যবাদের দ্বারা শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই। ভারতীয় শিক্ষা ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মানুসন্ধানে এবং তদনুকূল তাদাত্ম্য কৃষ্টিতে। কিন্তু আজ আপনার ন্যায় একজন প্রথিত কীর্ত্তি দেশনেতা যদি নেতৃত্বের সুযোগ পাইয়া দেশবাসীকে জড়সর্ব্বস্ববাদি করিয়া তোলেন তাহা হইলে পরিতাপের আর অবধি থাকিবে না এবং ভারতীয় বৈশিষ্ট্য দীর্ঘকালের জন্য লোপ হইবার মত হইবে। এতদ্ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীব্যাস প্রতি শ্রীমন্নারদের উক্তিটি স্মরণ হইতেছে—

"জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যক্তিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥"

জগতের মনুষ্যের স্থিতি ও যোগ্যতার তারতম্যানুসারে দর্শনের বা উপলব্ধির তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। স্থূলতঃ দুই ভাগে উহা বিভক্তি করা যায়, সরল ও কুটিল দর্শন। দর্শন মাত্রেই দোষবিদ্ধ হইবে না। যে কোন ডিগ্রির কোণে যেমন সাধারণতঃ কোণত্ব থাকে কিন্তু ১৮০° ডিগ্রির বা ৩৬০° ডিগ্রির কোণে কোন শব্দ ব্যবহৃত হইলেও কৌটিল্য বা কোণজ হেয়তা নাই। তদ্রূপ জীব নিজের পৃথক্ ও স্বতন্ত্র স্বার্থান্বেষণ করিলে দোষ থাকিবেই, কিন্তু মূল বাস্তব বস্তুর সহিত নিজের সত্ত্বা ও স্বার্থ দর্শন করিলে সরল ও সুদর্শন লাভ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পৃথককৃত স্বার্থগত দর্শনে বা বোধে তাহার নিজের দুঃখ দূর হইবে না এবং অন্যকেও সে উদ্বেগ স্থূল সূক্ষ্মভাবে না দিয়া পারিবে না। সুতরাং

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্যার সমাধান হইবে না। পূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরমাত্ম বস্তুর সান্নিধ্যই জীবাত্মার একমাত্র নিত্য সুখদ। চেতনই সুখ স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, ইচ্ছা ও অনুভূতিকারী। সেই একমাত্র মৃগ্যাবস্থা বাদ দিয়া অন্য দিকে তাহাকে নিয়োজন, তাহার প্রকৃত অনিষ্ট করা।

জীব নিজে নিজের কারণ নয়। জড়ও স্বতন্ত্র নয়। কারণেই কার্য্যের উৎপত্তি ও চরম স্থিতি। চেতন ও জড়ের কারণ চেতনই। কারণ-চেতন পরব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা আমার জানা নাই। পরতত্ত্ব নিত্য সশক্তিক ও ব্যক্তি, কিম্বা তাৎকালিক, নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ ও ব্যক্তিত্বরহিত বলিয়া আপনার ধারণা? নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বিচিত্রতার কারণ হইতে পারেন না। জীবসমূহ শ্রীভগবানের পরাপ্রকৃতি সম্ভূত কিম্বা অন্য কোনরূপ—আপনার ধারণা জানিতে বাসনা। শ্রীভগবান্ অসমোর্দ্ধ ও অধোক্ষজ তত্ত্ব হওয়ার দরুণ তজ্ জ্ঞানের বা তৎপ্রাপ্তির উপায় তিনি ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা বা কৃপাই তাঁহার প্রাপ্তির উপায় হইবে। সুতরাং শ্রৌতধারা বা আম্নায় অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার্য্য। আপনি অবশ্যই আশা করি, আম্নায়ের মর্য্যাদাস্থাপনকারী। আপনার স্বীকৃত আম্নায়ের পরিচয় পাইলে আমরা নিঃসংশয় ও সুখী হইতে পারি।

আপনি শ্রীরামনাম করেন ও করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবৎ তত্ত্বের সহিত শ্রীনামের কিরূপ সম্বন্ধ? শ্রীভগবান্ বৈকুণ্ঠ বস্তু হইলে প্রাকৃত কোন শব্দ তৎপ্রাপ্তির সহায়ক হইবে কি? উপেয়ের দ্বারা উপায়ের শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচার করা হইয়া থাকে। যদি শ্রীনামের দ্বারা প্রাকৃত, কালক্ষোভ্য কোন পদার্থকে উদ্দেশ করে, তাহা হইলে উহা দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু সাধ্য হইবে কি? চরমকারণ শ্রীভগবৎতত্ত্ব জীবের 'জন্য' নয়। জীবই তাঁহার জন্য। জীবের জন্য বা জড়ের জন্য যাহা, তাহা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট না হইয়া পারে না। শাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত পন্থায় আপনি উক্ত শ্রীনাম গ্রহণ করেন ও করান কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন জানিতে বাসনা।

আপনি বাহ্যতঃ নিজে সংযমী ও অপরকে বাহ্যসংযমের নিমিত্ত মাত্র জোর দিয়া যদি পুনঃ জড়বিষয়াবিষ্ট হওয়ার জন্যই উপদেশ ও ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে আর কাহার নিকট আমার ন্যায় কাঙাল ব্যক্তি দুঃখ নিবেদন করিবে চিন্তা করিয়া পাইতেছি না। আপনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বসুখদ আত্মাবস্তুরনুশীলন করতঃ তদ্বিষয়ে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করুন ও জগতের নিত্য শান্তির সন্ধান প্রদান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

আপনি দেশের তাৎকালিক প্রয়োজনীয় বহু হিতকর কার্য্যে ব্রতী আছেন এবং সাধারণের পক্ষে দুষ্কর কার্য্যাবলীও আপনি নিজে বহু ক্লেশ স্বীকার করতঃ সমাধান করিতেছেন। আপনার বহু মূল্যবান সময় গ্রহণ করিতে হইল বলিয়া ত্রুটি হইলে মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিদয়িত মাধব**

শান্তি লাভের উপায় কি?

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষসম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট পরিদৃশ্যমান্ অনিত্য সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, লুপ্তজ্ঞান ও অতীব দুঃখপ্রদ নিখিল বিশ্ব পূর্ণসুখময় ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণসেবানন্দময়রূপে প্রতীত হইলেও বহিঃপ্রতীতিসম্পন্ন জনসাধারণের নিকট আজ এই জগৎ বড়ই অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদপত্রসমূহ প্রতিনিয়তই নানাবিধ হৃদয়বিদারক দুঃসংবাদে পরিপূর্ণ থাকে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রতি পদে পদেই বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। আজ প্রায় প্রত্যেকটি মানবপ্রাণ শান্তি শান্তি করিয়া উন্মত্ত

হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিকে অশান্তির অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে এই বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সমস্যার সমাধান পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনের স্থিতপ্রজ্ঞ বা অচলা বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগের ভাষা বা লক্ষণ কি?, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ বা জীবন্মুক্ত পুরুষগণ সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা, স্নেহ-দ্বেষাদি সমুপস্থিত হইলে স্পষ্ট বা স্বগতভাবে কি বলেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকলের (চক্ষু জিহ্বা কর্ণ নাসিকা ত্বক্—এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের) বাহ্যবিষয়ে (রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শ—এই বিষয়পঞ্চকে) চলন বা গমনের অভাব কিরূপ অথবা গমনের ভাবই বা কিরূপ—এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের (গীঃ ২।৫৮) উত্তরে তাঁহার এই অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত যে সকল মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধভক্ত সাধু বা সদ্গুরু পাদপদ্মের আনুগত্যে আলোচনা করিতে পারিলে সকল সমস্যারই সমাধান পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ এতৎপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥

—গীঃ ২।৬৬

অর্থাৎ অযুক্ত বা অবশীকৃত চিত্তের বুদ্ধি বা আত্মবিষয়িনী প্রজ্ঞা নাই। তাদৃশ অযুক্তের বা প্রজ্ঞারহিতের পরমেশ্বর ধ্যানরূপ ভাবনাও নাই। তাদৃশ অকৃতধ্যান অর্থাৎ ভগবচ্চিন্তারহিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকলের জড়বিষয়োপরতিরূপ শান্তিও নাই। অতএব সেইরূপ অশান্ত ব্যক্তির সুখ বা আত্মানন্দ কি প্রকারে সম্ভব হইবে?

মন দশটি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাব, অতি বলশালী—প্রমত্ত, তাহাকে নিগ্রহ বা দমন করা বড়ই কঠিন। বিবেকবতী বুদ্ধি দ্বারা মনকে দমন করিবার কথা শ্রুতিশাস্ত্রে থাকিলেও প্রমাথি মন সেই বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথিত করিয়া ফেলে—বুদ্ধিমপি প্রকর্ষেণ মথ্নাতি ইতি। অতি বলবান্ রোগ যেমন তৎপ্রশমনকারী—মহৌষধকেও প্রথম প্রথম গণনাই করিতে চাহে না, সেইরূপ স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ মন প্রথম প্রথম বিবেকবতী বুদ্ধিকে গ্রাহ্য করিতে না চাহিলেও সদ্বৈদ্যপরামর্শানুসারে ঐ ব্যাধিনিবারক ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে থাকিলে যেমন সেই দুরারোগ্য ব্যাধিও ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ 'অভ্যাসেন' 'সদ্গুরূপদিষ্ট প্রকারেণ পরমেশ্বর ধ্যানযোগস্য মুহুরনুশীলনেন' অর্থাৎ সদ্গুরূপদিষ্ট কৌশল অনুসরণে ভগবদ্ধ্যানযোগের নিরন্তর অনুশীলনফলে এবং 'বৈরাগ্যেন বিষয়েষ্বনাসঙ্গেন চ' অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্তিরূপ বৈরাগ্য দ্বারা অতিচঞ্চল অতিশয় দুর্নিগ্রহ মন ক্রমশঃ 'গৃহ্যতে স্বহস্তবশীকর্ত্তুং শক্যতে অর্থাৎ স্বহস্ত বশীকৃত হয়। (গীঃ ৬।৩৪-৩৫ চক্রবর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য)

কঠ শ্রুতিতে (১ম অঃ ৩য়া বল্লী ৩-৪ মন্ত্রে) কথিত হইয়াছে—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ হে নচিকেতঃ, শরীরের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মাকে রথারূঢ় ব্যক্তি বলিয়া জানিবে, কিন্তু শরীরকে রথ বলিয়াই জানিবে, শরীর রথী নহে। অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে ঐ রথের পরিচালক সারথি এবং মনকে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের গতি বিধায়ক বা পরিচালক রজ্জু বা লাগাম বলিয়া জানিবে। মনীষিগণ (বিবেকী পণ্ডিতগণ) চক্ষু জিহ্বা কর্ণ নাসিকা ত্বক্রূপ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে অশ্ব এবং সেই অশ্বরূপে পরিকল্পিত ইন্দ্রিয়ের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শরূপ পঞ্চ ভোগ্য বিষয়কে গোচর অর্থাৎ সঞ্চরণস্থান এবং উক্ত চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থাত্মক পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি সহ সংযুক্ত আত্মা বা জীবাত্মাকে সুখদুঃখাদির ভোগকর্ত্তা বলিয়া থাকেন।

গীতা ২।৪১ শ্লোকোক্ত ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একমাত্র কৃষ্ণসেবানিষ্ঠাযুক্তা—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্যময়ী। সেই বুদ্ধিই সুবুদ্ধি, তাহা দেহরথের সারথি

হইয়া বসিলে রথ ক্রমশঃ ব্রজের পথেই পরিচালিত হইবে। নতুবা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্যময়ী কুবুদ্ধি সারথি হইয়া বসিলেই সর্ব্বনাশ, রথ ব্রজের বিপরীত পথে ধাবিত হইয়া আত্মবিনাশী নরকগতি লাভ করিবে। কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটিই নরকের দ্বার-স্বরূপ। ভগবদ্‌বিমুখ জীব ঐ তিনটি স্বীকার করিতে গিয়া দারুণ সংসারদুঃখসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। শ্রীভগবৎকৃপালব্ধ ভাগ্যবান্ জীব শুদ্ধভক্তসাধুসঙ্গক্রমে শুদ্ধবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ঐ তিনটি তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ভক্তিযোগবিষয়িণী বলিয়া তাহা সকল বুদ্ধি হইতেই উৎকৃষ্টা। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উহার এইরূপ বিচারধারা প্রদর্শন করিয়াছেনঃ—

"আমার শ্রীমদ্ গুরূপদিষ্ট ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণচরণ-পরিচর্য্যাদিই আমার সাধন, ইহাই আমার সাধ্য, ইহাই আমার জীবাতুস্বরূপ, সাধন ও সাধ্য উভয় অবস্থায়ই ইহা আমি ত্যাগ করিতে অসমর্থ, ইহাই আমার কাম্য, ইহাই আমার করণীয় কার্য্য, ইহা ব্যতীত আমার অন্য কোন কার্য্য নাই, ইহা ব্যতীত স্বপ্নেও অন্য কোন অভিলষণীয় বস্তু নাই, ইহাতে আমার সুখ হউক বা দুঃখ হউক, সংসার নষ্ট হউক বা না হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই—এই প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একমাত্র অকৈতব বা অকপট ভক্তিতেই সম্ভাবিত হইয়া থাকে।"

ভক্তিযোগব্যতীত অন্যত্র বুদ্ধি এক বা একাভি-মুখিনী নহে, অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির গতি বিভিন্ন মুখিনী, বহুশাখাবিশিষ্টা। সুতরাং তাহা হইতে ইন্দ্রিয়-সকলের বিষয়োপরতি রূপ শান্তি না থাকায় সুখের সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র প্রকৃত সুখ বা আনন্দের নিলয়। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় না করা পর্য্যন্ত সুখ বলিয়া কোন বাস্তব বস্তুর সন্ধান মিলিবে না। তিনিই আনন্দময়—সুখময়—রসময় বস্তু—রসো বৈ সঃ, সেই রসং হেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। ধন পাইলে যেমন ধনী হওয়া যায়, তদ্রূপ সেই আনন্দময় বস্তুকে লাভ করিতে পারিলেই জীব প্রকৃত আনন্দী হইতে পারে। নাল্পে সুখমস্তি—অল্প অর্থাৎ সসীম বিনশ্বর ক্ষয়িষ্ণু অবাস্তব তত্ত্বে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না, যাহা সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা প্রেয়ঃ অর্থাৎ আপাত মনোরম বা প্রীতিপ্রদ বলিয়া বিচারিত হইলেও প্রকৃত শ্রেয়ঃ বা নিঃশ্রেয়ঃ নহে। ভূমৈব পরমং সুখং —ভূমা—অপরিচ্ছিন্ন—বৈকুণ্ঠ বস্তুই প্রকৃত নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখদানে সমর্থ। এজন্য শ্রুতি বলিলেন— আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। আনন্দময় ভূমা পরংব্রহ্ম পরমানন্দময় পরমোদার—মহাবদান্য কৃষ্ণই জীবকে প্রকৃত ভয় শোক মোহ-রহিত নিত্য বাস্তব আনন্দ দানে সমর্থ, তিনি ব্যতীত অন্যান্য সকল দাতার দানে তাৎকালিক আনন্দ থাকিলেও তাহার পরিণাম দুঃখ শোকপ্রদ—অবিমিশ্র আনন্দ তাহাতে নাই। এজন্য শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

—গীঃ ১৮।৬২

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্বভাবে—কায়মনোবাক্যে সেই পরমাত্মার শরণাগত হও, তাঁহার কৃপায়ই পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

উহার টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বলিতেছেন—অবিদ্যা ও বিদ্যার নিবৃত্তিতেই পরা শান্তি। অবিদ্যার জড়বিষয়াভিনিবেশজনিত কর্ম্মসংজ্ঞা। তাহাতে জড়-বিষয়োপরতি না থাকায় তাহা হইতে প্রকৃত শান্তির সম্ভাবনা নাই। বিদ্যা অপরা বা নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরতা হইলে তাহা জীবের নিত্যস্বরূপ ও তাহার নিত্যবৃত্তি ভক্তিবিঘাতক হওয়ায় তাহাও প্রকৃত সুখাবহ হইতে পারে না। পরাবিদ্যারূপা বধূর জীবন—নামসংকীর্ত্তন-প্রধানা পরমা ভক্তি, তাহাই প্রকৃত পরা শান্তি ও পরম সুখদায়িনী।

বৈষয়িক, ব্রাহ্ম ও ঐশ্বরিকভেদে সুখ তিনপ্রকার। ভক্তি ঐ তিনপ্রকার সুখ দান করিলেও 'শুদ্ধভক্ত অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিং ব্যোমনয়নীং' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপ্রাপনী নারায়ণরতি

পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াও ব্রজে রাধাকৃষ্ণে প্রেমভক্তিপ্রার্থী হন। কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ঐহিক ও পারত্রিক ভুক্তি-সুখ (ইহলোক ও স্বর্গাদি পরলোকে বিবিধ ভোগ-সুখ)-প্রার্থী হন। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ ব্রহ্মসুখ বা ব্রহ্মানন্দ, যোগনিষ্ঠ যোগিগণ কৈবল্যসুখ বা সিদ্ধিকামী হইয়া থাকেন, ভক্তিনিষ্ঠ ভক্তিযোগিগণই নিত্যপরমানন্দরূপ ঐশ্বরসুখ লাভ করেন। তবে অন্তর্য্যামি উপাসকগণের অন্তর্য্যামিশরণাপত্তি আর ভগবদুপাসক-গণের ভগবচ্ছরণাপত্তি জানিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপশিক্ষা-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন—

ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত॥

ঐ ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছাত্রয়ের মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম-ভাবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছা অনুস্যূত রহিয়াছে, এজন্য তাহা প্রকৃত আন্তরিক শান্তি বা সুখপ্রদ হইতে পারে না। শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্কপট কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছা থাকায় তাহাই প্রকৃত সুখশান্তিপ্রদ। ভক্তি-জন্মোপযোগী সুকৃতি বা ভাগ্যোদয় ক্রমে জীব শ্রীগুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতার বীজস্বরূপ শ্রদ্ধা লাভ করেন, সেই শ্রদ্ধাবীজ পাইবামাত্র তাহাকে সযত্নে হৃদাক্ষেত্রে রোপণপূর্ব্বক তাহাতে শ্রবণকীর্ত্তনরূপ জল সিঞ্চন করিতে থাকিলে ভক্তিলতার উদ্গম হয়। তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করতঃ বিরজা, ব্রহ্মলোক গমন করে। তাহা হইতে সেই লতা ক্রমশঃ পরব্যোমে স্থান প্রাপ্ত হয়। তথায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সেই লতা ক্রমশঃ তদুপরিস্থ গোলোক-বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন করতঃ কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। 'ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদিজল'। এই সেচনকার্য্য অবিরত বা নিত্যই থাকে। এখানেই লতা প্রেমফলফুলে সুশোভিত হন। "প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥ তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥" এই প্রেমই জীবের পরম ফল, ইহাই চতুর্ব্বর্গধিক্কারী পরমপুরুষার্থ। ইহাতে জীবের স্বতন্ত্র সুখভোগ-চেষ্টা নাই, কৃষ্ণসুখেই তিনি সুখ আস্বাদন করেন। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি অবি-মিশ্রা কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্যময়ী এইরূপ শুদ্ধভক্তি হইতেই এই বিশুদ্ধ প্রেম সুখের উদয় হয়। শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথাশ্রবণকীর্ত্তনই এই ভক্তির জন্মমূল— 'কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ'। ভক্তির সাধন, ভাব ও প্রেম এই অবস্থাত্রয় ক্রমশঃ প্রকাশ পায়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিতেছেন— "ভক্তিলতার কারণ—শ্রীগুরুপ্রসাদ ও কৃষ্ণপ্রসাদ। শ্রদ্ধাবান্ জীবই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। সদ্গুরু-প্রদত্ত অনুগ্রহ-মন্ত্র ও প্রদর্শিত পথই 'ভক্তিমার্গ'। গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়া তৎকীর্ত্তনকার্য্যই জল-সেচন, তদ্দ্বারা বীজ ক্রমশঃ লতায় পরিণত হয়। ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ চতুর্দ্দশভুবনমধ্যে ভক্তিলতার আশ্রয় কোন বৃক্ষই নাই। ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুর প্রতিই ভক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া 'বিরজা' নদী, সেখানে গুণত্রয় সাম্যাবস্থা লক্ষিত হয়,— উহা প্রাকৃত মল বিধৌতিকারিণী স্রোতস্বিনী। তাহা অতিক্রম করিয়াই জ্ঞানিগণের আদর্শ 'ব্রহ্মলোক'। বিরজায় যেমন ভক্তিলতার আশ্রয়োপযোগী বৃক্ষ নাই, ব্রহ্মলোকেও তদ্রূপ ভক্তিলতার সেব্যবৃক্ষাভাব। আশ্রয়-বৃক্ষ না পাইয়া শ্রবণকীর্ত্তন-জলসিক্তা বর্দ্ধমানা লতা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করতঃ 'পরব্যোম ধাম লাভ করে। ব্রহ্মলোক ও বিরজার একপারে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, উহাই 'দেবীধাম'। দেবীধাম বা ইতরব্যোম—প্রকৃতির অধীনরূপে অবস্থিত, প্রকৃতির অপরপারে 'বৈকুণ্ঠ বা 'পরব্যোম অবস্থিত। সেখানে মায়া কিছুই পরিমাণ করিতে সমর্থা হয় না। ব্রহ্মময় বৈকুণ্ঠের উপরিভাগেই গোলোকবৃন্দাবন অবস্থিত। তথায় ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণ-রূপ কল্পতরুকে আশ্রয় করে। পরব্যোমে পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণের যে পূজা বিহিত হয়, তাহাতে শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ রস লক্ষিত হয়, পরন্তু গোলোকবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্যার্দ্ধের সহিত বিশ্রম্ভসখ্যার্দ্ধ, বাৎসল্য ও মধুর — এই ভাব পঞ্চক

পূর্ণমাত্রায় বিরজিত। এখানেই ভক্তিলতিকা সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় পাইয়া থাকেন।”

ভক্তিলতার বৃদ্ধিসময়ে সাধকজীবমালীকে সর্ব্বদা সাবহিত থাকিতে হইবে, যাহাতে বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী আসিয়া সেই লতার কোন ক্ষতি করিতে না পারে। ভক্তিলতার চতুষ্পার্শ্বে কৃষ্ণাভক্তসঙ্গবর্জ্জন-চেষ্টারূপ বেষ্টনী বা বেড়া না থাকিলে অভক্তসঙ্গক্রমে বৈষ্ণবাপরাধ, গুর্ব্ববজ্ঞা প্রভৃতি নানারূপ অপরাধরূপ মত্তহস্তীর আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। দশনামাপরাধ বর্জ্জনবিষয়ে সাধককে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

ভক্তিলতার বৃদ্ধি সময়ে আর একটি উৎপাত আসিয়া পড়ে, তাহার নাম উপশাখা। তাহা প্রকৃত লতার নিজ শাখার ন্যায় প্রতীত হইলেও উহা ‘পরগাছা’, সেকজল পাইয়া মূলশাখাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া উহারাই বাড়িয়া উঠে। ঐ সকল উপশাখা বা পরগাছার নাম দেওয়া হইয়াছে—ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার (পরস্ত্রী-সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ অথবা বিষয়িদর্শন ও স্ত্রীদর্শনাদি), কুটীনাটী (কৌটিল্যপূর্ণনাট্য, কপটতা), জীবহিংসা (প্রাণিহনন বা প্রাণিগণকে ক্লেশদান, ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর হিংসা—‘কৃষ্ণভক্তি মূলা নিত্যকল্যাণবাণী কীর্ত্তনে বা প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা অর্থাৎ মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয়দান), লাভ (জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশে জগতে ধনাদিপ্রাপ্তি বা তৎসংগ্রহবাঞ্ছা), পূজা (জড়লোকের মনোধর্ম্মে ইন্ধন প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের নিকট শুষ্ক সম্মান লাভের আশা), প্রতিষ্ঠা (জাগতিক মহত্ত্ব বা লোকের নিকট স্বীয় নশ্বর যশঃ প্রিয়তা)। সাধক প্রথমেই এই সকল উপশাখারূপ দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের চেষ্টা করিবেন, তাহা হইলেই ক্রমবর্দ্ধমানা ভক্তিলতাকে অবলম্বনপূর্ব্বক সাধক কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষের আশ্রয় লাভ করতঃ প্রকৃত সুখ বা শান্তির অধিকারী হইবেন।

মুক্তি সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সালোক্য (সমান লোক লাভ), সারূপ্য (সমান রূপপ্রাপ্তি), সামীপ্য (সমীপে বাস) ও সাযুজ্য (ব্রহ্মলীনত্ব)—এই পঞ্চবিধ হইলেও শ্রীভগবান্ নারায়ণ তাঁহার ভক্তকে প্রথম চতুর্ব্বিধ মুক্তি দিয়া জীবের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক তাঁহার নিজলোক বৈকুণ্ঠে আনয়ন করেন। কিন্তু ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তিলব্ধ জীবের বৈকুণ্ঠে গতিলাভ হয় না। তাঁহারা বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল আছে, যাহা শ্রীভগবানের অঙ্গপ্রভা-স্বরূপ, যে স্থান প্রকৃতির অতীত চিৎস্বরূপ হইলেও চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যশূন্য, কেবল চিন্মাত্রস্বরূপ, সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকে স্থানপ্রাপ্ত হন। ইহাকেই সিদ্ধলোক বলে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত হইয়াছে—

> সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
> সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥

অর্থাৎ তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখে মগ্ন মায়াবাদিগণ ও ভগবৎকর্ত্তৃকবিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন; পাতঞ্জল যোগিগণ কৈবল্য লাভ করিয়াও সেই লোক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে—

> সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য প্রকার।
> চারিমুক্তি দিয়া করে জীবেরে নিস্তার॥
> ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
> বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা' সবার স্থিতি॥
> বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
> কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল॥
> সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
> চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার॥
> সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
> ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ॥
> তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
> নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥
> নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
> সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥
>
> —চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ

তবে ঐ ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী অশান্ত ব্যক্তিগণ যদি কখনও উদারধীঃ হইয়া প্রগাঢ় ভক্তিযোগাবলম্বনে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই পরাশান্তির অধিকারী হইবেন—

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।৩৫

সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার হইলেও তন্মধ্যে মুখ্যসিদ্ধি অষ্ট-প্রকার—(১) অণিমা (অতি সূক্ষ্ম হইবার শক্তি), (২) মহিমা (অতিশয় গুরুভার হইবার ক্ষমতা), (৩) লঘিমা (অতিশয় লঘুভাব হইবার সামর্থ্য,) (৪) প্রাপ্তি (অভিলাষ করিবামাত্র অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তির ক্ষমতা), (৫) ঈশিতা (যথেচ্ছ কার্য্য করিবার, এমন কি ভূত ও ভৌতিক বস্তুর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ক্ষমতা), (৬) বশিত্ব (ভূত ও ভৌতিক বস্তুকে বশীভূত করিবার সামর্থ্য), (৭) প্রাকাম্য (যে শক্তি থাকিলে ইচ্ছার ব্যতিক্রম হয় না অর্থাৎ ইচ্ছামত কার্য্যসিদ্ধি হয়), (৮) কামাবসায়িতা (ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ ও ইচ্ছানুরূপ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ক্ষমতা)।

কর্ম্মী ভুক্তি, জ্ঞানী মুক্তি, যোগী সিদ্ধিকামী—সকলেই স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছামূলে অশান্ত, কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকামী বলিয়া তিনিই নিষ্কাম, অতএব শান্ত। বস্তুতঃ কৃষ্ণে অকৃত্রিম ভক্ত্যুদয় ব্যতীত কিছুতেই শান্তির অধিকারী হওয়া যায় না।

শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বেদবিভাগ, বেদান্তেতিহাস পুরাণাদি বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও অন্তরে শান্তি পাইতেছিলেন না, শ্রীনারদোপদেশে শ্রীভগবানে শুদ্ধ ভক্তিযোগাবলম্বনে শুদ্ধভক্তি-মাহাত্ম্যমূলক শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করিয়াই তিনি প্রকৃত পরা শান্তিলাভের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীদেবকীদেবী পুত্রমুখদর্শনে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
তৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
সুস্থঃশেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥

—ভাঃ ১০।৩।২৭

অর্থাৎ মরণশীল মানব এই মর্ত্ত্যলোকে মৃত্যুরূপ সর্পভয়ে ভীত এবং ব্রহ্মাদি যাবতীয় লোকে আশ্রয় লাভের জন্য ধাবমান হইয়াও নির্ভয় হয় নাই। অদ্য যদৃচ্ছা ক্রমে মহৎকৃপালব্ধ ভক্তিবলে আপনার পাদপদ্মের আশ্রয়লাভ করিয়া সে সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছে এবং এই মর্ত্ত্যলোক হইতে মৃত্যু দূরে পলায়ন করিতেছে।

সুতরাং শান্তি লাভের একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি। শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রই আমাদিগকে এই পরামর্শই প্রদান করিতেছেন। মহাজনগণও তারস্বরে গান করিতেছেন—

"এখন বুঝিনু প্রভো! তোমার চরণ।
অশোক-অভয়ামৃত-পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ কমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ! তব পদতলে॥
তব পাদপদ্ম, নাথ! রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে॥
আমি তব নিত্যদাস—জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে॥"

"আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি'
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক-অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, শরণ লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়॥"

কঠশ্রুতিও (২।২।১৩) তারস্বরে বলিতেছেন—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

অর্থাৎ নিত্যবাস্তব বস্তুসমূহের মধ্যে যিনি পরম নিত্য বা পরম সত্যবস্তু, চেতন জীবসমূহের মধ্যে যিনি চৈতন্যবিধায়ক মুখ্য চেতন; যিনি এক হইয়াও সকলের সকল কামনা পূরণ করিতেছেন, শরীরমধ্যে

হৃদয়াকাশে বিরাজমান সেই পরমেশ্বরকে যেসকল ধীর বিচক্ষণ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অনু অর্থাৎ আচার্য্য ও শাস্ত্রোপদেশাদি শ্রবণ-মননাদি ব্যাপারদ্বারা উপাসনা-ফলে সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বতী—চিরন্তনী—আত্যন্তিকী ও ঐকান্তিকী শান্তি লাভ হইয়া থাকে, অনাত্মদর্শিগণের তাদৃশী শান্তিলাভ হয় না, তাঁহাদিগকে বারম্বার এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

শাস্ত্র বলিতেছেন—শ্রুতি ও স্মৃতি বিপ্রগণের দুইটি নেত্র স্বরূপ, একটি না মানিলে কাণা ও দুইটিই না মানিলে অন্ধ হইতে হইবে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—শ্রুতি ও স্মৃতি—এই দুইটিই আমার আজ্ঞা-স্বরূপ, এই আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে আমার আজ্ঞাচ্ছেদী ও দ্বেষী হইতে হইবে। শাস্ত্রবিধি অবমানন করিয়া নিজেদের খেয়াল খুসীমত চলিলে কোন জন্মেই কেহ প্রকৃত স্থায়ী শান্তি লাভ করিতে পারিবেন না। সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থী না হইয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে চলিলেই প্রকৃত সুখ সিদ্ধি ও পরা গতি লাভ হইবে।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।
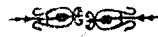
শ্রীগুরুচরিতের একদেশ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ]

"অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে। কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥" শ্রীগুরুদেবের কার্য্যের মধ্যে Adjustment (সামঞ্জস্য) দেখিতে শিখিলেই হরিভজন হয়। Adjustment (সামঞ্জস্য) না লইয়া বা না পাইয়া অন্ধের ন্যায় একটা কিছু করাকেই হরিভজন বলে না। তাহাকে আউল, বাউল, কর্ত্তা-ভজা প্রভৃতি দলের ভক্ত্যেতর কৃত্যই বলা হয়। এই-গুলি সবই অপসম্প্রদায়। এইমত তেরটী অপসম্প্র-দায় মহাজনগীতিতে দেখিতে পাওয়া যায়—"আউল বাউল কর্ত্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই। সহজিয়া সখী-ভেকী স্মার্ত্ত জাতগোঁসাই॥ অতিবাড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী। তোতা কহে এ তেরর সঙ্গ নাহি করি॥" অপসম্প্রদায়ী পাষণ্ডিগণ বলে, "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়। তথাপি জানিয়ে তাঁরে নিত্যানন্দ রায়॥" তাহারা নিত্যানন্দের দোহাই দিয়া গুরুভোগই করে মাত্র, গুরুসেবা করিতে পারে না। এহেন শিষ্যব্রুব বা গুরুব্রুবগণ শ্রীমন্ নিত্যানন্দের অপ্রাকৃত মহিমা কিছুই জানে না বা বুঝে না, আর গুরুর মহিমাও কিছুই জানে না বা বুঝে না। বড়ি বিষয়মদিরা পানের নেশায় চলিতে চলিতে যাহা কিছু বাগ্-বৈখরী প্রকাশ করে, তন্মধ্যে শ্রীহরিভজনানুকূল কোন অর্থই অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। তাহাকে হরিভজন বলে না। আমরা আমাদের শ্রীগুরুদেব ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রীগুরুবর্গের সম্বন্ধে যে ধারণা পাইয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তাঁহারা মায়িক-বিষয় প্রতিগ্রহই করেন না অথবা মায়িক জগতের সহিত কোন কিছুর Settlement (বন্দোবস্ত)-এও তাঁহারা রাজী নহেন। তাঁহাদের অবস্তুতে কখনও বস্তুভ্রান্তি অথবা বস্তুতে অবস্তুভ্রান্তি উৎপাদিত হয় না। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণতাৎপর্য্য-মূলে প্রাকৃত লাভপূজা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষায় মঠ, মন্দির, দালান, কোঠা, করিবার জন্য তাঁহারা জাগতিক বিষয়ী লোকের ন্যায় প্রয়াসী নহেন, পরন্তু জীবজগৎকে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণে প্রেমভক্তি পর্য্যন্ত পরমোচ্চ শিক্ষা দিবার জন্যই মাত্র সম্পূর্ণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্যমূলে তাঁহারা উক্ত মঠ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। "স্থানে স্থানে কত মঠ স্থাপিয়াছ নিষ্কপট প্রেমভক্তি শিখাইতে জীবে"—মহাজনপদ।

সময়ান্তরে উক্ত হরিসেবার দ্রব্যনিচয় যদি কোন

বিষয়িধুরন্ধরের হস্তগত হইয়া তাহার বিলাস ব্যসনে পরিণত হয়; তবে তাহা সজ্জনগণের ভক্তিপূত-হৃদয়ে পুরু দুঃখ উৎপাদন করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতেও ভজনচতুর ব্যক্তি অপৌরুষেয় শাস্ত্রসিদ্ধান্তলাভে সেবানুকূল বৃত্তিতে পরিপুষ্টই হইবেন বৈ খর্ব্বিত হইবেন না। মাৎসর্য্যপরায়ণ ক্রূর মোগল সম্রাটের হস্তে চূর্ণীকৃত অসমোর্দ্ধ কারুকার্য্যখচিত শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির অদ্যাবধি শুদ্ধভক্তহৃদয়ে দুঃখ উৎপাদন করিতেছে সত্য, কিন্তু উক্ত দুঃখ অনুভব হইতেও ভক্তের তৎ ও তদীয় বস্তুতে প্রীতি বা প্রেমই অধিকতর ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে। কেননা তাঁহারা জানেন — 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে — প্রাকৃত গোচর' ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বাণী। তাহা হইতে বোধের বিষয় হয় যে, প্রাকৃত দুষ্ট জন অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শনই পায় না, সুতরাং তাঁহাকে ভগ্ন করিবার তো কোন প্রশ্নই সেখানে উঠে না। কাজেই যাহা সে ভগ্ন করিল বলিয়া মনে করিতেছে, তাহা বস্তুতঃ তাহারই খণ্ডিত দর্শনের সর্ব্বৈব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মায়িক ব্যাপার। অখণ্ড বাস্তব বস্তুর আসল রূপটী দুষ্ট ব্যক্তির চক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে। তাহার সহিত তাহার সাক্ষাৎকারই হয় নাই। এতৎপ্রসঙ্গে শুদ্ধ রামভক্তের চরিত্রটিও আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধার করতঃ কিঞ্চিৎ স্মরণ করিতে পারি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রথমতঃ সুদৃঢ় যুক্তির দ্বারা রামভক্তটীকে বুঝাইবার যত্ন করিলেন। দুষ্ট রাবণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষ শ্রীরাম-শক্তি সীতাদেবীকে তাহার কামনেত্রে দর্শনই করিতে পারে নাই, স্পর্শ ও হরণ ত' দূরের কথা। তবে যে রাবণ সীতা লইয়া গেল? তাহা সীতার মায়া বিশেষ, বাস্তব সীতাদেবী নহেন। তবে সীতাদেবী কোথায় থাকিলেন? অগ্নিদেবের পরিচর্য্যার মধ্যে। বিশ্বাস উৎপাদনের উপায় কি? অপৌরুষেয় শাস্ত্রবাক্য। পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অগ্নিপুরাণ হইতে সীতাহরণ প্রসঙ্গ সংগ্রহ করতঃ উক্ত রামভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ হৃদয়ে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শিক্ষণীয় যে, ভক্তি প্রতিকূল কার্য্যে দুঃখ অনুভব করা যেইমত বাঞ্ছিত ও ভক্তিবর্দ্ধক; তদ্রূপ ভক্তি অনুকূল শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুদৃঢ় বিশ্বাস লাভ করাও বিশেষ ভক্ত্যঙ্গ সাধন। উভয়টী হইতেই ভজনীয় বস্তুতে নিষ্ঠা উৎপন্ন হইলে জীবের সংসার-দুঃখের অবসান হয়। ভক্তিপ্রতিকূল কার্য্যের নিরপেক্ষ দ্রষ্টার কখনও মঙ্গললাভ হয় না। এবম্বিধ বিচারাবলম্বনে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু-প্রকটিত শ্রীমন্দির বাহ্যতঃ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইলেও তাহা অতিমর্ত্ত্য শ্রীরূপ প্রভুর তথা শ্রীরূপানুগজনের ভজনে কোনই বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

শ্রীভগবদভিন্ন প্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে জড়বিষয় ভোগ বা ত্যাগায়তন মঠমন্দির দালান কোঠাদির নির্ম্মাতার সহিত একীভূত করিতে গেলে গুরুনিন্দা বা বিষ্ণুনিন্দাই মাত্র হইয়া থাকে। কার্য্যগুলিকে কারণের সহিত একীভূত না করিয়া বা না দেখিয়া কারণের মৌলিকত্ব দর্শনকারিগণই প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুদর্শনকারী ও মায়ামুক্ত। বাকী সকলেই কপটতার আশ্রয়ে নিরয়গামী হইয়া থাকেন।

শ্রীহরিভক্তির Range (ব্যাপ্তি) অপরিমেয়। আমার গুরুদর্শন হইয়া গেল, সাধুদর্শন হইয়া গেল ইত্যাদি যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বস্তুতঃ অর্ব্বাচীন। অবশ্য শ্রীগুরুবস্তুকে দর্শন করিতে শিক্ষা করিতে হইবে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কোথা হইতে? যাঁহারা প্রকৃত দ্রষ্টা তাঁহাদের নিকট হইতে, অন্যত্র হইতে নহে। আবার এই শিক্ষারও সমাপ্তি নাই এবং দর্শনেরও সমাপ্তি নাই।

স্বধামে শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ আশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য পাঞ্জাব-লুধিয়ানা নিবাসী শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর (দীক্ষা নাম—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী প্রভু) বিগত ২৪ ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৮১ খৃষ্টাব্দ, ১২ ফাল্গুন ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ মঙ্গলবার অস্মদীয় পরমগুরুপাদপদ্ম পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথি বাসরে পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা ৪৫ মিঃ এ লুধিয়ানা সহরে নিজ বাসভবনে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। ইনি পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবে সুদৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত সেবাপরায়ণ গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন। ইনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্যের দ্বারা শ্রীল গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সেবা পূরণে ও শ্রীল গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা বর্দ্ধনে যে ভাবে আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা পরমোজ্জ্বল আদর্শস্থানীয়ই বলিতে হইবে। শ্রীল গুরুদেবের স্থাপিত মঠসমূহে ইনি মুক্ত হৃদয়ে আনুকূল্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ চণ্ডীগড় মঠের জমীসংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহনির্ম্মাণ, মন্দির নির্ম্মাণাদি, বিশেষ অনুষ্ঠান ও মহোৎসবাদিতে ইঁহার আনুকূল্য অতুলনীয়। ইঁহার সেবাপ্রাণতা হেতু ইনি গৃহস্থ হইলেও মঠের গভর্ণিং বডির সদস্য-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি পাঞ্জাব-প্রচারে বিশেষতঃ জালন্ধর সম্মিলনীর অন্যতম মুখ্য উদ্যোক্তা ও আনুকূল্যকারী ছিলেন। ইনি বিনয়নম্র ও অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুরের নাম পাঞ্জাব প্রচারের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে, তাঁহাকে বাদ দিয়া পাঞ্জাব প্রচারের কথা চিন্তাই করা যায় না। তিনি মাত্র ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার অকস্মাৎ প্রয়াণ সংবাদে ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ বজ্রাঘাতের ন্যায় মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হন। চণ্ডীগড় ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুশত ভক্ত সজ্জন লুধিয়ানায় নরহরিদাসাধিকারী প্রভুর গৃহে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পাদনকালে উপস্থিত থাকিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। তাঁহার ভক্তিমতী জননীদেবী ও ভক্তিমান্ একমাত্র পুত্র শ্রীরাকেশ কাপুর চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য, বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ উপস্থিত থাকিবেন জানিয়া ১৬ই এপ্রিল স্বধামগত পিতৃদেবের বিরহোৎসব উপলক্ষে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করেন।
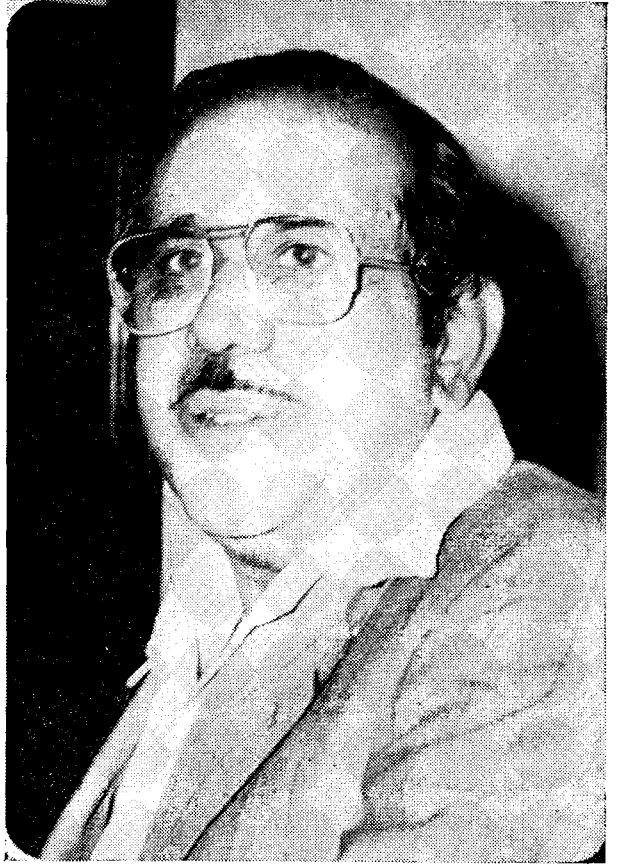
পিতৃদেব শ্রীপ্রেমনাথ কাপুর এবং জননী শ্রীমতী শান্তিদেবী কাপুর—উভয়েই পরম ভক্তিমান্ ও ভক্তি-

মতী। শ্রীনরেন্দ্রনাথের জন্মস্থান ছিল —আম্বালা ক্যান্ট, হরিয়াণা। তাঁহার পিতৃদেব প্রেমনাথ কাপুরের দেহত্যাগের পর শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর লুধিয়ানায় আসিয়া বসবাস করেন। ইনি স্থানীয় সনাতনধর্ম্ম প্রচারক হাইস্কুলে শিক্ষা সমাপ্তির পরে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রেও ইঁহার বিশেষ সুনাম ছিল।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভা হইতে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ইঁহাকে 'ভক্তিবিলাস' এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইনি পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করেন—১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে এবং মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন শ্রীপুরীধামে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইনি অত্যধিক স্নেহপাত্র ছিলেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুরের অকস্মাৎ প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"
"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গভঙ্গ॥"

চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরে
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

রাজবেড়িয়া, ২৪পরগণাঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ—শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবানন্দ দাস সমভিব্যাহারে রাজবেড়িয়া নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীঅন্নদাচরণ দেবনাথ মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে গত ২৫ ফাল্গুন ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, ৯ মার্চ্চ ১৯৮১ খৃঃ সোমবার কলিকাতা হইতে কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত ট্রেণে এবং তথা হইতে জিপগাড়ী সহযোগে রাজবেড়িয়ায় আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-সহ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। অন্নদাবাবুর গৃহে বাসস্থান এবং গৃহের সম্মুখবর্ত্তী বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ২৫শে ও ২৬শে ফাল্গুন তথায় অবস্থান করতঃ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী মহাজনপদাবলী ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ২৬শে ফাল্গুন মহোৎসবে বহু শত ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ডাক্তার কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী প্রভু ও অন্নদাবাবুর শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে উৎসাহ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ ২৭শে ফাল্গুন তথা হইতে পূর্ব্বাহ্ণে শুভযাত্রা করতঃ মধ্যাহ্নে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পৌঁছেন শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার প্রারম্ভিক ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য।

আনন্দপুর (মেদিনীপুর)ঃ—আনন্দপুরবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব, প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে ২৫শে মার্চ্চ, ১১ই চৈত্র বুধবার খড়্গপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত ট্রেণে, তৎপর মোটরকার-যোগে আনন্দপুরে মধ্যাহ্নে আসিয়া পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ সমস্ত রাস্তা কীর্ত্তন করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান শ্রীসনাতন দাসাধিকারী প্রভুর (ডাঃ শ্রীসরোজরঞ্জন সেন মহাশয়ের) গৃহে আসিয়া

উপনীত হন। শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক ব্যবস্থায় সাহায্যের জন্য কএকদিবস পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আনন্দপুরে আসিয়া পৌঁছেন। চন্দ্রকোণার শ্রীভাগবত আশ্রমের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভাগবত মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ভক্তসহ উপরিউক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-উৎসব উপলক্ষে ২৫শে মার্চ্চ হইতে ২৭শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় স্থানীয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা মণ্ডপ প্রাঙ্গণে বিশাল সভামণ্ডপে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়।

মেদিনীপুর বি-টি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরজতকুমার বসু, মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক শ্রীধনঞ্জয়কুমার নাথ ও শ্রীল বিনোদকিশোর গোস্বামী যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে মেদিনীপুর শহরের বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীবংশীবাবু এবং মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীহরিপদ মণ্ডল। প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি-মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীশশাঙ্কশেখর দাস। সভায় বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—"শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের অবদান", "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।", "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।"।

২৬শে মার্চ্চ অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দের সহিত সংকীর্ত্তন সহযোগে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের) আলেখ্যার্চ্চা সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়া "শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রমের" উদ্বোধন করেন। শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চার পূজা ও আরতির পর সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সমুপস্থিত ভক্তবৃন্দের নিকট মঠস্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু সময় হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

২৭শে মার্চ্চ মধ্যাহ্নে স্থানীয় ভক্ত-সজ্জন শ্রীযুক্ত মুরলীধর চন্দ্র মহাদয়ের গৃহে হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও মহোৎসবের আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ মঙ্গল মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে বহু শত ভক্তকে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী মুখ্যরূপে মহোৎসবের রন্ধনাদি সেবা পরিচালনা করেন।

শ্রীসনাতন দানাধিকারী, শ্রীরামকৃষ্ণ চাবরি, শ্রীতারাপদ দত্ত, শ্রীতারক রায়, শ্রীবনবিহারী দাস, শ্রীকমলাকান্ত দাস, শ্রীসমর রায়, শ্রীবিশ্বনাথ দে, শ্রীশক্তিপদ বাগ, শ্রীমদনমোহন পাল, শ্রীভববিন্দু লেক্ড়ি প্রভৃতি আনন্দপুরবাসী গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত আপ্রাণ সেবা-প্রচেষ্টায় সমস্ত অনুষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়।

জালন্ধর সহরে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে
ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত জালন্ধর সহর-নিবাসী ভক্তবৃন্দ প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে ১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২২ চৈত্র, ৫ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার দ্বাবিংশতিতম বর্ষপূর্ত্তি বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন

সভার সভ্যবৃন্দের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা হইতে সদলবলে হিমগিরি এক্সপ্রেসযোগে ২ এপ্রিল প্রাতে জালন্ধর ক্যাণ্ট ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। জালন্ধর ক্যাণ্ট হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব মোটরযানযোগে জালন্ধর সিটিতে পৌঁছিলে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ ভক্তবৃন্দ নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থান ভগতসিং পার্কের পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীবাবালাল দয়ালজী মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন।

শ্রীবাবালাল দয়ালজী মন্দির প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিশাল প্রাঙ্গনে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। প্রথম দিবস রাত্রিতে, অপর তিন দিবস প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভা হয়। ধর্ম্মসভায় ভাষণ দেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, মঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, মঠের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর নারসিংহ মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। দেরাদুনের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সংকীর্ত্তন মণ্ডল, লুধিয়ানার শ্রীরাম-সংকীর্ত্তন মণ্ডল ও প্রেমসংকীর্ত্তন মণ্ডল, বাবা মাধো সিংজী ভানওয়ালে, জালন্ধরের শ্রীযোগীন্দ্র বাবরাজী ও শ্রীরাজেন্দ্রকুমারজী (রামায়ণী), কপুরথলার শ্রীতিলকরাজজী শর্ম্মা প্রভৃতি উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে আগমণকারী ভক্তবৃন্দের সুললিত ভজন কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতাগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

৪ এপ্রিল শনিবার শ্রীভগতসিং পার্ক হইতে বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীর উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনে ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। মৃদঙ্গবাদনসেবা মুখ্যভাবে করেন শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীদেবানন্দ ও শ্রীতারক রায়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তদ্বয় শ্রীরামভজন পাণ্ডে ও শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা মুখ্যভাবে সম্মেলনের ও উৎসবের ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হন।

৫ এপ্রিল রবিবার অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভার অধিবেশনের পর শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে জালন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার সদস্যবৃন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত জমীতে শুভপদার্পণ করেন এবং বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার সাইনবোর্ড তথায় প্রোথিত করা হয়। শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির, সাধুনিবাস, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি যুক্ত নক্সা পৌর প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইলে নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে।

উৎসবের দৈনন্দিন রন্ধনাদি সেবায় মুখ্যভাবে যত্ন করেন শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীদেবানন্দ, শ্রীতারক রায় ও দেরাদুনবাসী ভক্তবৃন্দ।

শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আহ্বানে সহরের আদর্শ নগর এলাকায় শ্রীমোহনলালজীর বাসভবনে, শ্রীকৃষ্ণপুরা এলাকায় ও আদর্শ নগরের শ্রীহিন্দপালজীর বাসভবনে যথাক্রমে ৬ এপ্রিল হইতে ৮ এপ্রিল পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজও ভাষণ দেন। স্থানীয় নরনারীগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

আমরা আমাদের শ্রীপত্রিকার গ্রাহকগণকে বঙ্গীয় নববর্ষের শুভ অভিনন্দন জানাইতেছি।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

মুদ্রণালয়:—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮

২১শ বর্ষ } ১১ ত্রিবিক্রম, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ২৯ মে, ১৯৮১ {৪র্থ সংখ্যা

সৎসিদ্ধান্ত শুদ্ধভক্তির মূল

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

অনেকে জাতরুচি ভক্তগণের আদর্শ-দর্শনে মনে করেন যে, সিদ্ধান্তবিষয়ে প্রবেশ করিবার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। এইরূপ আলস্য হইতে অনেকে ভজনবিষয়ে অভাবগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন ও ভক্তির বিরোধী জড়ভাবসমূহকে ভক্তি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হন। বিচারপ্রধান মার্গ যদিও অজাতরুচিগণের পক্ষে উপযোগী, তথাপি জাতরুচিক্রমে স্বল্পরুচিবিশিষ্ট জনের শ্রবণাঙ্গ বিশেষ আবশ্যক। কৃষ্ণবিষয়ক-সিদ্ধান্ত শ্রবণ না করিলে রুচি বৃদ্ধি হয় না। নবধা-ভক্তির প্রারম্ভেই কীর্ত্তিত বাক্যের পূর্ব্বে 'শ্রবণের' ব্যবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তন জলেই সিঞ্চিত হইলে ভক্তিলতা সংবর্দ্ধিতা হন। ব্রহ্মা যে কালে ত্যক্তজ্ঞানপ্রয়াস ভক্তগণের অবস্থা বলিয়া কৃষ্ণের স্তব করিলেন, তথায়ও "সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং শ্রুতিগতাং" বলিয়াছেন। পারমহংস্য অমলজ্ঞানপ্রদ ভাগবতের বিচারপর হইয়া পঠন শ্রবণাদি করিলেই জীবের মহাভাগবতাধিকার হয়। শ্রীমহাপ্রভুর সনাতনশিক্ষামধ্যেই আমরা শুনি—"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী তিঁহ তারয়ে সংসার॥" শ্রীরূপগোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—আলস্য ত্যাগ করিয়া "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥" সিদ্ধান্তহীন ভক্তাভিমানিগণ মূর্খতাবশতঃ অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিকবিকারসমূহ অভ্যাস করিয়া লোকচক্ষে বৈষ্ণব-পদবীকে খর্ব্ব করেন। তাঁহাদের তাদৃশ অসৎ অভ্যাস গর্হণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত "তদশ্মসারং" শ্লোক লিখিয়াছেন। তাহার টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বলেন, — "বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্‌হৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি কনিষ্ঠাধিকারিণামেব অশ্রু-পুলকাদি মত্ত্বেঽপি অশ্মসারহৃদয়তয়া নিন্দ্যৈষা।" সিদ্ধান্তকে অনাদর করিলে যে কৃত্রিম ভক্তি দেখা যায়, তাহার চিত্র শ্রীরূপপ্রভু এরূপ লিখিয়াছেন—"নিসর্গ-পিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥" মিছাভক্তদল সিদ্ধান্তাভাবপ্রযুক্ত কিরূপ মায়িক বিকারকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে, তাহাও ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। অনেকে শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য-নিম্বার্ক-বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবা-

চার্য্যগণের লিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থের পাঠকেও ভক্তিবিরোধী অদ্বৈতবাদিগণের গ্রন্থালোচনার ন্যায় গর্হণ করে। শ্রীজীবপাদ ইহাদের সুসিদ্ধান্তগুলিই ষট্‌সন্দর্ভে বৈষ্ণবগণের মঙ্গলের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যেরূপ ভক্ত্যঙ্গগুলিকে ভ্রমবশতঃ কর্ম্মাঙ্গ জ্ঞান করেন, তদ্রূপ সিদ্ধান্তহীন বৈষ্ণবাখ্য জীব, ভক্তির অনুকূল সিদ্ধান্তগুলিকেও প্রতিকূল-শ্রেণীস্থ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইতে বিচ্যুত হন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(রসতত্ত্ব)

প্রশ্ন—দাস্য-রস কি?

উত্তর—"You must love God with all your mind i. e. when you perceive, conceive, remember, imagine and reason, you must not allow yourself to be a dry thinker but must love. Love alone can soften the dryness of the intellect, you must develop the intellect on all good and holy things by means of love of truth, spiritual beauty and harmony. This is the second phase of *Vaishnava* development which passes by the name of *Dasya Rasa.*"

"—To love God", Journal of Tajpur 25th Aug, 1871.

প্রঃ—'বিশ্রম্ভ' কাহাকে বলে?

উঃ—"যন্ত্রণাশূন্য গাঢ় বিশ্বাসকে বিশ্রম্ভ বলা যায়। তাহাকেই সম্ভ্রমশূন্য বিশ্বাস বলা হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

প্রঃ—প্রণয়ের গাঢ়তার ক্রম কি?

উঃ—"প্রণয়ক্রমে প্রেমা, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত সখ্যরতিতে বৃদ্ধি লাভ করে।" —চৈঃ শিঃ ৭।৫

প্রঃ—'প্রণয়' কাহাকে বলে?

উঃ—"সম্ভ্রমাদি যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াও রতি যখন সম্ভ্রম-গন্ধে স্পৃষ্ট না হয়, তখন তাহাকে 'প্রণয়' বলা যায়।" —চৈঃ শিঃ ৭।৫

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণের সহিত কি ব্রজবাসীর বিচ্ছেদ আছে?

উঃ—"প্রকট-লীলার অনুসারে সখ্যরসে 'বিরহ' বর্ণিত হয়; কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের কখনই বিচ্ছেদ নাই।" —চৈঃ শিঃ ৭।৫

প্রঃ—বাৎসল্য-রসের উৎকর্ষ কি?

উঃ—"কৃষ্ণরতির অপ্রতীতিস্থলে প্রীতরসের অপুষ্টতা হয়। সেরূপ স্থলে সখ্যরতির তিরোভাব হয়। কিন্তু বাৎসল্যে সেরূপ হইলেও কোন ক্ষতি নাই। এইটীই বাৎসল্যরসের উৎকর্ষ।" —চৈঃ শিঃ ৭।৬

প্রঃ—বলদেব, যুধিষ্ঠির, আহুকাদির স্ব-স্ব রস-বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—"বলদেবের সখ্যপ্রীতিও—বাৎসল্যরস-সঙ্কুলিত। যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য-দাস্য সখ্যের দ্বারা অন্বিত। আহুক প্রভৃতির দাস্য—বাৎসল্য-মিশ্রভাব। বৃদ্ধ অভীরদিগের বাৎসল্য—সখ্যমিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির সখ্য—দাস্যমিশ্রিত। শিব, গরুড়, উদ্ধবাদির দাস্য—সখ্যমিশ্রিত। অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণনপ্তৃদিগের ভাবও তদ্রূপ মিশ্র। অন্যান্য ভক্তদিগের মধ্যেও সেইরূপ ভাবমিশ্রতা লক্ষিত হয়।" —চৈঃ শিঃ ৭।৬

প্রঃ বৈষ্ণবগণের সখ্যরস কি?

উঃ—"You must love God with thy soul also, *i. e.* you must perceive yourself in spiritual communication with the Deity and receive Holy Revelations in your sublimest hours of worship. This is called the *Sakhya Rasa* of the *Vaishnavas,*—the soul approaching the Deity in holy and fearless service."

—"To love God", Journal of Tajpur, 25th Aug. 1871

প্রঃ—মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীরূপানুগ-ভজনের পরমোপাদেয়ত্ব কেন?

উঃ—"পঞ্চ মুখ্য-মধ্যে ভাই, মধুরের গুণ গাই,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ বলি।
গুণ অন্য রসে যত, মধুরেতে আছে তত,
আর বহু বলে হয় বলী॥
গৌণ-রস আছে যত, সব সঞ্চারীর মত,
হঞা শৃঙ্গারের পুষ্ট করে।
শ্রীরূপের অনুগত, ভজনে যে হয় রত,
স্থিতি তার কেবল মধুরে॥"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ', গীঃ মাঃ

প্রঃ—কৃষ্ণভক্তিরসে গৌণরস-সমূহও উপাদেয় হয় কিরূপে?

উঃ—"কৃষ্ণভক্তিরসে সাতপ্রকার গৌণরসও উপাদেয়, যেহেতু তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলারসকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাবের মধ্যেই কৃষ্ণভক্তিরসে হাস্যাদি সপ্তরস পরিগণিত। তাহারা উপযুক্ত কালে উদিত হইয়া রস-সমুদ্রের উর্ম্মির ন্যায় সমুদ্রের সৌন্দর্য্যও পুষ্টিসাধন করে। কেহ কেহ রসতত্ত্বের অপ্রাকৃত-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে সমর্থ না হইয়া এরূপ সংশয় করিতে পারেন যে, হাস, বিস্ময় ও উৎসাহ যদিও মঙ্গলময় রসের অন্তর্গত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা—ইহারা কি প্রকারে অমৃত-স্বরূপ, অশোক-স্বরূপ, অভয়-স্বরূপ, অক্ষোভ-স্বরূপ রসের ভিতর স্থিতি লাভ করে? আশঙ্কা করি, তাহাদিগকে স্থান দিয়া রসকে প্রাকৃত বা জড়ময় করা হইতেছে! উত্তর এই যে, **পরমানন্দময় রসতত্ত্বে বৈচিত্র্য-সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারই আনন্দমূলক, জড়দুঃখমূলক নয়।**"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

প্রঃ—রসের মূল, হেতু, কার্য্য ও সহায়াদি কি কি?

উঃ—"স্থায়িভাবই — রসের মূল। বিভাব—রসের হেতু। অনুভাব—রসের কার্য্য। সাত্ত্বিক-ভাবও রসের কার্য্যবিশেষ। সঞ্চারি বা ব্যভিচারি-ভাবসমূহই রসের সহায়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি-ভাবসমূহ স্থায়ি-ভাবকে স্বাদ্যত্ব-অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থা প্রদান করে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

প্রঃ—রসাভাসের লক্ষণ কি?

উঃ—"সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্যে ক্ষারাম্লাদি সংযোগের ন্যায় বিরসতা উৎপাদন করে। এরূপ রসবিরোধকে অত্যন্ত 'রসাভাস' বলা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

প্রঃ—'রসাভাস' কাহাকে বলে? উহার বিচিত্রতা কি?

উঃ—"রস অঙ্গহীন হইলে তাহাকে 'রসাভাস' বলা যায়। **উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে** রসাভাসকে **উপরস, অনুরস** ও **অপরস** বলা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

প্রঃ—উপরসের হেতু কি?

উঃ—"স্থায়ী, বিভাব, অনুভাবাদি দ্বারা শান্তাদি দ্বাদশ রসই উপরস হয়। স্থায়িবৈরূপ্য, বিভাববৈরূপ্য, মনোভাববৈরূপ্য উপরসের হেতু।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

প্রঃ—'অনুরস' কি? উহার উদাহরণ কি?

উঃ—"কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধহীন রসই অনুরস। যেমত কক্‌খটী-নৃত্যে গোপদিগের হাসি, ভাণ্ডীরবনস্থ বৃক্ষে শুকপক্ষীদিগের বেদান্ত-বিচার দেখিয়া নারদের অদ্ভুত রসের উদয়, তদ্রূপ। কোন প্রকার দূর-সম্বন্ধে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখা যায়, কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না—এ স্থলে অনুরস।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

প্রঃ—'অপরস' কি? উহার দৃষ্টান্ত কি?

উঃ—"কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ হাস্যাদি 'অপরস'। কৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া জরাসন্ধ যে বারংবার হাস্য করিয়াছিল, তাহা অপরস।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

প্রঃ—শান্তাদি-রসের পরস্পর মিত্রতা ও শত্রুতা কি কি?

উঃ—"শান্তরসের মিত্র—দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও

অদ্ভুত রস। অদ্ভুত-রস আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের মিত্র। শান্ত-রসের শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক রস। দাস্যরসের মিত্র—বীভৎস, শান্ত, ধর্ম্মবীর ও দানবীর রস; আর তাহার শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্ররস। সখ্য রসের মিত্র—মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর-রস। সখ্যরসের শত্রু—বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক-রস। বৎসল-রসের মিত্র—হাস্য, করুণ ও ভয়ভেদক রস।" বৎসলের শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্ররস। মধুর রসের মিত্র—হাস্য ও সখ্য-রস। মধুরের শত্রু—বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক-রস। হাস্যরসের মিত্র—বীভৎস, মধুর ও বৎসল-রস। হাস্যরসের শত্রু—করুণ ও ভয়ানক-রস। অদ্ভুতরসের মিত্র—বীর, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। অদ্ভুত-রসের শত্রু—হাস্য, সখ্য, দাস্য, রৌদ্র ও বীভৎস। বীর-রসের মিত্র—অদ্ভুতরস। বীর-রসের শত্রু—ভয়ানক রস। কাহারও মতে, শান্তও বীর-রসের শত্রু। করুণ-রসের মিত্র—রৌদ্ররস ও বৎসল রস। করুণরসের শত্রু—বীর-রস, হাস্যরস, সম্ভোগ নামক শৃঙ্গার-রস ও অদ্ভুতরস। রৌদ্ররসের মিত্র—করুণরস ও বীর-রস। রৌদ্ররসের শত্রু—হাস্যরস, শৃঙ্গার-রস ও ভয়ানকরস। ভয়ানকরসের মিত্র—বীভৎসরস ও করুণরস। ভয়ানক-রসের শত্রু—বীররস, শৃঙ্গার-রস, হাস্যরস ও রৌদ্ররস। বীভৎসরসের মিত্র — শান্তরস, হাস্যরস ও দাস্যরস। বীভৎসরসের শত্রু — শৃঙ্গার-রস ও সখ্যরস। আর সকল—পরস্পর তটস্থ।" —জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

প্রঃ—ব্রজগোপীগণের পরোঢ়াত্ব-অভিমানের রহস্য কি?

উঃ—"মায়া-কল্পিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই সঙ্গম হয় নাই। **ব্রজগোপী-দিগের পতিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবতার মাত্র। বিবাহও মায়িক প্রত্যয়-মাত্র—পরদারত্ব নাই, তথাপি পরোঢ়াত্ব-অভিমান নিত্য বর্ত্তমান।** তাহা না থাকিলে বামতা, দুর্ল্লভতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধ-ভয়জনিত অপূর্ব্ব রসোদয় কখনই স্বভাবতঃ হয় না। তদ্রূপ অভিমান না থাকিলে ব্রজরসে নায়িকাত্ব লাভ করা যায় না, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই তাহার উদাহরণ।"

—জৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পত্রে উপদেশ

(৩৬)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
৮।১।৭৫

স্নেহভাজনেষু—

* * * তোমার ৬-১ ৭৫ তারিখের পত্র অদ্য পাইলাম। ভক্ত ও বৈষ্ণব সমাজে আশ্রমেরই অথবা বর্ণেরই প্রাধান্য প্রদত্ত হয় না। কেবল সামাজিক বা লৌকিক ব্যবহারে বর্ণের ও আশ্রমের মর্য্যাদা প্রদত্ত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবতায় অথবা ভক্তির প্রাধান্য দেখিয়াই মর্য্যাদায় আন্তরিক প্রাধান্য দিয়া থাকেন। লোকাচারে বয়সের, বিদ্যায়, পদমর্য্যাদায় ও সম্মান করিতে দেখা যায় কিন্তু উহা হৃদয়ের ভক্তিবৃত্তি হইতে উৎপন্ন নয়। লৌকিক সম্মান বৈষ্ণবগণ দিয়া থাকেন। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

(৩৭)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
উর্দু স্ট্রীট্
পাথর ঘাটি
হায়দ্রাবাদ (এ, পি)
২৭।১১।৬৫

স্নেহভাজনেষু,—

তোমার এক পত্র কলিকাতা থাকাকালেই পাইয়াছিলাম। পত্র পাঠে সুখী হইলাম। তোমার নিজকৃত গর্হিত আচরণের জন্য যে তোমার অনুতাপ হইয়াছে, ইহাই মঙ্গলের লক্ষণ। নিষ্কপটে এই ভাব তোমার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকিলে ভবিষ্যতে তুমি উন্নতি করিতে ও সুখী হইতে পারিবে। শ্রীহরিই তোমাকে বল দান করিবেন এবং সাহায্য করিবেন।

লোক দেখাইবার জন্য ভক্তির ছলনা কখনও শুভদায়ক হয় না। কিন্তু আন্তরিকতার সহিত শ্রীকৃষ্ণভজনের আগ্রহ হইলে তিনিই হৃদয়ে প্রেরণাপূর্ব্বক বুদ্ধিযোগ দিবেন। বহির্ম্মুখ লোকের প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা ভগবদ্ভক্ত বিচলিত হন না। তুমি নিষ্ঠার সহিত শ্রীহরিভজনের যত্ন করিবে। অন্য কোন লোকের নিন্দাদি করিবে না। তাহারা অসদাচারী হইলেও তাহাদের সহিত কখনও কলহ করিবে না। তাহাদের অসদাচারে কখনও নিজে প্রলুব্ধ হইবে না। তাহাদের কর্ম্মফল তাহারা ভোগ করিবে। অন্য জীবকে হিংসা করিলেই নিজেকে হিংসিত হইতে হইবে। তজ্জন্য শাস্ত্রবিহিত উপায়ে শ্রীভগবৎ প্রসাদ দ্বারা জীবন ধারণ করিবে।

বিগত ২০ নভেম্বর মঙ্গলনিলয়, নারায়ণ দাসজী (কাপুর), নিত্যানন্দ গোস্বামী ও পরেশানুভব ব্রহ্মচারী-সহ কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ২২শে এখানে পৌঁছিয়াছে। একমাসকাল এখানে থাকিতে পারি। ৭ই জানুয়ারী হইতে কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে। আমি তৎপূর্ব্বে কলিকাতায় ফিরিব। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিদয়িত মাধব**

শ্রীভাগবতে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

বেদবেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্রই সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অতএব ভাগবতে এই 'তিন' কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন ময়॥ —চৈঃ চঃ ম ২৫।১২৯

শ্রীভাগবতে সম্বন্ধ-দ্যোতক বহু শ্লোকের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥—ভাঃ ১।২।১১

—এই ত' 'সম্বন্ধ', শুন 'অভিধেয়' ভক্তি।
ভাগবতে প্রতিশ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি॥
—চৈঃ চঃ ম ২৫।১৩১

["যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তববস্তু, তত্ত্বদর্শি জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই তত্ত্ব বা পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।"]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কহিতেছেন—

" ভগবদুপাসকানাং মোক্ষপ্রাপ্তেরপি দর্শনাৎ।

ব্রহ্মপরমাত্মোপাসকানাঞ্চ প্রেমপ্রাপ্ত্যদর্শনাদ্ ভগবত এব ব্রহ্মত্বপরমাত্মত্বে ইত্যতো ভগবত্ত্বমেব মূলমিতি দ্রষ্টব্যম্। অত্র ব্রহ্মোপাসকেভ্যো জ্ঞানিভ্যঃ সকাশাৎ পরমাত্মোপাসকো যোগী শ্রেষ্ঠঃ। তেভ্যো যোগিভ্যোঽপি ভগবদুপাসকঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তারতম্যং গীতাসু দৃষ্টং। যথা (গীঃ ৬।৪৬-৪৭)—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

যোগিনামিতি পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণৈর্ব্যাখ্যাতেতি॥

অর্থাৎ যেহেতু ভগবদুপাসকগণের মোক্ষপ্রাপ্তিও দেখা যায়, ব্রহ্মপরমাত্মোপাসকগণের প্রেমপ্রাপ্তি দৃষ্ট হয় না, শ্রীভগবান্ হইতেই ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব। এই হেতু ভগবত্তত্ত্বই মূল। এস্থলে দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণ হইতে পরমাত্মোপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ। আবার সেই যোগিগণ হইতে ভগবদুপাসক ভক্তই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ তারতম্য গীতাতেও দৃষ্ট হয়—"পরমাত্মার উপাসনাকারী যোগী কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মের উপাসকগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার অভিমত জানিবে। হে অর্জ্জুন, অতএব তুমি যোগী হও।" "যিনি ভক্তি নিরূপকশাস্ত্রে বিশ্বাসযুক্ত এবং আমাতেই আসক্ত মনের দ্বারা আমাকে শ্রবণকীর্ত্তনাদি যোগে ভজনা করেন, সেই ভক্ত সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত।"

ঐ শ্রীভাগবতে অভিধেয়-দ্যোতক শ্লোক সমূহের মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকটি ভাঃ ১১।১৪।২১ প্রদর্শন করিতেছেন—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

অর্থাৎ "শ্রদ্ধাজনিত অনন্য ভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকে।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'সম্ভবাৎ' শব্দের 'জাতিদোষাৎ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। পুণাতি বিশুদ্ধী করোতি। সুতরাং এই উর্জ্জিতা ভক্তির প্রারব্ধপাপনাশকত্ব পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে।

প্রয়োজনতত্ত্ব কৃষ্ণপ্রেমের বাহ্য লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

এবে শুন প্রেম, যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্যগীত—তাহার লক্ষণ॥—চৈঃ চঃ ২৫।১৩৩

এই প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম-দ্যোতক ভাগবতীয় শ্লোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছেন—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥
—ভাঃ ১১।৩।৩১

অর্থাৎ "এইরূপে ভাগবতপুরুষগণ সাধনভক্তিসঞ্জাত প্রেমভক্তি বলে সর্ব্বপাপবিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া এবং পরস্পরের চিত্তে তদীয় স্মৃতি উৎপাদিত করিয়া পুলকিত শরীরে অবস্থান করেন।"

চঃ টীঃ "ভক্ত্যা সাধনভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা প্রেমভক্ত্যা।"

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি-গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥" —ভাঃ ১১।২।৪০

অর্থাৎ "এবম্বিধ ব্রতশীল হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির নামকীর্ত্তনাদি নিবন্ধন অনুরাগযুক্ত এবং বিগলিতচিত্ত পুরুষ লোকের হাস্য প্রশংসাদিতে অবধানশূন্য হইয়া উন্মাদতুল্য উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার, গীত এবং নৃত্যবিষয়ে রত হইয়া থাকেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া জানাইয়াছেন। এই নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবেই চিত্তে কৃষ্ণানুরাগের বা প্রেমের উদয় হয়। নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পরিমার্জ্জিত চিত্তে নানাভাবের স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সেই স্ফূর্ত্তির এরূপ একটি দিগ্‌দর্শন প্রদর্শন করিতেছেন—অরে হৈয়ঙ্গব (সদ্যোজাত নবনীত) চুরি করিবার জন্য চৌরাগ্রগণ্য যশোদাসুত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ধর, ধর, ধর—এই জরতী (বৃদ্ধাগোপী)-বাক্য শ্রবণে পলায়মান কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি ক্রমে ভক্ত হাসিয়া উল্লসিত হন আবার স্ফূর্ত্তিভঙ্গে অত্যন্ত বিষাদভরে

কাঁদিতে থাকেন যে,—হায় আজ মহানিধিকে হস্তে পাইয়াও হস্তচ্যুত হইয়া গেল ! হে প্রভো, তুমি কোথায় গেলে, একবার প্রত্যুত্তর দাও, একবার দেখা দাও। এইরূপ ফুৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে—কাঁদিতে কাঁদিতে আবার কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে—কৃষ্ণ প্রত্যুত্তর দিতেছেন-ভো ভক্ত, তোমার সকাতর ফুৎকার শ্রবণ করিয়া আর আমি থাকিতে পারিলাম না। তোমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি, এই যে আমি। ভক্ত এইরূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত অবস্থায় কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরমোল্লাসে গান করিতে থাকেন—আজ আমার আর আনন্দের সীমা নাই, 'চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর', আর উদণ্ড নৃত্য করিতে থাকেন। তখন আর লোকবাহ্য থাকে না। লোকের হাস্য প্রশংসা সম্মান অবমান প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ অবধান-শূন্যহইয়া পড়েন। তখন এইরূপ অবস্থা হয়—

'পরিবদতু জনো যথা তথা বা ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরসমদিরা মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠামো নটামো নির্ব্বিশামঃ ॥'

অর্থাৎ মুখর জগতের লোক যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক, তাহাতে আমরা ভ্রূক্ষেপও করিব না, হরিরস-মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া কখনও ভূতলে লুণ্ঠিত হইব, কখনও নির্লজ্জ হইয়া নাচিব।

সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে শুদ্ধ সম্বন্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে শুদ্ধ অভিধেয় তত্ত্ব হৃদয়ে জাগিবে না, প্রয়োজন প্রেমেরও স্ফূর্ত্তি হইবে না। ভক্তিহীন জীবন নীরস শুষ্ক হইয়া উঠিবে। "তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥" "তাঁর উপদেশ মন্ত্রে মায়াপিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, কৃষ্ণনিকট যায়॥" "(শ্রী)গুরুকৃপাজলে নিভাই' বিষয় অনল রাধাগোবিন্দ বল, রাধাগোবিন্দ বল।" "যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।" ঠাকুর মহাশয় তারস্বরে গাহিতেছেন—"কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার॥ অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল॥"

"গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন॥
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥"

'গুরুকৃপা হি কেবলম্' বটে, কিন্তু বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা না হইলে সে কৃপা ত' অবতরণ করিবেন না।

"গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে"।

ভগবান্ শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করেন কিনা?

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল গোবিন্দ মহারাজ]

ভক্তকে রক্ষা করাই ভক্তবৎসল ভগবানের স্বভাব, ব্রত ও প্রতিজ্ঞা। ভক্তের প্রতি ভগবানের দয়া অপরিসীম, অতুলনীয় ও বর্ণনাতীত। এজন্য শরণাগত ভক্তের হৃদয় সতত বল, সাহস ও ভরসায় পরিপূর্ণ।

ভগবদাশ্রিতই শরণাগত। শরণাগতিই আশ্রয়। ভগবানে নির্ভরতাই আশ্রিতের লক্ষণ ও স্বভাব। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শরণাগতের মূর্ত্ত আদর্শ। তিনি দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম এক মহাজন। জগদ্‌গুরু শ্রীনারদ প্রহ্লাদের শ্রীগুরুদেব। তিনিও দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে একজন। গুরু শ্রীনারদের উপদেশ ও কৃপাতেই প্রহ্লাদ ভগবানের কৃপা ও দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

গুরু কৃপাই সকল মঙ্গলের মূল। এতদ্ব্যতীত মঙ্গল ও শান্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই। গুরুকৃপাতেই ভাগ্যবান্ জীব ভগবান্‌কে আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য পাইয়া নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী হয় এবং সানন্দে হরিভজন করিবার সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়।

এজন্য আমরা শ্রীপ্রহ্লাদের আদর্শই গ্রহণ করিব।

ভগবান্ আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে সতত রক্ষা করিতেছেন, ভগবান্ ব্যতীত জীবের রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই—এই সুবিচার ও দৃঢ় বিশ্বাস প্রহ্লাদের ছিল। তাই শরণাগত ভক্ত প্রহ্লাদ একদিন পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন—হে পিতঃ! যাঁহার নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে যাবতীয় ভয়, চিন্তা ও দুঃখ দূর হয়, সেই সর্ব্বভয়হারী ভগবান্ শ্রীহরি আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং আমার ভয় কি করিয়া থাকিবে?

হিরণ্যকশিপুর বিচার ছিল—আমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করিব। তাই সে বিপন্ন হইল। কিন্তু ভগবানের প্রতি প্রহ্লাদের বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাকায় তিনি সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া চিরসুখী হইলেন। এজন্য হিরণ্যকশিপুর বিচার গ্রহণ না করিয়া আমরা শরণাগত ভক্ত প্রহ্লাদের বিচারই গ্রহণ করিব। ভক্তের বিচার যথাযথ গ্রহণ করিতে পারিলেই মঙ্গল, নতুবা স্বতন্ত্র হইয়া সংসারেই কষ্ট পাইতে হইবে।

যিনি নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতে চান, তিনি অবশ্যই ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগত হইবেন। কারণ শরণাগতি ব্যতীত নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হওয়া অসম্ভব।

শাস্ত্র বলেন—

শরণাগতস্য অভয়ং অশরণাগতস্য ভয়ং ভবতি।

(ভক্তিসন্দর্ভ)

অর্থাৎ শরণাগতের ভয়, চিন্তা ও দুঃখ থাকে না। কিন্তু অশরণাগতের ভয়, দুঃখ ও চিন্তা পদে পদে হইয়া থাকে।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণ বলেন—

পরমার্থমশেষস্য জগতামাদিকারণম্।
শরণ্যং শরণং যাতো গোবিন্দং নাবসীদতি॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ৬৫৭)

জগতের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে তাহার কোন দুঃখই থাকে না।

শ্রীসনাতন টীকা—শরণাগত ভক্ত কদাপি 'নাবসীদতি' 'কিঞ্চিৎ দুঃখং নাপ্নোতি'।

অর্থাৎ শরণাগত ব্যক্তি ভগবানের কৃপায় বিন্দুমাত্রও দুঃখ পায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥

হে উদ্ধব, হৃদয়ে অবস্থিত আমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় কর, তাহা হইলে তোমার ভয়, চিন্তা ও দুঃখ থাকিবে না।

শ্রীসনাতন টীকা—মামেব একং শরণং যাহি। ময়া এব অকুতোভয়ঃ স্যাঃ তব।

(হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ৬৪৯ টীকা)

হে উদ্ধব, হৃদয়স্থ আমাকে আশ্রয় করিলে হৃদয়বাসী ভগবান্ আমি সেই শরণাগত ভক্তের যাবতীয় ভয় ও দুঃখ দূর করিয়া থাকি।

মহাভারত বলেন—সর্ব্বজীবের একমাত্র আশ্রয় শ্রীহরিকে আশ্রয় করা মাত্রই সমস্ত দোষ ও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় এবং দুস্তর সংসার-দুঃখ হইতেও মুক্তি হইয়া থাকে।

শ্রীসনাতন টীকা—সর্ব্বজীবৈকাশ্রয়ং হরিঞ্চ আশ্রয়মাত্রেণ সর্ব্বদোষ-দুঃখহরং মনোহরঞ্চ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যাহারা ভগবান্‌কে আশ্রয় করে, কোন শত্রু তাহাদের কিছু করিতে পারে না। তাহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

বামন পুরাণ বলেন—যাহারা ভগবান্ শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়, যমরাজ তাহাদের কিছু করিতে পারেন না। শরণাগতের নরক হয় না, সংসার ভয়ও থাকে না, এমন কি ভগবৎ-প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুরাণ বলেন—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ।
ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ॥

যাহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিকে আশ্রয় করে, যম তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারেন না। পরন্তু তাহারা ভগবৎ-কৃপায় যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করে।

শ্রীসনাতন টীকা—তেষাং ন সমর্থঃ, জাতেঽপি পাপে কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ ইত্যর্থঃ। যতো মুক্তেঃ

ফলং ভক্তিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তির্বা তদ্ভাগিনঃ।

(হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ৬৬৪ টীকা)

শরণাগতের পাপ হইলেও যম তাহাকে শাস্তি দিতে সমর্থ হন না। সেই আশ্রিত ভক্ত মুক্তির ফল ভক্তি এবং বৈকুণ্ঠও লাভ করিয়া থাকেন।

ঐ **টীকা**—শরণাগতানাং কিঞ্চিদপি অসাধ্যং নাস্তি। তেষাং দুষ্করং কিং, অপি তু সর্ব্বমেব সুকরং।

শরণাগত ভক্তের অসাধ্য কিছু নাই। ভগবৎ-কৃপায় শরণাগত ভক্ত সবই করিতে সমর্থ হন।

ঐ **টীকা**—শরণাগতানাং সর্ব্বদুঃখহানিঃ সুখপ্রাপ্তিশ্চ উক্তা।

অর্থাৎ শরণাগতের কোন দুঃখ ত থাকেই না, উপরন্তু যাবতীয় সুখ লাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

শরণাগতঃ স্বস্থঃ শেতে নির্ভয়ো ভবতি।

(শ্রীবলদেব টীকা)

শ্রীসনাতন টীকা—

শরণাগতঃ স্বস্থঃ শেতে নিশ্চিন্তস্তিষ্ঠতি সুখী স্যাৎ।

ভগবানে নির্ভরশীল শরণাগত ভক্তই নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে ভয় ও দুঃখ কাটে না ও কাটিবে না।

শাস্ত্র হইতে জানা গেল—শরণাগত না হইলে মঙ্গল ও শান্তি হয় না। প্রাণ না দিলে প্রাণনাথকে পাওয়া যায় না। প্রীতিদানই আত্মদান, প্রাণদান বা সর্ব্বস্বদান। এ সব কথা শুনিয়া ও জানিয়া শরণাগত বা নিবেদিতাত্মা হওয়া বিশেষ আবশ্যক। নতুবা হতাশাই আমাদিগকে গ্রাস করিবে।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

নিজেকে ও বিশ্বকে ভগবৎ-সেবক বলিয়া জানিতে পারিলেই জীব চিরসুখী হইতে পারিবে। তখন সেই দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত, শরণাগত ও নিবেদিতাত্মা ভক্তের চিন্তা, দুঃখ ও ভয় চিরতরে বিদূরিত হইবে।

শাস্ত্র বলেন—হৃদয়দেবতার চিন্তা যত প্রবল হয়, ততই মঙ্গল। হৃদয়দেবতার চিন্তা হইলে মঙ্গল ও শান্তি হইবেই এবং তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া অবশ্যই বৈকুণ্ঠে যাইতে পারিবেন।

শাস্ত্র বলেন—

কুতঃ পাপক্ষয়স্তেষাং কুতস্তেষাঞ্চ মঙ্গলম্।
যেষাং নৈব হৃদিস্থোঽয়ং মঙ্গলায়তনো হরিঃ॥

যাঁহারা নামকীর্ত্তনমুখে হৃদয়ে ভগবানের চিন্তা করেন, তাঁহারাই নিশ্চিন্ত, নির্ভয় ও সুখী হন। কিন্তু যাহারা হৃদয়স্থ মঙ্গলমূর্ত্তি ভগবানের চিন্তা করে না, তাহাদের পাপও যায় না এবং মঙ্গলও হয় না, উপরন্তু অমঙ্গল ও অশান্তিই তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়া থাকে।

শরণাগতের কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না। তিনি কৃষ্ণকেই কর্ত্তা ও রক্ষক বলিয়া বরণ করেন। এইজন্যই তাঁহার এত শান্তি ও এত সাহস! কিন্তু কর্ত্তা অভিমানীর কর্ত্তা বা রক্ষক না থাকায় দুঃখ, ভয় ও দুর্ব্বলতা থাকিয়াই যায়।

প্রশ্ন— ভক্তের চিন্তাস্রোত কিরূপ ?

উত্তর—কৃষ্ণাশ্রিত ভক্তগণ সতত ভগবানের সেবা লইয়াই থাকেন। তাঁহারা জানেন—সেবাই আমার ধর্ম্ম, সেবাই আমার কর্ত্তব্য, সেবাই আমার জীবন, সেবাই আমার সত্তা, সেবাই আমার কার্য্য, এতদ্ব্যতীত যা কিছু সবই মৃত্যু বা সংসার। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের কি ফল ?

উঃ— কৃষ্ণনামকীর্ত্তন—সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণনাম জপ ও কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে সংসারের প্রতি আসক্তি কাটিবে সংসারের অসারত্ব ও তুচ্ছত্ব বোধ হইবে, সংসার ভাল লাগিবে না, অনর্থ দূর হইবে, চিত্ত স্থির হইবে, দুঃখ কাটিবে, শান্তি লাভ হইবে এবং ভগবানে প্রীতিও হইবে। (প্রভুপাদ)

প্রঃ— মঙ্গল কি করে হয় ?

উঃ—প্রত্যহ আদরের সহিত ভগবৎ-সুখার্থ ভগবন্নাম ও ভগবৎকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হবে। (প্রভুপাদ)

প্রঃ— আমাদের গলদ কোথায় হ'চ্ছে ?

উঃ—জীব সেবকতত্ত্ব। কিন্তু জীব নিজেকে কর্ত্তা, সেব্য বা প্রভু মনে কর্‌ছে। এখানেই যত গণ্ডগোল বাধ্‌ছে।

'আমরা কৃষ্ণের সেবক'—এই নিখুঁত সত্য কথাটা

ভুলে যাচ্ছি ব'লেই আমরা মায়ার সেবা, নিজের সেবা, আত্মীয়-স্বজনের সেবা বা জগতের সেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ছি। এখানেই আমাদের গলদ, তাই আমাদের এত অসুবিধা, এত উদ্বেগ ও এত কষ্ট! (প্রভুপাদ)

প্রঃ—শরণাগতি বা নির্ভরতা কি?

উঃ—গুরুকৃষ্ণের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইয়া চলাই শরণাগতি বা নির্ভরতা। ইহাই মঙ্গল, শান্তি বা কৃষ্ণোন্মুখতা।

নিজের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যাবতীয় ভার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের উপর দিয়া নিজে নির্ভয় বা নিশ্চিন্ত হওয়াই নির্ভরতা বা শরণাগতি। (প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা **নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** কৃপা প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির (গভর্ণিংবডির) সেবা পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজের সেবাতৎপরতায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গত ২৯ ফাল্গুন (১৩৮৭) ১৩ মার্চ্চ (১৯৮১) শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব এবং ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ শনিবার হইতে ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ষোলক্রোশ নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমণ, ঐ ৫ চৈত্র সায়াহ্নে শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্ত্তন, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথিপূজা উপলক্ষে সর্ব্ব-দিবসব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণীসভা এবং শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক সাধারণ অধি-বেশন, ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা, সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরজন্মলীলাপাঠ ও কীর্ত্তন, শ্রীগৌরজন্মা-ভিষেক, পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিকাদি এবং ৭ চৈত্র ২১ মার্চ্চ শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণাদি অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরিক্রমার অধিবাস দিবস সন্ধ্যায় একটু ঝড়বৃষ্টি হয়। তাহাতে পরিক্রমার যাত্রীদের একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব রূপে আমাদের সকল বিঘ্ন অপসারিত করিয়াছেন।

২৯ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ শুক্রবার—সন্ধ্যায় পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব মহাসমারোহে উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে পরম পূজনীয় মাধব গোস্বামি-পাদের কথা পুনঃ পুনঃ স্মৃতিপটে জাগরূক হইতেছে। তিনি এই দিবস ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের জয়গানে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, গৌড়ীয়ের তিনঠাকুর ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন তিনি অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত করিতেন। কীর্ত্তনমুখে আরতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হইয়া যাইবার পর শ্রীমন্দির-সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে অনেকক্ষণ যাবৎ উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তন হইত। সেই প্রাণ মাতান নৃত্যকীর্ত্তনের কথা স্মরণ করিলে আজও আমাদের শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। ভক্তবৃন্দ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলে নাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। ভাষণ দেন—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ। অতঃপর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পাঠ করেন। সভার উপক্রম ও উপসংহারে কীর্ত্তন হয়।

মঠ লোকে লোকারণ্য। ভারতের চতুর্দ্দিক্ হইতেই পরিক্রমার যাত্রিগণ আসিয়া সম্মিলিত হইতেছেন।

তাঁহাদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য ভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

পরিক্রমার **প্রথম দিবস** ১৪ মার্চ্চ শনিবার — আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যজনস্থল শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। সকাল ৭টায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তৎসহ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তন্নিজজন শ্রীল মাধব মহারাজের আলেখ্যার্চ্চা পরিক্রমায় বাহির হন। সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা তাঁহাদের অনুগমন করেন। আমরা প্রথমে শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবনে যাই। মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ অকিঞ্চন মহারাজ সপরিকর মহাপ্রভুকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীমন্দিরে লইয়া যান। তথায় তাঁহার পূজা ভোগরাগ আরাত্রিকাদি হইলে আমরা তাঁহাকে লইয়া যোগপীঠ শ্রীমন্দিরাভিমুখে যাত্রা করি। আমাদের বিদায় গ্রহণকালে শ্রীমদ্ অকিঞ্চন মহারাজের বিশেষ অনুরোধে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ তাঁহার স্বাভাবিক উদাত্তস্বরে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করিয়া যান।

যোগপীঠে উপস্থিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাল্কী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরালিন্দে অবস্থান করেন। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক শ্রীল ঠাকুরকে প্রণাম জানাইয়া বড়মন্দিরে আসি। তথায় শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া, শ্রীশ্রীগৌরবিশ্বম্ভর ও শ্রীরাধামাধব জিউ, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীগৌরসুন্দরের বিজয়-বিগ্রহ, শ্রীশ্রীগৌরগোপাল, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব, শ্রীঅধোক্ষজ ও শ্রীশালগ্রামাদি শ্রীবিগ্রহগণকে প্রণাম ও শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক, শ্রীনিম্ববৃক্ষতলস্থিত শ্রীশিশু-নিমাই, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রদেব ও শ্রীশচীমাতার মন্দির এবং শ্রীক্ষেত্রপাল শিবমন্দিরে প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ শ্রীনৃসিংহ-মন্দিরে যাই। তথায় শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীগৌর-গদাধর জিউর শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ ও শ্রীবিগ্রহে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক মূলমন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া বসি। এখানে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থের ২য় অধ্যায় হইতে ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ ও প্রসঙ্গক্রমে মধ্যে মধ্যে শ্রীধামমহিমা ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীল তীর্থ মহারাজ একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তন সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। আমরা এস্থানের পূতরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে শ্রীবাস অঙ্গনে যাই। তথায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাল্কী শ্রীমন্দিরালিন্দে অবস্থান করেন। শ্রীমন্দির কীর্ত্তনমুখে বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করতঃ ভক্তবৃন্দ নাটমন্দিরে আত্মহারা হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করেন। এখানকার এবং শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীগদাধর অঙ্গনের মাহাত্ম্য শ্রীযোগপীঠ প্রাঙ্গণেই পাঠ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজও উচ্চস্বরে এস্থান-মাহাত্ম্য বলিয়া দেন। অতঃপর এখান হইতে আমরা শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীগদাধর অঙ্গনস্থ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবনস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে গমন করি। তথায় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটী শ্রীভক্তিবিজয়ভবনে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার সমাধিমন্দিরে যাই। তথায় গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণতলে বসিয়া শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া' ইত্যাদি শ্রীগুরুমহিমাসূচক কীর্ত্তন করেন, শ্রীমৎ পুরী মহারাজও কিছু বলেন। তৎপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণধূলি মস্তকে ধারণ করতঃ আমরা আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দিরে যাই। তথায় শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ ও শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ বন্দনা করতঃ আমরা শ্রীচৈতন্যমঠের মূলমন্দিরে যাই। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাল্কী শ্রীমন্দিরালিন্দে বিরাজ করেন। আমরা শ্রীমন্দিরের চারিকোণে চারি বৈষ্ণব আচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তি এবং মধ্যমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জিউর শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, প্রণাম ও শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীমন্দির-সম্মুখস্থ শ্রীঅবিদ্যাহরণ নাটমন্দিরে উপস্থিত হই। এস্থানেও অনেকক্ষণ যাবৎ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ হিন্দী ভাষাভাষি যাত্রিগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ হিন্দী ভাষায় স্থানমাহাত্ম্য বুঝাইয়া দেন। এখান হইতে আমরা শ্রীমুরারিগুপ্ত ভবনে যাই। তথায় শ্রীমন্দির পরিক্রমণ এবং শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও

প্রণামাদি হইয়া গেলে শ্রীল তীর্থ মহারাজ স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অদ্যকার পরিক্রমা এখানেই সমাপ্ত হয়। এস্থান হইতে আমরা ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। প্রসাদ পাইতে প্রায় ২/২॥ বাজিয়া যায়। সন্ধ্যারতির পর শ্রীমঠের সুপ্রশস্ত নাট্যমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমার দিন আত্ম-নিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গের কথাই অদ্য বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ভাষণ দেন—শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশবদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ও মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ (হিন্দী ভাষায়)।

পরিক্রমার **দ্বিতীয় দিবস** ১৫ই মার্চ্চ— শ্রবণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীসীমন্ত দ্বীপ পরিক্রমা। অদ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দিরেই অবস্থান করিতেছেন। বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া 'শিবের ডোবা' দর্শনান্তে মহাপ্রভুর নিজঘাটে উপস্থিত হন। এস্থানে শ্রীধামমাহাত্ম্য হইতে মহাপ্রভুর নিজঘাট, মাধাই এর ঘাট, বারকোণা ঘাট ও নগরীয়া ঘাট—এই ঘাটচতুষ্টয়ের মহিমা পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর নিজঘাটের জল মস্তকে ধারণ করা হয়। অতঃপর শ্রীজয়দেবের শ্রীপাটে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক আমরা গঙ্গানগরের নিকট উপস্থিত হই। তথায় শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত ঠাকুরের টোলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদ্যাভ্যাস লীলা, তথায় প্রাচীন নবদ্বীপের ঐতিহাসিক নিদর্শন স্বরূপ বল্লালদীঘি, বল্লালঢিপি প্রভৃতির কথা, তথা হইতে আরও অগ্রসর হইয়া সীমুলিয়া গ্রামসন্নিধানে শ্রীসীমন্তিনী দেবীর শ্রীগৌরপদধূলি সীমন্তে ধারণকথা, অতঃপর বিল্বপুষ্করিণী বা বেলপুকুর গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীভবনে তৎপূজিত শ্রীশ্রীমদনগোপাল শ্রীমূর্ত্তি দর্শনান্তে শ্রীমন্দিরসন্নিহিত কুঞ্জে বসিয়া এই বিল্বপক্ষ বা বেলপুকুর স্থানমহিমা প্রভৃতি শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেন। তাঁহার পাঠের পর শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল তীর্থ মহারাজ বঙ্গভাষায় ও যুগ্মসম্পাদক শ্রীমন্মঙ্গল-মহারাজ হিন্দীভাষায় ভাষণ দান করেন। শ্রীশ্রীমদন-গোপাল জিউর জীর্ণ মন্দিরটির এবার সংস্কার-সাধিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। শুনিলাম ইস্কনের শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত জয়পতাকা মহা-রাজজী উহার সেবানুকূল্য করিয়াছেন।

আমরা অতঃপর এস্থান হইতে শোনডাঙ্গায় শ্রীকুশ-চন্দ্র গড়াই মহাশয়ের গৃহে যাই। তথায় প্রত্যব্দ শ্রীমঠের পক্ষ হইতে পরিক্রমার যাত্রিগণকে চিড়াদধি প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য বেলপুকুরেও যাত্রিগণ প্রচুরপরিমাণে ডাব, বেল, রম্ভা প্রভৃতি ফল আস্বাদনের সুযোগ পান।

আমরা এস্থান হইতে শরডাঙ্গা (বা শবর ডাঙ্গা) শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে যাই। ইস্কন এই মন্দিরের সেবা-ভার লইয়াছেন। দেখিলাম চতুর্দ্দিকে পাকা প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে, শ্রীমন্দিরও কিছু কিছু মেরামত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবলরামসুভদ্রাজগন্নাথজিউ শ্রীবিগ্রহগণের অঙ্গরাগও হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয়, এখানে চোরডাকাতের উৎপাতে সেবকগণকে খুবই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। শ্রীধাম-মাহাত্ম্য হইতে এস্থানের ও ইহার নিকটবর্ত্তী মেঘার-চরের মহিমা শুনাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর এথান হইতে আমরা শ্রীধর অঙ্গনে যাই। তথায়ও চোর-ডাকাতের দৌরাত্ম্যে মন্দিরটিই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতে বসিয়াছে। এমন সুন্দর মন্দির ও ফলফুলের বাগান এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তরাজ শ্রীধরের দৈনন্দিন সেবা ছিল, দুষ্ট লোকের অত্যাচারে আজ সবই লুপ্ত। ভক্তগণ গভীর হৃদয়বেদনার সহিত এস্থানের পূতধূলি মস্তকে ধারণ করেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য হইতে এস্থানের মাহাত্ম্য পাঠ করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের অনেক ভক্তবাৎ-সল্যের কথাও বর্ণন করেন। এস্থান হইতে আমরা কাজীর সমাধি পীঠে যাই। প্রায় পাঁচশত বৎসরের গোলোকচাঁপা বৃক্ষ অদ্যাপি শ্রীপুরীধামস্থ সিদ্ধবকুলের ন্যায় সতেজ রহিয়াছে। আমরা সমাধি পীঠ পরিক্রমণ ও প্রণামাদির পর এস্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণ করি। শ্রীমৎ

পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে এস্থানের মহিমা পাঠপ্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কাজী উদ্ধারলীলা সংক্ষেপে বর্ণন করেন। এস্থান হইতে আমরা বরাবর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। সন্ধ্যায় শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার আলোচ্যবিষয়—শ্রবণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশবদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, উদালার শ্রীমদ্ গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ভাষণ দান করেন।

পরিক্রমার **তৃতীয় দিবস** ১৬ই মার্চ্চ একাদশী—কীর্ত্তন ও স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। অদ্যও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। আমরা মঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের মঠ, শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজের মঠ ও শ্রীক্ষেত্রপাল বৃদ্ধশিবমন্দিরে প্রণাম করতঃ শ্রীসরস্বতী (জলঙ্গী বা খড়িয়া) নদীতটে উপস্থিত হই। খেয়ায় নৌকা ব্যতীত বহু পান্‌সী নৌকার ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং দেড় বা দুই হাজার যাত্রীর পার হইতে বেশী সময় লাগে নাই। আমরা সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ প্রথমে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে উপস্থিত হই। তথায় শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনকুটী ও সমাধি মন্দির, তৎপ্রিয় শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটী প্রভৃতি পরিক্রমা ও বন্দনা করিয়া নাটমন্দিরে বসি। শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুকণ্ঠে "হরি ব'লে মোদের গৌর এলো" প্রভৃতি গীতাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে শ্রীগোদ্রুম-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে এই শ্রীকুঞ্জে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপূর্ব্ব ভজনাদর্শ সম্বন্ধেও কিছু বলেন। অনন্তর শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজ ও শ্রীল তীর্থ মহারাজও (হিন্দী ভাষায়) শ্রীগোদ্রুমধাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। এখান হইতে আমরা শ্রীসুবর্ণবিহার গৌড়ীয় মঠে যাই। অদ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ওড়ুলোমী মহারাজের পার্টিও পরিক্রমা করিতেছেন। শ্রীগোদ্রুম স্বানন্দসুখদ কুঞ্জ, সুবর্ণবিহার মঠ ও দেবপল্লী শ্রীনৃসিংহমন্দির—এই তিনস্থানেই তাঁহাদের সহিত আমাদের মিলন হয়। তাঁহারা আমাদের আগে আগে পরিক্রমা পরিচালনা করিয়া গেলেও শ্রীনৃসিংহমন্দিরে অনেক সময় লন। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের শ্রীধামমাহাত্ম্য পাঠ বক্তৃতাদি করিয়া লই—শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজই বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ ওড়ুলোমী মহারাজের শ্রীনৃসিংহসমক্ষে নৃত্যকীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হইয়া গেলে আমরা শ্রীনৃসিংহদেবের জয়গানমুখে শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় পরিক্রমা করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণে নৃত্যকীর্ত্তনাদি করি। ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা ব্যতীত ভক্তিবিঘ্নস্বরূপ কামক্রোধাদি দুর্জ্জয় রিপুর হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই স্বয়ং নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার ভজনবাধা বিদূরিত করেন। অদ্য একাদশী। শ্রীনৃসিংহদেবকে ফলমূলাদি ও পরমান্ন ভোগ নিবেদন করা হয়। পরমান্ন প্রসাদ আমরা মঠে লইয়া গিয়া দ্বাদশীতে তদ্দ্বারা পারণ করি। আজ শ্রীহরিবাসরে শ্রীনৃসিংহদেবের অতিথি হইয়া ফলমূলাদিদ্বারা অনুকল্প সম্পাদন করি। অতঃপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভান্তে হরিহর-ক্ষেত্রে যাত্রা করি। তথায় পৌঁছিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণামান্তে শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে বিশ্রাম করি। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাহাত্ম্য হইতে এস্থানের মহিমা পাঠ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলেন—"শ্রীহর শ্রীহরির পরম প্রিয়তম বলিয়া তাঁহাকে শ্রীহরির সহিত অভিন্ন বলা হয়। বস্তুতঃ শ্রীনারায়ণের সহিত ব্রহ্মা ও রুদ্রকে সমান জ্ঞান করিলে পাষণ্ডী হইতে হয়, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। শ্রীভুবনেশ্বরও হরিহর তত্ত্ব। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা তাঁহার তর্পণ বিধান করা হয়। এজন্য শিবনির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু ভুবনেশ্বরের প্রসাদ অঙ্গীকার করিয়া বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বহুমাননের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শিবাদি দেবতাকে

স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে পূজনই সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থী পাষণ্ডী-বিচার। কিন্তু তদীয় বোধে তাঁহাদের আরাধনা সম্পূর্ণ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসম্মত।” শ্রীশিবতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা, স্কন্দপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি অবলম্বনে আরও অনেক কথা আলোচিত হয়। শ্রীপুরী মহারাজ মধ্যদ্বীপ-মাহাত্ম্যও এস্থান হইতেই পাঠ করিয়া শুনাইয়া দেন। সময়াভাবে সেস্থানে আমাদের যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। যাহাহউক এস্থান হইতে আমরা অলকানন্দার জল মস্তকে ধারণ করিয়া ক্রমশঃ ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। রাত্রে শ্রীমঠের নাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। বক্তব্যবিষয়—কীর্ত্তন ও স্মরণ ভক্ত্যঙ্গ। বক্তৃতা দেন—শ্রীমন্ মোহনানন্দ বন মহারাজ, উদালা মঠের শ্রীমদ্ গিরিধারী দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ—কীর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ দিবাভাগে অনেক কীর্ত্তনকরিয়াছিলেন।

পরিক্রমার **৪র্থ দিবস**—১৭ই মার্চ্চ — অদ্য আর পরিক্রমা বাহির হন নাই, ভক্তবৃন্দ মঠেই বিশ্রাম করেন। সকাল হইতে অবিরাম কীর্ত্তন চলিতে থাকে। রাত্রে শ্রীমঠের নাটমন্দিরে পূর্ব্ববৎ সভার অধিবেশন হয়। ভাষণ দেন—শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্যদেব—শ্রীল তীর্থ মহারাজ। মহারাজ হিন্দী ভাষাভাষিগণের বোধসৌকর্য্যার্থ হিন্দীভাষায় বলেন। তাঁহার অধিকাংশ বক্তৃতা—হিন্দী ভাষায়ই হইয়া থাকে। অতঃপর শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজ ও কৃষ্ণনগর মঠের রক্ষক শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ বলেন।

পরিক্রমার **৫ম দিবস**—১৮ই মার্চ্চ — পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন ও দাস্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীকোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুম দ্বীপ পরিক্রমা। অদ্য সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহির হন। আমরা সতীর্থগণের মঠমন্দির ও শ্রীক্ষেত্রপাল শিবমন্দিরে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক হুলোর ঘাটে উপস্থিত হই। খেয়ার নৌকা ও পান্‌সী প্রচুর থাকায় পার হইতে বেশী সময় লাগে নাই। কুলিয়ার পারে গিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। প্রথমে শ্রীল তীর্থ মহারাজ, পরে শ্রীল মঙ্গল মহারাজ মূল গায়কত্ব করেন। পোড়ামা তলায় উপস্থিত হইয়া শ্রীভদ্রকালী-মন্দিরালিন্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাল্কী বিরাজ করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীযোগমায়া কৃপা-প্রার্থনামূলা গীতি কীর্ত্তন করিলে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীকোলদ্বীপমাহাত্ম্য পাঠ করেন। পরে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ হিন্দীভাষায় ভাষণ দান করেন। আমরা কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনামূলে প্রৌঢ়ামায়া দেবীকে প্রণতি জানাইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে গমন করি। তথায় মূল মন্দিরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী এবং শ্রীবরাহদেবকে প্রণাম করিয়া নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের সমাধিমন্দিরে প্রণতি জ্ঞাপন করি। উভয় মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীল তীর্থ মহারাজ নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। এখান হইতে আমরা বরাবর সমুদ্রগড় হাইস্কুল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই। তথায় শ্রীধামমাহাত্ম্য হইতে ভক্ত রাজা সমুদ্র-সেন কথা পাঠ করি। শ্রীল তীর্থ মহারাজ উহা হিন্দী ভাষায় বলিয়া বুঝাইয়া দেন। এস্থান হইতে আমরা চাঁপাহাটী দ্বিজবাণীনাথভবনস্থ শ্রীগৌরগদাধর মন্দিরে যাই। তথায় শ্রীমন্দির কীর্ত্তনমুখে বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণান্তে আমরা শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে বসি। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীধামমাহাত্ম্য পাঠ করেন। পাঠের পর শ্রীল তীর্থ মহারাজ উহা আবার হিন্দী ভাষান্তরিত করিয়া বুঝাইয়া দেন। আমরা শ্রীগৌরগদাধরের প্রসাদ-নির্ম্মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক এস্থান হইতে প্রথমে শ্রীবিদ্যানগর সার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠে যাই, তথায় শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণজিউকে প্রণাম করিয়া আমরা শ্রীসার্ব্বভৌমভবনে যাই। তথায় শ্রীগৌরনিত্যানন্দমন্দিরে প্রণতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কল্পবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হই। এস্থানে শ্রীঋতুদ্বীপ ও শ্রীবিদ্যানগর-মাহাত্ম্য পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীল তীর্থ মহারাজ তাহা হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

অতঃপর আমরা এখান হইতে বিদ্যানগর হাইস্কুলের নিকটবর্ত্তী একটি বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হই। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভোগারাত্রিকের পর আমরা প্রসাদ পাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভের পর জহ্নুদ্বীপ বা জান্নগর যাত্রা করি। তথায় একটি বটবৃক্ষতলে শ্রীজহ্নুদ্বীপমাহাত্ম্য পাঠ করা হইলে শ্রীল তীর্থ মহারাজ তাহা আবার হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। অতঃপর আমরা এখান হইতে শ্রীমোদ-দ্রুমদ্বীপে যাই। তথায় প্রথমে শ্রীশার্ঙ্গমুরারিঠাকুরের শ্রীপাটে উপস্থিত হই। এখানে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল, শ্রীশার্ঙ্গমুরারি ঠাকুর-সেবিত শ্রীরাধাগোপীনাথ এবং শ্রীগৌরগদাধর শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীসিদ্ধ-বকুলবৃক্ষ দর্শন ও প্রণাম করিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে যাই। তথায় শ্রীমন্দির চারিবার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে উপবেশন করি। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ মাহাত্ম্য পাঠ করিলে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ তাহা হিন্দী ভাষায় বলিয়া বুঝাইয়া দেন। অতঃপর এখান হইতে আমরা অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠপুর হইয়া মহৎপুরে পৌঁছাই। তথায় হোড়-মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে অবস্থিত হইয়া বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর মাহাত্ম্য শ্রীধামমাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে পাঠ করা হয়। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ তাহা হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। এখান হইতে আমরা বরাবর খেয়াপার হইয়া আমাদের ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে ফিরিয়া যাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরতির পর রাত্রে সভা হয়। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ কিছু বলেন।

পরিক্রমার **৬ষ্ঠ দিবস** ১৯শে মার্চ্চ (পরিক্রমার শেষদিবস) — সখ্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা। অদ্য আর শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহির হন নাই। নানা সেবাকার্য্য গৌরবে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজও অদ্য আর পরিক্রমায় বাহির হইতে পারেন নাই। আমাদের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ অকিঞ্চন মহারাজের পার্টি শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এজন্য আমাদিগকে কিছুক্ষণ বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের পাঠ কীর্ত্তনাদি হইয়া গেলে আমরা আরম্ভ করি। শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদির পর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীরুদ্রদ্বীপ-মাহাত্ম্য পাঠ আরম্ভ করেন। ষোড়শ অধ্যায় পর্য্যন্ত পরিক্রমার বিবরণ, অতঃপর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীর প্রশ্ন ও তাহার উত্তর, উত্তর শ্রবণে শ্রীজীবের সংশয়-ছেদ ও শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা, লেখক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈষ্ণব-বন্দনাদি পাঠ করিয়া সমগ্র শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত করা হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও মা জাহ্নবার আদেশ পাইয়া এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। তাঁহারই লেখনী হইতে পাই—

"নিত্যানন্দ-শ্রীজাহ্নবা আদেশ পাইয়া।
বর্ণিলাম নবদ্বীপ অতি দীন হইয়া॥"

শ্রীল ঠাকুর আরও লিখিতেছেন—এই গ্রন্থ নবদ্বীপ-গৌর-নিত্যানন্দ নামময়রূপে বিরাজিত হওয়ায় ইহা সহজেই পরম পাবন, 'রচনাদোষেতে দোষী নহে কদাচন'। গৌরভক্তগণ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরিক্রমাফল অর্জ্জন করিতে পারেন। পরিক্রমাকালে এই গ্রন্থখানি সমগ্র আলোচিত হইলে শতগুণ অধিক সুফল লাভ হয়।

যাহা হউক শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহ পাদপদ্মের অপার অনুগ্রহে এবার নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যারতির পর নাট্যমন্দিরে পূর্ব্ববৎ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ ভাষণ দান করেন।

৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ, শুক্রবার—শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসী শুভবাসর — আমরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া যতিধর্ম্ম বিধানানুযায়ী ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপনান্তে ত্রিবেণীসঙ্গমে (হুলোরঘাটে) স্নানে যাই। স্নানান্তে শ্রীবৃদ্ধশিব ও শ্রীতুলসীপূজা করিয়া শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের শ্রীরূপানুগভজনাশ্রম, শ্রীপাদ ভক্তিসার মহারাজের মঠ, শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজের মঠ ও শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের মঠে প্রণতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীপাদ মাধব মহারাজের সমাধিমন্দির ও শ্রীমঠের মূল মন্দির বন্দনা, পরিক্রমা ও তুলসীবৃক্ষে জলদানাদি করতঃ সন্ধ্যাহ্নিক-পূজাপাঠাদি দৈনন্দিন কৃত্য সম্পাদন করি। শ্রীমঠের

নাট্যমন্দিরে প্রভাতীকীর্ত্তনের পরেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যাসহও পাঠ চলিতেছে। অপরদিকে বহু ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী নরনারী বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের চরণাশ্রয়ে মন্ত্র ও মহামন্ত্র গ্রহণ করিতেছেন, কতিপয় ভক্ত ভক্তি-শাস্ত্রী পরীক্ষা দিতেছেন। ক্রমে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক সাধারণ অধি-বেশন আরম্ভ হয়। উদ্বোধন গীতি কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের প্রস্তাবে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সমর্থনে শ্রীমঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজই সভাপতিপদে বৃত হন। অতঃপর সভার কার্য্যারম্ভে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তন্নিজ-জন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীপাদ মাধব গোস্বামিপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামূলে শুভ সূচনা করেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে সভাপতি আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে তাঁহাদের শ্রীচৈতন্য বাণীপ্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তার জন্য শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ সূচক উপাধি, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আশীর্ব্বাদটি গৌরবের পাত্রবোধে বৃদ্ধ পুরী মহারাজের হস্ত দিয়া প্রদত্ত হয়—

(ক) শ্রীরবীন্দ্র মোদক, তেজপুর—ভক্তবান্ধব
(খ) শ্রীমহেশ্বরপ্রসাদ দাসাধিকারী
(শ্রীমেঙ্গারামজী, দেরাদুন)—ভক্তিকমল
(গ) শ্রীবলদেব দাসাধিকারী—ভক্তিব্রত
(শ্রীবজ্রাঙ্গ বা বজ্রং সিংজী, হায়দরাবাদ)
(ঘ) শ্রীবিজয়রঞ্জন দে ইঞ্জিনীয়ার—কারুকোবিদ্ কলিকাতা—৩৪

অতঃপর শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ নিম্নলিখিত স্বধামপ্রাপ্ত বৈষ্ণব-গণের জন্য বিশেষ বিরহবেদনা জ্ঞাপন করেন—

(ক) শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রবোধ মুনি মহারাজ, কলিকাতা
(খ) শ্রীমদ্ দীনবন্ধুদাস বাবাজী মহারাজ, পাবন সরোবর
(গ) শ্রীমন্ নিমাইদাস বাবাজী মহারাজ, কামাই
(ঘ) ডাঃ শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী, বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ
(ঙ) পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিভুপদ দাসাধিকারী, শ্রীচৈতন্য বাণী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক
(চ) শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর, লুধিয়ানা (শ্রীনরহরি দাসাধিকারী) গভর্ণিং বডির সভ্য
(ছ) শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কবিরাজ—কলিকাতা
(জ) শ্রীসুকুমার দাস (গৌহাটী মঠের দাতা শ্রীগিরিজা দাসের প্রথম পুত্র)
(ঝ) শ্রীসুকুমার দাসের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিজলী দাস
(ঞ) শ্রীগিরিজা দাসের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরোজিনী দাস
(ট) শ্রীঅঘদমন দাসাধিকারী প্রভুর সহধর্ম্মিণী, কোচবিহার
(ঠ) শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী—সরভোগ (আসাম)
(ড) শ্রীসুধন্বা দাসাধিকারী, — আসাম
(শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠভ্রাতা)
(ঢ) শ্রীবংশীবদনানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত) (শ্রীবেণীমাধব দে)
(ণ) শ্রীবেণীমাধব দের সহধর্ম্মিণী
(ত) শ্রীমতী শৈলজা দেবী (গুরুভগ্নী)

অনন্তর শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল মাধব দেবগোস্বামী মহারাজের সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ-সেবায় বিশেষ আনুকূল্যকারী নিম্ন-লিখিত সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রচুর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, তেজপুর
(২) শ্রীকৃষ্ণরঞ্জনদাস বনচারী, গৌহাটী
(৩) শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, হায়দরাবাদ
(৪) শ্রীযোগরাজ সেখেরী ইঞ্জিনীয়ার, ভাটিণ্ডা

অতঃপর গৌহাটী মঠের রন্ধনশালা নির্ম্মাণ কল্পে শ্রীশঙ্করদাসগুপ্ত এবং ঐ শ্রীমঠের প্রসাদসেবন ঘর নির্ম্মাণ কল্পে শ্রীগোবর্দ্ধনদাসাধিকারী ও শ্রীনির্ম্মল দাসাধিকারী মহোদয়গণের প্রাণময়ী সেবাচেষ্টা উল্লেখ করিয়া প্রচুর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

তৎপর শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার সেবানুকূল্য সংগ্রহাদি সেবাকার্য্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ এবং শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ও শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারিদ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম উল্লেখ করিয়া প্রচুর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

অতঃপর শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীমঠের এবং শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃতবিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃতবিদ্যাপীঠের বার্ষিক ও হিসাবের বিবরণী পাঠ করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় নানাভাবে আনুকূল্য করিবার জন্য নিম্নলিখিত সজ্জনগণের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়—

(১) শ্রীপরেশ চন্দ্র রায়—ভক্তিভূষণ
(২) শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর—ভক্তিবিলাস
(৩) শ্রীযশোবন্ত রায়—ভক্তিবিজয়
(৪) শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র—ভক্তিভূষণ, কলিকাতা
(৫) শ্রীগোপাল চন্দ্র বণিক—সেবাভূষণ, আগরতলা
(৬) শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক-ভক্তবন্ধু, ঐ
(৭) শ্রীমদনমোহন শেঠ
(৮) শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল নিকটবর্ত্তী হওয়ায় সভার আনুষ্ঠানিক কার্য্যাবলী বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত সংক্ষেপে সমাধা করিয়া সভাপতি আচার্য্যদেব কলিযুগপাবনাবতারী মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব বন্দনামুখে সর্ব্বত্র তাঁহার শুভদৃষ্টিপাতের প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ যথাসময়ে শ্রীমন্দিরে গিয়া শ্রীশালগ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। অনন্তর উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তনমুখে বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর নাট্যমন্দিরেও অনেক্ষণ যাবৎ উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তন চলিতে থাকে। তদনন্তর অনুকল্পের ব্যবস্থা হয়। কেহ কেহ অহোরাত্র নিরম্বু উপবাসের পরদিবস প্রাতে পারণের ব্যবস্থা করেন। রাত্রে ভক্তিমূলক যাত্রাভিনয় হয়। ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের কৃপায় পরিক্রমা ও জন্মোৎসব নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হয়।

৭ই চৈত্র ২১ মার্চ্চ শনিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব। অদ্য শ্রীমঠে অগণিত ভক্ত নরনারী দলে দলে প্রসাদ সম্মান করেন। অদ্য হইতে ৪৯৫ গৌরাব্দের শুভারম্ভ হইল। পরিক্রমার যাত্রী অধিকাংশই প্রসাদ পাইবার পর বিদায় গ্রহণ করিতে থাকেন। অবশিষ্ট পরদিন রওয়ানা হন্। এবার শ্রীধামে অগণিত দর্শনার্থী নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন। রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য। মহাবদান্য ধামেশ্বর মহাপ্রভুর আকর্ষণে সকলেই নির্ব্বিঘ্নে ধামদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

দেরাদুন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদে দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীজীর আপ্রাণ সেবাচেষ্টায় এবার শ্রীগৌরজন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসী ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব শুভবাসরে কিছু বৃষ্টি হইলেও তাহাতে উৎসবে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই।

২০শে মার্চ্চ (১৯৮১) শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে উদয়াস্ত সমস্ত দিন ব্যাপিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইয়াছিল। পাঠ করিয়াছিলেন—শ্রীতুলসীদাসজী, শ্রীপ্রেমদাসজী, শ্রীদেবকীনন্দনজী ও শ্রীরামানুজদাস ব্রহ্মচারীজী। পাঠের মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তনও হইয়াছে। সন্ধ্যায় শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হইতে জন্মলীলাও পাঠ করা হইয়াছিল। ভক্তবৃন্দ সারাদিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যারাত্রিকের পর ফলমূলাদি প্রসাদ দ্বারা অনুকল্প করিয়াছিলেন।

২১শে মার্চ্চ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব যথারীতি পালিত হইলেও বিশেষভাবে জন্মোৎসব সম্পাদিত হয় ২২শে মার্চ্চ রবিবার। এই দিবস প্রায় দেড় হাজার ভক্ত নরনারী শ্রীমঠে প্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। অন্ন, পুরী, কড়ি, ছোলার ডাল, আমড়ার চাটনী ও পরমান্ন এই ৬টি পদ ভোগ লাগান হইয়াছিল। রন্ধন করিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ চামচাওয়ালে শ্রীমঙ্গরামজী ও শ্রীসত্যেশ্বর শর্ম্মা। রান্না খুবই ভাল হইয়াছিল। প্রসাদ সেবা করিয়া সকলে আনন্দই প্রকাশ করিয়াছেন। উৎসবের সেবানুকূল্য সংগ্রহ-সেবাকার্য্যে শ্রীভবানী দত্তজী, শ্রীজ্যোতিপ্রসাদজী ও শ্রীদেবকীনন্দনজী এবং অন্যান্য সেবাকার্য্যে মঠসেবক শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত দাস ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেরাদুনবাসী ভক্তবৃন্দের প্রাণময়ী সেবা-চেষ্টায় উৎসবটি সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে
বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মাধব-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট তিথি উপলক্ষে যে বার্ষিক উৎসব ও পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন তাঁহার কৃপাপ্রার্থনামুখে এই বৎসরও ২৭ চৈত্র, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ; ১০ এপ্রিল, ১৯৮১ খৃষ্টাব্দ শুক্রবার হইতে ১লা বৈশাখ, ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চণ্ডীগড়স্থ শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব ও পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের মনোরম সুবিশাল সঙ্কীর্ত্তন-ভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীএম্-আর্ শর্ম্মা, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় সরকারের আই-জি-পি শ্রীবি-এন্ মেহ্‌রা, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের সিনিয়র এড্‌ভোকেট্ শ্রীধর্ম্মবীর সেহগাল, চণ্ডীগড় সহরের প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপি-এল্ বার্ম্মা, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচার-

পতি শ্রীসুরেন্দ্র সিংজী। শ্রীশম্ভুলাল পুরি বার্-এট্-ল, পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের সহকারী এড্ভোকেট্ জেনারেল শ্রীএস্-কে সন্ন্যাল, চণ্ডীগঢ় কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটী কমিশনার শ্রীরঘবীর সিং আই-এ-এস্ ও পাঞ্জাব রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী ডক্টর শ্রীকেবল কৃষ্ণজী, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। মুখ্য বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানবিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীজগদীশ শরণ শর্ম্মা, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের রিডার শ্রীজে, কে, মিত্তল, শিক্ষকগণের শিক্ষার জন্য চণ্ডীগঢ় সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীরঘুনাথ সফায়া, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীভি-সি পাণ্ডে। প্রত্যহ অভিভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। শ্রীমঠের যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজও প্রত্যহ ভাষণ দেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের অন্যতম সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ; চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। "ধর্ম্ম ও নীতিরহিত জীবনে পার্থিব সুখও লাভ হয় না", "গীতার সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ", "মঠ ও মন্দিরের উপকারিতা", "প্রেমভক্তি ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু", "ভবব্যাধির মহৌষধ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন" যথাক্রমে বক্তব্যবিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবর্গের চিত্তবিনোদন করেন শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী।

২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল শনিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, বিশেষ পূজা ও ভোগরাগ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হয়। ভোগরাগান্তে সমুপস্থিত সহস্রাধিক নরনারীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহযোগে অপরাহ্ণ ৪টায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন।

নগর-সংকীর্ত্তনে যাঁহারা মুখ্যভাবে নৃত্যকীর্ত্তন করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীরামভজন পাণ্ডে ও শ্রীযোগরাজ শেখেরি। মৃদঙ্গবাদন সেবা করেন শ্রীচিন্তামণি বনচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবানন্দ দাস, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবিন্দদাস।

লুধিয়ানা, জালন্ধর, হোশিয়ারপুর, ভাটিণ্ডা, রাজপুরা, কৈথাল, জগদ্ধ্রী, বশীপাঠানা, পাটিয়ালা, অমৃতসর প্রভৃতি পাঞ্জাব ও হরিয়াণার বিভিন্ন স্থান হইতে উত্তরপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশ হইতে বহু ভক্ত এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। ভাটিণ্ডার ভক্তবৃন্দ সংখ্যায় সর্ব্বাধিক ছিলেন।

প্রাতঃকালীন সভায় বিভিন্ন দিনে হরিকথা উপদেশ করেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীদেবানন্দদাস প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্তগণের আপ্রাণ সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

রাজপুরা, পাটিয়ালা (পাঞ্জাব) ঃ—রাজপুরাবাসী ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিক উৎসবান্তে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ চণ্ডীগঢ় হইতে গত ৩ বৈশাখ, ১৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সদলবলে সন্ধ্যার পর রাজপুরায় শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রচুর পুষ্পমাল্য ও বাদ্যভাণ্ডাদি সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। প্রচারানুকূল্যের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীমৎ মদনমোহনদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী। পরবর্ত্তিকালে চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারীসহ পার্টিতে যোগ দেন। স্থানীয় সজ্জন শ্রীভোজরাজজীর বাসভবনে থাকিবার সুব্যবস্থা হয়।

১৬ এপ্রিল হইতে ১৯ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে স্থানীয় শ্রীসত্যনারায়ন মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীকে সি উংরেজা, শ্রীমূলরাজ বালিয়াজী ও শ্রীরঘুনাথ সালূদী মহোদয়ের বাসভবনে, ভারত কমার্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ্-এর বিশাল হলে ও স্থানীয় শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরেও ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

১৯ এপ্রিল রবিবার শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির হইতে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমান্তে শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম-মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। চণ্ডীগঢ় হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগ দেন।

ধর্ম্মসম্মেলনের মুখ্য উদ্যোক্তা গৃহস্থ সতীর্থ শ্রীরঘুনাথ সালূদী মহোদয়ের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে রাজপুরা হইতে লুধিয়ানা রেলষ্টেশনে ৭ বৈশাখ, ২০ এপ্রিল সোমবার শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। সহরের কেন্দ্রস্থলে প্রসিদ্ধ এলাইচিগির মন্দিরে থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। উক্ত মন্দিরে ২৫শে এপ্রিল পর্য্যন্ত অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন—শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। প্রাতঃকালীন সভায় বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্ন স্থানে—শ্রীগোপাল-কৃষ্ণদাস কাপুর, শ্রীবীরচন্দ্র আগরওয়াল ও শ্রীদেবরাজ আগরওয়ালার বাসভবনে, শ্রীসখী-মন্দির (ঠাকুরদুয়ারা), শ্রীদণ্ডীস্বামী আশ্রম (সিভিল লাইন) ও শ্রীকৃষ্ণসনাতন-ধর্ম্ম-মন্দির (মডেল টাউন)-এ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

২৬শে এপ্রিল রবিবার প্রাতঃ ৭-৩০টায় এলাইচিগির মন্দির হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করে। জালন্ধর, চণ্ডীগঢ় ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত এই শোভাযাত্রায় যোগ দেন। স্বামীজীগণের উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনে সহরবাসিগণের মধ্যে বিশেষ আনন্দ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — ,, ২.০০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার — ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ প্রণীত — ,, ১.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১২.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.৫০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা-সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা আষাঢ় ১৩৮৮

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৮৮
২১শ বর্ষ } ১৩ বামন, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ৩০ জুন, ১৯৮১ { ৫ম সংখ্যা

অপ্রাকৃতলীলায় অধোক্ষজ-সেবা বর্ত্তমান

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

অনন্তলীলাময় ভগবানের বিবিধ প্রকাশমূর্ত্তি নিত্য বিরাজমান। সেই গোলোক-বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলন-রূপ দেবীধাম। প্রপঞ্চান্তর্গত বিচিত্রতা গোলোক-বৈকুণ্ঠের অনুরূপ হইলেও তাহাতে পরিচ্ছেদ, অবরতা, হেয়তা বা অনুপাদেয়তা ও কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম অবস্থিত। বিষয়-বিগ্রহের বিবিধ প্রকাশসমূহ আশ্রিত জীবকুলের যথোপ-যোগী সেব্য-সেবন-ধর্ম্মে নিত্যস্থিতিবান্। বৈকুণ্ঠে বিশুদ্ধসত্ত্ব এবং প্রপঞ্চে মিশ্র ও গুণময় সত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়। বিষয় ও আশ্রয়ে নিত্যানুভূতিতে বিবিধ লীলাবৈচিত্র্য নিত্য বর্ত্তমান থাকায় আশ্রয়ের উপযোগিতা-বিচারে "নরতনু ভজনের মূল" এই বাক্যের সার্থকতা আছে। প্রপঞ্চে মানব-জাতি সৃষ্টিপর্য্যায়ে উন্নতস্তরে অবস্থিত। আশ্রয়-জাতীয় জীবকুল প্রপঞ্চে অবস্থানকালে তাঁহাদের উপযোগী বিষয়বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করেন। ভগ-বানের মানুষরূপ ব্যতীত অমানুষিক বিবিধ রূপ আছে। জীবের স্বরূপ-বৃত্তির উন্মেষণে ভজনীয় বস্তুর প্রকাশ-ভেদে লীলার বৈচিত্র্য। সেই লীলাবৈচিত্র্যের উপযোগিতা-বিচারে তারতম্য-কথনে মানুষদেহেই নিত্যলীলাশ্রিত ভক্তগণে অধিক কৃপা বিতরিত হয়। সেইরূপ লীলা প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে সর্ব্বোত্তম মানবগণ সেব্যবস্তুর তত্তৎসেবায় উৎসাহিত হন। ভজনপরাকাষ্ঠায় ভজনীয় বস্তুর অনুভূতি-বর্ণন শ্রবণে স্বরূপোন্মেষের বিপুল সহায়তা হয়। পঞ্চবিধ স্থায়িভাব রতির মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট মধুর রতি সামগ্রীযোগে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসের প্রকাশ করে, তাহাতে লব্ধরুচি ভক্তেরই একমাত্র অধিকার। রুচি-লাভের সুবিধার জন্য ভগবান্ মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি-লীলার বিনিময়ে রামাদি-লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন। আবার, রামাদি মানুষী লীলায় যে রসের চমৎকারিতা প্রবল নহে, তাহা জীববুদ্ধির নিতান্ত গম্য না হইলেও বা নিতান্ত দুর্ল্লভ হইলেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বিচার-তারতম্যে পারকীয়া মধুর রতি অতুলনীয় নবনবায়মান চমৎকারিতা প্রকাশ করে।

প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট সাহজিকগণ অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের কথা বুঝিতে না পারিয়া যে ব্যভিচার আনয়ন করে, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্বময় গোলোকের বৈচিত্র্য উদ্দিষ্ট হয় না, উহা মলিনচিত্তকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় অধঃপাতিত করায়

মাত্র। অপ্রাকৃত লীলায় অধোক্ষজ-সেবা বর্ত্তমান। প্রাকৃত-সাহজিকগণ সেই কথা বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণ-সেবাকে ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-জ্ঞানে ভ্রান্ত হন। প্রপঞ্চাগত ভগবল্লীলা কিছু প্রাকৃত-সাহজিকগণের বিচরণ-ভূমিকা নহে। যোগমায়া-নির্ম্মিত কৃষ্ণরাসাদি প্রাকৃত-বিচারে সুষ্ঠুভাবে পরিলক্ষিত হয় না। সহজিয়া-সম্প্রদায় কৃষ্ণলীলাকে নশ্বর ভোগান্তর্গত মনে করে। তাহারা "তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্" ও "তৎপরো ভবেৎ" পদের বিকৃতার্থ করিয়া অপ্রাকৃতত্বে প্রাকৃতত্বের আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে মাত্র। "তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ" শব্দের অর্থভ্রমে ইন্দ্রিয়তর্পণে নিমগ্ন হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অপ্রাকৃত রতিই "তাদৃশী" শব্দের মুখ্যার্থ। অবিদ্যাগ্রস্ত হরিবিমুখ জীব অপ্রাকৃত ক্রীড়া পরিহার করিয়া অক্ষজ-জ্ঞানে জড়ভোগোন্মত্ত হইয়া এই শ্লোকের কদর্থ করে। সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত্ত উপস্থিত হইলেই জীব প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়ে।

বিধিলিঙের "ভবেৎ" পদ দেখিয়া কেহ এই রুচিলভ্য রাগানুগ পথকে অধিকার-নির্ব্বিশেষে অনর্থযুক্ত ভোগীরও বৈধ পথ মনে না করেন। প্রপঞ্চে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচার আছে। গোলোক-বৃন্দাবনে তাদৃশ বিধি অবস্থিত হইতে পারে না। সেখানে অনুরাগের পথেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সকল আশ্রিত-তত্ত্ব কৃষ্ণ-প্রীতিরূপ উপাদেয়তার অনুসন্ধান করেন।

যদি কেহ জীবাত্মার নিত্য ও অবশ্য সেব্য প্রপঞ্চাগত পরমশ্রেষ্ঠ মধুরভাবে উদাসীন হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভগবৎসেবা ছাড়িয়া নশ্বর জৈব-লাম্পট্যে অধঃপাতিত হইবেন। মধুররতিতে তৎপর না হইলে জীবের মধুর-রতির বিপরীত হেয় জড়ভোগবাদ প্রবল হইয়া যাইবে। সেইরূপ বৎসলরতিতে কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইলে ভোগপ্রবৃত্তি তাঁহাকে নশ্বর পুত্র-বাৎসল্যে অধঃপাতিত করিবে। সেইরূপ, কৃষ্ণকে একমাত্র বন্ধুজ্ঞান না করিলে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ নশ্বর বন্ধুগণ আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করিবে। এইরূপ ভগবদ্বিমুখতা উপস্থিত হইলে জীব কৃষ্ণসেবায় উদাসীন হইয়া ভোগপর ইন্দ্রিয়সেবী নশ্বর-দেহের ভৃত্যবৃত্তি করিতে করিতে স্বরূপবিভ্রান্ত হইবে। সেইরূপ কৃষ্ণে নিরপেক্ষ-বুদ্ধি না হইলে জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া জড়বস্তুতে নিরপেক্ষ অর্থাৎ প্রস্তরতা-নামক মোক্ষ বা নির্ব্বাণের দাস হইয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িবে। কৃষ্ণলীলা-প্রবেশে যাহার ঔদাসীন্য হইবে, তাহারই ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবুদ্ধি এবং তন্নিবন্ধন সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মে ঔপাধিক অস্মিতা সমৃদ্ধ হইয়া তাহাকে চরম কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করিবে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(রসতত্ত্ব)

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত-রসতত্ত্ব কি অশ্লীলতা-দুষ্ট ও ঘৃণ্য নহে?

উত্তর—"নৈতিক ব্যক্তিগণের জড়ীয় রসের প্রতি যে ঘৃণা থাকে, তাহা যদি অপ্রাকৃত-রসচিন্তায় আনা যায়, তাহাকে একটি 'কুসংস্কার' বলি। সেই কুসংস্কার-পরবশ হইয়া চিন্ময় জীবের অপ্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সহিত রাসলীলাদিরূপ অপ্রাকৃত রসকে ভাগ্য-হীন লোকসকল ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কি ফল হয়?"

—শ্রীমঃ শিঃ ৫ম পঃ

প্রঃ—পারকীয়-রসাশ্রিত কৃষ্ণপ্রেমিক কিরূপে বিধির সম্মান করেন?

উঃ—"যেমত কোন স্ত্রী নিজ-বিবাহিত স্বামীকে বাহ্যে আদর করত কোন পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে গোপনে অনুরক্ত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমকারী পুরুষেরাও পূর্ব্বাশ্রিত বৈধমার্গের বিধি-সকলের এবং ঐ সকল বিধির নিয়ন্তা ও রক্ষকসকলের প্রতি কেবল বাহ্য সম্মান করত ভিতরে-ভিতরে রাগানুশীলনদ্বারা পারকীয় রস আশ্রয় করিয়া থাকেন।"

—কৃঃ সং ৮।১০

প্রঃ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে অপ্রাকৃত-রসের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস কি?

উঃ—"পঞ্চরসের ইতিহাস দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শান্তরস সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে পরিদৃশ্য হইয়াছিল। যখন প্রাকৃত-বস্তুতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা আত্মা সন্তুষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার, নারদ, মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থবাদীরা প্রাকৃত জগতে নিস্পৃহ হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থিতি-পূর্ব্বক শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাহার বহুকাল পর কপি-পতি হনুমানের দাস্যরসের উদয় হয়, ঐ দাস্যরস ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া এশিয়া-দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে মোজেস্-নামক মহাপুরুষে সুন্দররূপে পরিদৃশ্য হয়। কপি-পতির বহুকাল পর উদ্ধব ও অর্জ্জুন ইঁহারা সখ্যরসের অধিকারী হন এবং ঐ রস জগতে প্রচার করেন। ক্রমশঃ ঐ রস ব্যাপ্ত হইয়া আরবদেশে মহম্মদ-নামক ধর্ম্মবেত্তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাৎসল্যরস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন-ভিন্ন আকারে উদয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যগত বাৎসল্যরস ভারত অতিক্রম করত ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-প্রচারক যীশু-নামক মহাপুরুষে সম্পূর্ণ উদিত হয়। মধুর-রসটী প্রথমে ব্রজধামেই জাজ্বল্যমান হয়; বদ্ধজীব-হৃদয়ে ঐ রসের প্রবেশ করা অতীব দুরূহ; কেন না, উহা অধিকার-প্রাপ্ত শুদ্ধজীবনিষ্ঠ। নবদ্বীপচন্দ্র শচীকুমার স্বদল-সহকারে ঐ নিগূঢ় রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া উক্ত রস এপর্য্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। অল্প দিন হইল নিউম্যান্ নামক এক পণ্ডিত ইংলণ্ডদেশে ঐ রসের কিয়ৎপরিমাণ উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তিরা এপর্য্যন্ত যীশুপ্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্য-রসের মাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত হন নাই। আশা করা যায় যে, ভগবৎ-কৃপাবলে তাঁহারা অনতিবিলম্বেই মধুর-রসের আসব-পানে আসক্ত হইবেন। দেখা যাইতেছে যে, যে-রস ভারতে উদিত হয়, তাহা অনেক দিন পরে পশ্চিমদেশসকলে ব্যাপ্ত হয়; অতএব মধুর-রসের জগতে সম্যক্ প্রচার হইবার এখনও কিছুকাল বিলম্ব আছে। যেন সূর্য্যদেব প্রথমে ভারতে উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদেশ-সকলে আলোক প্রদান করেন, তদ্রূপ পরমার্থ-তত্ত্বের অতুল্য কিরণ সময়ে সময়ে ভারতে উদয় হইয়া কিয়দ্দিবস পরে পাশ্চাত্ত্য-দেশে ব্যাপ্ত হয়।" —'উপক্রমণিকা,' কৃঃ সং

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য-গণের দ্বারা এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের দ্বারা রস-তত্ত্বের বিস্তারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—"বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ মহাপ্রভুর অনেক পূর্ব্বে ঐসকল রসের প্রচার করেন। মহাপ্রভুর দাদা-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রথমেই মধুর-রস-প্রচারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পত্তন করেন; শ্রীঈশ্বরপুরী তাহাকে উন্নত করেন। শ্রীশ্রীমহা-প্রভু ঐ রস-তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ ঐ রসের তাত্ত্বিক আস্বাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই তত্ত্ব সে-সময়ে সামাজিক হয় নাই। জয়দেব কেন, **স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতই মধুর-রসের সম্পূর্ণ ভাণ্ডার। কিন্তু সেই রসভাণ্ডার খুলিয়া সাধারণকে ঐ রস-পান শ্রীমহাপ্রভুর পুর্ব্বে আর কে করাইয়াছিলেন?**"

—'পদরত্নাবলী', সঃ তোঃ ২।৯

প্রঃ—প্রেমরস কি তর্কের বিষয়?

উঃ—"প্রেমরস—দুগ্ধসমুদ্রতুল্য, তাহাতে বিতর্করূপ গো মূত্র ফেলিলে বৈরস্য উদয় হয়।" —জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ

প্রঃ—বিপ্রলম্ভ-রসের বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—"বিপ্রলম্ভের অর্থ—বিরহ বা বিয়োগ। * * * রঞ্জিত বস্ত্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিরহের দ্বারা পুনঃ সম্ভোগের রসোৎকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না।"

—জৈঃ ধঃ ৩৭শ অঃ

প্রঃ—চিন্ময়দেহে স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব-ভাব কোন্ কোন্ রসে কিরূপ প্রকাশিত?

উঃ—"জীবের নিত্যশুদ্ধ দেহ চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব ভেদ নাই। চিন্ময়-শরীর—স্বতন্ত্র শুদ্ধকাম-ময়। যখন যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধজীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব

হইয়া উঠে। শান্তরসে—নপুংসকত্ব, দাস্য-সখ্যে—পুরুষত্ব, মাতৃবাৎসল্যে—স্ত্রীত্ব এবং পিতৃবাৎসল্যে — পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। মধুর উজ্জ্বলরসে সকল জীবই শুদ্ধ স্ত্রীরূপা এবং এক পরম পুরুষ কৃষ্ণের সেবা করেন।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

প্রঃ—প্রপঞ্চগত রস কি নিত্য ও বাস্তব?

উঃ—“যে রস প্রপঞ্চগত, জড়কাব্যে প্রকাশিত,
পরম-রসের অসন্মূর্ত্তি।
অসন্মূর্ত্তি নিত্য নয়, আদর্শের ছায়া হয়,
যেন মরীচিকায় জল-স্ফূর্ত্তি।”

—‘শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ’ ৬, গীঃ মাঃ

প্রঃ—অপ্রাকৃত রসের বিকাশ ও বিলোপের সহায়ক কি?

উঃ—“রস ব্যতীত জীবন থাকে না। প্রাকৃত জীবন সর্ব্বদা জড়-রসময়। চিদ্‌রস ভাবভক্ত-জীবনে বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় ক্ষণিক ব্যাপার-বিশেষ। সদ্‌গুরু-লাভ-ক্রমে ও সাধুসঙ্গ-বলে ঐ অবস্থা উন্নত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত অবস্থা হয়। সাধুসঙ্গাভাবে এবং নাস্তিক্যময় উপদেশ ও নির্ব্বিশেষ-উপদেশক্রমে ঐ কুণ্ঠিত উপাসনাও ক্রমশঃ অতি কুণ্ঠিত, অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও বিলুপ্তপ্রায় অবস্থা স্বীকার করে। ইহা জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

প্রঃ—যীশু-প্রচারিত বাৎসল্য-রসের ক্রমবিকাশের প্রথম সোপান কি?

উঃ—“Jesus proceeds to tell us ‘You must love man as thy brother.’ From this is inferred *the fourth phase of love* which is a feeling that all men are brothers and God is their common Father. This is *Batsalya Rasa* in its first stage of development.”

—‘To love God’ Journal of Tajpur 25th Aug. 1871.

প্রঃ—নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়-মতে রস-বিচারের বৈশিষ্ট্য কি? গৌড়ীয়-ভজন শ্রেষ্ঠ কেন?

উঃ—“ভজন-পর্ব্বে নিম্বার্ক-মতে পারকীয় রস স্বীকৃত হয় নাই। স্বকীয়ত্বই নিত্য। গৌড়ীয়-মতে—পারকীয় রসই সর্ব্ব-প্রধান। স্বকীয় মতের মাধুর্য্য অপেক্ষা পারকীয়ে মাধুর্য্য অধিকতর।”

—‘শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য’, সঃ তোঃ ৭ম বর্ষ

প্রঃ—শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্থলবিশেষে স্বকীয়-ভজনের উপদেশ দিলেন কেন? তিনি কি নিজে ঐ মতের উপাসক?

উঃ—“শ্রীজীবের নিজের কোনপ্রকার স্বকীয় ভজন নাই, তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ব্রজেও কতকগুলি উপাসকের স্বকীয়-ভাব-গন্ধ ছিল। * * এই কারণেই ভিন্ন-ভিন্ন-রুচিপ্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ। ‘স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ’ ইত্যাদি ‘লোচনরোচনী’-গত তদীয় শ্লোকে সে-কথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।”

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

প্রঃ—চিজ্জগতে মধুর রসের স্থান কোথায়?

উঃ—“চিদ্ব্যাপার একটী রহস্যমণি; তাহাতে আবার পারকীয় মধুর-রসটী সেই মণিগণ-মধ্যে কৌস্তুভ-বিশেষ।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

প্রঃ—অপ্রকট-লীলায় দূরপ্রবাসগত বিরহ আছে কি?

উঃ—“কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকটভেদে দুইপ্রকার। বিপ্রলম্ভরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকট-লীলা-অনুসারে কথিত হইয়াছে। সদা রাসাদি-বিভ্রমের সহিত, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। মথুরা-মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, গোপ-গোপিকা-সঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। ‘ক্রীড়তি’ এই বর্ত্তমান-প্রয়োগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণক্রীড়া নিত্য,—ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোক বা বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণলীলার দূরপ্রবাসগত বিরহ নাই। সম্ভোগই নিত্য।” —জৈঃ ধঃ ৩৮শ অঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পত্রে উপদেশ

(৩৮)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
সেক্টর ২০ বি
চণ্ডীগড়
৮।৫।৭৬

স্নেহভাজনেষু,—

* * তোমার ২৮।৩।৭৬ তারিখের কলিকাতার ঠিকানায় লিখিত পত্র আমি পাইয়াছি। * * কতদিন কোথায় কোথায় প্রচার করিলে, কোথায় কি প্রচারের ফল হইল, জানাইলে সুখী হইব। স্মরণ রাখিবে, শ্রীল প্রভুপাদের বাণী "কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব। সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত, সংসার তথায় পায় পরাভব॥" যেজন্য আমরা সকলে মঠে বাস করিতেছি, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া চলিবে। কৃষ্ণেতর অভিলাষই জীবের যাবতীয় দুঃখের কারণ। সুতরাং সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় অথবা তৎপ্রেমসেবার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে ইতর অভিলাষ আমাদিগকে কাবু করিতে পারিবে না। "শুনিয়া গোবিন্দ রব, আপনি পলাবে সব"।

* * আগরতলায় থাকিয়াই নূতন চাঁদা বসাইবে ও ভিক্ষা করিবে। শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া চলিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিদয়িত মাধব**

(৩৯)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
তেজপুর
৫।২।৬৩

স্নেহভাজনেষু,

* শ্রীমান্ * এর পত্রে জানিলাম যে, তুমি ইতিমধ্যে কিছু সেবানুকূল্য লইয়া কলিকাতা মঠে আসিয়া * মহারাজের হাতে দিয়া গিয়াছ। তোমাদের সেবানুকূল্য সংগ্রহ ভালই হইয়াছে বলিয়া মনে করি। আশা করি তোমরা উৎসাহের সহিত প্রচার ও সেবানুকূল্য সংগ্রহের যত্ন করিলে ফল অধিকতর উল্লাসকরই হইবে। সেবা করিতে করিতেই সেবকের সেবা-যোগ্যতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভোগ করিতে করিতে ভোগবৃত্তি ও ত্যাগ করিতে করিতে ত্যাগবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমরা ভোগ বা ত্যাগ-মার্গের লোক নই। আমরা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্য কিঙ্কর। সুতরাং সেবাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম। নিষ্কপট সেবাবৃত্তি চিত্তে জাগ্রত হইলে কামক্রোধাদি আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। কপটতা সেবাসুখ হইতে সেবককে বঞ্চিত করে। সাধকের চিত্তে যাহাতে কপটতা আশ্রয় লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য সতর্ক থাকা আবশ্যক। কপটতা দূর হইলেই প্রকৃতপক্ষে সুভক্তি বা প্রেমরাজ্যে প্রবেশ সম্ভব হয়। উহাই সাধকের মুখ্যাবস্থা।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

ভক্তভাগবতের আনুগত্যেই গ্রন্থভাগবত অনুশীলনীয়

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ বলদেব পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধোদ্যম শ্রবণ করতঃ স্বয়ং 'মধ্যস্থ' অর্থাৎ নিরপেক্ষ বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া নির্লিপ্ত থাকিবার ইচ্ছায় তীর্থস্নানপ্রসঙ্গচ্ছলে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিলেন। শ্রীবলরাম ভাবিলেন— 'দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির—উভয়েই আমার প্রিয়। উভয় পক্ষ হইতেই রণনিমন্ত্রণ আসিলে আমি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিব, ইহা একটি বিষম সমস্যা। সুতরাং তীর্থস্নানচ্ছলে এস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়া ব্যতীত ইহার আর দ্বিতীয় কোন সমাধান দেখি না।' শ্রীবলরাম ব্রাহ্মণাদি পরিবৃত হইয়া প্রথমে প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন। তথায় লোকানুকরণে স্নান, দেব-ঋষি-পিতৃ ও মানব-গণের তর্পণ বিধান করিয়া তথা হইতে প্রতিলোম-গামিনী সরস্বতী নদীতে গমন করিলেন। তথায় স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদনান্তে ক্রমশঃ পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রাচী-সরস্বতী তীর্থ এবং গঙ্গা ও যমুনার অভিমুখে বর্ত্তমান যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গোমতীতটে নৈমিষারণ্য মহাতীর্থে উপস্থিত হইলেন, এস্থানে ঋষিগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে—

ওঁ নৈমিশেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত॥ —ভাঃ ১।১।৪

[(সর্ব্বপ্রথমে শাস্ত্রারম্ভে মঙ্গলবাচক প্রণব।) শৌনকাদি ঋষিগণ হরিলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিষ্ণুতীর্থ নৈমিষারণ্যে সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।]

শ্রীসারার্থদর্শিনী টীকায় কথিত হইয়াছে—ওঁ এবং অথ শব্দদ্বয় পূর্ব্বে ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল, এজন্য এই দুইটি শব্দ মঙ্গলবাচক। আবার প্রণবোচ্চারণমুখে শাস্ত্রারম্ভ হেতু এই শাস্ত্রের প্রণবার্থ-বিবৃতিরূপত্বও সূচিত হইয়াছে।

'নৈমিশ' শব্দের তথ্য সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে—ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি অর্থাৎ চক্রপরিধি যেখানে শীর্ণ বা কুণ্ঠিত হয়, সেই মুনি-পূজিত পবিত্র তপোভূমিই 'নৈমিশ'। মুনিগণের ভগবদারাধনার পক্ষে অনুকূল পবিত্র স্থান নির্দ্দেশের প্রার্থনানুসারে লোকপিতামহ ব্রহ্মা একটি মনোময় চক্র সৃষ্টি করতঃ মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাহা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ, যেস্থানে এই চক্রের পরিধি কুণ্ঠিত হইবে দেখিবেন, সেই স্থানকেই আপনাদের তপস্যার পক্ষে পরম পবিত্র স্থান বলিয়া জানিবেন। মুনিগণ সেই চক্রের অনুগমন করিয়া দেখিলেন মহাতীর্থ নৈমিষারণ্যেই ঐ চক্রের পরিধি শীর্ণ বা কুণ্ঠিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা ঐ স্থানকে শ্রীমদ্ভাগবতার্থ অবগাহনের (মজ্জন বা অন্তঃ প্রবেশের) অর্থাৎ গূঢ়ভাবে চিন্তনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিচার করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—

"মানবের অক্ষজ জ্ঞান যে স্থলে গমন করিয়া প্রাকৃত জ্ঞান-সীমার অবধি লাভ করে, তৎসন্নিহিত অধোক্ষজের সেবাভূমিতে মনশ্চক্র বা প্রাকৃত জ্ঞান স্তব্ধ হয়, সেখানেই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় বাস্তব বেদ্য চিন্ময় ভূমির বিশিষ্ট ক্ষেত্র দর্শনজন্য দেবপ্রেরিত সুদর্শনের নেমি কুণ্ঠিত, তাহাই নৈমিশ।"

অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নামরূপগুণলীলা-ময়ীগাথা — নিগমকল্পতরুর প্রপক্কফল শ্রীভাগবত শুদ্ধ-ভক্তমুখামৃতদ্রবসংযুত হইয়া ভক্তমুখমাধ্যমে শুশ্রূষু ভক্তের সেবোন্মুখ কর্ণপুটে অবরোহপন্থায় অবতীর্ণ হন। তখন তাহা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া ভক্তের প্রাণ মনকে আকুল ব্যাকুল করিয়া তুলে। ভক্ত 'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন —ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া ব্যাকুল প্রাণে ব্রজের পথে ছুটিতে থাকেন। অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত আরোহ পথাবলম্বনে সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীভাগবতার্থ উপ-লব্ধির বিষয় হয় না। শ্রীভগবৎকথামৃত পরিবেশনের স্থানকালপাত্র—সবই চিন্ময়।

মূর্দ্ধণ্য 'ষ' কারান্ত 'নৈমিষ' পাঠে বরাহপুরাণোক্ত

গৌরমুখ ঋষির প্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্য হইতে জানা যায় যে, এই অরণ্যমধ্যে নিমিষমধ্যে দানববল নিহত হইয়াছিল। এজন্য ইহা নৈমিষারণ্য সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। ভক্তিবাসনাবিশিষ্ট জনগণের ভক্তিপথে কামাদিই প্রধান শত্রু। যেস্থানে বাস করিয়া শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণাদি-দ্বারা প্রাকৃত বিষয়-ভোগবাসনা-মূলক কাম নিমেষ-মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইস্থানই মুনিপূজিত পরম পবিত্র নৈমিষারণ্য।

দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞদীক্ষিত মুনিগণ তাঁহাদের যজ্ঞ-স্থলে সমাগত বলদেবকে জানিতে পারিয়া উত্থান, প্রণাম ও অভিনন্দন দ্বারা যথাবিধি তাঁহার পূজা বিধান করিলেন। সানুচর বলদেব ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক দেখিলেন—শ্রীব্যাস-শিষ্য প্রতিলোমজাত রোমহর্ষণসূত উচ্চাসনে উপবিষ্ট। তাঁহাকে দেখিয়া সাধারণ সৌজন্য অনুসারেও তিনি (রোমহর্ষণসূত) প্রত্যুত্থান, বিনয় ও অঞ্জলিবন্ধনসহকারে তাঁহার প্রতি কোনপ্রকার মর্য্যাদা প্রদর্শন করিলেন না। তদ্দর্শনে শ্রীবলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বিচার করিলেন—"এই প্রতিলোমজাত রোমহর্ষণ এইসকল ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মপালক আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া উচ্চাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে, শ্রীব্যাসদেবের শিষ্য হইয়া বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও যেহেতু এইব্যক্তি দম-গুণহীন, বিনয়রহিত, অজিতেন্দ্রিয় এবং বৃথা পাণ্ডিত্যা-ভিমানগ্রস্ত হইয়াছে, এজন্য ইহার অধীত ইতিহাস-পুরাণাদি সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ নটজনের অধীত শাস্ত্র-রাশির ন্যায় কোন প্রকৃত কল্যাণগুণোৎপাদক হইবার পরিবর্ত্তে কেবল প্রাকৃতজীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কার্য্যের নিমিত্তমাত্রই হইয়াছে, সুতরাং এই অপরাধে এই দুর্ম্মতি নিশ্চয়ই বধযোগ্যরূপে গণ্য হইতেছে। আমি এতাদৃশ ধর্ম্মধ্বজিগণের দমনার্থই ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি। সাক্ষাৎ অধার্ম্মিক পাপরত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও এই ধর্ম্ম-ধ্বজিগণ অধিক পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে।" এইরূপ বাক্য-সমূহ উচ্চারণ করিতে করিতেই শ্রীভগবান্ বলদেব তাঁহার হস্তস্থিত কুশাগ্রভাগদ্বারা তাহার নিধন সাধন করিলেন।

তীর্থযাত্রা-নিয়মহেতু প্রভু বলদেব তৎকালে অসদ্-বধ বা দুষ্ট দলনকার্য্য হইতে বিরত থাকাসত্ত্বেও দৈববশতঃই তাহাকে বধ করিয়া ফেলিলেন। ভবি-তব্যকে কেহই পরিহার করিতে সমর্থ হয় না। যাহা হউক মুনিগণ তখন খেদযুক্তচিত্তে হাহাকার ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ বলদেবকে কহিতে লাগিলেন—"হে প্রভো, আপনি বড় অনুচিত কার্য্য করিয়া ফেলিলেন। আমরা যজ্ঞানুষ্ঠানকাল পর্য্যন্ত ইহাকে ব্রহ্মাসন এবং পুরাণব্যাখ্যাকালে যাহাতে ইহার কোন দৈহিক ক্লান্তি উপস্থিত হইতে না পারে, তজ্জন্য উত্তম আয়ুঃও প্রদান করিয়াছিলাম। আপনি এসকল বৃত্তান্ত না জানিয়া প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবধই করিয়া ফেলিয়াছেন, যেহেতু আমরাই ইহাকে ব্রহ্মাসন প্রদান করিয়াছিলাম। যদিও আপনি যোগেশ্বর, বেদ আপনার ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের নিয়ামক হইতে পারেন না, অর্থাৎ আপনি বৈদিক ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিয়মের বশীভূত নন, তথাপি হে লোকপাবন, যদি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই আপনি এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেই লোকশিক্ষা সম্ভব হইতে পারে।"

তখন শ্রীবলদেব কহিলেন, হে মুনিগণ, আমি লোক-শিক্ষারূপ অনুগ্রহেচ্ছায় এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অনু-ষ্ঠান করিব। অতএব এই প্রায়শ্চিত্তের মুখ্যকল্পে যে যে নিয়ম পালনীয়, আপনারা তাহার বিধান প্রদান করুন। বিশেষতঃ এই রোমহর্ষণের যেপ্রকার দীর্ঘায়ুঃ, বল, ইন্দ্রিয়পটুতা এবং অন্যান্য গুণ আপনাদের আকা-ঙ্ক্ষিত, তাহা বলুন, আমি তৎসমুদয়ই যোগমায়াবলে সম্পাদন করিব। তচ্ছ্রবণে ঋষিগণ কহিলেন—"হে রাম, যাহাতে আপনার অস্ত্র, বীর্য্য, ইহার মৃত্যু এবং আমাদের বাক্য এই সকলের যথাযথ সত্যতা সংরক্ষিত হয়, আপনি সেই প্রকার বিধান করুন।" তচ্ছ্রবণে শ্রীবলদেব কহিলেন—হে মুনিগণ, আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, এইরূপই বেদের নির্দ্দেশ আছে, সুতরাং এই রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবাঃ এখন হইতে পুরাণবক্তা এবং আপনাদের ইচ্ছানুরূপ আয়ুঃ, ইন্দ্রিয়পটুতা, বল প্রভৃতি গুণযুক্ত হইবেন। রোমহর্ষণ সাক্ষাৎ জীবিত না হওয়ায় মন্ত্র ও মৃত্যুর সত্যতা এবং পুত্ররূপে জীবিত থাকায় ও তাদৃশ আয়ুঃ প্রভৃতি গুণযুক্ত হওয়ায়

আপনাদের বাক্যেরও সত্যতা সম্পাদিত হইবে। এক্ষণে আপনাদের কোন অভিলাষ থাকিলে তাহা বলুন। অতঃপর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপনিষ্কৃতিবিষয়ে অনভিজ্ঞ আমাদের যেভাবে নিষ্কৃতি হইতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা করুন।"

তচ্ছ্রবণে ঋষিগণ তাঁহাদের যজ্ঞবিঘ্নকারক বল্বল নামক এক দানব দলনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করতঃ শ্রীবলদেবকে কামক্রোধাদিশূন্যচিত্তে ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ, দ্বাদশ মাসিক কৃষ্ণব্রত অনুষ্ঠান ও তীর্থস্নানাদি দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করিবার কথা বলিলেন।

শ্রীবলদেব সাক্ষাদ্ ভগবত্তত্ত্ব, তাঁহাকে কোন পাপই স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার আবার কিসের প্রায়শ্চিত্ত! তথাপি তিনি যাবতীয় বিধিনিষেধের অতীত মূলপুরুষ হইয়াও শাস্ত্রমর্য্যাদা সংরক্ষণাদর্শপ্রদর্শনদ্বারা লোকশিক্ষাকল্পে তীর্থভ্রমণ ও তীর্থস্নানাদি বৈধীক্রিয়া সম্পাদনাদর্শ প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীবলদেব ধর্ম্মধ্বজিতাকে একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। সাক্ষাৎ শ্রীব্যাসদেবের শিষ্য হইয়াও, মহাভারতেতিহাস পুরাণাদি বহু ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও, রোমহর্ষণ অদান্ত, অবিনীত, অজিতেন্দ্রিয়, বৃথাপাণ্ডিত্যাভিমানগ্রস্ত হওয়ায় সাক্ষাৎ ধর্ম্মবর্ম্মা শ্রীভগবান্ বলদেবকেও পর্য্যন্ত সম্মান করিতে পারেন নাই। সুতরাং এতাদৃশ দাম্ভিক বক্তার মুখে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিয়া কেহই লাভবান্ হইতে পারে না। এজন্যই সদ্ধর্ম্মমর্য্যাদা সংরক্ষক—শ্রীবলদেব রোমহর্ষণকে বধ করিয়া ফেলিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দের হস্ত হইতে 'এবেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার' বলিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে ভাগবত গ্রন্থ কাড়িয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অবশ্য ভক্তেরা তাঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীগুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসি জনে, সুজন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণে, ভূদেবতা ব্রাহ্মণগণে, নিজ ইষ্টমন্ত্রে, মহামন্ত্র নামে এবং আরাধ্য শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল চরণারবিন্দে সর্ব্বদা দম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রতি বিধান করিবার জন্য মনকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিতেছেন।

দুর্য্যোধনকন্যা লক্ষ্মণাকে জাম্ববতীনন্দন সাম্ব স্বয়ম্বরসভা হইতে হরণ করিলে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ মহাবীর সাম্বসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মহাযোদ্ধা সাম্ব একাকী অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাঁহাদের হস্তে বন্দী হন। দেবর্ষি নারদমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া যাদবগণ কৌরবগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে শ্রীভগবান্ বলদেব উভয় পক্ষের বিবাদ প্রশমিত করিবার জন্য যাদবগণকে শান্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধগণসহ হস্তিনাপুরে আসেন। তথায় নগরের বহিঃস্থিত উদ্যানে অবস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য উদ্ধবকে প্রেরণ করেন। উদ্ধব কৌরবগণ সমীপে বলদেবের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা উদ্ধবকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়া শ্রীবলদেবের নিকট আগমন করেন এবং তাঁহাকেও বহু উপচারে পূজা করিয়া পরস্পরের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন। অতঃপর শ্রীবলদেব কৌরবগণকে মহারাজ উগ্রসেনের আদেশ অবগত করাইয়া দৈন্যরহিত ভাবে বলিলেন—"আপনারা বহুব্যক্তি একত্রিত হইয়া সহায়শূন্য এক ধার্ম্মিককে অন্যায় যুদ্ধে বন্দী করিয়াছেন। আমরা তাহা জানিতে পারিয়াও বন্ধুগণের মধ্যে পরস্পর ঐক্য স্থাপন মানসে তাদৃশ অন্যায় আচরণ সহ্য করিতেছি। এক্ষণে তাহাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন।" কৌরবগণ কাহার সম্মুখে অবস্থিত আছে ভুলিয়া গিয়া অত্যন্ত ঔদ্ধত্যসহকারে বলিতে লাগিল—অহো যাদবগণের কৌরবগণের প্রতি এইরূপ আদেশ অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। কালের গতি অত্যন্ত দুরতিক্রমণীয়া। সেজন্য চর্ম্মপাদুকাও মুকুটসেবিত শিরোদেশে আরোহণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে! এই যাদবেরা প্রথমতঃ কুন্তীদেবীর বিবাহদ্বারা আমাদের আত্মীয়মধ্যে গণ্য হইয়া আমাদের সহিত একত্র শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদি দ্বারা আত্মীয়তা করিতে করিতে ক্রমশঃ আমাদের নিকট হইতেই রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে আমাদেরই তুল্য হইবার স্পর্দ্ধা করিতেছে! আমাদেরই অনুগ্রহে ইহারা চামর ব্যজন, শঙ্খ, শ্বেতরাজছত্র,

সিংহাসন, রাজমুকুট, শয্যা প্রভৃতি ভোগ করিতেছে! সর্প যেরূপ তাহার দুগ্ধদানকারী পালকেরই প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই যাদবগণ আমাদেরই অনুগ্রহে বর্দ্ধিত হইয়া সম্প্রতি নির্লজ্জভাবে আমাদিগের প্রতি প্রভুর ন্যায় আদেশ প্রদান করিতেছে! সুতরাং এই যাদবগণকে অতঃপর আর রাজচিহ্ন প্রদান করা উচিত হইবে না। যেমন মেষ সিংহের অধিকৃত বস্তু গ্রহণে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ভীষ্মদ্রোণাদি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ-প্রদত্ত না হইলে দেবরাজ ইন্দ্রও কোন বস্তু গ্রহণে সমর্থ হন না!

কৌরবগণ জন্ম, বান্ধব ও সম্পদের মদে উন্মত্ত হইয়া শ্রীভগবান্ বলদেবকে দম্ভভরে এইপ্রকার কর্কশবাক্য শ্রবণ করাইয়া হস্তিনাপুরীতে প্রবেশ করিল। শ্রীবলদেব কৌরবগণের দৌঃশীল্য দর্শন ও দুর্ব্বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া বারম্বার হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন—

"নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥"
—ভাঃ ১০।৬৮।৩১

[যাহারা ধনাদি বিবিধ বস্তু জনিত গর্ব্বে উন্মত্ত, তাদৃশ দুর্জ্জনগণ কখনও শান্তভাব ইচ্ছা করে না, পরন্তু পশুগণের পক্ষে লগুড়ের ন্যায় ঈদৃশ অসাধুগণের পক্ষেও একমাত্র দণ্ডই শান্তভাব আনয়ন করিয়া থাকে।]

"নানামদোন্মত্ত দুর্জ্জনগণ কখনই শান্তির পথ অবলম্বন করিতে চাহে না, গোমহিষাদি শকটবাহী পশু বিপজ্জনক পথ অবলম্বন করিতে চাহিলে শকটচালককে যেমন লগুড়নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের গতি পরিবর্ত্তিত করাইতে হয়, তদ্রূপ এইসকল দুষ্টপ্রকৃতি ব্যক্তির উপরও লগুড় চালন ব্যতীত ইহাদিগকে কিছুতেই শান্ত করা যাইবে না। ইন্দ্রাদি দিক্পাল যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী, সেই ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধিপতি মহারাজ উগ্রসেন ইহাদের (কৌরবদের) মতে আদেশ প্রদানে সমর্থ বলিয়াই গণ্য নহেন! আমি যুদ্ধোদ্যত যাদব ও কুপিত কৃষ্ণকে ধীরে ধীরে শান্ত করিয়া ইহাদিগের নিকট আসিলাম শান্তিসংস্থাপনাভিলাষে, কিন্তু কলহপ্রিয় খলস্বভাব অহঙ্কারবিমূঢ় মন্দমতি ইহারা হিতাকাঙ্ক্ষী আমাকেই অবজ্ঞা করতঃ বারম্বার নানা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল! স্বর্গের সুধর্ম্মা নাম্নী দেবসভা আক্রমণ করতঃ যিনি সুরতরু পারিজাতকে দ্বারকায় আনিয়া ভোগ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের মতে সিংহাসন-যোগ্য হইলেন না! স্বয়ং অখিলেশ্বরী সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্ম নিরন্তর সেবা করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ ইহাদেরমতে রাজপরিচ্ছদলাভে সমর্থ নহেন! ইন্দ্রাদি লোকপালগণ নিখিল তীর্থগণেরও পরমতীর্থস্বরূপ যাঁহার পাদপদ্মরেণু মস্তকে ধারণ করেন; ব্রহ্মা, শিব, আমি এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যাঁহারা কেহ অংশ কেহবা অংশাংশ—আমরা সকলে যাহা (যে পদরেণু) নিরন্তর শিরে ধারণ করি, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট সামান্য রাজসিংহাসনের কি মাহাত্ম্য! যাদবগণ কৌরবগণের দয়া করিয়া প্রদত্ত রাজত্ব ভোগ করিতেছে, আমরা কৌরবগণের পাদুকাস্থলীয়, আর কৌরবগণ কিনা স্বয়ং মস্তক স্থলীয় হইয়াছে? অতএব আমি আজই এই পৃথিবী কৌরবশূন্যা করিব।" এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীহলধর বলদেব মহাক্রোধে হলহস্তে উত্থিত হইলেন এবং এক সাম্বব্যতীত সমস্ত হস্তিনাপুর নগরকে গঙ্গায় নিমজ্জিত করাইবার জন্য নগরের দক্ষিণদিকে প্রাচীরমূলে হল চালন করিলেন। হলধরের হলাগ্রভাগে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত নগর সমুদ্রমধ্যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ নৌকার ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। নগরকে গঙ্গামধ্যে নিমজ্জমান দেখিয়া কৌরবগণ ভয়বিহ্বল চিত্তে 'ত্রাহি হলধর' বলিয়া বলদেবের শরণাপন্ন হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে করিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। করুণাবারিধি ভগবান্ বলদেব শান্ত হইলে তাহাদিগকে অভয় দান করিলেন—"প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার! যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার॥"

দুহিতৃবৎসল দুর্য্যোধন হৃষ্টচিত্তে কন্যা জামাতাকে বহু উপহার প্রদান করিলেন—দ্বাদশশত তরুণ হস্তী, দশসহস্র অশ্ব, স্বর্ণমণ্ডিত ছয়সহস্র রথ এবং কণ্ঠদেশে পদকভূষিত সহস্রসংখ্যক দাসী দিলেন। শ্রীভগবান্

বলদেব দুর্য্যোধনপ্রদত্ত সেইসকল দ্রব্য স্বীকার করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূসহ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অদ্যাপি হস্তিনাপুরের দক্ষিণদিকে গঙ্গাতটে সমুন্নত ভূভাগ শ্রীবলদেবের প্রভাব সূচনা করিতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ দাম্ভিকতাকে আসুরী-সম্পৎ বলিয়াছেন—

দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥
—গীঃ ১৬।৪

অর্থাৎ "দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেকিতা—এইসকল অসদ্গুণ আসুরীসম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন — 'দম্ভঃ স্বস্য অধার্ম্মিকত্বেঽপি ধার্ম্মিকত্ব-প্রখ্যাপনম্' (অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজিতা), দর্পঃ ধনবিদ্যাদিহেতুকো গর্ব্বঃ, অভিমানঃ অন্যকৃত সন্মাননকাঙ্ক্ষিত্বং কলত্রপুত্রাদিষু, আসক্তির্ব্বা, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ পারুষ্যং নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানং অবিবেকঃ।'

এইসকল আসুরীসম্পদই জীবের বন্ধনের কারণ। এজন্য অসুরপ্রকৃতি ধর্ম্মধ্বজী দাম্ভিক কখনই শ্রীভাগবত বক্তা বা ব্যাখ্যাতা হইতে পারে না। ইহারা যতবড়ই পণ্ডিত হউক না কেন, ইহাদের মুখে ভাগবত শুনিয়া কাহারও প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। এজন্যই সদ্ধর্ম্মসংরক্ষক শ্রীভগবান্ বলদেব রোমহর্ষণসূতকে সংহার করিয়া তৎপুত্র পরমভাগবত শ্রীউগ্রশ্রবাসূতকেই ভাগবত-বক্তার আসন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। জগদ্গুরু বলদেব স্বয়ং যাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যাতা আচার্য্যের আসন দিয়া গিয়াছেন, তিনিই ঋষিগণের সর্ব্বসংশয়-সংচ্ছেত্তা—ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দানে সম্পূর্ণ সমর্থ, ঋষিগণ তাঁহারই শ্রীমুখে শ্রীভাগবত শ্রবণ করতঃ সর্ব্বসংশয় পরিমুক্ত।

শ্রীউগ্রশ্রবা সূত প্রথমে শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুকদেবকে প্রণাম করিয়া শ্রীভাগবত বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আবার শেষেও সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হইয়া শ্রীভাগবত বর্ণন সমাপ্ত করিলেন। শ্রীসূত কহিলেন—

অহঞ্চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং
শ্রুতং পুরা মে পরমর্ষিবক্ত্রাৎ।
প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ
সদসি ঋষণাং মহতাঞ্চ শৃণ্বতাম্॥
ভাঃ ১২।১২।৫৭

[পুরাকালে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন ব্রতে শ্রবণকারী ঋষিগণ এবং অন্যান্য মহাজনগণের সভায় আমি শ্রীশুকদেবের মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, সম্প্রতি আপনারা (অর্থাৎ শৌনকাদি ঋষিগণ) আমার চিত্তে পুনরায় সেই আত্মতত্ত্ব স্মৃতি পুনরুদ্ভাবিতা করিয়াছেন।"]

পরমভাগবত শ্রীসূত গোস্বামী শুকপরীক্ষিৎ-সংবাদ রূপ শ্রীভাগবতই পুনরায় নৈমিষারণ্যে নিরন্তর সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বজনারাধ্য সর্ব্বদেবদেব শ্রীজগদীশ্বর নারায়ণ-ভজনপরায়ণ শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষিকে শ্রবণ করাইলেন। নিখিলভুবনপাবন বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় (শ্রীমধ্ব-রামানুজবিষ্ণুস্বামীনিম্বাদিত্য) এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই শ্রীভাগবতকে পরম প্রামাণিক সর্ব্বশাস্ত্রসার গ্রন্থরত্নরূপে বহুমানন করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ গোস্বামিবর্গ এই ভাগবতকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের যাবতীয় সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কলিকলুষবিনাশী নিখিলজগৎপতি শ্রীহরি এই শ্রীভাগবতে নিরন্তর কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যিনি তদ্গত চিত্তে প্রত্যহ প্রতিপ্রহর প্রতিক্ষণ অপরের নিকট ইহার কীর্ত্তন করেন বা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইহার একটি শ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ, শ্লোকচতুর্থাংশ বা শ্লোকাষ্টম্ভাগও অনুক্ষণ শ্রবণ করেন, তিনি আত্মাকে পবিত্র করেন। এই গ্রন্থরাজকে দম্ভাহঙ্কারশূন্য ভক্তিপূত চিত্তে সেবা করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হইতে পারিব। ইহাকে প্রাকৃত লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের যন্ত্রমাত্রে পরিণত করিতে যাওয়ার ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধি অতীব গর্হণীয় ও মহা অপরাধব্যঞ্জক। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ ইঁহার শাব্দিক অবতার শ্রীভাগবতরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিতে নষ্টচক্ষু অজ্ঞানান্ধ জীবগণকে দিব্যজ্ঞানচক্ষু প্রদান করিতেছেন। শ্রীভাগবত একাধারেই শ্রীকৃষ্ণ—কার্ষতত্ত্ব।

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লেখনী হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

"এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সবে পুরুষার্থ—'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব-অভিমত॥
মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥
ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে।
প্রভু বলে—সে অধম কিছুই না জানে॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥
সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥
সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব, তার শাস্তা যম॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১শ অধ্যায়

"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়॥"

—ঐ ম ২১।৮১ ৮২

শ্রীভাগবতগ্রন্থ, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব—এই চারিটি ভগবৎ সম্বন্ধিবস্তু—'তদীয় বস্তু' শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহরূপে পূজিত হন। "বহির্ব্বিচারে শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজ্যবুদ্ধি করিতে হয়। তাদৃশ প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিয়াও শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব—ইঁহারা জগতের ভোগ্যবিচারে পরিদৃষ্ট হইলেও ইঁহারা ভোক্তৃভাবসম্পন্ন অভিন্ন ঈশ্বরবস্তু ও প্রভুতত্ত্ব—চিন্ময়জ্ঞানপ্রদাতা,—বেদশাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'তদীয়-সেবন' ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে 'তদীয়' বলিতে তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবত—এই চরিটি বস্তু জানাইয়াছেনঃ—

"তদীয়—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১২১

ঐ শ্রীচরিতামৃত অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইরূপ জানাইয়াছেন—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১ অঃ) "সার্ব্বভৌমপিতা বিশারদ মহেশ্বর। তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥ সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১ম পঃ)—"কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ"। ইনি মুমুক্ষু হইয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। একদিন ইঁহার পাঠকালে শ্রীবাস পণ্ডিত (প্রেমভরে) ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার পাষণ্ড ছাত্রগণ শ্রীবাসকে বিতাড়িত করেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯ ও ২১ অঃ)। বহুপরে একদিন মহাপ্রভু ঐ পথে আসিয়া দেবানন্দকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া ক্রোধবশে বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন দেবানন্দকে তীব্রভর্ৎসনা করিলেন। দেবানন্দের মহাপ্রভুতেও বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার বহু সৌভাগ্যক্রমে একবার বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে দেবানন্দ বক্রেশ্বর-প্রসাদে প্রচুর মহিমা অবগত হন এবং প্রভু তাঁহাকে ভাগবতের ভক্তি ব্যাখ্যা করিতে বলেন। ইনি ব্রজের নন্দের সভাপণ্ডিত ভাগুরি মুনি (গৌঃ গঃ ১০৬, ৭৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।" —চৈঃ চঃ আ ১০।৭৭ অনুভাষ্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—বহির্ব্বিচারে যিনি যত বড়ই পণ্ডিত হউন না কেন, ভক্তিহীন ব্যক্তির শ্রীভাগবত পাঠ ত দূরের কথা, স্পর্শ করিবারও অধিকার নাই। দুই চারিটি ভাগবতীয় শ্লোক মুখস্থ বলিতে বা ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই তিনি ভাগবতের প্রকৃত বক্তা হইয়া

পড়েন না। বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীল দামোদর স্বরূপ এইরূপ হিতোপদেশ করিতেছেন—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১৩১-২

উহার অনুভাষ্যে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতব্রত-নিষ্ঠ মায়াবাদীর নিকট বা ভক্তিহীন শব্দচতুর বৈয়াকরণের নিকট বা অর্থগৃধ্নু বিষয়সেবীর নিকট ভাগবত পড়িতে বা শুনিতে গেলে তৎফলে কৃষ্ণসেবা লাভ হইবে না, পরন্তু কৃষ্ণরসের পরিবর্ত্তে জড়রসভোগ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। ত্যক্ত-বিষয় পরমহংস বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত পড়িতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একান্ত চরণাশ্রিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত ভাগবতার্থই বৈষ্ণবের একমাত্র সম্পত্তি।"

"শ্রীচৈতন্যভক্তগণ—নিত্যহরিপার্ষদ ও অপ্রাকৃততত্ত্বের একমাত্র জ্ঞাতা। তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে অনবচ্ছিন্ন সঙ্গ করিলে জীবের প্রাকৃত ভোগোত্থ অজ্ঞানসমূহ নিরস্ত হইয়া যথার্থ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধ হইবে।"

ভক্তিহীন ব্যক্তি মালাতিলকাদি ধারণপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভাগবত-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নিজেও মরে, অপরকেও মারে—

"শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ২।৬৮

অত্রিসংহিতায় লিখিত আছে—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥"

অর্থাৎ "বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব লাভের অভাব হইলে তিনি পুরাণবক্তা হন এবং পুরাণবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইলে কৃষক হইয়া পড়েন। তাহাতেও তাঁহার ভোগের ব্যাঘাত হইলে উহা ছাড়িয়া দিয়া ভাগবতপাঠক বা 'ভণ্ড ভাগবত' হইয়া পড়েন।"

এই ভণ্ড ভাগবতের দলই ভাগবতকে পণ্যদ্রব্যের অন্যতম বিচারে ভাগবত-ব্যবসায়ী হইবার দুর্ব্বুদ্ধি বরণ করে।

শ্রীমদ্ ভাগবতপাঠ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা শ্রীভাগবতচরণে মহা অপরাধব্যঞ্জক। 'ন ব্যাখ্যামুপ-যুঞ্জীত', 'নোপজীবেত জীবিকাম্' (ভাঃ ৭।১৩।৮, ৭) প্রভৃতি বাক্যে শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা সম্পাদন বিশেষভাবে গর্হণ করা হইয়াছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদও 'ন ব্যাখ্যয়োপজীবেত' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক উহা নিষেধ করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (প্রকৃতিখণ্ড, ২১শ অঃ) লিখিত আছে—"যো হরের্নামবিক্রয়ী যো বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ" অর্থাৎ শ্রীহরিনাম এবং বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্র বিষহীন সর্পতুল্য।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ "দুইভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার। দুই ভাগবতসঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥ এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র। আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥ দুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥" (চৈঃ চঃ আ ১।৯৮-১০০) অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তভাগবতের আনুগত্যে গ্রন্থভাগবত অনুশীলনফলে শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। শুদ্ধ-ভক্তি হইতেই প্রেমোদয় হয়। শ্রীভগবান্ গৌরনিত্যানন্দ সেই প্রেমেই বশীভূত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ ভাগবতও তাহাই বলিতেছেন—

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥

অর্থাৎ ভক্ত ভাগবতের শ্রীমুখে গ্রন্থভাগবত শ্রবণ-ফলে পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তির আনুষঙ্গিকফলে জীবের শোক মোহ ভয়াদি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়।

হরিয়াণা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লীতে
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

হরিয়াণা (পাঞ্জাব) ঃ—পাঞ্জাবে হোশিয়ারপুর সহর হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী এই সহরটী। সহরটী আকারে ছোট হইলেও অনেকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র এখানে আছে। স্থানীয় সজ্জনগণ সহরের শেষ সীমায় দুইটী কূপ স্বামিজী-গণকে, দেখাইলেন যেখানে সারা বৎসর জল থাকে এবং এত নিকটে যে হাত দিয়া জল তোলা যায়। পূর্ব্বে নাকি সহরবাসিগণ এখান হইতেই জল লইতেন। স্থানীয় সজ্জন শ্রীবালকৃষ্ণজী ও মাই ভগবতী শিক্ষা সমিতির সদস্যগণের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্য-দেব লুধিয়ানা হইতে ২৭ এপ্রিল সদলবলে হরিয়াণা সহরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণযুক্ত মাই ভগবতী বিদ্যালয়ে থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের হলে ২৭ ও ২৮ এপ্রিল প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে সভার ব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও দাতারপুর গদীনশিন মহন্ত ও পাঞ্জাবের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরামপ্রকাশজী ভাষণ প্রদান করেন। স্বামীজিগণের শ্রীমুখে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রথমবার শ্রবণ করিয়া স্থানীয় শিক্ষিত নরনারীগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

২৮ এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫-৩০ টায় মাই ভগবতী বিদ্যা-লয় হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, বহু পতাকা বাদ্যাদি সহযোগে বহির্গত হইয়া সহরের মুখ্য ঘনবসতি এলাকার রাস্তা পরিক্রমা করতঃ উক্ত বিদ্যা-লয়ে আসিয়া সমাপ্ত হয়। নগরসংকীর্ত্তনে বহু নর-নারী যোগ দেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন এইরূপ বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা তাহাদের জীবনে তাহারা কখনও দেখেন নাই।

২৯ এপ্রিল প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রামানুযায়ী পার্টিসহ হোশিয়ারপুর যাত্রা করেন।

হোশিয়ারপুর (পাঞ্জাব) ঃ—হোশিয়ারপুরবাসী ভক্ত-বৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য সদলবলে ১৬ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল বুধবার হোশিয়ারপুরে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক বাদ্যভাণ্ডাদিসহযোগে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে সাধুগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ২৯ এপ্রিল হইতে ৪ মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমের সংকীর্ত্তন-হলে ধর্ম্মসভায় মুখ্যভাবে ভাষণ দেন মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও মঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন মঠের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় গোপাল মন্দিরে দুইদিন, শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে একদিন প্রাতে এবং শ্রীমদন গোপাল আগরওয়ালার বাসভবনে মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় বক্তৃতা করেন শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজনকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীরাধা-কান্ত ব্রহ্মচারী শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

২ মে শনিবার প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম হইতে বাদ্যাদিসহ বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করে। হরিয়াণা, জালন্ধর আদি সহরের বহু ভক্ত নগর সংকীর্ত্তনে যোগ দেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীপ্রভু উপদেশাদির দ্বারা পার্টির সেবকগণকে সেবাকার্য্যে প্রোৎসাহিত করেন। কীর্ত্তন, মৃদঙ্গবাদন, রন্ধন প্রভৃতি

বিভিন্ন সেবায় আনুকূল্য করেন শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী। শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য-ত্রয় শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল, শ্রীঅমরচাঁদ সৈনী ও শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে ও বৈষ্ণবসেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও আনুকূল্য করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমের সভাপতি, সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দকেও প্রচারানুকূল্যের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

জগদ্ধাত্রী (হরিয়াণা):—জগদ্ধাত্রীনিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য লালা বৃজভূষণলাল গুপ্ত মহাশয়ের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ ২২ বৈশাখ, ৫ মে মঙ্গলবার হোশিয়ারপুর হইতে জগদ্ধাত্রী সহরে শুভপদার্পণ করেন। পিতলের বাসনের কারখানার জন্য জগদ্ধাত্রী সহরের প্রসিদ্ধি ভারতের সর্ব্বত্র সুবিদিত। জগদ্ধাত্রী রেলষ্টেশনটী জগদ্ধাত্রী সহর হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী। রেলষ্টেশনের সংলগ্ন সহরটীর নাম যমুনানগর, যেখানে বহু সুগার মিলাদি রহিয়াছে। ভারতে শিল্পোন্নতির প্রসারতা হরিয়াণা ও পাঞ্জাবেই দৃষ্ট হয়।

লালা বৃজভূষণজীর বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। ৫ই মে হইতে ৭ই মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় স্থানীয় সিভিল লাইনস্থিত শ্রীগোপালকৃষ্ণ মন্দিরে ধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশে ভাষণ দেন শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন শ্রীপাদ ভক্তি-কুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। জগদ্ধাত্রী সহরের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবকবৃন্দের পক্ষে লালা শ্রীবৃজভূষণ লালজী, শ্রীগোপালকৃষ্ণ মন্দিরের সভাপতি শ্রীজয়ভগবান্‌জী, সম্পাদক শ্রীহরিচন্দনজীকে তাঁহাদের বিশেষ প্রচারানুকূল্যের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

৬ই মে বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে জগদ্ধাত্রী ওয়ার্কসপের শ্রীরামনাথজী কাপুরের আহ্বানে তাঁহার গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণববৃন্দ সমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ):—পাঞ্জাব ও হরিয়াণায় প্রচার সফররত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দসহ ২৫শে বৈশাখ, ৮ই মে শুক্রবার সন্ধ্যায় জগদ্ধাত্রী হইতে উত্তরপ্রদেশান্তর্গত দেরাদুন সহরে আসিয়া শুভপদার্পণ করতঃ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা ১৮৭, ডি-এল্ রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপনীত হইলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। দেরাদুনে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনোপলক্ষে মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ৮ই মে হইতে ১৫ই মে পর্য্যন্ত স্থানীয় মঠ প্রাঙ্গণে প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার আয়োজন করেন। ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমঠের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ। সুললিত ভজনকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধা-কান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীজ্যোতিপ্রসাদজী। ১৩ই মে বুধবার ও ১৪ই মে বৃহস্পতিবার শ্রীমঠপ্রাঙ্গণে বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে দেরাদুন জেলার জেলাধীশ শ্রী ও-পি শর্ম্মা ও স্থানীয় ডি-এ-ভি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের হিন্দী বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক শ্রীজি-পি শুক্লা। প্রধান অতিথি পদে বৃত হন যথাক্রমে গীতাভবনের সভাপতি শ্রীসর্দ্দারী লাল ওবরায় ও মিউনিসিপাল

মেডিকেল অফিসার ডক্টর আর্ এস্ চৌধুরী। নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয় "ঈশ্বরবিশ্বাসের উপকারিতা" ও "দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার" সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে সুচিন্তিত ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ প্রাতে স্থানীয় দিলারামবাজার মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজও একদিন বলেন। এতদ্ব্যতীত সহরের বিভিন্ন এলাকায়—শ্রীমুরলীধর সিংহলের গৃহে, ইউনাইটেড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর মালিকের গৃহে, শেঠ শ্রীসুন্দরদাসজীর বাসভবনে, শ্রীযুক্তা ষোড়শীবালা দেবী, শ্রীমানপ্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীমতী লীলাবতী গোয়েল এবং শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী প্রভুর (শ্রীনবীন চাঁদ শর্ম্মার) গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন ও অভিমানদৃপ্ত পাণ্ডিত্য পরিবেশনের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলেন,—"Means is justified by the end. উপেয়ের (উদ্দেশ্যের) শুদ্ধিতা অশুদ্ধিতার উপর উপায়ের শুদ্ধিতা অশুদ্ধিতা নির্ভর করে। বিষ্ণুতে সমর্পিত হইয়া বিষ্ণুপ্রীতির উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর নামরূপগুণলীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি ও মঙ্গলময়। অসমর্পিতাত্ম ব্যক্তি অবান্তর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া যাহা কিছু করেন তাহা অভক্তি ও অমঙ্গলময়। হরি-গুরু-বৈষ্ণবেতে আনুগত্য রহিত হইয়া তাঁহাদের প্রসন্নতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া নিজ পাণ্ডিত্যের গরিমা এমনকি, ভক্তিসিদ্ধান্তবক্তা জাহির করিবার চেষ্টা হরিকথামৃত পরিবেশন নহে। আমি ভক্তিসিদ্ধান্ত এমন বুঝিয়াছি যে শ্রীল গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণও তাহা বুঝেন নাই, এমন অভিমান লইয়া কোনও কথা বলা হইলে তাহাও হরিকথা নহে। হরিকথা পরিবেশনকারী ব্যক্তির হৃদয় সর্ব্বদা দৈন্যভাবযুক্ত, কোমল, স্নিগ্ধ ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবে নিষ্কপট প্রপত্তিযুক্ত থাকিবে। তাঁহাদের কৃপাতেই প্রপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে হরিকথার স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। যদি সত্যই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার উদ্দেশ্যেই হরিকথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, যদি সত্যই হরি-গুরু-বৈষ্ণব উক্ত কথার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ফলস্বরূপ কীর্ত্তনকারীর হৃদয় প্রসন্ন, স্নিগ্ধ ও কোমল হইবে। হরিকথার যথার্থ কীর্ত্তনকারীর হৃদয় কখনও অপ্রসন্ন ও ক্ষুব্ধ থাকিতে পারে না। ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ কথা শ্রবণে ভক্তের সুখ না হওয়ার কারণ, উহা ভগবানের প্রসন্নতা উৎপাদক নহে। এইজন্য ভক্ত ও ভগবানের প্রসন্নতাই একমাত্র উদ্দেশ্য। অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা কথা বলেন তাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ ও অশান্ত থাকে। "ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে।" "অর্থ, স্ত্রীলোক আর যশ—এগুলি বদ্ধজীবের আকাঙ্ক্ষা। এটা সাধকের মধ্যে থাকে, কিন্তু এগুলিকে আমরা প্রশ্রয় দিব না, বর্জ্জন করবো, কখনও সমাদর করবো না।" —শ্রীল গুরুদেব। নিষ্কপটভাবে যাহারা হরিভজনের চেষ্টা করেন তাহাদের কখনও দুর্গতি হয় না! ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত ও গুরুদেব তাহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা ও পালন করেন। "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"—গীতা। হরিগুরুবৈষ্ণবে প্রপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে কৃপালোক প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত কিছুর সামঞ্জস্য দর্শনে যোগ্যতা অর্পণ করে। নিজ সীমাবিশিষ্ট বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতে গিয়া আমরা কেবল অসামঞ্জস্যই দেখিব ও অশান্তি ভোগ করিব।"

১৫ই মে রাত্রিতে সভাশেষে সমুপস্থিত কয়েকশত ভক্তকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমদাসজী, শ্রীতুলসীদাসজী, শ্রীদেবকীনন্দনজী, শ্রীমানপ্রকাশজী, শ্রীছজ্জুলালজী (শ্রীললিতাপ্রসাদজী), শ্রীজ্যোতিপ্রসাদজী, শ্রীমহেশ্বর প্রসাদজী (শ্রীমেঙ্গারামজী), শ্রীমান্ অশোক প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবা-চেষ্টার ধর্ম্মসম্মেলন ও বার্ষিক উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী সভামণ্ডপকে সুসজ্জিত করিতে সাহায্য করেন।

দিল্লীতেঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধবগোস্বামী মহারাজের আশ্রিত দিল্লীনিবাসী গৃহস্থভক্তবৃন্দ ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত বিশিষ্ট সজ্জনগণের আহ্বানে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ দশমূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী বৈষ্ণব-সহ গত ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৬মে শনিবার সন্ধ্যায় দেরাদুন হইতে দিল্লীতে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ-ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশালগ্রাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসিয়া বিভিন্নভাবে প্রচারানুকূল্য করেন। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীগড় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, বৃন্দাবন মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ এবং গোকুল মহাবন মঠ হইতে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রচার পার্টির সহিত যোগ দেন।

নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জস্থিত আগরওয়াল পঞ্চায়তি ধর্ম্ম-সভার সংকীর্ত্তনভবনে ১৬ই মে হইতে ২৩শে মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ১৭ই মে হইতে ২৩শে মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ধর্ম্মসভায় মুখ্যভাবে ভাষণ দেন শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। এতদ্-ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ। সুললিত ভজন-কীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা আনন্দ বর্দ্ধন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-ললিত নিরীহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-কুসুম যতি মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীসচ্চিদা-নন্দ ব্রহ্মচারী।

১৮ই মে সোমবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালা হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নিউদিল্লী সহরের পাহাড়গঞ্জ ও তন্নিকটবর্ত্তী এলাকার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করেন।

২৪ মে রবিবার দিল্লীর শঙ্করপুর এলাকায় স্বধাম গত শ্রীত্রিভুবন দাসাধিকারী প্রভুর (শ্রীতিলকরাজ অরোরার) বাসভবনে পূর্ব্বাহ্নে, পাহাড়গঞ্জ এলাকায় মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীত্রিলোকীনাথ আগরওয়ালার গৃহে রাত্রিতে এবং ২৫শে মে সোমবার মডেল টাউনে শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েলের বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা উপদেশ করেন। পূজ্যপাদ্ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীতিলকরাজ অরোরার গৃহে ও লালা শ্রীত্রিলোকী নাথের গৃহে কৃষ্ণভজনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেন।

লালা শ্রীত্রিলোকীনাথজী তাঁহার বাসভবনের দ্বিতলে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও পূজনীয় বৈষ্ণবগণের বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হন।

স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও আগরওয়াল পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালা ও রামায়ণসৎসঙ্গের সদস্যবৃন্দ, যাঁহারা বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার সেবায় সর্ব্বতোভাবে যত্ন ও আনুকূল্য করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীশের সিং গর্গ, শ্রীহরসহায় মলজী, শ্রীপ্রহ্লাদরায় গোয়েল, শ্রীরামচন্দ্রজী, মাষ্টার শ্রীবৃজপাল গুপ্তা, শ্রীশ্যামসুন্দর লাল গুপ্তা, শ্রীমঙ্গল সৈন কিরানেওয়ালে, শ্রীরামেশ্বর দয়াল, শ্রীবাবুলাল আগরওয়াল, শ্রীবৃজকিশোরজী, শ্রীগঙ্গাসহায় আগরওয়াল, জগদীশ প্রসাদ খাণ্ডেলওয়াল, শ্রীরূপনারায়ণজী, লালা শ্রীত্রিলোকী-নাথজী, শ্রীরামভক্ত আগরওয়াল, ভক্ত শ্রীতুলসী দাসজী ও শ্রীরামনাথজী।

হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে বাৎসরিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** কৃপা-প্রার্থনামুখে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব গত ২১ জ্যৈষ্ঠ, ৪ জুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ৭ জুন রবিবার পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উক্ত বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য দিল্লী হইতে সদলবলে ১২ জ্যৈষ্ঠ, ২৬ মে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস প্রাতে সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্ত ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় ভক্তগণের অনুরোধক্রমে গত ২৭শে মে হইতে ৩রা জুন পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে শ্রীভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীমঠের দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি-পদে বৃত হন যথাক্রমে ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রী বি-আর্- শাস্ত্রী, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যসরকারের ভাষাবিভাগের চেয়ারম্যান্ শ্রীবন্দেমাতরম্ রামচন্দ্র রাও এবং হুডার চেয়ারম্যান্ শ্রী এম্ বালাইয়া। "মঠ ও মন্দিরের উপকারিতা", "নিত্যশান্তি লাভের উপায়" "শ্রীভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন" —নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়ের উপর শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। রাজামুন্দ্রী ও বিশাখাপট্টনমস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ প্রথম দিনের অধিবেশনে তেলেগু ভাষায় শ্রোতৃবৃন্দকে মঠ ও মন্দিরের উপকারিতা সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। প্রাতের সভায় অন্যান্য স্বামীজিগণ ব্যতিরিক্ত পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভুও হরিকথা উপদেশ করেন। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

২১ জ্যৈষ্ঠ, ৪ জুন বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাবিনোদ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক প্রকট তিথি উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণে পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগ, আরাত্রিক ও তৎপশ্চাৎ মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সহস্রাধিক নরনারী মহোৎসবে যোগদান করতঃ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমাতাদিনজী উৎসবের পূর্ণানুকূল্য করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন।

২৪ জ্যৈষ্ঠ, ৭ জুন রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বাদ্যাদি ও সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ হায়দরাবাদ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব Divine Life Societyর সদস্য এড্ভোকেট্ শ্রীবেণুগোপাল রেড্ডির এবং ইঞ্জিনিয়ার শ্রী কে-জি পাঞ্জার বিশেষ আহ্বানে সেকেন্দ্রাবাদে Divine Life Societyর আশ্রমে ও পাঞ্জা মহোদয়ের বাসভবনে ৭ জুন ও ৮ জুন রাত্রি ৭ ঘটিকায় ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রীবেণুগোপাল রেড্ডি মহোদয় পরবর্ত্তিকালে যখনই আচার্য্যদেব হায়দরাবাদে শুভাগমন করিবেন অন্ততঃ দশদিনের জন্য যেন তিনি তাহাদের আশ্রমে ইংরাজী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে বলেন এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

হায়দরাবাদ সহরের আলিয়াবাদনিবাসী শ্রীমঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণারেড্ডি মহোদয়ের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের সাধুবৃন্দ সহ ৮ জুন মধ্যাহ্নে তাঁহার বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে তাঁহার শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন

করেন। তথায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক বিরাট্ সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বল্পসময়ের জন্য শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী শ্রীজগদ্দাসজীর গৃহে ভক্তবৃন্দসহ পদার্পণ করতঃ হরিকথা উপদেশ ও হরিকীর্ত্তন করেন।

হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের মুখ্য সেবাপ্রচেষ্টায় এবং শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস, শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রবীর সাধুখাঁ, শ্রীভকতজী, শ্রীবলদেব দাসাধিকারী, শ্রীচন্দ্রাইয়া দাসাধিকারী, শ্রীজগৎদাসজী প্রভৃতি মঠাশ্রিত ও গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। প্রচার পার্টির সহিত যাহারা ছিলেন তন্মধ্যে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল গোস্বামী, শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

বিরহ--সংবাদ

শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা (ময়নাগুড়ি): — নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়ি-নিবাসী (জিলা — জলপাইগুড়ি) শ্রীবঙ্কুবিহারী দাসাধিকারী গত ২৪ বৈশাখ, ১৩৮৮; ৭ মে ১৯৮১ বৃহস্পতিবার শেষরাত্রি ৩-৩০ মিঃ এ তাঁহার নিজ ভবনে দেহরক্ষা করেন। তিনি প্রথমে সস্ত্রীক হরিনাম মহামন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন, পরের বৎসর তাঁহার আর্ত্তিযুক্ত প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেব তাঁহার গৃহে শুভ পদার্পণ করিলে পুত্র-কন্যাদি তাঁহার পরিবারের সকলেই শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত হন। শ্রীবঙ্কুবিহারী প্রভুর গৃহটি সত্যই বৈষ্ণব-গৃহ। শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত বহু বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহকে কেন্দ্র করিয়া তথায় শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়া থাকেন। এমন কি পাশ্চাত্য-দেশবাসী ভক্তগণও তাঁহার গৃহে অবস্থান করতঃ হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীবঙ্কুবিহারী প্রভুর গৃহের সকলেই বৈষ্ণবসেবায় রুচিবিশিষ্ট এবং তাহাদের বৈষ্ণবসেবার পরিপাটি আদর্শস্থানীয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁহার অকস্মাৎ স্বধাম-প্রাপ্তিতে বিশেষভাবে ব্যথিত।

তাঁহার দুই পুত্র—শ্রীগোপালদাস ও শ্রীনিতাইদাস নিজ ভবনে বৈষ্ণবস্মৃতি বিধানানুযায়ী ১১শ দিবসে মহাপ্রসাদ নিবেদন ও বৈষ্ণবহোমাদিসহ পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করেন। পৌরোহিত্য কার্য্য করেন—সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠবাসী শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী প্রভু। কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীব্রজগোপাল দাসাধিকারী বিভিন্নভাবে আনুকূল্য করিয়া অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। তদ্ব্যতীত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু গৃহস্থ ভক্ত এবং আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব। তাঁহার জামাতা শ্রীদিলীপ সাহা সকলের তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীভাগবত পাঠ, শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিষ্ণু-বৈষ্ণব তোষণমূলক ভক্ত্যঙ্গসমূহ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

গত ২রা আষাঢ় (১৩৮৮), ১৭ই জুন (১৯৮১) বুধবার শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের শাখামঠ যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানাভাবে বিশেষ বিবরণ শ্রীপত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে

শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন ও ৮৪ ক্রোশ

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন

"যথা মাঘে প্রয়াগঃ স্যাদ্বৈশাখে জাহ্নবী যথা।
কার্ত্তিকে মথুরা সেব্যা ততোৎকর্ষপরো ন হি॥
কিং যজ্ঞৈঃ কিন্তপোভিশ্চ তীর্থৈরন্যৈশ্চ সেবিতৈঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চেদর্চ্চ্যতে রাধিকাপ্রিয়॥" —পদ্মপুরাণ

"মাঘমাসে প্রয়াগ ও বৈশাখ মাসে জাহ্নবীসেবার ন্যায় কার্ত্তিক মাসে মথুরা পরমাদরে সেবনীয়, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট আর নাই। কার্ত্তিকে যিনি মথুরাধামে শ্রীরাধাপ্রিয় দামোদরের অর্চ্চন করেন, তাঁহার আর যজ্ঞ, তপস্যা ও অন্যান্য তীর্থসেবার কি প্রয়োজন?"

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এই বৎসর শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত (শ্রীউর্জ্জব্রত কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা) পালন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, খদিরবন, কাম্যবন, বৃন্দাবন—যমুনার পশ্চিমতীরস্থ এই সাতটি এবং পূর্ব্বতীরস্থ ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, লৌহবন, গোকুলমহাবন—এই পাঁচটি, মোট দ্বাদশবন এবং বিভিন্ন উপবনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। দেহ-গেহ-কলত্র-বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে যেমন তত্তদ্বিষয়ে আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়; তদ্রূপ শ্রীভগবান, শ্রীভগবদ্ভক্ত ও শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তাঁহাদের প্রতি আসক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং শুদ্ধ-প্রেমা লাভের অধিকারী হওয়া যায়। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিপিপাসু সজ্জনদিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ কিঞ্চিদধিক একমাসের জন্য অবসর লইয়া সাধুভক্তবৃন্দের আনুগত্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, শ্রীভাগবত-শ্রবণ, মথুরা-বাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবনরূপ পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলনমুখে শ্রীব্রজধাম পরিক্রমার এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শ্রীমথুরায় পৌঁছিবার তারিখ—পরিক্রমণেচ্ছু যাত্রিগণকে ২২ আশ্বিন (১৩৮৮), ৯ অক্টোবর (১৯৮১) শুক্রবার শ্রীএকাদশী-তিথিতে মথুরা-ঠিকানায় পৌঁছিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা—যাঁহারা কলিকাতা হইতে মঠের সাধুগণের সহিত যাইবেন তাঁহারা আগামী ২১ আশ্বিন (১৩৮৮), ৮ অক্টোবর (১৯৮১) বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা ৫০ মিঃ এ হাওড়া ষ্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস অপরাহ্ণে মথুরা জংসন ষ্টেশনে পৌঁছিবেন।

ব্রতারম্ভ ও সমাপ্তি—২২ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর শুক্রবার শ্রীএকাদশীবাসর হইতে আরম্ভ হইয়া ২২ কার্ত্তিক, ৮ নভেম্বর রবিবার শ্রীউত্থান একাদশী তিথি পর্য্যন্ত দামোদরব্রত, পরে ২৬ কার্ত্তিক, ১২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ভীষ্মপঞ্চক এবং শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা তিথি পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করা হইবে।

প্রত্যাবর্ত্তন—২৭ কার্ত্তিক, ১৩ নভেম্বর শুক্রবার যাত্রিগণ শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কলিকাতার যাত্রিগণ উক্ত তারিখে মথুরা জংসন ষ্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসযোগে যাত্রা করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট ব্যয়—শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন, ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজধাম পরিক্রমণ ও শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট দিবসে যোগদান হইতে ব্রত সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রীমঠের ব্যবস্থাধীনে মাসাধিকব্যাপী শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন (ব্রতকালে শাস্ত্রবিহিত আহারের ব্যবস্থা থাকিবে), দূর দূর স্থানে গমনাগমনের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া, প্রাথমিক চিকিৎসাদির জন্য নিজ ব্যয় বাবদ্ খরচের টাকা মঠকর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী স্থানে যাঁহারা পদব্রজে যাইতে পারিবেন না তাঁহারা টাঙ্গা রিক্সাদির ভাড়া বাবদ্ নিজ নিজ ব্যয়ের পৃথক্ ব্যবস্থা করিবেন। কলিকাতা হইতে শ্রীমঠের দায়িত্বে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে হাওড়া ষ্টেশন হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাতায়াত ট্রেণভাড়া প্রভৃতি বাবদ্ নিজ খরচের টাকা অতিরিক্ত জমা দিতে হইবে। রেলওয়ে পাশ থাকিলে মাত্র রেলভাড়া বাদ যাইবে।

যাত্রিগণের জ্ঞাতব্যবিষয়—যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এখন হইতে নিজেদের নাম ও ঠিকানা সহ খরচের নির্দ্দিষ্ট টাকা ১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট সোমবার মধ্যে জমা দিয়া সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করতঃ নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি, কিছু শীতবস্ত্র ও গরমের উপযোগী বস্ত্রাদি লইবেন। এতদ্ব্যতীত ছোট থালা, বাটি গ্লাস, ঘটি, টর্চ্চ আদি সঙ্গে লইবেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক কিংবা শ্রীবৃন্দাবনস্থ শাখামঠের মঠরক্ষকের (সহ-সম্পাদকের) নিকট সাক্ষাদ্‌ভাবে অথবা পত্রের দ্বারা বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য। নিবেদক—

অবস্থান শিবির	তারিখ
১। মথুরা	৯।১০ হইতে ১৩।১০
২। গোবর্দ্ধন	১৪।১০ হইতে ১৭।১০
৩। কাম্যবন (বিমলাকুণ্ডতীর)	১৮।১০ হইতে ২১।১০
৪। বর্ষাণা	২২।১০ হইতে ২৫।১০
৫। নন্দগাঁও (পাবনসরোবর কলেজ)	২৬।১০ হইতে ২৯।১০
৬। কোশী	৩০।১০ হইতে ১।১১
৭। গোকুল মহাবন	২।১১ হইতে ৫।১১
৮। শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ	৬।১১ হইতে ১২।১১

(১) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন নং ৪৬-৫৯০০

(২) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিহৃদয় মঙ্গল, যুগ্মসম্পাদক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)

(৩) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, সহ-সম্পাদক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ—বৃন্দাবন
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

২২ কার্ত্তিক, ৮ নভেম্বর রবিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** শুভাবির্ভাব তিথিপূজা এবং শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাবতিথি, পরদিবস মহোৎসব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—দৈবানুরোধে প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনযোগ্য। কোন প্রকার দৈব দুর্ঘটনার জন্য মঠের কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫ পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬ ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৮৮

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ : —

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৮৮

২১শ বর্ষ } ১৪ শ্রীধর, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ১৯৮১ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য এবং ভগবৎশত্রুগণ বিলাসশূন্য সিদ্ধলোক প্রাপ্ত হন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

"বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থ অংশে পরাশরের প্রতি মৈত্রেয়-প্রশ্ন—'হিরণ্যকশিপু ও রাবণের দেহ ধারণপূর্ব্বক যে দৈত্য অমরগণেরও দুষ্প্রাপ্য ভোগসমূহ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মুক্তি লাভ করে নাই, সেই দৈত্য আবার শিশুপালদেহে কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য লাভ করিল?' পরাশরের উত্তর—শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলে হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে 'ইনি বিষ্ণু' এই বুদ্ধি না করিয়া কোন পুণ্যরাশিসমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া মনে করিয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেকহেতু মরণকালে তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার হস্তে নিধনফলে রাবণদেহে ত্রৈলোক্য সম্পদেরও সমধিক নিরতিশয় ভোগ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। এই কারণে ভগবান্‌কে আলম্বন অর্থাৎ সেব্য বিষয়বিগ্রহ বুদ্ধি না করায় তাহার মন ভগবানে বিলীন হয় নাই। সে রাবণ-দেহে কামপরবশত্বহেতু জানকীতে আসক্তচিত্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শনমাত্র করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে শ্রীরামে বিষ্ণুবুদ্ধি না হইয়া, তাহার অন্তঃকরণে কেবল তৎপ্রতি মনুষ্যবুদ্ধিই হইয়াছিল। পুনরায় শ্রীরামহস্তে পতনফলে শিশুপাল দেহে শ্লাঘ্য চেদিরাজ-বংশে জন্ম এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু-জ্ঞানে বহুজন্মপর্য্যন্ত বিদ্বেষ-ফলে তাহার চিত্তে সেই বিদ্বেষ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকায় নিন্দন-তর্জ্জনাদিতেও সে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিত। আর বদ্ধমূল বিদ্বেষপ্রভাবে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি কোন অবস্থায়ই কিছুতেই সেই সুন্দর ভগবদ্রূপ শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্ট চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই। আক্রোশাদিতে সেই নামের উচ্চারণ এবং হৃদয়ে সেই রূপের অবধারণ করিতে করিতে অন্তিমকালে দ্বেষাদি অপরাধ দূর হওয়ায় নিজবিনাশ-নিমিত্ত আগত সুদর্শন-চক্রের কিরণ-চ্ছটায় পরমব্রহ্ম ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছিল। (প্রতিকূল হইলেও) ভগবৎস্মরণপ্রভাবে অভদ্ররাশি দগ্ধ হওয়ায় শিশুপাল ভগবচ্চক্রে নিহত হইয়া ভগবৎসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে মৈত্রেয়, ইহাই তোমার প্রশ্নের উত্তর। প্রতিকূল-অনুশীলন-ফলে কৃষ্ণ-দ্বেষিগণ

যখন বৈরানুবন্ধদ্বারাও সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে, তখন অনুকূল অনুশীলন-ফলে শুদ্ধভক্তগণ যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম-গতি কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই দুই দৈত্য পূর্ব্বে ভগবৎ-পার্ষদ জয় ও বিজয় ছিলেন,—পরাশর এই কথা না বলিয়া তাহারা তিনবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল,—এইমাত্র বলিয়াছেন, অতএব এই ভগবৎপার্ষদদ্বয় যে, সকলকল্পেই অসুররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা পরাশরের অভিপ্রায় নহে। তাহা না হইলে প্রতিকল্পেই ভগবৎপার্ষদের পতন হয়, একথা বড়ই অসঙ্গত (অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুতে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা-শক্তির ন্যায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা-শক্তিও নিত্য বর্ত্তমান। ক্রীড়ামোদী মহারাজ যেমন প্রতিকূল-বৃত্তিবিশিষ্ট ক্রীড়কগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, আবার ক্রীড়কগণের অনুপস্থিতি হইলে স্বীয় পারিষদ বা অনুচরগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ামোদ করেন এবং সেই অনুচরগণও প্রতি কূল-ভাবের সহিত ক্রীড়া করিয়া প্রভুর সন্তোষ বিধান করে, তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণুও প্রতিকূলভাবাপন্ন অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব, অথবা স্বীয় কোন পার্ষদকে প্রতিকূল-ভাবযুক্ত করিয়া এবং তাহারাও প্রতিকূল ভাববিশিষ্ট হইয়া, পরস্পরের যুদ্ধক্রীড়াবৃত্তি চরিতার্থ করেন, এজন্য প্রতিকল্পে ভগবৎপার্ষদের পতন অসঙ্গত।

ভগবান্ যে অলৌকিক নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন, তাহাতে হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুবুদ্ধি হয় নাই, কিন্তু কোন পুণ্যরাশি-জাত প্রাণিমাত্র মনে হইয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেকহেতু বুদ্ধি রজঃপ্রেরিত হওয়ায়, নৃসিংহকে 'ইহা একটী তেজস্বী প্রাণী' এইরূপ ভাবনা করায় সে অন্তিমকালে তাঁহার রূপের ভাবনা করিতে পারে নাই। সুতরাং কেবল নৃসিংহ-হস্তে বিনাশহেতু রাবণ-দেহে সুদুর্ল্লভ ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয়ই ধারণার অভাবে এবং অতিদ্বেষের অভাবে ভগবানে আবেশবুদ্ধি হয় না; ভগবানে এই আবেশ-বুদ্ধি ব্যতীত যে দ্বেষ, তাহা বেণ-রাজার ন্যায়, কেবল নরকের কারণ। অত্যন্ত আবেশ না হইলে নিন্দাদিজনিত অপরাধের বিনাশ হইতে পারে না। আবেশের অভাবে অপরাধ নাশ না হওয়ায় ভগবানের শুদ্ধ স্বরূপের অদর্শনহেতু পরব্রহ্ম নৃসিংহদেব প্রকট থাকিতেও হিরণ্যকশিপু তাঁহাতে লীন হইতে পারে নাই। রাবণদেহেও তাহার চিত্ত অত্যন্ত কাম-পরতন্ত্র হওয়ায় শ্রীরামে তাহার হিরণ্যকশিপুর ন্যায় মনুষ্যবুদ্ধি ছিল। এই কারণে সেই দৈত্য শিশুপালরূপে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় উত্তম ভোগসম্পদ্ লাভ করিল। শ্রীকৃষ্ণে বাসুদেবত্ব থাকায় সেই নামযোগহেতু সে তৎকালে তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মদ্বয়ের মৃত্যুর কারণ নিশ্চয় করিয়া অত্যন্ত দ্বেষ ও পরম আবেশবশতঃ সতত নিন্দা-তর্জ্জনাদিতেও সেই সকল নামকীর্ত্তন করিত এবং তাঁহাতে চতুর্ভুজাদিরূপ দর্শন করিয়া ও বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় করিয়া নামকীর্ত্তনের ন্যায় সেইরূপেরও অনুক্ষণ চিন্তা করিত। তজ্জন্য দ্বেষজনিত পাপরাশি দগ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণনিক্ষিপ্ত চক্রের দীপ্তিদ্বারা তাহার দৈত্যভাব দূর হইয়াছিল এবং শুদ্ধ-সংস্কৃত দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সে তাঁহার উজ্জ্বল পরব্রহ্ম নরাকৃতি দর্শন করে। তৎকালে সুদর্শন-চক্রাঘাতে তাহার দৈত্যদেহ বিনষ্ট হইলে সে পরব্রহ্মে লীন হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষজনিত অতিশয় আবেশহেতু শিশুপাল তাঁহাতে সাযুজ্যলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই কথা বলিয়া এবং নিজের বাল্যলীলায় নিহত পূতনাদির মোক্ষ, কিন্তু অন্যাবতারে এবং ঈশ্বর-চেষ্টাক্রমে নিহত কালনেমি প্রভৃতির মোক্ষভাব আলোচনা করিয়া এই গদ্য কীর্ত্তন করিলেন। 'হি'—প্রসিদ্ধি অর্থে। অন্যান্য অবতার অপেক্ষা অবতারীকে বিদ্বেষ অর্থাৎ প্রতিকূল ভাবেও কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে তাদৃশ অসুরেরও সদ্‌গতি লাভ হয়।"

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(প্রেমতত্ত্ব)

প্রশ্ন—প্রেমের স্বরূপ কি?

উত্তর—"দৃঢ়মমতাশয়াত্মিকা **প্রীতিঃ** প্রেমা॥

প্রীতি দৃঢ়-মমতাতিশয়রূপিণী হইলে 'প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয়॥" —আঃ সূঃ ৮৭

প্রঃ—প্রেমের বিস্তার-ক্রম কি? প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়াদির স্বরূপ কি?

উঃ—"রতি সর্ব্বাতিক্রমী সামর্থ্যপ্রযুক্ত সমর্থা নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা গাঢ় সর্ব্ববিস্মরণকারিণী শক্তি-বিশিষ্টা। বিরুদ্ধ-ভাবদ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হইলে 'প্রেম'-নাম পায়। প্রেম ক্রমে নিজ-মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ করে। * * * পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে প্রেম চিদ্দীপ-দীপন-লক্ষণ প্রাপ্ত হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেন, সেই প্রেমাই 'স্নেহ'। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ-ভেদে স্নেহ দুই প্রকার। অত্যন্ত আদরময় স্নেহই ঘৃতস্নেহ। মদীয়ত্বাতিশয়-রূপ স্নেহই মধুস্নেহ। রতির আকার দুইটী অর্থাৎ 'তাঁহার আমি'—এই ভাবনাময়ী রতি এবং 'তিনি আমার'—এই ভাবনাময়ী রতি। ঘৃতস্নেহে 'আমি তাঁহার'—এই ভাবটী চন্দ্রাবলীর স্নেহ। মধুস্নেহে 'তিনি আমার এই ভাবটী শ্রীরাধার মধুস্নেহ। উৎকৃষ্ট স্নেহ অদাক্ষিণ্য ও কৌটিল্য-প্রকাশ-পূর্ব্বক 'মান' হয়। উদাত্ত ও ললিত-ভেদে মান দুই প্রকার। অভেদ-মননরূপ বিশ্রম্ভযুক্ত মানই 'প্রণয়'। কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়া প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রণয়ের উৎকর্ষে অতিশয় দুঃখ ও সুখরূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহাই 'রাগ'। নীলিমা ও রক্তিমা-ভেদে রাগ দুইপ্রকার। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাসাদি সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ ভাবান্তর। যে রাগ স্বয়ং নব-নব ভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে নব-নব করিয়া দেয়, তাহাই 'অনুরাগ'। ইহাতে বশীত্বভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং অপ্রাণিমধ্যে জন্মলালসা হইয়া অনুরাগ অনন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি করায়। **বিপ্রলম্ভই প্রেমবৈচিত্ত্য**। যাবদাশ্রয় বৃত্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং বেদ্য-দশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই 'ভাব' বা 'মহাভাব' হন।" —চৈঃ শিঃ ৭।৭

প্রঃ—প্রীতির-স্বরূপ ও কার্য্য কি?

উঃ—"প্রীতি অশেষ তরঙ্গ-রঙ্গে চিদ্বিলাস-স্বরূপিণী হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণে সর্ব্বদা রসবিস্তারিণী। প্রীতির স্বভাবক্রমে কৃষ্ণে প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রস প্রকটিত হয়। কৃষ্ণ-তত্ত্বের জনাকর্ষণ-বিশেষ হইতে কৃষ্ণনাম; শ্যামরূপ চিদ্ঘনানন্দসর্ব্বস্ব হইয়া পরমামৃত ও প্রীতিজনক; গোপীবল্লভ কৃষ্ণ অনন্তকল্যাণগুণদ্বারা সম্পূর্ণ এবং নিত্য-লীলা-রসাঢ্য। এই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিচয়ের দ্বারা আত্মার প্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ পরিদৃশ্য।" —শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

প্রঃ—সর্ব্বোত্তম প্রাপ্য-বস্তু কি? তাহা কয় প্রকার?

উঃ—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-মতে কেবল প্রেমই—সর্ব্বোত্তম ফল। ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থ-ভেদে প্রেমও দ্বিপ্রকার। ভাবোত্থ আবার বৈধ-ভাবোত্থ ও রাগানুগীয় ভাবোত্থ-ভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোত্থ প্রেম বিরল; ভাবোত্থ প্রেমই সাধারণ।" —শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

প্রঃ—কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেমের বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—"প্রেম দুইপ্রকার—কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত-প্রেম। রাগানুগাভক্তির সাধনক্রমে প্রায়ই কেবল-প্রেম উদিত হয়। বিধি-মার্গীয় সাধন-ভক্তগণ প্রায়ই মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেমলাভ করত সার্ষ্ট্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন।" —শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

প্রঃ—প্রেমের লক্ষণ ও প্রেমের বাধক কি?

উঃ—"**তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ**। সেই প্রেমই ভক্তির ফল। মোক্ষাদি কেবল ভক্তির অবান্তর-ফল-মাত্র। তদবস্থায় **আত্মারামতা প্রেমের বাধক** বলিয়া সাধুগণের মতে অতি হেয়।" —বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

প্রঃ—প্রেমিকের প্রার্থনা কি?

উঃ—"শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অরুণ-বর্ণ পাদপদ্মে আমার কায়মনোবাক্যজ প্রেম দিনে-দিনে বৃদ্ধি হউক; শুদ্ধ-বৈষ্ণবে আমার প্রীতি থাকুক; প্রভুর গুণসাগরে আমার প্রীতি থাকুক; কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবায় আমার প্রীতি থাকুক; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আমার প্রীতি থাকুক; আশ্রিত-জনে এবং ভজনোন্মুখ ব্যক্তিতে আমার প্রীতি থাকুক; কৃষ্ণোন্মুখ স্বীয় আত্মায় আমার এরূপ প্রীতি থাকুক, যাহাতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয়।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রঃ—সর্ব্বাগ্র বস্তু কি?

উঃ—"বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণই মহাজন। তাঁহাদের প্রতি প্রীতিই প্রার্থনীয়। স্বীয় আত্মাই ক্ষেত্র; তথায় প্রীতি আরোপণীয়া। হৃদয়ে প্রীতিকে অবরোধ করুন। কৃষ্ণই জগতের একমাত্র ধন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট-স্থিত ব্যক্তিবিশেষ। প্রেম বা প্রীতিই সর্ব্বাগ্র বস্তু; প্রীতি অপেক্ষা আর কিছুই নাই।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রঃ—অসংখ্য বেদ-শাখার মধ্যে কোন্ শাখা গৌর-সুন্দরের প্রিয়? তাঁহার ফল কি?

উঃ—"এই বেদশাস্ত্র শাখা-সহস্র-সম্পন্ন। ইহার মধ্যে একটী মাত্র প্রভুর প্রিয়। সেই শাখার নাম কৃষ্ণভক্তি-শাখা; প্রীতিই সেই শাখার সৎফল; তাহা হইতে এই ভূতলে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। সেই প্রীতিই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রঃ—মহাপ্রভুর একমাত্র অস্ত্র কি?

উঃ—"প্রীতি বা প্রেমাই প্রভুর একমাত্র অস্ত্র। সেই অস্ত্রের যদি উদয় হয়, তবে সর্ব্ববিঘ্ন দূর হইয়া সকলেই সুখী হইবেন; জীবচিত্ত আর ভব-দুঃখ প্রাপ্ত হইবে না।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রঃ—প্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু হইলে ইতরানুরাগ উপস্থিত হয় কেন?

উঃ—"যেমন অপুত্রক পিতার পুত্র-স্নেহের উদয় হয় না, অবিবাহিত স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহ উপলব্ধ হয় না, উপকারী পুরুষের প্রতি অজ্ঞান-বশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ ইতরানুরাগী মূঢ়দিগেরও স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎ-প্রেম কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

প্রঃ—প্রেম ও মোক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টী? প্রেম-ভক্তের জীবন কিরূপ?

উঃ—"জীবের পক্ষে প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চ লাভ কিছুই নাই। মোক্ষ—প্রেমের নিকট একটী ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক তত্ত্ববিশেষ। প্রেমের বহুতর অবান্তর ফলের মধ্যে 'মোক্ষ' একটী ফল। জড়সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় হয়; জড়সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না। **প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়সঙ্গ-রহিত ও কৃষ্ণময়।** সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায় প্রেমোদয়ে বিধি লুক্কায়িত হয়। প্রেমভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।১

প্রঃ—ভক্তির অবান্তর ও মুখ্য ফল কি?

উঃ—"জীবাত্মা ভক্তি-বলে জড়মুক্ত হইলেই সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সে মুক্তি ভক্তির অবান্তর ফল অর্থাৎ মুখ্য ফল নহে। মুক্ত পুরুষ যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, তাহাই সাধনভক্তির মুখ্য ফল।"

—'লৌল্য,' সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ—বিশ্বপ্রেম ও আত্মপ্রেমের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—"বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে মানুষে প্রেম কেবল আত্মপ্রেমের বিকার মাত্র। আত্মায় ও আত্মায় যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ।"

—'প্রীতি', সঃ তোঃ, ৮।৯

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পত্রে উপদেশ

(৪০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
৮৬ এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬
২১।১০।৬৫

কল্যাণ ভাজনেষু,

তোমার ১৮ই আশ্বিনের পত্র আমি ওড়িষ্যা হইতে আসিয়া পাইয়াছি।

তুমি পুনঃ সদাচার পালন করতঃ সাধন ভজনে ইচ্ছুক জানিয়া সুখী হইলাম। আমি এখানে শ্রীরাস-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অবস্থান করিব। পরে হায়দ্রাবাদে যাইব ও সেই মঠে মাসাধিক কাল থাকিব। তুমি এখন ভক্তি-সদাচার পালন করিতে থাক এবং জপের মালিকা যাহা পাইয়াছিলে তাহা থাকিলে, শ্রীনামভজন নিষ্কপটে করিতে থাক। এখন পুনঃ তোমাকে সংস্কার দেওয়া হইবে না। কিছু কাল ভাল ভাবে থাকিলে পরে পুনঃ সংস্কার দেওয়া হইবে।

জীবের কপটতাই তাহার অন্যতম প্রধান শত্রু। কাপট্য সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। সাধক অনর্থগ্রস্ত থাকিলে ও নিষ্কপট হইলে ভক্ত ও শ্রীভগবৎ করুণায় শীঘ্র অমঙ্গলের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে।

তুমি অল্প বয়সে শ্রীহরি ভজনের জন্য আগ্রহ যুক্ত ছিলে, পরে অসৎ সঙ্গে ও ভক্তের চরণে অপরাধ-বশতঃ পতিত হইয়াছ। পুনঃ চিত্তে নির্ব্বেদ আসিলে, বিষয়ের অনিত্যতা উপলব্ধি হইলে এবং দৈন্যের সহিত ভক্ত ও ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতে পারিলে অবশ্যই শ্রীগৌরহরির কৃপা লাভ করিতে পারিবে। হতাশার কোন কারণ নাই। কেহ তোমার কোন অনিষ্ট করিলেও তুমি প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া কদাপি তাহার অনিষ্ট সাধনের চিন্তাও করিবে না। সম্ভব হইলে বিনয়ের সহিত তাহার উপকার বা সেবাই করিবে। নিতান্ত অসমর্থ হইলে হিংসা পরায়ণ ব্যক্তির সঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিবে। কাহারও নিন্দা করিবে না। নিজের দোষ দেখিতে শিখিলে ও উহার সংশোধনের যত্ন করিলে করুণাময় শ্রীগৌরহরির কৃপায় অনর্থ দূর করিতে সমর্থ হইবে। আমরাই আমাদের অহিত সাধন করিয়া থাকি। অন্য ব্যক্তি কেবল নিমিত্ত হইয়া উহা প্রকট করিয়া থাকে। নিজের সংযত জীবন যাপনে যত্নশীল হইও। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। শ্রীউত্থান একাদশী পর্য্যন্ত আমাদের নিয়মসেবা চলিবে। দ্বাদশীতে মহোৎসব হইয়া চাতুর্ম্মাস্য ও নিয়মসেবা সমাপ্ত হইবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিদয়িত মাধব**

❋ ❋ ❋

(৪১)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
১।৪।৭৮

স্নেহভাজনেষু,

শ্রী * * দাস, তোমার ৬।৩।৭৮ তাং এর Post Card খানি পাইয়াছি। তোমার পূর্ব্বপত্রও পাইয়াছি। * প্রভুর শ্রাদ্ধের কথাও জানিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও সরভোগ গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা ও সংকীর্ত্তন উৎসবাদি করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম।

পুরীতে শ্রীব্যাসপূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমায়াপুরে নবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবও নির্ব্বিঘ্নে এবং ভালভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর লোকসংখ্যা বেশী হইয়াছিল। বিস্তৃত সংবাদ তোমরা শ্রীপাদ * * মহারাজ ও * * ব্রহ্মচারীর মুখে জানিতে পারিয়াছ। তাহারা উৎসবান্তে সরভোগে গিয়াছে। ক্রমশঃ প্রচারে যাইবে এবং কিছু সেবানুকূল্য সংগ্রহ করতঃ নির্ম্মীয়মাণ গৃহটী সম্পূর্ণ করিবে। শ্রী * * মহারাজ তোমাদিগকে যেরূপ উপদেশ করিবেন, তদনুসারে মঠের সেবাকার্য্য তোমরা করিবে। কখনও বৈষ্ণবের বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কোন প্রকার কথাবার্ত্তা বা আচরণ করিবে না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, আমাদের জীবন পরমার্থের জন্য, তোমরা শ্রীভগবৎ কৃপা লাভের জন্য তথা শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির আশায় পার্থিব কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া মঠে আসিয়াছ। লোকের হাস্য বা প্রশংসার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজের অভীষ্ট লাভের দিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল ভাবাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনের চেষ্টা করিবে। আমাদের সকলেরই রক্ষক ও পালক আমাদের আরাধ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং তচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিবে। দাম্ভিকের কখনও ভক্তি অথবা ভগবৎকৃপা লাভ হয় না। শরণাগতি পুস্তকখানি মধ্যে মধ্যে অধ্যয়ন করিবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা এবং পরে সুযোগ হইলে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করিতে পারিবে। নিজে বুঝিয়া নিজের জীবন শাস্ত্র ও মহাজনগণের উপদেশ ও নির্দ্দেশানুসারে পরিচালিত করিবার নিষ্কপট যত্ন করিবে। তাহা হইলে তাঁহাদিগের কৃপায় অবশ্যই সাফল্য লাভ করিবে। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। আমি পার্টিসহ আগামী পরশ্ব আনন্দপুরে যাইব। ৭ই এখানে ফিরিতে পারি। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

জীবের প্রকৃত মঙ্গল সাধনোপায়

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিতেছেন—শ্রীভগবানের আরাধনার জন্য ধন, আভিজাত্য অর্থাৎ সৎকুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ওজঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য, অঙ্গকান্তি, প্রতাপ, শারীর শক্তি, পৌরুষ অর্থাৎ উদ্যম বা পরাক্রম, প্রজ্ঞা বা অষ্টাঙ্গ যোগাদি—কিছুরই আবশ্যকতা হয় না, এইরূপ অনন্ত গুণাবলী দ্বারা

শ্রীভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করা যায় না, তিনি একমাত্র ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ভক্তিই সর্ব্বগুণ সম্রাজ্ঞী; রূপ পাণ্ডিত্যাদি সর্ব্বগুণহীন গজেন্দ্রের একমাত্র শুদ্ধভক্তিগুণেই শ্রীভগবান্ তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত ধন-আভিজাত্যাদি দ্বাদশগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণও হরিবিমুখ হইলে সজ্জনসমাজে তিনি কিয়ন্মাত্রও সম্মানার্হ হন না, পরন্তু অত্যন্ত হীনকুলোদ্ভূত শ্বপচ ভক্তিমান্ হইলে তিনি সজ্জন সমাজে পরম আদরণীয় হইয়া থাকেন। যাঁহার মন বাক্য কর্ম্ম ধন প্রাণ সমস্তই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণরত অর্থাৎ যাঁহার মন কৃষ্ণ-চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা করে না, বাক্য কৃষ্ণনামরূপগুণলীলা ব্যতীত অন্য কোন জড়বিষয় কথা কীর্ত্তন করে না, ঈহিত—চেষ্টা বা কর্ম্ম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্য ব্যতীত অন্যকোন আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-তাৎপর্য্য-মূলে অনুষ্ঠিত হয় না, ধন কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সেবাতাৎপর্য্য-ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক কার্য্যে নিয়োজিত হয় না, প্রাণ যাবজ্জীবন কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবায় নিয়োজিত হয়, জীবিতোত্তর কালেও সেই সেবাপ্রাপ্তির প্রার্থনাই নিষ্কপটে হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তিনি যে কোন কুলোদ্ভূত হউন, অত্যন্ত দীন দরিদ্র বা মূর্খাদপি মূর্খ হউন না কেন কৃষ্ণকার্ষ্ণ ভক্তিমান্ সেই ব্যক্তিই শ্রীভগবানের অতীব প্রিয়তম, সুতরাং শুদ্ধভক্তসুধী-সমাজে তাঁহার স্থান অতীব উচ্চে অবস্থিত। এইজন্যই স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৬৬-৬৮

আমাদের মনে মনে আভিজাত্যাদি সম্বন্ধে বিন্দু-মাত্র অহঙ্কার আসিয়া গেলেই সর্ব্বনাশ—শ্রীভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে! বস্তুতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তিই ঐ সকল গুণের অহঙ্কারে সর্ব্বদাই স্ফীত হইতে থাকে। ভক্তিমান্ অতিহীনকুলোৎপন্ন ব্যক্তি তাঁহার ভক্তির আনুষঙ্গিকফলে নিজের কুলকে পবিত্র করিতে পারেন, কিন্তু অতি গর্ব্বান্বিত মহাকুলপ্রসূত ব্রাহ্মণ নিজকুল পবিত্র করা দূরের কথা, নিজেকেই পবিত্র করিতে পারেন না!

আমরা ভগবানের কোন সেবা করিয়া ভগবান্‌কে কিছু মাত্রই লাভবান্ করিতে পারি না, কেননা, তিনি যে নিজলাভ পরিপূর্ণ। তবে পরম করুণাময় শ্রীহরি তাঁহার নিতান্ত অজ্ঞ ভৃত্যানুভৃত্য আমাদের আন্তরিক আর্ত্তিসহ কৃত পূজাদি যদি কখনও স্বীকার করেন, তাহা আমাদিগকেই কৃতার্থ করিবার জন্য করিয়া থাকেন, ইহা জানিতে হইবে। সর্ব্বতোভাবেই পরিপূর্ণ বস্তু তিনি, তাঁহাতে কোন অপূর্ণতা বা অভাব বলিয়া ব্যাপার নাই। তাঁহার পূজা বিধান করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে হয় না, তদ্দ্বারা নিজেরাই কৃতার্থ হইতে পারি। আমরা ললাটে তিলকাদি অঙ্কন করিয়া দর্পণ সমক্ষে আসিলে দর্পণে নিজ নিজ তিলকাদি শোভিত মুখশ্রীই প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই, তাহাতে দর্পণকে কিছুই লাভবান্ করিতে পারি না, পরন্তু নিজেদেরই মুখশ্রী দর্শনে নিজেরা পুলকিত হই। তদ্রূপ মঙ্গলময় শ্রীভগবান্‌কে আন্তরিক আর্ত্তির সহিত কোন পূজা বিধান করিলে তদ্দ্বারা আমাদের নিজেদেরই মঙ্গল হইয়া থাকে। আর সেই মঙ্গলময় শ্রীহরির সেবা-চেষ্টা ব্যতীত নিজেদের শতচেষ্টায়ও কোন প্রকৃত স্থায়ী মঙ্গল লাভের সম্ভাবনাও নাই। তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মই অশোক অভয় অমৃতের আধার—নিখিল কল্যাণ-গুণখনি। আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়চেষ্টা দ্বারা যে সকল সুখশান্তি লাভ করি, তাহা প্রাক্তন কর্ম্মার্জ্জিত অস্থায়ী পুণ্য-সম্পৎ মাত্র, পূর্ব্বকৃত সেই পুণ্য ক্ষয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা অন্তর্হিত হয়। শ্রীহরির নিষ্কপট আরাধনা ব্যতীত জীব কখনও প্রকৃত মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না।

শ্রীভগবানের পরমভক্ত মানব-পিতা শতরূপাপতি স্বায়ম্ভুব মনু বনে গমন পূর্ব্বক সুনন্দাতীরে একপদে

ভূমি স্পর্শ করিয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত ঘোর তপস্যা করিতে করিতে স্বীয় পুত্র পৌত্রাদির বাস্তব হিত সাধনোদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—

"যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্ নায়ং তং বেদ বেদ সঃ॥
আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"
—ভাঃ ৮।১।৯-১০

[অর্থাৎ শ্রীমনু কহিলেন—"যে চিদাত্মা দ্বারা বিশ্ব চৈতন্যযুক্ত হয়, কিন্তু বিশ্ব যাঁহাকে চেতন করিতে সমর্থ নহে, বিশ্ব নিদ্রিত হইলে যিনি সাক্ষি স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, জীব তাঁহাকে জানে না, কিন্তু তিনি সমস্তই জানেন।"

"এই লোকে স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্ত, সুতরাং তৎপ্রদত্ত বিষয়সকল ভোগ কর, কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না।"]

শ্রীমনু শ্রীভগবানের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজ পুত্র পৌত্রাদি বংশধরগণকে উদ্দেশ্য করিয়া উক্ত হিতোপদেশ সমূহ প্রদান করিতেছেন। এই উপদেশ সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রদত্ত হইয়াছে। উপরিউক্ত দুইটি শ্লোক ব্যতীত আরও ছয়টি শ্লোক শ্রীমদ্ ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে মন্ত্রোপনিষদষ্টকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীস্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার সমাধিমগ্ন অবস্থায় যখন ঐ আস্তিক্যদর্শনাত্মক মন্ত্রোপনিষদ্ উচ্চারণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজস ও তামস প্রকৃতি অসুর ও রাক্ষসগণ তচ্ছ্রবণে অসহমান হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইলে শ্রীমনুর দৌহিত্র রূপে আবির্ভূত শ্রীভগবান্ যজ্ঞ তাঁহার স্বপুত্র যাম নামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঐ অসুর ও রাক্ষসগণকে বধ করিলেন এবং নিজেই ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ পালন করিতে লাগিলেন। শ্রীমনুর পত্নী শতরূপা-গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নাম্নী তিন কন্যার আবির্ভাব হয়। প্রজাপতি রুচি জ্যেষ্ঠা কন্যা আকূতিকে, প্রজাপতি কর্দ্দম মধ্যমা কন্যা দেবহূতিকে এবং প্রজাপতি দক্ষ কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে স্ব স্ব ভার্য্যারূপে অঙ্গীকার করেন। শ্রীভগবান্ যজ্ঞ জ্যেষ্ঠা কন্যা আকূতির গর্ভজাত। শ্রীমনু নিজ পত্নী শতরূপার সম্মতিক্রমে ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা আকূতিকে 'পুত্রিকা-ধর্ম্ম' অনুসারে প্রজাপতি রুচির হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

"অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্।
অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি॥"

[অর্থাৎ আমার এই কন্যা ভ্রাতৃহীনা, ইহাকে সালঙ্কারে সম্প্রদান করিতেছি। ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে আমারই পুত্র হইবে।" —এইরূপ ভাষাবন্ধন সহকারে যে কন্যাদান, তাহাই 'পুত্রিকাধর্ম্ম' নামে খ্যাত।]

এস্থলে কন্যা ভ্রাতৃমতী হইলেও শ্রীমনু যে পুত্রিকা-ধর্ম্ম অনুসারে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার গূঢ় অন্তর্নিহিত কারণ এই যে, শ্রীমনু যে কেবল পুত্র-বাহুল্যকাম হইয়া ঐরূপ পুত্রিকাধর্ম্ম অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি সর্ব্বজ্ঞতা সূত্রে আকূতিপুত্রের ভগবদবতারত্ব জানিয়া ভগবান্ আমার দৌহিত্র হইলেও পুত্ররূপী হউন, ইহাই তাঁহার মনোঽভীষ্ট। যাহা হউক প্রজাপতি রুচি তাঁহার পত্নী আকূতির গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। কন্যাটির নাম দক্ষিণা। শ্রীমনু দৌহিত্র যজ্ঞকে স্বীয় পুত্ররূপে গ্রহণ করিলে প্রজাপতি রুচি তাঁহার পুত্রিকা দক্ষিণাকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। পুত্রটি যেমন যজ্ঞরূপধারী সাক্ষাৎ বিষ্ণু, কন্যাটিও তেমন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অংশভূতা জন্মমরণরহিতা। তিনি কিছু-কাল পরে সহোদর যজ্ঞকে বিবাহ করিতে চাহিলে যজ্ঞ অথবা মন্ত্রপতি বিষ্ণু পরমানন্দে ভগ্নীরূপিণী স্বীয় লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিলেন। যজ্ঞরূপী এই মন্ত্রপতি বিষ্ণুই অসুর ও রাক্ষস গ্রাস হইতে মন্ত্রোদ্ধার কর্ত্তা। অর্থাৎ অসুর ও রাক্ষসস্বভাব ব্যক্তিসকল আস্তিক্যের পরিপন্থী, তাই যুগে যুগে শ্রীভগবান্ই সদ্ধর্ম্মসংরক্ষক। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১২ শ্লোক ও ৪র্থ স্কন্ধ ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) ঈশোপনিষৎ শ্রুতির 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' মন্ত্র এই আত্মাবাস্য-মন্ত্রসহ একার্থবোধক। শ্রীমনুর

সমাধিমগ্নাবস্থায় উচ্চারিত এই শ্রুতিই সমগ্র মানব-জাতির পরমোপাস্য মন্ত্র। আমাদের সকলেরই বিশেষ সাবধানে সর্ব্বক্ষণ এই মন্ত্রার্থ চিন্তনীয়। ইহাই জীবাতু স্বরূপ।

এই মন্ত্রে বলা হইতেছে—জগত্যাং অর্থাৎ ত্রিভুবনে যৎকিঞ্চিৎ জগৎ অর্থাৎ স্থান, স্বীয় দেহেন্দ্রিয়াদি পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই 'আত্মনো' ভগবত এব অর্থাৎ ভগবানেরই 'আবাস্যং' অর্থাৎ আবাস-বিষয়ীভূত—সম্যগ্‌বাসার্হ বলিয়া জানিতে হইবে। তিনিই স্বীয় ক্রীড়াস্পদরূপে এসকলেরই স্রষ্টিকর্ত্তা। তিনিই পরিদৃশ্যমান্ জগতের—আমাদের দেহেন্দ্রিয়াদি সকলেরই একচ্ছত্র অধিপতি—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র সম্রাট্ চক্রবর্ত্তী—স্বরাট্ পুরুষোত্তম। জগতের সমস্ত স্থান যখন তাঁহারই আবাস স্থান—তাঁহারই নির্ব্ব্যূঢ় স্বত্ব, সুতরাং সেই সেই স্থানে তাঁহারই সর্ব্বময় মালিকানার নিদর্শন স্বরূপ শ্রীভগবানের মন্দির ও তাঁহার অর্চ্চাবিগ্রহ সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করতঃ নিজবাসগৃহ তাহা অর্থাৎ শ্রীভগবানের মন্দিরাদি হইতে নিকৃষ্টভাবে সেবক-বুদ্ধিতে নির্ম্মাণ কর। তাঁহার স্থানে তাঁহার মন্দির বা বাসস্থান নির্ম্মাণ না করিয়া ঐসকল স্থানে নিজের সত্ত্ব আরোপ করিতে যাইও না। বহু ধন থাকা সত্ত্বেও কর্ম্মচারীকে বেতন দিবার মত পরমেশ্বর তোমাকে যাহা কিছু দেন, তদ্দ্বারাই তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ কর। অধিক পাইবার লোভ করিও না বা তাঁহার অদত্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিও না। তবে তাঁহার (ভগবানের) ও তাঁহার ভক্তের সেবার জন্য প্রচুর ধন সংগ্রহ করতঃ তদ্দ্বারা প্রাণভরিয়া কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবা কর, তাঁহাদের ভুক্তাবশেষদ্বারা স্বীয় পাত্রমিত্রকলত্রাদির ও নিজেরও উদর ভরণ কর। যদি বল সেই সকল পুত্রকলত্রাদি এই ব্যবস্থাকে বহুমানন করিবে না বা উহাতে সন্তুষ্ট হইবে না, তাহাতে তর্জ্জন সহকারে বলিতেছেন—'অরে কস্য স্বিৎ ধনং'? এস্থলে 'স্বিৎ' শব্দ প্রশ্নে ব্যবহৃত। অর্থাৎ অরে কাহার ধন? স্বগৃহে প্রচুর ধনভাণ্ডার থাকিলেও তাহাতে পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। ভক্তপ্রবর শ্রীনারদ মুনি বলিতেছেন—

"যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাং।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥"
—ভাঃ ৭।১৪।৮

[*অর্থাৎ যে পরিমাণ অর্থাদি দ্বারা উদর পূর্ণ হয়*, তদুপযোগী অর্থাদিতেই শরীরিগণের অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষাকারী চৌর, অতএব দণ্ডার্হ।]

'কস্যচিদ্ধনং' পাঠান্তরে অপরের ধনের প্রতিও লোভ করিও না, শ্রীভগবান্ তোমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতেই তুমি সন্তুষ্ট থাক।

'তেন ত্যক্তেন' শব্দের এক অর্থ—ঈশ্বরেণ কিঞ্চিৎ-ত্যক্তং দত্তং যদ্ধনং তেনৈব অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক যাহা কিছু ধন প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা, অপর অর্থ—তেন হেতুনা ত্যক্তেন ঈশ্বরার্পণেন এব অর্থাৎ যেহেতু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূত সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য-দ্বারা ব্যাপ্ত, তিনিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, সেহেতু সমস্তই তাঁহাতে অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার ভুক্তাবশেষ তোমরা নিজদিগকে তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজী দাসানুদাস বিচারে স্বীকার করতঃ তাঁহার মায়া জয় কর—"প্রসাদসেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়"। (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমনু অতঃপর সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী, জীবাত্মার সখা সেই ঈশ্বরেরই ভজনা কর, আমরা অখিলধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সেই প্রভুর শরণ গ্রহণ করি ইত্যাদি বাক্য সমাধি-মগ্ন অবস্থায় কহিলে তাহা অসুর ও রাক্ষসদিগের অসহনীয় হওয়ায় তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীভগবান্ যজ্ঞ তাহাদিগকে বধ করিয়া জগতে আস্তিক্য-দর্শন প্রচার করিলেন। মঙ্গলময় শ্রীহরি এইরূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। ভগবদ্‌ভজনই জীবের নিত্যধর্ম্ম। অনন্তকল্যাণগুণবারিধি সেই শ্রীভগবানের ভজন ব্যতীত কখনই কেহ প্রকৃত কল্যাণ-গুণের অধিকারী হইতে পারে না। তাই শ্রীগীতায়ও তাঁহার সর্ব্বশেষবাক্য—'মামেকং শরণং ব্রজ'।
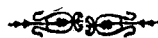
মহাজনের অমূল্য উপদেশ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ]

শাস্ত্র বলেন—অনুরাগী ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব ও ব্রত। ভগবানের জন্য ভক্তগণের এইরূপ আন্তরিক ও স্বাভাবিক যত্ন মহান্ গুণ। (ভাঃ ১১।২৯।২১ টীকা)

ব্রজবাসী ভক্তগণ কি রন্ধন, কি গোদোহন, কি গৃহমার্জ্জন, কি মাল্যগ্রন্থন, কি পুষ্পচয়ন, কি গৃহকার্য্য-সম্পাদন—সকল কার্য্যে কৃষ্ণের নাম ও গুণাবলী পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

(বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৭।১৩৬ টীকা)

কৃষ্ণকৃপা-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—পরমস্বতন্ত্র পরমেশ্বর কৃষ্ণ অল্পমাত্র ভজনকারী ব্যক্তিকেও পরম-শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মহাফল প্রেম প্রদান করেন।

কোন অজ্ঞ ব্যক্তিও যদি কোন শুদ্ধভক্ত সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিয়া ভজন করে অথবা ঈষৎমাত্র আশ্রয় করিয়াও ভজন করে, তাহাকেও কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেন।

নন্দনন্দন কৃষ্ণ নিরন্তর ভজনকারী ত দূরের কথা, কদাচিৎ ভজনকারী ভক্তগণের পক্ষেও সুলভ। ইঁহাদিগকে ত' তিনি কৃপা করেনই, এমন কি যাহারা কখন ভজন করে না, কিন্তু কোনরূপ ভক্তি-সম্বন্ধ-মাত্র আছে, এরূপ পূতনা-সদৃশ জনকেও কৃষ্ণ মহাফল অর্থাৎ গোলোকগতি দেন। এত তাঁহার অপার করুণা!

(বৃঃ ভাঃ ২।৭।১৪৮ টীকা)

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৩ বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা) বলেন—

যথাকথঞ্চিত্তব ভজনেন ত্বং (ভগবান্) বশীক্রীয়স।

টীকা যথা কথঞ্চিৎ ভজনেনাপি পরমফলং উক্তম্।

শ্রীভগবানের সুখের জন্য কিঞ্চিৎ সেবা করিলেও ভগবান্ অত্যন্ত প্রসন্ন হন। কারণ সেবার ফল—অব্যর্থ এবং স্নেহসেবা কৃষ্ণের অতীব সুখকর।

শাস্ত্র বলেন—

ঈশ্বরস্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।

অল্পসেবা বহু মানে, আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ॥ (চৈঃ চঃ)

বিষ্ণুযামলে শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।৩৭৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হরিনাম করে, আমি (শ্রীকৃষ্ণ) তাহার কোটী কোটী অপরাধ অর্থাৎ অসংখ্য অপরাধ সবই ক্ষমা করিয়া থাকি, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা ও ব্রত।

এখানে তু-শব্দ নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অপরাধ-কোটীঃ—শব্দটী দ্বিতীয়ার বহুবচন। কোটী-শব্দ কোটী ও কোটি দুইই হয়। উভয়ই স্ত্রীলিঙ্গবাচক। **(শব্দসার)**। নদী ও মতি—শব্দের ন্যায় ইহার শব্দরূপ হইবে।

নদী-শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে যেমন নদীঃ হয়, তদ্রূপ কোটী শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে অপরাধকোটীঃ হইয়াছে।

এখানে তু, এব ও ন সংশয়ঃ—এই তিনটী কথা আছে। ভগবানের শ্রীমুখবিগলিত এই কথার দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণ কাহারও অপরাধ গ্রহণ না করিয়া সব অপরাধই নিজগুণে কৃপা-পূর্ব্বক ক্ষমা করেন। এত তাঁর অপার করুণা ও অসমোর্দ্ধ ক্ষমা!

ঐ **শ্রীসনাতন টীকা**—এবং বিহিতাকরণনিষিদ্ধাচরণ-জাতাখিলপাপোন্মূলনরূপমাহাত্ম্যং লিখিতং, তচ্চ পাপং কথঞ্চিদ্ভগবদাশ্রয়ণাদপি বিনশ্যত্যেব। যচ্চ শ্রীভগবতি তন্নাম্নি চাপরাধরূপং পরমমহাপাতকং, তদপি নাম-কীর্ত্তনাৎ ক্ষীয়তে।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন — নিষ্কাম ভক্তের যে ধর্ম্ম, সেই শুদ্ধভক্তি অণুমাত্র হইলেও তাহা সম্যক্ পূর্ণ এব নিশ্চিতঃ। নাত্র কারণং দ্রষ্টব্যং, ইয়ং মে পরমেশ্বরতা এব।

(ভাঃ ১১।২৯।২৭ টীকা)

শুদ্ধভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, সাধনভক্তি বা নিষ্কামা ভক্তি কিঞ্চিন্মাত্র করিলেও কৃষ্ণ তাহাকে পূর্ণফল দিয়া থাকেন। এত তাঁর অপার করুণা! শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা বা পরমেশ্বরত্বই তাহার মূল।

শাস্ত্র বলেন — ভক্তির্যদি সর্ব্বথৈব নিষ্কপটা স্যাৎ তদা সা বিনাপি প্রযত্নেন স্বয়মেব সম্পদ্যতে।

(ভাঃ ১১।২৯।২১ টীকা)

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্তি যদি ভগবানের সুখের জন্য করা হয়, তাহাতে যদি ঐহিক-প্রতিষ্ঠাদি-সুখ বা পারত্রিক স্বর্গ-মোক্ষাদি-সুখ-কামনা না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে বিনা চেষ্টায় সিদ্ধি হইবে। 'ঐ টীকা'

ভয়-শোকাদির জন্য কেহ চেষ্টা করে না, তাহা যেমন নিজ বিষয় পাইয়া আপনা হইতেই হয়, তদ্রূপ ভগবান্‌কে পাইয়া ভজন স্বতঃই হয়।

(ভাঃ ১১।২৯।২১ টীকা)

শাস্ত্র বলেন—নন্দনন্দন কৃষ্ণ নিরুপাধি-কৃপাকর। কৃপাপ্রাপ্তির কোন যোগ্যতা না থাকিলেও পরম-দয়ালু-সিংহ কৃষ্ণ তাহাকে নির্ব্বিচারে কৃপা করেন। শ্রীকৃষ্ণ নিরুপাধি-কৃপার আকর বা উৎপত্তিস্থান। যদি অন্য কাহারও নিরুপাধি-কৃপা দেখা যায় তবে তাহাও নিরুপাধি-কৃপাসাগরের কণামাত্র।

(বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।১।৩২ টীকা)

সকাম ভক্তগণও ভগবান্‌কে পান। শাস্ত্র বলেন—

কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

রসকূপপতিত বস্তু যেমন রসযুক্ত হয় রাজাদিকামী ব্যক্তি কামনা লইয়া হরিভজন করিলেও তদ্রূপ তাহার মঙ্গল হয়। সে চিন্ময় ও নির্গুণ হইয়া থাকে। এজন্য তাহার অমঙ্গল বা সংসার হয় না। ধ্রুব, গজরাজ প্রভৃতি তাহার প্রমাণ।

(ভাঃ ৬।১৬।৩৯)

বৃহদ্ভাগবতামৃত (২।১৩ শ্লোক ও টীকা) বলেন—যাঁহারা বিবিধ কামনা লইয়া ভগবদ্ভজন করেন, সেই সকাম ভক্তগণ স্বেচ্ছায় যাবতীয় সুখ ভোগ করিয়াও ভক্তির প্রভাবে বিশুদ্ধ অর্থাৎ ভোগকালেও কর্ম্মপরতন্ত্র না হইয়া ভোগান্তে ভগবদ্ধামে গমন করেন। সকাম ভক্তগণ তত্তৎ বিষয়গত দুঃখ ভোগ করেন না। তাঁহারা ভোগকালেও বিশুদ্ধ থাকেন। 'ভোগকাল এব ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবেণ বিশুদ্ধিঃ'।

বৃহদ্ভাগবতামৃত (২।১৪) বলেন—

নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তিপ্রভাবে সদ্য বৈকুণ্ঠ-পদ লাভ করেন।

ভগবৎ-কৃপালাভের অব্যর্থ উপায় সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

"সেবা করিলে কল্পতরুবৎ ভগবানের কৃপা হয়। সেবা-তারতম্যেন কৃপয়া উদয়-তারতম্যম্। (ভাঃ ৭।৯।২৭ টীকা)

কৃষ্ণভক্ত সদ্‌গুরুর আশ্রিত ভক্তগণকেই কৃষ্ণ কৃপা করেন। কিন্তু যাহারা ভক্তের আশ্রিত নয়, এমন কাহাকেও ভগবান্ কৃপা করেন না।

ভক্তবশ্যত্বাৎ ভক্তকৃপানুগামিনী এব ভগবৎ-কৃপা। ন তু ত্বং (ভগবান্) স্বভক্তং অনাশ্রিতাং কাংশ্চিদপি কৃপয়সি! (ভাঃ ৭।৯।২৯ টীকা)

শাস্ত্র বলেন—সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ-আশ্রয়ের সৌভাগ্য হইলে ক্রুর, দূরাত্মা, বিষয়ী, পাপী ব্যক্তিও বৈকুণ্ঠে গমন করে। (হরিভক্তিবিলাস ১০ম বিঃ)

শাস্ত্র বলেন—

তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥

(হরিভক্তিবিলাস)

শ্রীহরির কৃপা-লাভের জন্য গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা করিবে। কারণ গুরু-বৈষ্ণব প্রসন্ন হইলেই শ্রীহরি প্রসন্ন হইবেন।

ব্রজপ্রেমপ্রাপ্তির উপায়-বিষয়ে শাস্ত্র বলেন—ব্রজবাসী গোপ গোপীর দাস্য-প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া তাহা লাভের জন্য গুর্ব্বানুগত্যে যত্নপর হইলেই ব্রজপ্রেম গুরুকৃষ্ণ-কৃপায় অবশ্যই লাভ হইবে।

ব্রজপ্রেম তু গোপানাং গোপীনাঞ্চ দাস্যস্য প্রাপ্তুং ইচ্ছয়া অর্জ্জয়েৎ সাধয়েৎ। (বৃঃ ভাঃ ২।৫।২১৭ টীকা)

যে ভক্তিতে নন্দনন্দন কৃষ্ণের ব্রজলীলার চিন্তা ও নাম-সংকীর্ত্তন প্রধানভাবে আছে, সেই ভক্তি দ্বারাই

ব্রজপ্রেম লাভ হয়। বিশেষতঃ প্রিয়তম কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই ব্রজপ্রেম উদিত হইয়া থাকে।

নিজ প্রিয়তম-নামকীর্ত্তনই ব্রজপ্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন। (বৃঃ ভাঃ ২।৫।২১৮ টীকা)

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট কোন প্রেমিক ব্রজবাসী ভক্তের সঙ্গ হইলে এই ব্রজপ্রেম অতি সত্বর প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। (ঐ ২১৯ টীকা)

একমাত্র দৈন্যই এই ভক্তির মূল বা পরম অবলম্বন। (ঐ ২২১ টীকা)

এখন প্রশ্ন—ভক্তের ভক্তিবিঘ্নও কি ভক্তির সহায়ক?

শাস্ত্র বলেন—ভক্তের ভক্তিবিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহার অনুতাপ জন্মে। তাহাতে ভগবানের মহতী কৃপার উদয় হয়। এইজন্য বিঘ্ন-সকলও ভক্তিসিদ্ধির সোপান হয়। (প্রীতিসন্দর্ভ বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই নিষ্কাম, উভয়েই পরস্পর নিঃস্বার্থ প্রীতিমান্। (ভাঃ ৭।১০।৬)

ভগবান্ ও ভক্ত উভয়েই পরস্পর প্রীতিমান্ ও নিষ্কাম বলিয়া স্বসুখবাঞ্ছার লেশমাত্রও তাঁহাদের মধ্যে নাই। এজন্য তাঁহারা উভয়েই পরস্পরের সুখের জন্য ব্যস্ত। এতদ্‌ব্যতীত কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণের অন্য কোন কার্য্য বা চিন্তা নাই।

শাস্ত্র বলেন—

ভক্তে সুখ দিতে কৃষ্ণের সঙ্গম-বিহার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে ভক্তের সব ব্যবহার॥
সে-ই শুদ্ধভক্ত—যে তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগভাগী॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্য-বাঞ্ছা-পূরণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥ চৈঃ চঃ)

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব প্রভু বলিয়াছেন—

ভগবান্ হি ভক্তসুখার্থমেব প্রযততে, ন তু পৃথক্ স্বসুখার্থমেব। যথা হি ভক্তস্তৎ-সুখার্থমেব। (প্রীতিসন্দর্ভ)

শাস্ত্র বলেন—

ভক্তগণ চিন্তা দ্বারা হৃদয়মন্দিরে শ্রীহরির সেবা করেন। (হরিভক্তিবিলাস)

যাঁহারা হৃদয়ে ভগবানের চিন্তা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বত্রই জয় হয়, সকল কার্য্যেই তাঁহাদের সাফল্য হয়, যাবতীয় কামনা পূর্ণ হয়, সংসার হইতে মুক্তি, ভক্তি, প্রেম ও কৃষ্ণদর্শন সবই সহজেই হয়। (হঃ ভঃ বিঃ)

ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—সর্ব্বভয়ত্রাতা অহং হৃদি বিদ্যমান এবাস্মি। (ভাঃ ১১।১২।১৫ টীকা)

ভগবান্ ব'লেছেন—সর্ব্বভয়ত্রাতা আমি সকলকে রক্ষা কর্‌বার জন্য প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে সতত অবস্থান করিয়া থাকি।

শাস্ত্র বলেন—শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি দ্বারা নিজ হৃদয়ে ভগবানের সেবা কর এবং সকলের হৃদয়ে ভগবান্ আছেন জানিয়া সকলকে সম্মান করিয়া শ্রীহরির সুখবিধান কর। তবেই মঙ্গল হইবে। (ভাঃ ৭।৬।২০ টীকা)

শ্রুতিও বলেন—

'ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্'।

হৃদয়দেবতাকে হৃদয়ে ভজনা কর।

জীবের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন — বিষয়সুখ প্রাচীন কর্ম্মবশতঃ যথাকালে বিনা চেষ্টায় দুঃখের মত আপনা হইতেই আসে ও আসিবে। তজ্জন্য অযথা সময় নষ্ট না করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য যত্ন করাই বুদ্ধিমত্তা। (প্রীতিসন্দর্ভ)

শাস্ত্র বলেন—

কি গৃহস্থ, কি মঠবাসী যদি হরিভজন করে, তাহা হইলে তাহার তিনকুল অর্থাৎ পিতৃকুল, মাতৃকুল ও ভার্য্যাকুল পবিত্র হয়। (হরিভক্তিবিলাস)

শাস্ত্র বলেন—

শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন আর কিছু নাই। এজন্য শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনের ন্যায় এত ফলও আর অন্য কোন সাধনে হয় না। আদর ও প্রীতির সহিত শ্রীনামকীর্ত্তন করিলে বাঞ্ছাতীত ফলও লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন করিলে ব্রজপ্রেম লাভ হয় এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণকে বশীভূতও করা যায়। এই উপাসনা কৃষ্ণবশীকরণ দ্রব্যবিশেষ।

শ্রীনামসংকীর্ত্তন দ্বারা সবই লাভ হয়। শাস্ত্র বলেন—

শ্রীনামসংকীর্ত্তনং বাঞ্ছাতীত-ফলপ্রদম্। বাঞ্ছায়াঃ ফলং তদতীতঞ্চ কামিতং অকামিতং সর্ব্বম্।

(বৃঃ ভাঃ ২।১।১০৪, ১০৬ শ্লোক ও টীকা)

প্রত্যক্ষ অনুভূতি বিশেষ প্রয়োজন। শাস্ত্র বলেন—যদ্যপি ভগবান্ ও নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণের আচরণ ও উপদেশই সর্ব্বদা অকাট্য প্রমাণ, তথাপি নিজ প্রত্যক্ষ অনুভব ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান সম্যগ্‌ভাবে হয় না। অনুভব ব্যতীত হেয় বস্তু পরিত্যাগে দৃঢ়তাও আসে না এবং প্রেমভক্তিতে নিষ্ঠাও জন্মে না।

(বৃঃ ভাঃ ২।২।২২৩ টীকা)

আমি কৃষ্ণের দাস বা দাসী—এই অভিমানে সেবা করিতে করিতেই গুরুকৃপায় অনুভূতি লাভ হয়।

(বৃঃ ভাঃ ২।২।২১৪ টীকা)

গুরুবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস ব্যতীত কোন কিছুতেই সুষ্ঠু ফল হয় না। শাস্ত্র বলেন—

প্রথমে গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তৎপরে অনুভূতি লাভ। আদৌ গুরুবাক্যে বিশ্বাসং কুরু। পশ্চাৎ স্বয়মেব তথা অনুভবিষ্যসি।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত শ্রীনামকীর্ত্তন, মন্ত্রজপাদি শক্তিশালী সাধনসমূহও নিষ্ফল হয়। এইজন্যই আদৌ শ্রদ্ধার কথা। (বৃঃ ভাঃ ২।১।১৯০ টীকা)

গুরুকৃপায় সবই লাভ হয়। গুরুকৃপায় সর্ব্বং উদ্দিষ্টং অনুদ্দিষ্টমপি সাধনং সাধ্যঞ্চ লভ্য হয়।

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।৬ টীকা)

গুরুকৃপায় বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত সবই লাভ হয়, এমন কি শুদ্ধভক্তি, প্রেম ও ভগবদ্দর্শন সবই লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুদেব ভগবানের অতি প্রিয়। ভগবান্ অপেক্ষাও ভগবৎ-প্রিয় গুরুর কৃপায় অধিকতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। (বৃঃ ভাঃ ২।২। ২৩৬ টীকা)

এখন জিজ্ঞাস্য — শীঘ্র সিদ্ধি লাভ কিসে হয়? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন—

আমি ভগবানের দাস বা সেবক—এই অপ্রাকৃত অহঙ্কার বা অভিমান হইলে জীব শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করে।

দাসোঽস্মি-ইতি-অহঙ্কার-বিশেষস্য উপলব্ধ্যা ভক্তিঃ সিদ্ধ্যতি। (বৃঃ ভাঃ ২।২।২০৮ টীকা)

শাস্ত্র আরও বলেন—

জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যাদ্ বুদ্ধিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ॥
(হরিভক্তিবিলাস)

হাজার হাজার জন্মের পর যদি ভাগ্যক্রমে 'আমি কৃষ্ণের দাস' এরূপ সুবুদ্ধি বা দিব্যজ্ঞান কাহারও হয়, তাহা হইলে সেই ভাগ্যবান্ সজ্জন নিজে ত' সংসার হইতে উদ্ধার পাইয়া ভগবান্‌কে লাভ করেনই, এমনকি তিনি এই দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া জগতের সকলকেই সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। কৃষ্ণদাস্যের এত অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য!

ভগবান্‌ই সবই করেন। ভগবদিচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই হইতে পারে না। তাই ব্রহ্মা ভগবান্‌কে বলিয়াছেন — হে ভগবন্, তুমি সবই কর। তোমার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু অজ্ঞ আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

তুমি সনকাদি মুনির কোপ উদ্রেক কর, নিজ ভক্ত জয়-বিজয়কে ভ্রষ্ট কর, আমার দ্বারা বর দেওয়াইয়া দৈত্যকে দর্পযুক্ত কর, দৈত্যগৃহে ভক্তরাজের আবির্ভাব করাও, প্রেরণা দিয়া ভক্তের প্রতি হিংসা করাও এবং ভক্তরক্ষার্থ নিজে আবির্ভূত হও। (ভাঃ ৭।৮।৪০ টীকা)

আলোচনাচক্র

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ]

শ্রীহরি-চর্চ্চার মধ্যে সমন্ত সংরক্ষিত হয়। শ্রীহরি-চর্চ্চায় জগৎ-চর্চ্চার দূষিত মল না থাকায় স্বভাবতঃই আনন্দের উদয় হয়। কিন্তু শ্রীহরি চর্চ্চার মধ্যে যদি জাগতিক ভাবের কিঞ্চিৎ মাত্রও সংযোগ থাকে, তবে আর বৈকুণ্ঠভাবটী সংরক্ষিত থাকে না, নষ্ট হইয়া যায়। যেমন **Air Conditioned System** এর (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার) মধ্যে বহিরাগত শীতাতপের ঝাঁক জ্ঞাতাজ্ঞাতসারে আসিয়া পৌঁছিলে তাহার সমূহ **Mechanism** (ব্যবস্থা) টীকেই নষ্ট করিয়া দেয় তদ্রূপ। তজ্জন্য আলোচনা-চক্রটীকে **Lead** (পরিচালনা) করিবেন এমন একজন মহান্, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরসভাবিতমতি সম্পন্ন। তিনি জানেন "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়।" (চৈঃ চঃ)। কৃষ্ণভক্তের লৌকিক ও পারলৌকিক কৃত্য বলিয়া কিছুই নাই। (কৃষ্ণ)"ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার। ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার।" শ্রীকৃষ্ণভক্তজীবনের ইহাই ধ্রুবতারা। কৃষ্ণভক্তির মধ্যে **Speculation** (কল্পনা) এর কেন স্থান নাই। তথায় সর্ব্বত্র **Mathematical Accuracy** (স্বতঃসিদ্ধ সত্য) বিদ্যমান্ রহিয়াছে।

বিশ্বের চরম কারণ এক এবং অদ্বিতীয়। এই সম্পর্কে বিশ্বের সকল মনীষীই একমত। কেননা, পূর্ণবস্তু কখনও এক ব্যতিরিক্ত দুই হইতে পারে না; দ্বিতীয় বস্তু কল্পনা করিলে পূর্ণের কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। অবশ্য পূর্ণ বস্তুটীর রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কে জগতে নানাপ্রকারের অভিমত প্রকাশিত রহিয়াছে এবং বিবিধ-প্রকারের অভিমত প্রকাশিত হইতেও দেখা যায়। তাহাদিগকে মোটামুটী দুইটী বিভাগে বিচার করা যায়। তন্মধ্যে প্রথমটীকে **Inductive Method** বা আরোহ পন্থার বিচার বলা হয় যাহা যুক্তিবাদী জ্ঞানিসম্প্রদায় (**Elevationist Class of People**) গ্রহণ করেন এবং অপরটীর নাম **Deductive Method** বা অবরোহবাদ বা অবতারবাদ যাহা অবলম্বনে শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীহরিভক্তি করিয়া থাকেন এবং শ্রীহরি-ভক্তি প্রচার করিয়া থাকেন। আরোহবাদের মধ্যে **Speculation**এরই প্রাধান্য, যাহা **'Thing as it is'** অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুজ্ঞানকে স্পর্শই করে না। আরোহ-বাদীকে **Speculationist** (কল্পিত মতবাদের প্রচারক) বলা হয়। জৈমিনী, পতঞ্জলী, কণাদ, গৌতম প্রভৃতি প্রাচ্য দার্শনিকগণ এবং ক্যান্ট, হেগেল, প্লুটো, সক্রেটিশ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ সকলেই ন্যূনাধিক কল্পিত মতবাদী (**Speculationist**)। ইঁহাদের কল্পনা বাস্তব সত্যকে স্পর্শই করে নাই। পক্ষান্তরে, অবতারবাদাশ্রয়ী জগদ্‌গুরু শ্রীনারদ, শ্রীবাল্মিকী, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস-মুনি, শ্রীশুকদেব প্রমুখ মহাজন-হৃদয় বাস্তব সত্যের অবতারণায় নিত্যশুদ্ধ ও সমুজ্জল। ইঁহারা সকলেই বাস্তবসত্যে শরণাগত বলিয়া তাঁহাদের মাধ্যমে জগৎ যথার্থ বস্তু-জ্ঞানের পরিচয়ে গৌরবান্বিত। **Speculationist** (কল্পনাবাদিগণের) এর জ্ঞান ভূমিকা সর্ব্বদাই চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল, পক্ষান্তরে অবতারবাদাশ্রয়ে যে বাস্তব জ্ঞানের প্রকাশ তাহা সর্ব্বদাই অচঞ্চল, নির্ম্মল ও নবনবায়মান এবং বিলাসপূর্ণ বলিয়া নিত্যরসময়। তবে ইহাও সত্য যে জীবের শরণাগতি ও সম্বন্ধ-জ্ঞানের তারতম্যে বস্তুতত্ত্বের আবির্ভাবের তারতম্য রহিয়াছে ও থাকিবে।

বস্তু সম্পর্কিত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবকাশ রহিয়াছে। বস্তু দুই প্রকারের। বাস্তববস্তু ও অবাস্তববস্তু। বাস্তববস্তু দেশকালাতীত। দেশকালাধীনতার মধ্যে পরিদৃশ্যমান্ সকলকিছুই অসৎ, অবাস্তব অর্থাৎ বস্তুর ন্যায় প্রতীতিযুক্ত কিন্তু বস্তু নহে, বস্তুর মায়া বা ছায়ামাত্র। কাজেই দেশকালাধীন বদ্ধজীব, যে অনাদিকাল হইতেই বাস্তব জ্ঞানবঞ্চিত

এবং দেশকালের গণ্ডীর মধ্যে সর্ব্বদাই বিকারপ্রাপ্ত, সে দেশকালাতীত বাস্তব-জ্ঞান সম্পর্কে কি মন্তব্য করিবে? তাহার বাস্তবজ্ঞান সম্পর্কিত যাবতীয় ধারণা ও মন্তব্য সকলই অবান্তর ও কল্পনা মাত্রই হইবে। এইজন্য জীবকে যদি বাস্তবজ্ঞান লাভ করিতে হয়, তবে তাহাকে বাস্তবজ্ঞান লাভের জন্য অবশ্যই প্রতীক্ষা করিতে হইবে। কিভাবে বাস্তবজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তদনুসন্ধানে বেদ, উপনিষদ, গীতা ভাগবতাদি সনাতন শাস্ত্র সমুদয় তারস্বরে বলিতেছেন,—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" গীঃ ৪।৩৪। "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥" ভাঃ১১।৩।২১। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।" ছাঃ ৬।১৪।২। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।" কঠ ১।২।২৩। ইহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, আম্নায় বা সদ্গুরু-পারম্পর্য্যে অথবা বাস্তবজ্ঞানে (Absolute knowledgeএ) শরণাগত সচ্ছিষ্যপারম্পর্য্যেই জগতে বাস্তব জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। আবার গুরু বলিলেই গুরু নহেন। উপরি উক্ত শ্লোকগুলিতে সর্ব্বত্রই দুইটী করিয়া লক্ষণ বর্ণিত রহিয়াছে। তাহা প্রণিধানযোগ্য অর্থাৎ মিলাইয়া লইতে হইবে। গুরু হইবেন শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, গুরু হইবেন শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, গুরু হইবেন জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী ইত্যাদি। ভগবান নিজতত্ত্বজ্ঞান সর্ব্ব প্রথম তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্রহ্মার হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া ছিলেন। ব্রহ্মা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু (আদি মনু) ও নারদ প্রভৃতি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। আদি মনু হইতে সপ্ত ব্রহ্মর্ষি ক্রমে এবং শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাসদেব ও শ্রীশুকদেবাদি ক্রমে উক্ত তত্ত্বজ্ঞান জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছেন। এই জ্ঞানাবলম্বনকারিগণই বস্তুতঃপক্ষে স্বতঃপ্রকাশমান্ বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবনে সমর্থ হন। তাহা হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায়, চরম কারণ বাস্তব জ্ঞানটী পরিপূর্ণ চৈতন্যময় পুরুষ। তাঁহার স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব রহিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব বদ্ধজীবের জড়াধারে প্রকাশিত ব্যক্তিত্বের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নহে, পরন্তু তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহধারী সনাতন পুরুষ, তাঁহার জড়দেহ নাই। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥" (কঠ ২।২।১৩)। [যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তু সমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্যবস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহের মুখ্য চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের সকল কামনা পূরণ করেন, যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই আত্মস্থ ভগবান্‌কে পরিদর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।] সাধারণ জ্ঞানেও অনুভব করা যায়—চেতনই চেতনের ও জড়ের চালক ও পোষক। ভগবান্ জীব ও জগৎ সম্পর্কে যে তুলনামূলক বিচার দেখা যায়, তাহাতে ভগবানের সঙ্গে একটী বিরাট্ অগ্নিজ্বালাচয়ের (Fire-bed এর), জীবের সহিত তদুত্থ স্ফুলিঙ্গরাশির এবং অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গরাশির অন্তরালে বিরাট্ তমোময় জড়জগতের পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তান্তরে বিষয়বস্তুর রূপটীকে অধিকতর পরিস্ফুট করা যায়, যেমন কাষ্ঠ অগ্নিময় (To the furthest atom of the wood there is fire) হইলেও এবং কাষ্ঠ ও অগ্নির চরিত্র দাহ্য ও দাহক ভেদে সতত বিলক্ষণ হইলেও শ্রীভগবানের সৃষ্টিনৈপুণ্যের অচিন্ত্য প্রভাবে উভয়ের একত্র বাস সম্ভব হয় তদ্রূপ স্ফুলিঙ্গ অগ্নিময় হইলেও এবং অগ্নির চরিত্র ও স্ফুলিঙ্গের চরিত্র বিভুত্ব ও অনুত্বাদিভেদে বিবিধ প্রকারে বৈলক্ষণ্য যুক্ত হইলেও তাহাদের উভয়ের একত্র বাস সম্ভব। স্ফুলিঙ্গ অগ্নিরই ক্রোড়ীভূততত্ত্ব, পৃথক্ নহে, আবার একও নহে। স্ফুলিঙ্গ সদৃশ জীবাত্মা অগ্নিসদৃশ পরমাত্মময় হইলেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার চরিত্র বিলক্ষণ, কখনও এক নহে। 'জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিবে'— চৈঃ চঃ। উহাদের মধ্যে কোনকিছুরই ভগবান্ হইতে পৃথক্ অবস্থিতি নাই। পরমাত্মা কারণস্থানীয় ও জীবাত্মা তাঁহার কার্য্য স্থানীয়। সর্ব্বজন বিদিত যে,

কার্য্যের স্বতন্ত্র স্থিতি বা প্রকাশ নাই, কারণের প্রয়োজনেই মাত্র তাহার প্রকাশ অথবা অপ্রকাশ। "সৃষ্ট্যাদিক কার্য্য তাঁর লীলার সহায়॥" চৈঃ চঃ। "ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জলিত জলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥" চৈঃ চঃ।

অদ্বৈতবাদের মধ্যে বস্তুজ্ঞান কিছুই নাই। থাকিবেই কি করিয়া? তথায় জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সকলই একাকার। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যে কোনপ্রকার সম্বন্ধ বা পার্থক্য নাই—ত্রিপুটী বিনাশ। এই সকল ক্ষেত্রে যদি বস্তুজ্ঞানের পরিচয়াকাঙ্ক্ষী এবং পরিচয় প্রদানেচ্ছুই কেহ না থাকিলেন তবে জ্ঞান বিস্তার করিবেন কে এবং জ্ঞানানুশীলনই বা কে করিবেন? একটা বিরাট্ আলেয়া!! 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা'! এই জন্য এই ব্যস্তসিদ্ধান্তকে 'মায়াবাদ' বলা হয়। উহাতে শাস্ত্রের মৌলিক সিদ্ধান্তের সর্ব্বৈব হানিই দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তৎসম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন,—"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক। বেদাশ্রয়া নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক।" চৈঃ চঃ। পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন মধ্বাচার্য্যপাদ 'মায়াবাদ শত দূষণী' নামে একটী পুস্তিকাও প্রচার করিয়া জীবজগৎকে মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্র হইতে বাঁচাইয়া গিয়াছেন। মহাজন মন্তব্যেও শুনিতে পাওয়া যায়—"বিষয়ীর সঙ্গ বরং ভাল। মায়াবাদীর সঙ্গ না করিহ কোন কাল॥" 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-বিচার ক্রমে ভগবানে অনন্ত চিজ্জগৎ, অনন্ত জৈবজগৎ ও অনন্ত জড়জগতের স্থিতি। আবার ভগবৎ-স্বরূপ এই সমুদয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—ইহাই শাস্ত্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং...ভূতভাবন।" (গী ৯।৪-৫)। এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুবর করিয়াছেন,—"আমি ত জগতে বসি, জগৎ আমাতে। না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে॥" চৈঃ চঃ। এতৎ সম্পর্কে পূর্ব্ববর্ণিত অগ্নি ও কাষ্ঠের একত্র স্থিতি বিচারটী পুনঃ প্রণিধানযোগ্য। বস্তুর গুণ (শক্তি) বস্তু হইতে অপৃথক্ হইলেও কভু বস্তু নহে, কভু বস্তু হইতে নারে। এইজন্য ভগবানের সমুদয় শক্তিকেই ভগবানের নিত্যদাস স্বীকার করিতে কি অসুবিধা আছে? কোন অসুবিধা নাই পরন্তু ইহাই শাস্ত্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত। এইমত অনন্ত শক্তিমানের অনন্ত শক্তিগণ তাঁহার অনন্তদাসরূপে নিত্যকাল পরিচিত না থাকিয়া কি তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিবে? ইহাই কি সিদ্ধান্ত হইবে বা যুক্তি হইবে? কখনও হইতে পারে না। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি পরস্পর অপৃথক্ হইয়াও গুণ-গুণী বিচারে পৃথক্ ও তদধীন, তদ্রূপ।

Faith শব্দটীকে ন্যূনাধিক **Dogmatic** (অর্থাৎ যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা না রাখিয়া নিজ মত স্থাপনের চেষ্টা) বলিতে পারা যায়! যেমন আমি জন্মান্তরবাদ মানি না, বা আমার ধর্ম্মমত জন্মান্তরবাদ মানে না, আমি অবতারবাদ মানি না বা আমার ধর্ম্মমত অবতারবাদ মানে না, ইত্যাদি। কেন মানে না তাহার কোন সদুত্তর বা সদ্-যুক্তিও নাই। শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগ জনগণ কখনও উহার পক্ষপাতী নহেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা শাস্ত্র-যুক্তিবিচারের সুউচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত। "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" বিচার রহিত অথবা অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত জনগণের মঙ্গল সুদূরপরাহত। আরও বিস্তার আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা শ্রীভগবদিচ্ছা হইলে ভবিষ্যতে হইতে পারিবে।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অশেষ অনুগ্রহে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গত ২রা আষাঢ় ১৭ই জুন বুধবার সমগ্রভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজাদি

সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-ভক্তবৃন্দসহ ১লা আষাঢ় সকালের ট্রেণে চাকদহ যাত্রা করেন। সন্ধ্যায় অধিবাস-কীর্ত্তনাদির পর শ্রীল আচার্য্যদেব ও পুরী মহারাজের ভাষণ হয়।

২রা আষাঢ় স্নানযাত্রা দিবস শ্রীমন্দিরের সেবকগণ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ গঙ্গাজল আনয়ন করেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা মধ্যে শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক পূজা ভোগরাগ আরাত্রিকাদি সম্পাদন করিলে বেলা প্রায় ১১টায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব উচ্চ জয়ধ্বনি ও মহাসংকীর্ত্তন মধ্যে তদীয় স্নানমণ্ডপে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ স্নানবেদী সমক্ষে আর্ত্তিভরে কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ঐ নামসংকীর্ত্তন মধ্যে বৈদিক সূক্তোচ্চারণসহ ১০৮ কলস গঙ্গাজলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান সম্পাদন করেন। সহস্রধারায় স্নানসময়ে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দও দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্—সর্ব্ব দেবদেব জগন্নাথের মহাস্নান সম্পাদন করেন। শঙ্খঘণ্টা-করতাল মৃদঙ্গাদি বাদ্যধ্বনি এবং শতসহস্রভক্তনরনারীর সম্মিলিত কণ্ঠোচ্চারিত মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিসহ মহাসংকীর্ত্তন ধ্বনি স্নানমণ্ডপ ও তৎসম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। অগণিত নরনারীভক্তবৃন্দের আনন্দের আর সীমা নাই, তাঁহারা সকলে ভিজিয়া ভিজিয়া শ্রীজগন্নাথের মুখচন্দ্রদর্শনে আত্মহারা হইয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। স্নান সমাপ্ত হইলে পূজা ভোগরাগ ও আরাত্রিকের পর স্নানবেদী কীর্ত্তনমুখে বারচতুষ্টয় পরিক্রমা করা হয়। অতঃপর সকলে প্রসাদ সম্মান করেন। প্রত্যহ স্নানমণ্ডপে একটি মেলা বসিয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিপুল ভক্তসমাগম হয়। শ্রীজগন্নাথ সারাদিন যাত্রিগণকে দর্শন দান করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন। পুরীধামে ১৫ দিন কাল দর্শন বন্ধ থাকে, কিন্তু যশড়ায় মাত্র দিবসত্রয় অনবসর প্রতিপালিত হয়। রাত্রে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজের ভাষণ হয়।

এই স্নানযাত্রা মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিমহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তবর হুগলীজেলান্তর্গত সোমরা গ্রামনিবাসী শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভর দাসাধিকারী মহোদয়ের প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য দ্বারা সর্ব্বতোমুখী সেবাচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীমন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সুদৃশ্য প্যাণ্ডেল নির্ম্মাণ করাইয়া যাত্রিগণের বর্ষাতপ নিবারণ করিয়াছেন। শ্রীমন্দির দ্বারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণেও প্যাণ্ডেল রচনা করিয়া সারারাত্র নামসংকীর্ত্তনের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। স্নানবেদীর সম্মুখেও প্যাণ্ডেল প্রস্তুত করাইয়া কীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দকে নির্ব্বিঘ্নে কীর্ত্তন করিবার সুযোগ দিয়াছেন। শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও অন্যান্যবিগ্রহগণকে নববস্ত্র দান করিয়াছেন। শ্রীমন্দিরের পূজা ও ভোগরাগের দ্রব্যাদিও প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্থা করিয়া উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত বহুভক্ত নরনারী প্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। পুরোহিত, আচার্য্য ও মঠসেবকগণকেও বস্ত্র দান করিয়াছেন। স্নানযাত্রাদিবস গঙ্গোদক আনিবার কালে বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডসহ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার ব্যবস্থাও তিনিই করিয়াছিলেন। শুধু এই স্নানযাত্রা উৎসবকালে নহে, শ্রীমন্দিরের বিভিন্ন উৎসবকালেও তিনি বিভিন্ন প্রকারে আন্তরিকতার সহিত সহায়তা করিয়া থাকেন। শ্রীমঠের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার এই সেবাপ্রাণতা দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ-জগন্নাথদেবের পাদপদ্মে প্রার্থনা করি, তাঁহার এই সেবাচেষ্টা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। আমাদের বড়ই ইচ্ছা, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শনার্থ বহু স্থান হইতে বহু যাত্রি সমাগম হইয়া থাকে। তিনি যদি একটি যাত্রিনিবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে যশড়া শ্রীপাটে তাঁহার একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি বিরাজিত থাকে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সগোষ্ঠী তাঁহাকে দীর্ঘসেবাময় জীবন দান করুন, ইহাই আমাদের তচ্চরণে সকাতর প্রার্থনা। মঠসেবকগণ এবং শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ দেবগোস্বামিপ্রমুখ স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে
আগরতলায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব উপলক্ষে
সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে এবৎসর আগরতলাস্থিত শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথজিউ মন্দিরে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ জীউর রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা ও সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীবাসুদেব দাস ব্রহ্মচারী, (শ্রীব্যোমকেশ সরকার মহোদয়) বিমানযোগে গত ১৪ আষাঢ়, ২৯ জুন সোমবার অপরাহ্ণে দমদম বিমানবন্দর হইতে শুভযাত্রা করতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে আগরতলা বিমান বন্দরে শুভ-পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ভক্তবৃন্দ কয়েকটী মোটরকার সহযোগে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে বিমান বন্দর হইতে সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রীশ্রীজগন্নাথজীউ মন্দির—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন। পরদিবস কলিকাতা হইতে বিমানযোগে শ্রীসুদামা বনচারী ও শ্রীশচীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী আগরতলা মঠের রথযাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ১৪ আষাঢ় রাত্রিতে এবং ১৫ আষাঢ় হইতে ২৮ আষাঢ় পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে, ২৯ আষাঢ় প্রাতে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত সহরের বিভিন্ন এলাকায় কোনও দিন দুই স্থানে, কোনও দিন তিন স্থানেও হরিকথা বলেন।

আগরতলাস্থিত শাখা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজের মুখ্য সেবাপ্রচেষ্টায় এবং মেলাঘরের শ্রীবিরাজমোহন সাহার মুখ্য সেবানুকূল্যে পুরাতন টিনের ঘরে যে গুণ্ডিচামন্দির ছিল, তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ছাদ পর্য্যন্ত গুণ্ডিচামন্দিরের গাঁথনি সম্পন্ন হইলে তাহা আচ্ছাদন করতঃ নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ রথযাত্রার দিন শুভবিজয় করেন। ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন তিথি দিবসে ভক্তবৃন্দ পরমোৎসাহের সহিত মূলমন্দির ও শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরের মার্জ্জন সেবা সম্পাদন করেন। শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির নির্ম্মিত হইতে দেখিয়া এবং তদ্দরুণ স্থানের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় নরনারীগণ পরমোল্লসিত হন।

স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জন ও ভক্তদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ কুমার বসাক ও শ্রীমধুসূদন মজুমদার মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ বারান্দার স্তম্ভাদি সংস্কারকরতঃ সৌন্দর্য্য সম্পাদন করায় সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

১৮ আষাঢ়, ৩জুলাই শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ জীউ মন্দির হইতে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সংকীর্ত্তন ও বাদ্যাদি সহযোগে বিশাল সুরম্য রথে পাণ্ডুবিজয় করেন। রথ-যাত্রায় যোগদানের জন্য প্রায় লক্ষ নরনারীর সমাবেশ হয়। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার রথযাত্রা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য প্রচুর পুলীশ সাহায্য প্রেরণ করেন। পুলীশব্যাণ্ডও শোভাযাত্রার অগ্রে ছিল। পুলীশের আন্তরীক প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে কোনও প্রকার দুর্ঘটনা হইতে পারে নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের সেবাপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এতদ্ব্যতীত মঠের শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীননী-গোপাল বনচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী এবং গৃহস্থভক্তগণের মধ্যে শ্রীজ্ঞানচন্দ্র দেবনাথ, ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র পোদ্দার (শ্রীহয়গ্রীবদাস) ও শ্রীঅমূল্য চৌধুরী

মহোদয়গণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী নগরসঙ্কীর্ত্তনে মুখ্যভাবে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। রথযাত্রার দিন প্রাতে প্রবল বর্ষণ হইলেও শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় রথযাত্রার সময় বর্ষণ বন্ধ হইয়া যায় এবং ভক্তগণ পরমোৎসাহের সহিত রথের রজ্জু আকর্ষণ করেন। রথযাত্রার দিন শ্রীমন্দিরে অবস্থান করতঃ শ্রীসুদামা বনচারী অগণিত দর্শনার্থিগণের সৎকার বিধান করেন। রথযাত্রা সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করতঃ সন্ধ্যায় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। আগরতলার সহরবাসিগণ রথযাত্রা দেখিয়া পরম উৎফুল্ল হন এবং বলেন— তাঁহারা বাংলাদেশে কুমিল্লায় যে বিরাট্ রথযাত্রা দেখিয়াছিলেন, তাহা যেন পুনরায় স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে। আগরতলার সহরবাসিগণ এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত নরনারীগণ রথযাত্রা উৎসবে যোগ দেন। চিরাচরিত প্রথায় তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে পৌঁছাইবার জন্য ফল নিক্ষেপ করেন। তাঁহারা হয়ত ভগবৎ সেবার উদ্দেশ্যেই উহা অর্পণের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীঅঙ্গে ও ভক্তগণের অঙ্গে আঘাত প্রাপ্তি হইতে দেখিয়া যাঁহারা শ্রীবিগ্রহগণকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌রূপে এবং ভগবদ্ভক্তগণকে ভগবৎপ্রিয়জ্ঞানে দর্শন করতঃ মর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হন। ভক্তির বিচার যদি নাও থাকে, সাধারণ মনুষ্যত্বরূপে বিবেকবুদ্ধিতে তাঁহাদের মনে চিন্তা আসা উচিত, যে আঘাত তাঁহারা অপরের উপর বর্ষণ করিতেছেন -পাল্টা ঐ আঘাত যদি তাঁহাদের উপর নিক্ষিপ্ত হইত, তাঁহারা কি সুখী হইতেন? সাধারণ বিবেক একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁহারা অপর মনুষ্য বা জীবকে কষ্ট দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না এবং এই জাতীয় অমানুষিক, বিবেকরহিত, চরিত্রহীন মনুষ্যগুলিই সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছে। যাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে পৌঁছাইবার জন্য ফল নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে আর্ত্তিভাব থাকায় সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেও কতকগুলি দুষ্টপ্রকৃতির ব্যক্তি উহার সুযোগে শ্রীবিগ্রহ ও ভক্তজনকে আঘাত করার অসৎ উদ্দেশ্যেই যে সজোরে পেয়ারা ও প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহা ভক্তিপ্রতিকূল ভয়াবহ আসুরিক বিচার ছাড়া আর কি বলা যাইবে? এইবারও সংবাদ পাইলাম, পুরীতে কোনও ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট পৌঁছাইবার জন্য একটী নারিকেল নিক্ষেপ করে, তাহাতে একজন পাণ্ডা গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হন। পুরীতেই হউক বা যেখানেই হউক, যাহা অন্যায়—তাহা সর্ব্বত্রই অন্যায়। ভক্তির কার্য্যকে বিভীষিকায় পরিণত করার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই। এইজন্য সমস্ত সদ্‌রুচি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা যেন সৎসাহসের সহিত সর্ব্বশক্তি দিয়া এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিরোধের চেষ্টা করেন।

২৬ আষাঢ়, ১১ জুলাই শনিবার শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা সুন্দর আবহাওয়ায় বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ সুসম্পন্ন হয়। পুনর্যাত্রাতেও রাজ্য সরকার প্রচুর পুলীশ ও পুলীশব্যাণ্ডাদি প্রদান করায় তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কোনও প্রকার অসুবিধা হয় নাই।

রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমঠের সভামণ্ডপে ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই শনিবার হইতে ২৫ আষাঢ়, ১০ জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের কারামন্ত্রী শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগরতলাস্থিত স্নাতকোত্তর কেন্দ্রের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, আগরতলা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীরবীন্দ্র নাথ দাস, এম্-এ, পি-আর্-এস্, এফ-আর-এ-এস্ (লণ্ডন); মৌরাটস্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়, আগরতলা এম-বি-বি কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীসুখময় ঘোষ, আগরতলা পি-ডব্লিউ-ডির চিফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীনীহার কান্তি সিন্‌হা ও আগরতলা এম-বি-বি কলেজের শিক্ষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক

শ্রীকৃষ্ণকিশোর চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে সভাপতি পদে বৃত হন। বিলোনিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীসুরেশ চন্দ্র পাল, আগরতলা মহিলা কলেজের অধ্যাপক ডঃ শ্রীভারতচন্দ্র রায় যথাক্রমে প্রথম ও চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নির্দ্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় ছিল যথাক্রমে "বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু", "বর্ত্তমানযুগে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা", "ঈশ্বর, জীব ও জগৎ", "ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়", "ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য", "মঠ, মন্দির ও শ্রীবিগ্রহসেবা", ভবব্যাধির মহৌষধ শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তন"। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় শ্রোতৃবৃন্দ বিপুলসংখ্যায় যোগ দেন। সভার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীঅরবিন্দ লোচন ব্রহ্মচারী মুখ্যভাবে সুললিত ভজন কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারা ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

মূলমন্দির ও গুণ্ডিচা মন্দিরের সেবা অতীব নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করেন শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী। এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীননাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশদাস, শ্রীমহন্ত, শ্রীরাজেন দাস প্রভৃতি মঠবাসী বৈষ্ণবগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং শ্রীগোপাল চন্দ্র বণিক, শ্রীহয়গ্রীবদাস (ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র পোদ্দার), শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীনেপাল চন্দ্র সাহা, শ্রীঅমূল্য চৌধুরী, শ্রীসজ্জনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীহরিপদ দাস, শ্রীজীবন পাল, শ্রীপ্রেমানন্দ সাহা, শ্রীমধুসূদন মজুমদার, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র দেবনাথ প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

লোকান্তরে শ্রীগোঁসাইদাস পাল

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা আসাম প্রদেশস্থ তেজপুর—শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, শুভানুধ্যায়ী ও ধর্ম্মপ্রাণ তেজপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোঁসাইদাস পাল মহোদয় বিগত ২২শে বৈশাখ ১৩৮৮, ৫ই মে ১৯৮১ মঙ্গলবার শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতে অপরাহ্ণ ৫-২২ মিঃ এ মাত্র ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় দেহ ত্যাগ করেন। তিনি বাংলা দেশের অন্তর্গত নাগের হাটে (ঢাকা) বাংলা ১৩৪০ সালের মাঘ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি তেজপুর আসিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করতঃ বসবাস করিতে থাকেন। তিনি মঠে বিবিধ অনুষ্ঠানে বিবিধ প্রকার সেবা করিয়া সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শ্রীভগবৎকথা কীর্ত্তনমুখে সান্ত্বনা প্রদান করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, দুই পুত্র, তিন কন্যা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূকে রাখিয়া গিয়াছেন। করুণাময় শ্রীভগবান্ গৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা—তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্য মঙ্গল বিধান করুন।

কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাপ্রার্থনামুখে দক্ষিণ কলিকাতা কালীঘাট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট শনিবার হইতে ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট বুধবার পর্য্যন্ত উৎসবানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। ৫ ভাদ্র, শনিবার শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩টায় নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, ৬ ভাদ্র রবিবার শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস ও পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব। ৫ ভাদ্র হইতে ৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে প্রত্যহ রাত্রি ৭টায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে। নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলকে যোগদানের জন্য সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫ পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬ ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত
সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অভিনব সংস্করণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ **সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**-কৃত **'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য'**, ওঁ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ-কৃত **'অনুভাষ্য'** এবং ভূমিকা, শ্লোক-পদ্য-পাত্র-স্থান-সূচী ও বিবরণ প্রভৃতি সমেত শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রী**মদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী** মহারাজের উপদেশ ও কৃপা-নির্দ্দেশক্রমে **'শ্রীচৈতন্যবাণী'**-পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া সর্ব্বমোট ১২৫৫ পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

সহৃদয় সুধী গ্রাহকবর্গ ঐ গ্রন্থরত্ন সংগ্রহার্থ শীঘ্র তৎপর হউন!

ভিক্ষা——— তিনখণ্ড পৃথগ্ভাবে ভাল মোটা কভার কাগজে সাধারণ বাঁধাই ৭২'০০ টাকা। একত্রে রেক্সিন বাঁধান—৮০'০০ টাকা।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— „ .৮০
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „ „ ১.২০
(৪) গীতাবলী „ „ „ „ ১.০০
(৫) গীতমালা „ „ „ „ ১.২০
(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধান) „ „ „ „ ১৬.০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ „ ২.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— „ .৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— „ ১.০০
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — „ ১.৭৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Rs 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত — „ ২.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — „ ১.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — „ ১২.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — „ .৫০
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — „ ২.৫০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — „ ৩.০০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — „ ২.৫০
(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — „ ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাসতালিকা-সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক। ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থানঃ— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয়ঃ—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩৮৮

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ : —

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৮৮
২১শ বর্ষ } ১৭ হৃষীকেশ, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ { ৭ম সংখ্যা

অচিচ্ছক্তি কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি হইতেই ক্রিয়া লাভ করে

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বৈদিক-বিচারে—বস্তু হইতেই শক্তির যোগে বদ্ধজীবের নিকট প্রকাশিত জগৎ সৃষ্ট। অবৈদিক-বিচারে—দৃশ্যজগৎ প্রকৃতি হইতে জাত। বস্তুশক্তির ত্রিবিধা বৃত্তি—চিৎ, অচিৎ ও উভয়ময়ী। অশ্রৌত-পন্থায় কেহ কেহ মনে করেন, জড়া প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে; বৈদিক-বিচারে উহা স্বীকৃত হয় নাই। ভগবদ্‌বস্তু চিন্ময়ী শক্তির সহিত অভিন্ন। অচিন্ময়ী শক্তিতে চিচ্ছক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাৎকালিক নশ্বর চিদ্‌ভাবাভাস প্রকাশিত হয়। ভগবানের চিদচিন্মিশ্র তটস্থাখ্য জীবশক্তি নিত্যকাল চিন্ময়ী-শক্তির অনুগত হইলেও অনাদিকাল হইতে অচিচ্ছক্তি-পরিণত দৃশ্যজগতে ভ্রমণের উপযোগী। বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চিন্মাত্রের অপব্যবহার-ক্রমে জীবের বদ্ধানুভূতি। প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব স্ব-স্বরূপ অবগত হইলে জানিতে পারেন যে, সেবোন্মুখতাই তাঁহার নিত্য চরম-মঙ্গলের ভূমিকা। তটস্থাখ্য-শক্তি জীব যে-কালে সেবাবিমুখ হন, তৎকালে তিনি আপনাকে শক্তিমজ্‌জ্ঞানে ভোগে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি অচিতের প্রভু হইবার জন্য চিন্মাত্রশক্তির বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া বসেন। কৃষ্ণের নিজশক্তির দ্বারাই তাঁহার বিজাতীয় অচিচ্ছক্তিতে শক্তি অর্পিত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ—অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তি নিরগ্নিক লৌহে সঞ্চারিত হইয়া লৌহকে অগ্নি-পরিচয়ে প্রকাশিত করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে অচিচ্ছক্তি কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি হইতেই ক্রিয়া লাভ করে। তটস্থাখ্য জীব অচিচ্ছক্তির প্রভাবে চালিত হইয়া দৃশ্য জড়জগৎকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু চিন্মাত্রে অবস্থিত মুক্তজীব বুঝিতে পারেন যে, শক্তিমানের চিচ্ছক্তিই অচিচ্ছক্তিতে আংশিক বল বিধান করিয়া উহাকে ক্রিয়াবতী করায়। অচিচ্ছক্তির মূলকারণ প্রকৃতি নানাপ্রকারে অনুপাদেয়, পরিচ্ছিন্ন ও অবরতা আবাহন করে। বদ্ধাভিমানে তর্কপন্থী জীব অজার দুগ্ধপ্রসবিনী স্তন দেখিয়া গলদেশে অবস্থিত স্তনাকৃতি স্থান হইতে

যেরূপ দুগ্ধ-প্রার্থনায় অকৃতকার্য্য হয়, তদ্রূপ অচিন্মূলা প্রকৃতিকে অচিদ্ জগতের কারণ বলিতে যাওয়ায় তাদৃশ নিবুর্দ্ধিতা। ভগবানের অচিচ্ছক্তি 'মায়া'—'নিমিত্ত' ও 'উপাদান'রূপে হরিবিমুখ জীবের নিকট প্রতিভাত হইয়া সত্যবস্তু-গ্রহণে পরাঙ্মুখ করায়। জীব, স্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে অচিচ্ছক্তির 'আবরণী' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা'—এই দ্বিবিধা চেষ্টা লক্ষ্য করেন। ঘটরূপ দ্রব্যের কারণ যে প্রকার দ্বিবিধ, তাহাতে নিমিত্ত-কারণরূপে কুম্ভকার এবং উপাদানকারণ ও উপায়রূপে মৃত্তিকা ও চক্র-দণ্ডাদি যেরূপ স্থিরীকৃত হয়, তদ্রূপ দৃশ্যজগৎ এবং ভূতসমূহেরও নিয়ামক বস্তুবিচারে শক্তিমত্তত্ত্বই নির্দ্দিষ্ট। শক্তিভেদ-বিচারে ত্রিগুণময়ী মায়া, গুণের দ্বারা উপাদানাংশ ভূতসমূহের পরিচালন করে। তটস্থাখ্যশক্তি জীব এই দৃশ্যজগতে হরিবিমুখ হইয়া ভোক্তৃত্ব গ্রহণ করে। দৃশ্যজগতে বস্তুর অচিৎপ্রতীতি কৃষ্ণবৈমুখ্যের ফলমাত্র। অচিৎপ্রতীতিতে ভোগের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত, কিন্তু সেবোন্মুখতায় ভগবৎ-প্রতীতিতে নিজ সম্বন্ধ-দর্শন। কৃষ্ণই নিত্য চিজ্জগতের কারণ, তিনিই আবৃত-সত্য অচিজ্জগতের কারণ এবং তিনিই তটস্থাখ্য জীবের মূল-কারণ ও বিধাতা। অচিৎ-প্রতীতি—ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির ক্রিয়া এবং চিৎ-প্রতীতি—অন্তরঙ্গা-শক্তির ক্রিয়া। চিন্ময়প্রতীতির বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সকল স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম ও সর্ব্বাকরত্ব ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত। সেই ভগবদ্-বস্তু বৃহৎ, তাঁহার খণ্ডাংশই 'জীব'-শব্দ-বাচ্য। সেই ভগবদ্‌বস্তু বিভক্ত হইয়া খণ্ডত্ব-ধর্ম্ম প্রকাশ করে না, পরন্তু, খণ্ডপ্রতীতি কখনও অখণ্ড-প্রতীতির সহিত অভিন্ন হয় না। ব্যাপ্য-ব্যাপক বিচারে ব্রহ্ম ও জীব সমজাতীয় হইলেও ঈশবস্তু—মায়ার প্রভু, আর বশ্যবস্তু—মায়ারই অধীন। মায়াধীন মায়াধীশের অধীন হইলে তাহার মায়াধীনত্ব ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(প্রেমতত্ত্ব)
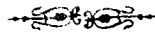
প্রশ্ন—সাধুসঙ্গ ব্যতীত কি প্রেমোদয় সম্ভব নহে?

উত্তর—"প্রেম একটি পরমশুদ্ধ চিদ্ধর্ম্মফলকবিশেষ। সাধুচিত্তই তদ্‌গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ এবং অসাধুচিত্ত তাহার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই ফলক জীব-হৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। তড়িৎসম্বন্ধে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের ন্যায় সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ প্রবলরূপে কার্য্যকর॥"

—'ভজন-প্রণালী,' হঃ চিঃ

প্রঃ—কৃষ্ণপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমে পার্থক্য কি?

উঃ—"সমুদায়ের মূলেই বিশুদ্ধ প্রেম। অনৈতিক জীব ঐ প্রেমকে বিকৃতভাবে জড়ীয় অবস্থায় রাখে। পাশ্চাত্ত্য **নৈতিক** পণ্ডিত কোঁৎ (বা কম্‌টি?) তাহাকে **একটু নিঃস্বার্থ-বিধিবদ্ধ করিয়া বিশ্বময় করিতে উপদেশ করেন।** শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সিদ্ধ জীবের শুদ্ধ চিন্ময় প্রেমের আলোচনা শিক্ষা দিয়াছেন। জড়মূলক কোঁৎ ঐ প্রেমের জড়শুদ্ধ বিকারকে লৈঙ্গিক অবস্থায় বিস্তৃত করিতে বলেন। কোঁৎএর উপদেশে জীবের মঙ্গল নাই, কেবল লৌহ-শৃঙ্খল-ত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্ণশৃঙ্খল ধারণ করিবার বিধি দেখা যায়। মহাপ্রভু জীবের শৃঙ্খল দূর করিয়া বিশুদ্ধ প্রেম আস্বাদন করিতে জীবকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা শিক্ষা দিয়াছেন।"

—'পদরত্নাবলী', সঃ তোঃ ২।৯

প্রঃ—কৃষ্ণপ্রেমের অচিন্ত্য-প্রভাব কি ?

উঃ—"কৃষ্ণপ্রেম এমনই এক বস্তু যে, উহা সুখকে দুঃখ করে এবং দুঃখকে সুখ করে।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

প্রঃ—কৃষ্ণের নিত্যরাস কি ? প্রীতিধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয় কি ?

উঃ—"বৃহজ্জড় ক্ষুদ্র-জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র-গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছ, সেইরূপ চিজ্জগতে দেখ। * * চিন্ময় বৃন্দাবনবিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য ; জীবসমূহ — তাঁহার লীলা-পরিকর। **কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ-ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র-গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন।** ফল এই যে, বলবৎ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ-সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষভাবে তাঁহার নিকটস্থ এবং সাধনসিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণের চিন্ময়-লীলাই প্রীতি-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।"

— প্রীতি', সঃ তোঃ ৮।৯

প্রঃ—শুদ্ধপ্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ কি ?

উঃ—"আকর্ষ (magnet) উপযুক্তস্থলে আসিলে লৌহ যেমত তাহার প্রতি স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ প্রবৃত্ত হয়, অণুচৈতন্য জীবও সেইরূপ পরমচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের প্রতি সাম্মুখ্য অবস্থায় যে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই শুদ্ধপ্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

প্রঃ—কৃষ্ণপ্রীতি ও জড়প্রীতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কি ?

উঃ—"বিষয়প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তখনই কৃষ্ণপ্রীতি। যখন কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম—জড়-প্রীতি বা বিষয়াসক্তি।" —শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

প্রঃ—প্রপঞ্চগত জীবের কি সম্ভোগরস আস্বাদনীয় নহে ?

উঃ—"মহাপ্রভুবাক্যেন প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তি-জীবানাং পূর্ব্ব-রাগাদিময়া বিপ্রলম্ভ এব আস্বাদনীয়ঃ।"

—সঃ ভাঃ ৭

প্রঃ—ভক্তিরসাস্বাদক প্রেমিকগণ কৃষ্ণনামসেবাসুখা-পেক্ষা অন্য কোনও বস্তুর আদর করেন কি ?

উঃ—"মদীশ্বরপুরীপাদানাম্—

যোগ-শ্রুত্যুপপত্তি-নির্জ্জনবন-ধ্যানাধ্বসংভাবিতাঃ
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহর-প্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যামল-ধামনাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি॥

ভাষ্যম্। ভক্তিরসাস্বাদকানাং মোক্ষসুখাদপি শ্রীভগ-বন্নাম-সেবন-সুখাধিক্যং দর্শয়ন্ শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী-প্রিয়-শিষ্য-শ্রীমদীশ্বরপুরীমহোদয়েন সিদ্ধান্তিতং পরমরহস্যং যোগশ্রুত্যুপপত্তি ইত্যাদিনাহ। যোগ আসনপ্রাণায়ামাদ্য-ষ্টাঙ্গঃ। শ্রুত্যুপপত্তিঃ ঔপনিষদং ব্রহ্মজ্ঞানম্। নির্জ্জনবন বানপ্রস্থসাধনং। ধ্যানম্—অরূপস্য ব্রহ্মণঃ কল্পিতরূপ-চিন্তনম্। অধ্ব — তীর্থাটনং। এতৈঃ সম্ভাবিতং স্বস্বরূপানুভবং তত্ত্বসাযুজ্যং বা। তত্র ভয়শূন্যং। তৎ প্রতিপদ্য প্রাপ্য দ্বিজা বর্ণাশ্রমাভিমানিনঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাঃ মুক্তা ভবন্তু। কিন্তু বর্ণাশ্রমাভিমানরহিতানাং শ্রীকৃষ্ণনামসেবকানাম্ অস্মাকং লক্ষাবধি জন্মাস্তু॥"

—'ভাবাবলী'

প্রঃ—দ্বিবিধ চিন্ময় অবস্থা কি কি ? স্বরূপতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি ও বস্তুতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতিতে বৈশিষ্ট্য কি ?

উঃ—"চিন্ময়ধামরূপ বৃন্দাবনে প্রকৃতির অতীত অভিনব মদনস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। 'মদন'-শব্দে সামান্যতঃ জড় কবিসকল যাহাকে অর্থ করেন, তাহা

প্রাকৃত-জগতে মাংসপিণ্ডের পরস্পর আকর্ষা, নিতান্ত প্রাকৃত ও হেয় কামতত্ত্ব। জীবসকল জড়ে বদ্ধ হইয়া দেহে আত্মাভিমান করতঃ সেই কামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কৃষ্ণসম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থায় অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা দুইপ্রকার—স্বরূপগত ও বস্তুগত। তত্ত্বপ্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ এখনও জড়সম্বন্ধ বিগত হয় নাই—এমত অবস্থায় চিন্ময়-তত্ত্বের কথঞ্চিদুদয় হইলে স্বরূপতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়; **কিন্তু বস্তুতঃ হয় না।** স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্ত্বের সহিত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে সম্বন্ধ-গন্ধ-রহিত হইলেই বস্তুতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়। স্বরূপ-অবস্থিতিতে 'সাধনা' আছে। সেই সময় চিন্ময়ী কামগায়ত্রী ও চিন্ময় কামবীজে কৃষ্ণের উপাসনা হইতে থাকে। পুরুষ বা স্ত্রী, স্থাবর বা জঙ্গম—সকলকেই সেই সর্ব্বচিত্তা-কর্ষক মন্মথমন্মথস্বরূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, মঃ ৮।১৩৭-১৩৮

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পত্রে উপদেশ

(৪২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
হায়দ্রাবাদ-২ (A. P.)
১৭।৫।৭৭

প্রীতিভাজনেষু,

শ্রী * মহারাজ আপনার ১০।৫।৭৭ তারিখের পত্র অদ্য প্রাতে দিল্লী হইতে এখানে পৌঁছিয়া পাইয়াছি। মঠের কোন **ব্রহ্মচারী** একাকী মফঃস্বলে প্রচারে যায়, ইহা আমি পছন্দ করি না। পরমার্থের জন্য আমাদের মঠে বাস। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য সেবানুকূল্য সংগ্রহ করা পরমার্থের অন্তর্গত বিষয়। কিন্তু তাহাতে যদি অমঙ্গলের আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে সাবধানতার সহিতই সেবকগণকে চলিবার পরামর্শ দিতে হইবে।

বদ্ধজীবের তথা প্রাথমিক সাধকগণের মধ্যে কিছু স্বেচ্ছাচারিতা এবং কাম, ক্রোধ ও লোভাদির উপদ্রব দেখা দিতে পারে। উহাতে অস্থির না হইয়া তাহাদিগকে ক্রমমার্গে সংযত করিবার জন্য ব্যবস্থা করা দায়িত্বশীল সেবকগণের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। মঠে কেহই আমাদের চাকর নয়। সুতরাং সকলকেই সেবার জন্য বলিতে গেলে যথোচিত মর্য্যাদা প্রদান পূর্ব্বক সেবাকার্য্যের জন্য উপদেশ করা ভাল।

আপনার পত্রানুসারে আমরা শীঘ্রই, সম্ভব হইলে স্নানযাত্রার পূর্ব্বেই আগরতলা মঠে পৌঁছিবার চেষ্টা করিব।

সকলকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবেন ও আপনি জানিবেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

✻ ✻ ✻

(৪৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
৯।১২।৭৮

স্নেহভাজনেষু,

* তোমার ২৭।১১।৭৮ তারিখের পোষ্টকার্ড কতকদিন পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম।

আমরা হরিভজন করিবার জন্য মঠে আসিয়াছি। মঠসেবকদের মধ্যে বা বাহিরের কোন লোক যদি তিরস্কার করে, তবে মঠ ছাড়িয়া পালাইয়া যাওয়া বা বাড়ী যাওয়া তাহার শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার অভাব সূচনা করে। সাধনভজনে আগ্রহ থাকিলে এইরূপ করিতে পারে না। সবসময়ে কেবল লোকে প্রশংসা ও তোয়াজ করিবে, তবেই আমি মঠে থাকিতে পারিব, প্রাচীন ব্যক্তিদের শাসনবাক্যও শুনিতে বিষের মত বোধ হইলে বুঝা যাইবে যে, হরিভজনের জন্য সে মঠে আসে নাই। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক মঠে আসে, তাহাদের প্রকৃতিও রকমারী। কাহারও তমোগুণ প্রধান, কাহারও রজোগুণ, কাহারও বা সত্ত্বগুণ প্রধান থাকে। সকলেই বুঝিয়া যথাযোগ্য উপদেশবাক্য বা কোমল বাক্যদ্বারা শাসন করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে, তজ্জন্য মঠ ত্যাগ করিয়া বাড়ী যাওয়া বা জঙ্গলে যাওয়া অভক্তের সূচনা করে। সহনশীলতা ও ধৈর্য্য সাধক-মাত্রেরই অত্যাবশ্যক। তোমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া একে অন্যের ত্রুটীবিচ্যুতিকে সংশোধনের সাহায্য করিবে। ইহাই বহু লোক মিলিত হইয়া মঠবাসের সার্থকতা। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীজগন্নাথ-মাহাত্ম্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীপুরীধাম দিব্যধাম, ভূতলে গোলোক অবতীর্ণ। ধামেশ্বর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অনন্ত মহিমা। অদ্যাপি তাঁহার অনুরাগী ভক্তবৃন্দ প্রায়শঃই তাঁহার অলৌকিক মহিমা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত উৎকলদেশীয় স্নিগ্ধ ভক্তপ্রবর পণ্ডিত শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণদাসাধিকারী প্রভুর শ্রীমুখে গত রথযাত্রাকালে এবং তৎপূর্ব্বেও অনেক সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অনেক মহিমা শ্রবণসৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে নিম্নে তিনটি প্রত্যক্ষ সত্য-ঘটনা শ্রীপত্রিকার পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত লিপি-বদ্ধ করিতেছি। হয়ত অনেকেই ইহা জানেন, তথাপি ভগবন্মহিমা কখনই পুনরুক্তি দোষদুষ্ট হন না, এজন্য ইহা পুনঃ পুনঃ আলোচ্য।

১। উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেব ও কাঞ্চী-রাজকন্যা পদ্মাবতী

উৎকলরাজ গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকাল ১৪৭০—১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ, তাঁহারই বংশধর শ্রীগৌরগতপ্রাণ মহারাজ প্রতাপরুদ্র। তাঁহার রাজত্বকাল ১৪৯৭—১৫৪১

খৃষ্টাব্দ। মহারাজ পুরুষোত্তমদেব একসময়ে কাঞ্চী-রাজকন্যা শ্রীপদ্মাবতীদেবীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। কাঞ্চীরাজ তচ্ছ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উৎকলরাজকে তাঁহার কন্যাদান পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিলেন এবং তদনুসারে মন্ত্রী ও অন্যান্য পাত্রমিত্রকে পাত্র দর্শনার্থ উৎকলে প্রেরণ করিলেন। তখন কটক ছিল উৎকলের রাজধানী। পাত্রীপক্ষ পাত্র উৎকলরাজকে দেখিবার জন্য কটকরাজভবনে শুভাগমন করিয়া যথোচিত সমাদর লাভ করিলেন। তখন রথযাত্রার সময়। উৎকলরাজ কাঞ্চীরাজের মন্ত্রী মহাশয়কে পুরীধামে রথযাত্রা দর্শনার্থ রাজধানী কটক হইতে পুরীতে লইয়া আসিলেন। মন্ত্রী রাজার দর্শনে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু রাজাকে রথোপরি 'ছেরা পহরা' অর্থাৎ সুবর্ণ সম্মার্জ্জনী দ্বারা ঝাড়ু দিতে এবং অগুরু কর্পূরাদি সুবাসিত জলসেচনাদি কার্য্য করিতে দেখিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন। পরে কাঞ্চীতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক কাঞ্চীরাজকে বলিলেন — 'উৎকলরাজ রূপে গুণে ঐশ্বর্য্যে কোনদিকেই কম না হইলেও তাঁহার পুরীধামে রথোপরি চণ্ডালের ন্যায় ঝাড়ুদেওয়া কার্য্যটি বড়ই দৃষ্টিকটু।' মন্ত্রী-মুখে কাঞ্চীরাজ উৎকলরাজের এই সংবাদ শ্রবণে চিন্তা করিলেন—আমি একটি ঝাড়ুদারের হস্তে কি করিয়া আমার কন্যাকে সম্প্রদান করি? অনেক জল্পনা কল্পনার পর কাঞ্চীরাজ উৎকলরাজের সহিত কন্যার বিবাহদানে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কাঞ্চীরাজের এই মন্তব্য দৈবক্রমে উৎকলরাজের কর্ণগোচর হইলে উৎকলরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন—"পুরীধামের যে গজপতি মহারাজ লক্ষরাজার 'মৌর' অর্থাৎ মুকুটমণি, ভারতের সুপ্রসিদ্ধ সেই ঠাকুর-রাজাকে একটি ক্ষুদ্র কাঞ্চীরাজ কিনা এইরূপ অপমানিত করিল? এই অপমান শুধু আমাকে করা হয় নাই, ইহা আমার পরমারাধ্য শ্রীজগন্নাথ-দেবকেই করা হইয়াছে, ইহা সমগ্র উৎকলসাম্রাজ্যের অপমান। সুতরাং অসহনীয় অপমানের আশু প্রতীকার প্রয়োজন।"

উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চীরাজকৃত এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য শীঘ্রই কাঞ্চীনগরে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু বিপুল সৈন্য সমাবেশ সত্ত্বেও রাজা এবার যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিলেন না। কারণ গণাধিরাজ গণেশ এবার কাঞ্চীরাজকে সহায়তা করায় উৎকলরাজ পরাজিত হইয়া বিষণ্ণচিত্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরমভক্ত রাজা জগন্নাথের উপর অভিমান করিয়া মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করিলেন। একদিন রাত্রে ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথ রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—"রাজন্, তোমার সৈন্যদল প্রচুর থাকিলেও কাঞ্চীরাজের দৈববলের নিকট তাহা ন্যূন হইয়া গেল। আর তুমি ত' যুদ্ধযাত্রাকালে আমাকেও কিছু বলিয়া যাও নাই, সুতরাং আমি কি করিব? যাহা হউক তুমি আবার আগামীকল্যই যুদ্ধ যাত্রা কর, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" রাজার স্বপ্নভঙ্গ হইল। তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ স্মরণে আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মন্ত্রী ও সেনাপতিকে ডাকিয়া পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধের আয়োজন করিতে বলিলেন।

পরদিন রাজা শুভলগ্ন দর্শন করিয়া যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে অগ্রে শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন এবং শ্রীজগন্নাথ-পাদপদ্মে অত্যন্ত আর্ত্তিভরে নিজদুঃখ নিবেদন করিতে করিতে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। যাত্রাকাল নিজ হীরাখচিত মুদ্রিকাটি (আংটি) শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীকরকমলে অর্পণ করিয়া গেলেন। এইবার গজপতি উৎকলসৈন্যসহ মহোদ্যমে কাঞ্চীবিজয়ে যাত্রা করিলেন। এদিকে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম দুইভ্রাতাই নিজভক্তের মান রক্ষণার্থ এবং গণাধিরাজেরও দর্প হরণার্থ সৈনিক-বেশে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজার অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। শ্রীবলরামের অশ্ব কৃষ্ণবর্ণ এবং শ্রীজগন্নাথের অশ্ব শ্বেতবর্ণ। যাত্রাকালে রাজাকে তাঁহাদের গমন বিষয়ে ইঙ্গিত দিবার জন্য এক ছল করিলেন। এক গোয়ালিনী মস্তকে দধিভাণ্ড লইয়া বাজারে যাইতেছিল, শ্রীজগন্নাথ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গোয়ালিনী, আমরা উভয়েই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমাদিগকে দধি দাও।"

দুই ভাই দধি ভোজন করিলেন। গোয়ালিনী মূল্য চাহিলে বলিলেন, 'দেখ আমরা রাজার অগ্রগামী সৈনিক। রাজা সসৈন্যে পশ্চাতে আসিতেছেন। আমাদিগের নিকট পয়সাকড়ি নাই, তুমি রাজার নিকট হইতে আমাদের কথা বলিয়া তোমার দাম চাহিয়া লইও।" তাহাতে গোয়ালিনী বলিল, "দেখুন আমি সামান্যা স্ত্রীজাতি, আমি কি রাজার নিকট দাম চাহিতে পারি? আর রাজাই বা আমার কথা বিশ্বাস করিবেন কেন?" তখন শ্রীজগন্নাথ তাঁহার শ্রীহস্ত হইতে রাজদত্ত অঙ্গুরীটি বাহির করিয়া তাহা গোয়ালিনীর হাতে দিয়া বলিলেন— "দেখ গোয়ালিনী, তুমি এই আংটীটি রাজাকে দিলে রাজা তোমাকে দধির দাম দিয়া দিবেন।" এই বলিয়া দুইভাই অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলে গোয়ালিনী তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সৈনিকদ্বয়ের দধি-ভোজন কথা বলিলে ও মূল্য বাবদ রাজাকে আংটী দেখাইলে রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বুঝিতে পারিলেন— তাঁহার প্রভু শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার অগ্রে অগ্রেই চলিতেছেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি গোয়া-লিনীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজা গোয়ালিনীকে বহু মর্য্যাদা সহকারে সেই অঞ্চলের একখানি গ্রাম সম্প্রদান করিলেন। গোয়ালিনীর নাম ছিল মাণিক, সেই গ্রামের নাম হইল—'মাণিক পাটনা' বা 'মাণিকপত্তন'। যাহা হউক গজপতি পুরুষোত্তমদেব মহাবিক্রমে কাঞ্চীরাজধানী আক্রমণ করিয়া কাঞ্চীরাজকে অক্লেশে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। কাঞ্চীরাজ-কন্যাকে লইয়া তাঁহাকে মন্ত্রীহস্তে দিয়া বলিলেন—মন্ত্রী, এই কন্যাটীকে তুমি একটি চণ্ডালের সহিত বিবাহ দিবে। অতঃপর রাজা কাঞ্চীপুরে অবস্থানকালে শ্রীসাক্ষীগোপাল ও শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহদর্শনে অতীব প্রীতি লাভ করেন। শ্রীসাক্ষীগোপাল পাদপদ্মে রাজা তাঁহার রাজ্যে যাইবার জন্য সকাতর প্রার্থনা জানাইলেন, রাত্রে গোপাল রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলেন। অতঃপর রাজা সাক্ষীগোপাল, রাধাকান্ত ও গণেশকে লইয়া নিজরাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই গণেশের নাম হইল 'ভণ্ড গণেশ'। তাঁহাকে বড়দেউলের পশ্চাতে রাখিলেন। রাজপুরোহিত কাশী মিশ্রের প্রার্থনা অনুসারে রাজা শ্রীরাধাকান্ত জিউকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সাক্ষীগোপালকে মন্দিরে রাখিলে জগন্নাথদেবের সহিত তাঁহার ভোগ কাড়া-কাড়ি কোন্দল-লীলা চলিতে লাগিল বলিয়া রাজা তাঁহাকে লইয়া প্রথমে নিজ রাজধানী কটকে, পরে তাঁহাকে সত্যবাদী গ্রামে সংরক্ষণ করেন। ক্রমে একবৎসর অতীত হইল. শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা আসিয়া গেল। মন্ত্রীপ্রবর এতাবৎকাল কাঞ্চীরাজকন্যা পদ্মাবতী মাতাকে নিজভবনে নিজের কন্যার ন্যায় পরমাদরে লালন পালন করিয়াছেন। উৎকলরাজমন্ত্রী কাঞ্চীরাজ-কন্যাকে পূর্ব্ব হইতেই শিখাইয়া রাখিয়াছেন—রাজার রথযাত্রাকালীন মস্তক অবনত করিয়া 'ছেরা পহরা' সেবাকালে কাঞ্চী রাজকন্যা পদ্মাবতী যেন রাজার গলদেশে সহসা পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। মন্ত্রীর ইঙ্গিত-ক্রমে যথাসময়ে শুভাবসর বুঝিয়া রাজকন্যা রাজার গলদেশে মাল্য অর্পণ করতঃ প্রণাম করিলে মন্ত্রী-মহোদয় পরম উল্লাসের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন— "মহারাজ, আপনার শ্রীমুখের আজ্ঞানুসারে কাঞ্চীরাজ-কন্যা আজ ঝাড়ুদারেরই গলদেশে মাল্য অর্পণ করিয়াছেন। আমি আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছি। মণিমা, আপনি ত' এখানে এক্ষণে ঝাড়ুদারেরই কার্য্য করিতেছেন, সুতরাং মা আমার সেই ঝাড়ুদারকেই পতিরূপে বরণ করিলেন। সুতরাং আজ এই কন্যাটির পাণিগ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণমুক্ত করুন।" রাজা চমৎকৃত হইয়া মন্ত্রীর সদ্‌বুদ্ধিকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে পদ্মাবতীকে ধর্ম্মপত্নী-রূপে অঙ্গীকার করিলেন। মহাসমারোহে বিবাহোৎসব সুসম্পন্ন হইল। কাঞ্চীরাজের সহিত পুনঃ সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল। এই পদ্মাবতীগর্ভেই পরম ভাগবত মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের শুভাবির্ভাব।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভক্তবাৎসল্যের জলন্ত স্মারক চিহ্ন স্বরূপে অদ্যাপি গরুড়স্তম্ভের সন্নিহিত দেওয়ালে প্রকাণ্ড শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ অশ্বোপরি সৈনিকবেশী জগন্নাথ-

বলরামের শ্রীমূর্ত্তি ও তৎসন্মুখে মস্তকে দধিভাণ্ড ধারিণী মাণিকগোয়ালিনীর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। গোয়ালিনীর মাণিকপত্তন নামক রাজদত্ত গ্রামটিও এখনও বিদ্যমান।

২। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ললাটপ্রদেশস্থ পরমোজ্জ্বল মণিবৃত্তান্ত

পূর্ব্বকালে উৎকলরাজ্যের বণিকগণ সমুদ্রে জাহাজ লইয়া যাবা, বালি, বোর্ণিও, সুমাত্রা, ম্যালেসিয়া প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। একবার এক ভাগ্যবান্ সওদাগর উৎকলে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সমুদ্র মধ্যস্থ একটি দ্বীপে সন্ধ্যাকালে জাহাজ নঙ্গর করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বণিক্প্রবর একটু অধিকরাত্রে সেই সমুদ্রতীরে কিছু দূরবর্ত্তী স্থানে একটি উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইলেন। সেই দ্বীপে কোন জনবসতি না থাকায় ঐ আলো কোথা হইতে আসিতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি খুবই আশ্চর্য্যান্বিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তিনি রাত্রিকালে ঐ স্থানটীকে মনে মনে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া পরদিন একাকীই সাহস করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে ঐস্থানটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। অনেক দূর যাইবার পর দেখিলেন, একটি ছোট কাঁটা গাছের নিম্নে সেই উজ্জ্বল পদার্থটি দেখা যাইতেছে। তখন তিনি নিশ্চয় করিলেন, এই নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত ঐ উজ্জ্বল পদার্থটি একটি বৃহৎ সাপের মাথার মণি ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরে তিনি অতি সাবধানে শ্রীশ্রীজগন্নাথপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে ঐ মণিটী সংগ্রহ করতঃ অতি দ্রুতগতিতে সমুদ্র তটাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর চলিয়া আসিবার পর তিনি একটি সর্পের ভীষণ গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে বিপত্তারণ মধুসূদন শ্রীজগন্নাথদেবকে ডাকিতে লাগিলেন। আর মনে মনে সঙ্কল্প করিতে থাকিলেন—জগন্নাথ তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে পুরীধামে পৌঁছাইয়া দিলে তিনি ঐ মণিটী অবিলম্বে প্রভু জগন্নাথকেই সমর্পণ করিবেন। তিনি শীঘ্র সমুদ্রতীরে পৌঁছাবাই নৌকা অবলম্বনে জাহাজে উঠিয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি নঙ্গর উঠাইয়া জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। জাহাজ খুব বেগে চালাইবার জন্য নাবিকগণকে আদেশ করিলেন। জাহাজ তীরবেগে চলিতে লাগিল। বণিক্মহোদয় দেখিলেন, একটি বিশালকায় সর্প দ্রুতগতিতে জাহাজের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। সর্পটি এত বড় যে, তাহাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন সে জাহাজটিকে অনায়াসেই সমুদ্রমধ্যে ডুবাইয়া দিবে। তাহার চোখ যেন জ্বলন্ত আগুনের মত জ্বলিতেছে, ফণাটিও অতি বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর। বণিক্প্রবর অনন্যোপায় হইয়া অত্যন্ত ভয়বিহ্বলচিত্তে অগতির গতি শ্রীজগন্নাথের পাদপদ্ম একান্তভাবে স্মরণ করিতে লাগিলেন। করুণাময় শ্রীহরির অপার করুণায় একটু পরেই দেখিলেন, সমুদ্র মধ্য হইতে একটি বিরাট্ আকৃতি জীব উত্থিত হইয়া ঐ বিশালকায় সর্পটীকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল এবং কিছুক্ষণ সমুদ্রের জল তোলপাড় করিয়া শেষে জলমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভক্তবণিক্প্রবর করুণাবারিধি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী অত্যদ্ভুত করুণার নিদর্শন দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জয়গান করিতে লাগিলেন। পরে উৎকলে ফিরিয়া আসিয়া ঐ হীরা বা মণিটীকে সোনার পদ্মের মধ্যে বহু মূল্য প্রস্তর খচিত করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে অর্পণ করিলেন। রত্নবেদীতে থাকাকালে শ্রীজগন্নাথ সারাবৎসর ঐ মণিটীকে ললাটে ধারণ করেন। কেবল রথযাত্রাকালে ঐ মণিটী জগন্নাথের ভাণ্ডারে সযত্নে সংরক্ষিত হয়। এই ঘটনাটি ৫০০-৭০০ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত সত্য ঘটনা।

৩। খৃষ্টান পাদরীর জগন্নাথভক্তি ঘণ্টার বিবরণ

বৃটিশ রাজত্বকালে যখন পর্ত্তুগীজেরা গোয়া-দামন-দিউ-পঁদিচেরী প্রভৃতি স্থানে শাসন করেন, সেই সময়ে পণ্ডিচেরীতে একটি বৃহৎ গীর্জ্জা স্থাপিত হয়। ঐ গীর্জ্জায় একটি বৃহৎ ঘণ্টা রাখিবার জন্য ফ্রান্সে অর্ডার

দেওয়া হয়। ফ্রান্স হইতে একটি জাহাজে ক্যাপ্টেন বীট **(Beat)** বহু কর্ম্মচারিসহ ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা কলিকাতা বন্দরে পৌঁছান। সেখানে কতকগুলি যাত্রী নামিয়া যান, কলিকাতা হইতেও কতকগুলি যাত্রী ঐ জাহাজে উঠেন। জাহাজটি পণ্ডিচেরী অভিমুখে যাত্রা করিল। কিছুদিন পরে জাহাজ ওড়িষ্যার উপকূলে পৌঁছিলে যাত্রীদের মনে খুব আনন্দ হয়। এদিকে ক্যাপ্টেন বীট জাহাজের উপরে বসিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন, বহুদূরে সমুদ্রমধ্যে একটি ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আবার দেখেন ২।৩ মাইল দূরে কোন একটা ভীষণাকৃতি সামুদ্রিক জন্তু জাহাজের দিকে আসিতেছে। তখন ক্যাপ্টেন তাঁহার জাহাজের নাবিকদের সাবধান করিয়া দিয়া নিজে তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে দেখিলেন, ঐ জন্তুটি একটি ভীষণ কায় তিমিঙ্গিল। তাহার জ্বলন্ত চক্ষু, ভীষণাকার দন্ত ও বিশ্বগ্রাসী বিস্তৃত বদন দেখিয়া ক্যাপ্টেন ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই ভীষণাকৃতি জন্তুটি জাহাজের মাত্র ২ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়া গেল। তাহার গতির কোন পরিবর্ত্তন না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ প্রলয়ভয়ঙ্কর জন্তুটি মাত্র ১ মাইল দূরে পৌঁছিয়া গেল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন— ঐ বিশালকায় তিমিঙ্গিলের মুখবিবরে তাঁহার জাহাজটা অনায়াসেই ঢুকিয়া যাইতে পারে। তিনি অনন্যোপায় হইয়া **danger signal** (বিপদ্‌ঘোষণা-সঙ্কেত) দিয়া সকলকে যীশুখৃষ্টের প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কিন্তু কোন ফল হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে তিমিঙ্গিল মাত্র ½ মাইল দূরে আসিয়া গেল। তখন ক্যাপ্টেন জাহাজের উপর ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন— হায়, আমার জীবন আজ সমুদ্রমধ্যে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় শেষ হইতেছে। এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন, একজন ভারতীয় বঙ্গদেশবাসী যাত্রী একটি জগন্নাথদেবের ফটো সম্মুখে রাখিয়া মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন। ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি করিতেছ? তিনি উত্তর দিলেন—ইনি আমার ইষ্টদেব, ইঁহার কৃপা হইলে আমরা সকল প্রকার আসন্ন বিপদ হইতে অনায়াসে রক্ষা পাইতে পারি। তখন ক্যাপ্টেন ভাবিলেন — আমাদের এতাবৎকালকৃত সকল প্রার্থনা বিফল হইয়াছে, এখন দেখা যাক্, এই ব্যক্তিটীর কথা কতদূর সত্য হয়। তখন তিনি ঐ ফটোর সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—'হে ঠাকুর আমাদিগকে এই আসন্ন বিপৎপাত হইতে রক্ষা কর।' আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, সমুদ্রের ঝড় থামিয়া গিয়াছে, ঐ ভীষণকায় তিমিঙ্গিলটীও তাহার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে। তখন ক্যাপ্টেন অত্যন্ত আনন্দবিহ্বল হইয়া ঐ ভারতীয় যাত্রীটীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন— হে বন্ধো, আপনি ও আপনার ঠাকুর আজ আমাকে ঘোর বিপদ্ হইতে রক্ষা করিলেন। এই সুমহান্ উপকারের প্রতিদান আমি আর কি দিব? এই যে বৃহৎ ঘণ্টাটি আমি গীর্জ্জার জন্য লইয়া যাইতেছিলাম, এইটিই আপনার ঠাকুরকে আমি উপহার স্বরূপে দান করিব।

কিছুদিন পরে জাহাজখানি পুরীর উপকূলে আসিয়া লাগিল। ক্যাপ্টেন জাহাজ হইতে ঐ ঘণ্টাটিকে নামাইয়া পুরী শ্রীজগন্নাথমন্দিরে লইয়া আসিলেন এবং ঘণ্টার গাত্রে ফ্রেঞ্চ বা ডাচ্ ভাষায় তাঁহার দানপত্র লিখিয়া দিলেন ও কিছু অর্থও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য দান করিলেন।

কিছুকাল পরে এই ঘটনাটি খৃষ্টান সম্প্রদায়ে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করিল। খৃষ্টান পাদরীদের প্রবল চাপে ফ্রান্স গভর্ণমেণ্ট তৎকালীন ভারতীয় বৃটিশগভর্ণমেণ্টকে ঘণ্টাটি ফেরত লইবার জন্য আবেদন জানান। বৃটিশগভর্ণমেণ্ট তাহা শ্রীমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিলেন। কিন্তু শ্রীমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ দান দেওয়া বস্তু ফেরত দেওয়া যায় না, এইরূপ জবাব দিলেন। কিছুকাল ধরিয়া পত্রাদির আদানপ্রদান চলিতে লাগিল। অতঃপর ভারত স্বাধীন হইলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল

নেহেরু মহাশয়ের নিকট ফ্রান্স গভর্ণমেণ্ট ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মাধ্যমে আবার ঐ ঘণ্টাটি ফেরত লইবার দাবী উপস্থাপিত করিলেন, তখন শ্রীনেহেরু শ্রীমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষকে ঘণ্টাটি ফেরত দিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু শ্রীমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ জগন্নাথের সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে না বলিয়া উত্তর দিলেন। এক্ষণে ঐ বিশাল ঘণ্টাটি শ্রীমন্দিরমধ্যস্থ 'নীলাদ্রিবিহার' মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

শ্রীপুরীধামে রথযাত্রা

গত ১৬ই আষাঢ় (১৩৮৮), ১লা জুলাই (১৯৮১) বুধবার শ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাবতিথিপূজা আমাদের মূলমঠে ও তৎশাখামঠসমূহে তাঁহাদের পরমপূত চরিতামৃত আলোচনামুখে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৭ই আষাঢ়, ২।৭।৮১ বৃহস্পতিবার—শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নেত্রোৎসব ও নবযৌবন দর্শন। সকাল ৯টা হইতে শ্রীমন্দিরে সাধারণ দর্শন। তৎপূর্ব্বে প্রথমে শ্রীপুরীরাজ দর্শন করেন। পরে অন্যান্য সেবক ও বিশিষ্ট সজ্জনগণ এবং তৎপরে যাঁহারা টিকেট করিয়া যান, তাঁহাদের দর্শন হয়, তৎপর ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত সাধারণ দর্শন।

এই দিবসই সপার্ষদ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের **গুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জনলীলানুসরণ।** সপরিকর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নীলাচল হইতে সুন্দরাচল ক্ষেত্রে রথারোহণে শুভবিজয়ের পূর্ব্বদিবস এই লীলাটি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রটি শ্রীভগবানের বিশ্রামের উপযোগী কিরূপ অন্যাভিলাষরূপ তৃণাদি আবর্জ্জনারহিত, বুভুক্ষা, মুমুক্ষা ও সিদ্ধিলাভেচ্ছারূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা বিবর্জ্জিত, কুটিনাটি-প্রতিষ্ঠাশা-জীবহিংসা-নিষিদ্ধাচার-লাভ-পূজাদি হৃদয়ক্ষেত্রের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছার অতি সূক্ষ্মসূক্ষ্ম দাগ পর্য্যন্ত বিরহিত হইয়া শুদ্ধ স্বচ্ছ নির্ম্মল স্নিগ্ধ হওয়া আবশ্যক, তাহাই শিক্ষা প্রদান করা হয়।

১৮ই আষাঢ়, ৩।৭।৮১ শুক্রবার — শ্রীশ্রীবলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। শ্রীশ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও শ্রীশ্রীশিবানন্দ সেনের তিরোভাবতিথি-পূজাও অদ্য। তিনখানি রথ প্রতিবৎসর নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়। শ্রীজগন্নাথের রথের নাম 'নন্দীঘোষ', ইঁহার চূড়ায় চক্র ও শ্রীগরুড় অধিষ্ঠিত থাকেন, এজন্য ইঁহাকে চক্রধ্বজ বা গরুড়ধ্বজও বলা হয়। ইহা ২৩ হাত উচ্চ এবং ৫ হাত পরিধি বিশিষ্ট ১৬টি চাকা সমন্বিত। শ্রীবলরামের রথ ২২ হাত উচ্চ, ইহাতে ৪½ হাত পরিধিবিশিষ্ট ১৪ খানি চাকা থাকে। ইহার শীর্ষদেশে তালচিহ্ন থাকে, এজন্যই এই রথের নাম 'তালধ্বজ', ইহাকে হলধ্বজও বলা হয়। শ্রীসুভদ্রা দেবীর রথ ২১ হাত উচ্চ, ইহাতে ৪ হাত পরিধিবিশিষ্ট ১২টি চাকা থাকে, এই রথের নাম **'পদ্মধ্বজ'** বা 'দবদলন'। তিনখানি রথই বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র ও পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। রথের উপর সুদৃশ্য ঘোটক ও তৎপশ্চাৎ অশ্বের রজ্জুধৃক্ সারথি থাকে। ইহাদিগকে স্থাপন না করা পর্য্যন্ত রথটানা আরম্ভই হইবে না। সারথিকে 'ডাহুক'ও বলা হয়। এই ডাহুকের নির্দ্দেশক্রমে কালবেড়িয়াগণ রথ টানে। শ্রীশ্রীবলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে রথারোহণলীলাকে 'পহণ্ডিবিজয়' বলে। এবার মঙ্গলারতি ৪-৩০টা স্থলে ৬-৩০টায় হয়। পহণ্ডিবিজয় সকাল ৯টায় আরম্ভ করিয়া ১২টায় সমাপ্ত হয়। প্রথমে সুদর্শনচক্র আসিয়া সুভদ্রার রথে আরোহণ করেন। অতঃপর যথাক্রমে বলরাম,

সুভদ্রা ও জগন্নাথ ধীরে ধীরে স্বস্ব রথে আরোহণ করেন। শ্রীসুদর্শন বলিষ্ঠ দয়িতাগণের স্কন্ধদেশ ও শ্রীসুভদ্রাদেবীও উহাদের ক্রোড়দেশাবলম্বনে রথে আরোহণ করেন। শ্রীবলরাম ও শ্রীজগন্নাথদেবকে উক্ত কালবেড়িয়াগণ রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিয়া রথে উঠান।

শ্রীশ্রীবলরাম, সুভদ্রাদেবী ও জগন্নাথদেবের পহাণ্ডীর পরে শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়বিগ্রহ মদনমোহন, শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতীদেবী রত্নবেদীর সম্মুখস্থ মুখশালায় অবস্থান করেন। জগন্নাথ গুণ্ডিচা হইতে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ স্থানে থাকেন। পরে জগন্নাথ রত্নবেদীতে বসিলে মদনমোহন বিজয়বিগ্রহমন্দিরে চলিয়া যান। লক্ষ্মীসরস্বতী ও সুদর্শন রত্নবেদীতে থাকেন। স্নানপূর্ণিমার সময় লক্ষ্মীসরস্বতী বিজয়বিগ্রহের ঘরে থাকেন। পঞ্চদশদিবস অনবসরকালে শ্রীজগন্নাথ সারাদিন মুখশালামন্দিরমধ্যে অর্গলরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করেন। এমনকি সূর্য্যালোকও তথায় প্রবেশ করে না। রাত্রে দয়িতাপতিরা স্নানান্তে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করেন। ঐ রাত্রিকালে তাঁহারা ঠাকুরের মন্ত্রস্নান ও শৃঙ্গারাদি সেবা করিয়া ছানা, দুধ, রাবড়ী, কদলী, কাঁঠাল ও আম্রাদি ফল ভোগ দেন। গভর্ণমেন্ট তরফ হইতে ২৫ কেজী ছানার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তখন জগন্নাথের যে সকল ভোগ হয়, তৎসমুদয় ও মালাদি আদি-নৃসিংহমন্দিরে ভোগ দিবার পূর্বে সংগৃহীত থাকে। দয়িতাপতিরা তথা হইতে ঐ সকল ভোগের দ্রব্য আনিয়া মুখশালায় লইয়া ভোগাদি দেন। মূলমন্দির বন্ধ থাকে। তৎকালে সাদাফুল ব্যবহৃত হয়। ভোগে বা পূজায় তুলসী দেওয়া হয়। স্নানযাত্রার ৪।৫ দিন পরে বৈদ্য আসিয়া পাঁচনের ব্যবস্থা করেন। মুখশালায় ভোগ লাগার পর দয়িতা পতিরা শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্রের চারিদিকে বসিয়া ঐ প্রসাদ পান। ঐ উচ্ছিষ্ট বাহিরে আসিবে না, মন্দির মধ্যেই থাকিবে। প্রতিদিনের কিছু প্রসাদ একটি আলাদা হাঁড়ীতে বাখিয়া দেওয়া হয়। ঐ অনবসর কালীয় প্রসাদ নেত্রোৎসবের দিন সাধারণ্যে বিতরিত হয়, তখনও তাহার অপূর্ব্ব আস্বাদ থাকে, বিকৃত হয় না।

রথযাত্রাদিবস তিন বিগ্রহের রথারোহণ হইয়া গেলে পুরীর রাজা আসিয়া স্বর্ণ সম্মার্জ্জনী দ্বারা রথের সম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করেন। রথের উপরেও শ্রীবিগ্রহের চতুর্দ্দিকে ঝাড়ু দিয়া সুগন্ধি জল ছিটান। ইহার পর স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অনুমতি অনুসারে রথ টানা আরম্ভ হয়।

পুরীর বর্ত্তমান মহারাজ—গজপতি বীরকিশোরদেব। ইঁহার পূর্ণ নাম—বীরশ্রী গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটোৎকল কলবর্গেশ্বর বীরাধিবীরবর শ্রীবীরকিশোরদেব মহারাজ। শ্রীপুরীধামে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্র প্রথমে শ্রীজগন্নাথদেবকে দিতে হইবে, পরে অন্যান্য লোককে বিতরণ করা হইবে, ইহাই বিধি। জন্মপত্রিকায় প্রথমে জগন্নাথের নাম, পরে রাজার নাম দিতে হয়। পঞ্জিকা রাজার অনুমোদন ব্যতীত প্রকাশিত হইবে না। অবশ্য প্রথমে মুক্তিমণ্ডপের পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ দেখিয়া অনুমোদন করিলে তাহা রাজার কাছে যায়। শ্রীজগন্নাথই সম্রাট্ চক্রবর্ত্তী, উৎকলরাজ তাঁহার প্রতিনিধি। রাজার অভিষেক হয় না, ছেরাপহারায় তাহা প্রমাণিত।

প্রায় ১॥টা ২টা মধ্যে উৎকলরাজ আসিয়া ছেরাপহারা (অর্থাৎ তিনখানি রথের উপরই শ্রীবিগ্রহের চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণ সম্মার্জ্জনী দ্বারা ঝাড়ু দিয়া অগুরুচন্দনকর্পূরাদি সুবাসিত জল ছিটান') করেন। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত রথ চলিবে না। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সময় পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরের রত্নসিংহাসন হইতে রথপর্য্যন্ত এবং রথের উপরেও ঝাড়ু দিবার ব্যবস্থা ছিল, কালক্রমে তাহা সংক্ষিপ্তাকার ধারণ করিয়াছে। রাজা সিংহাসন হইতে রথপর্য্যন্ত যাত্রা কালে ৩৬জন সেবক তাঁহার অনুগমন করেন। কেহ শ্বেতছত্র ধারণ করেন, কেহ চামর ব্যজন করেন, কেহ আলট (রাজকীয় পাখা) সঞ্চালন করেন, কেহ কেহ বা বিবিধ বাদ্যভাণ্ড (কাহাড়ী প্রভৃতি—একপ্রকার লম্বা বাদ্যযন্ত্রকে কাহাড়ী বলে) বাদন করেন।

বর্ত্তমান পুরীরাজ গজপতি বীরকিশোর দেবের সিংহাসনারোহণবর্ষে পুরীর রাজবংশ যে শ্রীজগন্নাথ-

দেবের চিরানুগ্রহভাজন, তাহা প্রদর্শনকল্পে শ্রীজগন্নাথ দেব এক বিচিত্রলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। ঐ বর্ষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপতি দেবী শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নবযৌবন দর্শনকালে দর্শনভেটমূলক টিকিটের ব্যবস্থা করায় পুরীরাজ তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাঁহার 'ছেরা পহরা' সেবা সম্পাদনে অসম্মতি প্রকাশ করেন। রাজা বলেন—তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে বিনাভেটে সর্ব্বসাধারণের দর্শনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত। এক্ষণে আবার ভেটপ্রথা প্রবর্ত্তিত, ইহা রাজা অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না। ১৯৭৪ সালেই রথযাত্রাকালে এই ঘটনা ঘটে। রাজার 'ছেরা পহরা' সেবার অপেক্ষা না করিয়া সরকারের অনুমতিক্রমে পহণ্ডিবিজয় আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়। শ্রীবলরাম সুভদ্রা স্বস্ব রথে উঠিয়া গেলেও শ্রীজগন্নাথ বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিলেন। তাঁহাকে মহা বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ সেবকগণ বহু চেষ্টা করিয়াও রথে উঠাইতে পারিতেছেন না। প্রথমে উহাতে সরকার বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, মনে করিতেছিলেন, উহা দয়িতাদেরই ছলনা মাত্র। পরে সে ভ্রান্তি দূর হইয়া সরকার, পাণ্ডাগণ ও সর্ব্বসাধারণ অতীব বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে দয়িতাপতি ও অন্যান্য সকল পাণ্ডা সম্মিলিত হইয়া পরামর্শ করতঃ শ্রীনন্দিনীদেবীকে নিবেদন জানাইলেন—মাতঃ, পুরীর রাজা বংশপরম্পরাক্রমে শ্রীজগন্নাথদেবের পরম অনুগ্রহভাজন, স্বয়ং রাজা আসিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা না জানাইলে জগন্নাথ কিছুতেই রথে উঠিবেন না। শ্রীনন্দিনী মাতা তাহাতে সম্মতা হইলেন। পরে সকলে মিলিয়া রাজভবনে গমন-পূর্ব্বক রাজাকে অনুরোধ জানাইলেন। রাজমাতার আদেশে পুত্র রাজা শ্রীজগন্নাথচরণান্তিকে গমন করতঃ প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন—মণিমা, তুমি আমাদের সকলের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া রথে আরোহণ কর, সকলকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর ইত্যাদি। বর্ত্তমান রাজাও পরমভক্ত। ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ তখন অনায়াসেই রথে উঠিয়া গেলেন। রাজা তাঁহার 'ছেরা পহরা' অর্থাৎ রথোপরিস্থ শ্রীবিগ্রহের চতুষ্পার্শ্বে ঝাড়ু দেওয়া ও সুগন্ধি জল ছিটান' প্রভৃতি সেবা সম্পাদন করিলেন।

শ্রীজগন্নাথ রাজার প্রার্থনা না শুনিলে এরূপ নীতি আছে যে, রাজাকে জগন্নাথাগ্রে কুশশয্যায় শয়ন করিয়া 'ধরনা' (অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনশনে পড়িয়া থাকা) দিতে হয়। স্বপ্নে আদেশ হইয়া থাকে। কিন্তু এবার আর তাহার প্রয়োজন হয় নাই। পরমকরুণাময় পতিত-পাবন শ্রীজগন্নাথ আপনা হইতেই রথে উঠিয়া গেলেন।

এবার ১৮ই আষাঢ় শুক্রবার শ্রীভগবানের রথা-রোহণলীলা বেলা ১২টার মধ্যে হইয়া গেলেও রথটানা আরম্ভ হয় ৪টা ১৫ মিনিটে। শ্রীবলদেবের রথ গুণ্ডিচার নিকট চলিয়া যান, শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথ বড় শঙ্খ অর্থাৎ বর্ত্তমান বাসষ্ট্যাণ্ডের নিকট আসেন। শ্রীজগ-ন্নাথের রথ বলগণ্ডী স্থানের নিকটে থাকিয়া যান। সন্ধ্যা ৬টা বাজিয়া গেলে আর রথটানা হয় না। ১৯শে আষাঢ় শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে রথটানা আরম্ভ হইয়া যায়। রথ ধীরে ধীরে চলিয়া বেলা ১টায় গুণ্ডিচায় পৌঁছান। শ্রীবলদেব সুভদ্রা জগন্নাথ দ্বিতীয় রাত্রও রথে অবস্থান করেন। রথোপরিই পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক হয়। ২০শে আষাঢ় রবিবার সারাদিন রথে থাকিয়া সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৯টায় গুণ্ডিচামন্দির মধ্যে শুভবিজয় করেন। ইহাকেই 'ভিতর বিজয়' বলে।

কাঁচড়াপাড়ায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের প্রিয় শিষ্য এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ সমভি-ব্যাহারে কাঁচড়াপাড়াবাসী নাগরিকগণের বিশেষ আহ্বানে বিগত ৮ই শ্রাবণ, ২৪ জুলাই শুক্রবার কাঁচড়াপাড়া রেলষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয়

ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধিত হন। কলিকাতা সহরের নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ওয়ার্কসপের জন্য কাঁচড়াপাড়া সহর বিশেষ প্রসিদ্ধ। সহরটী ঘনবসতিপূর্ণ। স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীগোপাল চন্দ্র নন্দী মহোদয়ের বাসভবনের দ্বিতলে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। প্রচারে বিভিন্নভাবে আনুকূল্যের জন্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ শ্রীগোলোকবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাই লাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারিসহ শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন। পরবর্ত্তিকালে কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুদামা বনচারী এবং যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীমঠ হইতে শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারীও পার্টিতে আসিয়া যোগ দেন।

৮ই শ্রাবণ হইতে ১১ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০টা হইতে রাত্রি ৯-৩০টা পর্য্যন্ত স্থানীয় ওয়ার্কসপ রোডস্থ হরিসভার সুপ্রশস্ত সভামণ্ডপে চারিদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। "আত্মকল্যাণ ও শান্তির উপায়", "ভাগবতধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়", "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা", "শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনে সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ" নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয় সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানকারী বিপুল সংখ্যক নরনারী সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজও ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে কিছু সময়ের জন্য বক্তৃতা করেন। সভার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ ও শ্রীঅরবিন্দ লোচন ব্রহ্মচারীর শ্রীমুখে সুললিত ভজনকীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়।

৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় হরিসভা হইতে যে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহাতে নৃত্যকীর্ত্তনরত শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তগণ প্রবল উৎসাহ সহযোগে সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যা ৬টায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নগর-সংকীর্ত্তনে শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারীও মূল গায়করূপে কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করেন। শ্রীগোলোকবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দদাস প্রভৃতির মৃদঙ্গ কাঁসর করতালাদির প্রাণবন্ত বাদ্য-সেবায় সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের আনন্দ বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র নন্দী মহোদয় সাধুগণকে কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দের পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ দর্শন করাইবার জন্য একটী মেটাডোর গাড়ীর ব্যবস্থা করেন। ২৭ জুলাই সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে সাধুবৃন্দ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ উক্ত গাড়ীতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগোপালচাপালের সমাধিস্থান (যাহা অপরাধ ভঞ্জনপাট বলিয়া প্রসিদ্ধ), শ্রীচৈতন্য ডোবা [শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের আবির্ভাবস্থান, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্থানের মৃত্তিকা স্বীয় বহির্ব্বাসে লইয়াছিলেন, পরে আগন্তুক যাত্রিগণ একটু একটু করিয়া মাটি লইতে লইতে উহা ডোবায় পরিণত করেন; শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শ্রীবাসপণ্ডিত পরিজনবর্গসহ নবদ্বীপ ছাড়িয়া যে স্থানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন], শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শিবানন্দসেনের আলয় প্রভৃতি দর্শন করা হয়।

উক্ত দিবস শ্রীল আচার্য্যদেব গোকুলপুরস্থ ভক্ত শ্রীশারদা দাস মহোদয়ের বাড়ীতে এবং পরে কাঁচড়াপাড়ার অপর একটী অঞ্চলে শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। উভয়স্থানেই ভক্তবৃন্দ বিপুল সংখ্যায় যোগদান করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র নন্দী মহাশয় বৈষ্ণবসেবার যাবতীয় ব্যবস্থা ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হন। ভক্ত শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস এবং তাঁহার ভ্রাতার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধুসেবার প্রচেষ্টাও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়া। হরিসভার অন্যান্য ট্রাস্টীগণ এবং শ্রীআশুতোষ সাধুখাঁ আদি স্থানীয় ব্যক্তিগণও প্রচার সেবায় যথেষ্ট সাহায্য করতঃ ধন্যবাদার্হ হন।

বাউড়িয়া গৌড়ীয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতার তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

গত ১৪ই শ্রাবণ (১৩৮৮), ৩০।৭।৮১ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের সঙ্ঘপতি ও প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীবাউড়িয়া-গৌড়ীয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন পদ্মনাভ মহারাজের তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা এবং তদীয় সমাধিমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ২৯।৭।৮১ বুধবার অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাশ্রিত শ্রীমৎ কৃষ্ণশরণ (কানাইলাল) ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ গৌরদাস (গৌতম) ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে উক্ত গৌড়ীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধামদনমোহন জিউর সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর উক্ত আশ্রমাশ্রিত শ্রীমৎ সনাতন দাস ব্রহ্মচারী দ্বারা তদীয় গুরুদেবের অর্চ্চামূর্ত্তি ও সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠার অধিবাসকৃত্য সম্পাদন করান। এদিকে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ গোস্বামিমহা-রাজের শ্রীচরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ সমাপ্ত করিলে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ ছায়া-চিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌর ও কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের কীর্ত্তন ও বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আশ্রমটি গঙ্গাতটে অবস্থিত — দৃশ্যটি অতি মনোরম সর্ব্বচিত্তাকর্ষী। বহু ভক্ত নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন।

১৪ই শ্রাবণ, ৩০।৭।৮১ বৃহস্পতিবার মঙ্গলারাত্রিকের পর আশ্রম হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রা বাহির হয়। এদিকে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীমৎ সনাতনদাস ব্রহ্মচারী দ্বারা তদীয় শ্রীগুরুদেবের সমাধি-মন্দির ও শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাকার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পাদন করিতে থাকেন। কীর্ত্তনমুখেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়। প্রথমেই শ্রীশালগ্রামের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি কৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক ঐ প্রতিষ্ঠাকৃত্য ও তদঙ্গভূত বৈষ্ণবহোম, বাস্তুহোম, দশদিক্পালপূজা, বসুধারা সম্পাদনাদি যাবতীয় কৃত্য সম্পাদন করাইতে বেলা প্রায় ৩ ঘটিকা হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দির ও সমাধিমন্দির কীর্ত্তনমুখে প্রদক্ষিণ হইয়া গেলে প্রস্তাবিত কার্য্যসূচী অনুযায়ী শ্রীমঠপ্রাঙ্গণে বৃদ্ধপ্রাচীন পূজ্যপাদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমেই সভাপতির ভাষণ হইয়া গেলে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ (পূজ্যপাদ গোস্বামিমহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত), শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহারাজ (উদালা মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ পর্ব্বত মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত) ও শ্রীদেবানন্দগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের জনৈক শিষ্য যথাক্রমে ভাষণ দান করেন। পরে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমন্দিরে আরতি হইয়া গেলে ৬॥ ঘটিকায় পুনরায় সভার অধিবেশন হয়। ইস্কনের সুবক্তা শ্রীমৎ চারু মহারাজ ভারতীয় কৃষ্টির প্রশস্তি সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার ভাষণের পর তাঁহাদের ইস্কন মঠের ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। শ্রীমৎ চারু মহারাজ ভাষণের পরই তাঁহাদের মোটরকার যোগে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ কারে তাঁহার সতীর্থ শ্রীমৎ সুভগ ব্রহ্মচারী ও অপর একজন ব্রহ্মচারী আসেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পুরী মহারাজকেও তাঁহারা ঐ কারে লইয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে পৌঁছাইয়া দেন।

শ্রীবাউড়িয়া আশ্রমের উৎসবে দুই দিবসই অগণিত জনসমাগম হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস বহু লোককেই অকাতরে বিচিত্রপূর্ণ প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

কোন অভাব প্রভুর নাই। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব কৃপায় উৎসবটি নির্ব্বিঘ্নেই সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন পদ্মনাভ মহারাজ বাংলা ১৩৬১ সালে (ইং ১৯৫৪ খৃঃ) হাওড়া জেলান্তর্গত বাউড়িয়া নামক স্থানে গঙ্গাতটে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ আশ্রমেই শ্রীমন্দিরে বাংলা ১৩৮০, ইং ১৯৭৩ সালে ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পূর্ব্বোক্ত শ্রীমৎ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে তিনি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধামদনমোহন জিউর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরেরই পশ্চিমাংশে তাঁহার পৃথক্ সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। মহারাজের আবির্ভাবকাল—বাংলা ১২৯৯ সাল শারদীয় পৌর্ণমাসী। তিরোভাব কাল—বাংলা ১৩৮৫—১৬ই শ্রাবণ।

বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে

শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসব ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাপ্রার্থনামূলে তদীয় ইচ্ছা-শক্তিপ্রভাবে বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনোৎসব এবং তদুপলক্ষে বিদ্যুচ্চালিত মূর্ত্তির সাহায্যে মনোহর চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রদর্শনী অনুষ্ঠান প্রতিবৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ২৬ শ্রাবণ, ১১ আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীএকাদশী তিথি হইতে ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট শনিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসী তিথিঃপর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীমঠে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, হরিয়াণা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শত ভক্তের সমাবেশ হয়। রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী দর্শনের জন্য প্রত্যহ সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর ভীড় হয়। কলিকাতার শেঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণজী চামড়িয়া কৃষ্ণলীলাপ্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রতিবৎসর আনুকূল্য করিয়া ভক্তগণের ধন্যবাদার্হ এবং সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিবিশারদ প্রভু ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ২১ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্রীবৃন্দাবনধামে শুভাগমন করেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীকে পরমগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তির "Model" লইয়া কলিকাতা হইতে জয়পুর যাইতে হওয়ায়, তিনি জয়পুর হইয়া ৮ই আগষ্ট অপরাহ্ণে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে পোঁছেন। প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪-৩০টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় ভাষণ দেন শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ। শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী সুললিত ভজন-কীর্ত্তনের দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসী তিথিতে প্রাতে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের নেতৃত্বে ভক্তগণ শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে বাহির হইয়া বৃন্দাবনধাম পরিক্রমা করেন। উক্তদিবস অপরাহ্ণকালীন সভায় শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীবলদেব তত্ত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উক্ত বলদেবাবির্ভাব শুভবাসরে পূর্ব্বাহ্ণে বহু ব্যক্তি বৈষ্ণবসদাচার গ্রহণ করতঃ পরমারাধ্য শ্রীল

গুরুদেব শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া শ্রীগৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হন। ১৬ই আগষ্ট রবিবার মহোৎসব দিবসে শ্রীমঠে বৃন্দাবন ধামের বিভিন্ন মঠের সাধুগণকে, গৃহস্থ সজ্জনদিগকে ও ব্রজবাসী পাণ্ডাগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব অপরাহ্নকালীন প্রথম অধিবেশনে ভাষণ প্রদানকালে বলেন—"মনুষ্য নিজের চিত্তবৃত্তির দ্বারা অপরের চিত্তবৃত্তিকে বুঝিতে গিয়া অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত ও বঞ্চিত হন। বদ্ধজীবেতে নিসর্গতঃ কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এইরূপ বদ্ধমূল যে তাহারা বুঝিতেই পারেন না যে এইরূপ ব্যক্তি থাকিতে পারেন, যিনি ঐ জাতীয় কোনও কিছুই চাহেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি বৃত্রাসুরের উক্তি এই সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য। বিত্রাসুর নিজ অসুরযোনি হইতে মুক্তিলাভ করতঃ সঙ্কর্ষণের পাদপদ্মে পৌঁছিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে বজ্র নিক্ষেপের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও দেবরাজ ইন্দ্র কেবলই সন্দেহ করিতেছেন নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোনও মতলব আছে, কেহ কি ইচ্ছা করিয়া মরিতে চায়, নিশ্চয়ই স্বর্গরাজ্য দখলের একটী অভিসন্ধি ইহার মধ্যে রহিয়াছে। স্বর্গরাজ্যে আসক্ত ইন্দ্রকে বহুভাবে বুঝাইয়াও যখন বজ্র নিক্ষেপ করাইতে পারিলেন না, তখন বৃত্রাসুর তাঁহার নিত্যপ্রভু সঙ্কর্ষণের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। জাগতিক চিন্তাস্রোতে যাহারা সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত রহিয়াছেন তাহাদের পক্ষে চিন্তার অতীত কেহ এমন থাকিতে পারেন — যেগুলিকে জাগতিক ব্যক্তিগণ বহুমানন করেন—তাহা কিছুই চাহেন না। "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ, লুব্ধাঃ পশ্যন্তি ধনময়ং জগৎ, ধীরাঃ পশ্যন্তি নারায়ণময়ং জগৎ।" জাগতিক তুচ্ছ ক্ষুদ্র বস্তু যাহারা চান তাহারা নিজ কর্ম্মের দ্বারাই অধঃপতিত হন, তাহাদের প্রতিষ্ঠা হয় না। যাহারা বৃহদ্বস্তু ভূমাবস্তুর সান্নিধ্য চান, তাহারা প্রতিষ্ঠা না চাহিলেও তাহাদের প্রতিষ্ঠা আপনা হইতেই আসে। অন্তঃকরণ হইতে যাহা আমরা চাহিব তদনুরূপ ফল আমরা লাভ করিব। অন্তঃকরণে যদি তুচ্ছ বস্তুর প্রার্থনা থাকে, বাহিরে ভাষাবিন্যাস ও বাগাড়ম্বরের দ্বারা কিছুই সুবিধা হইবে না।"

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ আনন্দপাণ্ডা প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাদেবদাস বনচারী, শ্রীরাধাপদ দাসাধিকারী, শ্রীসৎপাল প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আপ্রাণ সেবা প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন শাখামঠে ঝুলনোৎসব ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অহৈতুকী কৃপায় গৌহাটী (আসাম), চণ্ডীগঢ়, হায়দরাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ), আগরতলা (ত্রিপুরা), কৃষ্ণনগর (নদীয়া), গোয়ালপাড়া (আসাম), তেজপুর (আসাম) স্থিত শাখা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ সমূহে ও সরভোগ (আসাম) স্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনোৎসব, শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব ও তদুপলক্ষে শ্রীভগবল্লীলাপ্রদর্শনী অনুষ্ঠান বিরাটাকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক মঠে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়।*

---

* উপরি উক্ত মঠসমূহ হইতে রিপোর্ট আসিলে উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইতে পারিবে।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের প্রকটতিথি উপলক্ষে বৎসরে দুইবার পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। শব্দের দ্বারাই জগৎ পরিচালিত হইতেছে। 'অসৎ' শব্দ 'অসৎ' ভাবকে বিস্তার করে ও 'সৎ'শব্দ 'সৎ'ভাবকে প্রসারিত করে। প্রাকৃত শরীর 'অসৎ' অর্থাৎ অনিত্য, প্রাকৃত শরীরের ইন্দ্রিয়সমূহও অসৎ, অসৎ ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রাহ্য বস্তুমাত্রই অসৎ। সৎ বা নিত্য বলিয়া যদি কোনও বস্তু থাকেন তাহা অসদিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে পারে না। এইজন্য শাস্ত্র 'সৎ' কে 'তৎ' বলিয়াছেন—"ওঁ তৎ সৎ"। 'তৎ' শব্দে অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বকে বুঝায়। শাস্ত্রে বহুস্থানে "অধোক্ষজ"শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব। তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে শব্দের সাহায্যে পাওয়া যায় তাহা অতীন্দ্রিয় শব্দ, তাহাকে শাস্ত্র বলে। অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বের অসম্যক্ প্রতীতি ব্রহ্ম, আংশিক প্রতীতি পরমাত্মা, পূর্ণ প্রতীতি ভগবান্। ভগবত্তত্ত্বের মধ্যে সর্ব্বভাব প্রকাশক সর্ব্বোত্তমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। এইজন্য 'সৎ' 'তৎ' বা 'অধোক্ষজ' শব্দে শ্রীকৃষ্ণই উদ্দিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধিনী কথা যে শাস্ত্রে আছে, তাহাই 'সৎ' কথা। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমাজে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের প্রসারের জন্য শুদ্ধভক্তমুখে ভাগবত শ্রবণের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবের স্বরূপের পরিচয়ে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিই জীবের যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত কারণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশক্রমে তদাশ্রিত পার্ষদভক্তগণ জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া এই ভিক্ষা করিয়াছিলেন—"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থায় জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য আমাদের পরম গুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ — যেভাবে বহুমুখী প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহার কোনও তুলনা হয় না। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উক্ত মনোঽভীষ্ট সেবা সম্পাদনের জন্য অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিপুল প্রচেষ্টা করিয়াছেন। যাহাতে জনসাধারণ শুদ্ধভক্তিপরায়ণ সদাচারসম্পন্ন শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ হন, তজ্জন্য বহু আয়াসসাধ্য ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন। দূর দূর হইতে আগত অতিথিগণকে মঠে রাখিয়া প্রসাদের ব্যবস্থা করতঃ তাহাদের হরিকথা শ্রবণের সুযোগ তিনি প্রদান করিয়াছেন। জীবের নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য এই প্রকার অত্যাগ্রহ ও সর্ব্বপ্রকার কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুতি দয়ার্দ্রচিত্ত উদার মনোভাব প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করায় তাঁহার সাক্ষাৎ সঙ্গ, উপদেশ ও স্নেহপ্রাপ্তি হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থনামুখে কলিকাতা মঠের তদনুগত ভক্তবৃন্দ শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে এই বৎসর ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট শনিবার হইতে ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট বুধবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং মফঃস্বল হইতে বহু শত ভক্ত, অতিথিবৃন্দের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমঠ হইতে অতিথিগণের থাকা ও প্রসাদাদি গ্রহণের বিপুল ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট শনিবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ টায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করতঃ শ্রীমঠে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই আসিয়া পৌঁছেন। কীর্ত্তনীয়ারূপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীঅরবিন্দ লোচন ব্রহ্মচারী

সমস্ত রাস্তা নৃত্যকীর্ত্তন করেন। শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীচিন্তামণি বনচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস, শ্রীপার্থসারথি মুখোপাধ্যায় মৃদঙ্গ বাদন সেবার দ্বারা ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধন করেন। ৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট রবিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথিপূজা অহোরাত্র উপবাস, সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে শ্রীমঠে অগণিত দর্শনার্থীর ও ব্রতপালনকারী ভক্তবৃন্দের ভীড় হয়। পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ রাত্রি ১১ টায় শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণের ভোগরাগ আরাত্রিকান্তে সমুপস্থিত প্রায় সহস্র নরনারীকে রাত্রি ২টায় ব্রতানুকূল ফল মিষ্টাদি অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক, মাননীয় বিচারপতি শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীতরুণ কুমার বসু, শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক সঙ্ঘপতি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীহরিপদ ভারতী, এম্-এল্-এ। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল রায়চৌধুরী, শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়—এড্ভোকেট্, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা ও স্বামী শ্রীদেবানন্দ সরস্বতী। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজনকীর্ত্তনের দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসবের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মুখ্যভাবে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ নারসিংহ মহারাজ, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবংশীবদন ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীখগপতি দাস বনচারী ও শ্রীমনসাচরণ দে। সভামণ্ডপকে বিচিত্র প্রকারে সুসজ্জিত করিতে ও বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে মঠের শোভা বর্দ্ধন করিতে মুখ্যভাবে যত্ন করেন শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী।

মহোৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যাহারা বিবিধ প্রকার সেবা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দ-ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাস বনচারী (বাজারসরকার), শ্রীরাধামোহনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশ্বর ব্রহ্মচারী (পূজারী), শ্রীসুদামা বনচারী, শ্রীবাসুদেব রায়, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী (ভাণ্ডারী), শ্রীগৌতমদাস, শ্রীগৌতম মুখার্জ্জি, শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীপরমানন্দ দাস।
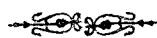
সাত্বত শ্রাদ্ধ

স্বধামে শ্রীরাধালক্ষ্মী কুণ্ডু—

গত ২২ শ্রীধর (গৌরাব্দ ৪৯৫), ২৩ শ্রাবণ (বঙ্গাব্দ ১৩৮৮), ৮ আগষ্ট (খৃষ্টাব্দ ১৯৮১) শনিবার শুক্লাষ্টমী তিথিতে (দি ১।৬৩) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের পরমা ভক্তিমতী শিষ্যা শ্রীমতী রাধালক্ষ্মী কুণ্ডু মহোদয়ার সাত্বত শ্রাদ্ধ তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ কুণ্ডু মহোদয় দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীমদ্ জগদীশ চন্দ্র পাণ্ডা কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সাত্বত স্মৃতিবিধানানুসারে একাদশাহে মহাপ্রসাদান্নদ্বারা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই সাত্বত শ্রাদ্ধের প্রধান অঙ্গ বৈষ্ণবভোজন। অন্য বহু বৈষ্ণব চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত ভগবৎপ্রসাদ সেবাকরতঃ তাঁহার স্বধামগতা মাতৃদেবীর আত্মার পরমা তৃপ্তি বিধান করিয়াছেন। শ্রীরাধালক্ষ্মীমাতা মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তাঁহার ২১।১ এ কুমারটুলীষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তিনি ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিপাদের শ্রীচরণে গত ৯ই মাঘ (১৩৭৬), ইং ২৩।১।৭০ শ্রীনাম ও মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া খুব নিষ্ঠার সহিত ভজন সাধন করিয়াছেন। কিছুকাল তিনি শ্রীধামবৃন্দাবনেও বাস করিয়া ভজন করিয়াছেন। বৈষ্ণবসেবার প্রতি তাঁহার সমধিক নিষ্ঠা দৃষ্ট হইত। মঠের সকল বৈষ্ণবই তাঁহার সেবানিষ্ঠা দর্শনে অতীব প্রীত ও চমৎকৃত হইতেন। তাঁহার ন্যায় একজন আদর্শ সেবাপরায়ণা ভক্তিমতী সেবিকার সহসা অদর্শনে মঠবাসী বৈষ্ণবগণ সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার আত্মার নিত্যকল্যাণ বিধান করুন, ইহাই তচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা। তাঁহার পুত্রটিও খুব সজ্জন, তিনিও দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ তাঁহার অশেষ গুণবতী ভক্তিমতী মাতৃদেবীর পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমানা রতিমতি প্রাপ্ত হউন, ইহাও শ্রীভগবচ্চরণে আমাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

মঠস্থ বৈষ্ণবগণ বিশেষতঃ শ্রীমদ্ রাইমোহন ব্রহ্মচারীজী তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহোৎসব সমাপ্তিকালপর্য্যন্ত সেবাকার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করায় উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

স্বধামে শ্রীভদ্রেশ্বর দাসাধিকারী প্রভু—

সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমদ্ ভদ্রেশ্বর দাসাধিকারী প্রভু গত ২২ বামন (৪৯৫ গৌরাব্দ), ২৪ আষাঢ় (১৩৮৮), ৯ জুলাই (১৯৮১) বৃহস্পতিবার শুক্লাষ্টমী তিথিতে (২২ আষাঢ় শ্রীহেরা-পঞ্চমীরপর পরদিবস) সতীর্থ বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে প্রাতঃ ৬-৩০ মিঃ এ স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্থানীয় বৈষ্ণবগণের চেষ্টায় সরভোগস্থ শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর পৌরোহিত্যে এবং শ্রীপবিত্রকুমার দাসাধিকারী প্রভুর সহায়তায় সাত্বত বৈষ্ণববিধানানুসারে একাদশাহে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তিনি শ্রীগৌহাটী মঠের মন্দির প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব দিবস শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীচরণ আশ্রয় করতঃ শ্রীনাম ও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসরের কিছু অধিক হইবে। তিনি কৃষি-কর্ম্মদ্বারা খুব শান্তস্নিগ্ধভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি ২০ ও ১৫ বৎসরের দুইটি সন্তান রাখিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিরহোৎসব ভালভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমৎ প্রেমানন্দ দাসাধিকারী মহোদয় এই সংবাদটি প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি দলৈ চুষা, পোঃ দলৈ চুষা ভায়া মারি গাঁও, জেলা নগাঁও, আসাম—এই ঠিকানা হইতে উপরি উক্ত বিরহ-সংবাদটি পাঠাইয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Rs 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত — ,, ১.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১২.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .২০
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ১.৫০
অভিনির্বিন্ন বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০
(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাসতালিকা-সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক। ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থানঃ— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয়ঃ—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৮৮

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৮৮

২১শ বর্ষ } ১৮ পদ্মনাভ, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, শুক্রবার, ২ অক্টোবর, ১৯৮১ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতজনের একমাত্র আরাধ্যই শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের শ্রীচরণযুগল

পরমোপাসকগণ শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়াই দর্শন করেন। ভগবানের সহিত ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির ভেদজ্ঞান হইলে ভক্তির বিচ্ছেদ হয় বলিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি করাই কর্ত্তব্য। ভক্তিবিচ্যুত হইলে জীব অভক্ত হইয়া অপরাধবিশিষ্ট হন।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ *** যস্য বা নারকী সঃ" —এই পাদ্মোক্ত শ্লোকের অভিপ্রায়মতে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ জড়-দ্রব্য-গঠিত বা প্রতীক — এই বুদ্ধিযুক্ত জীবের 'নারকী' সংজ্ঞা লাভ হয়। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ শ্রীমূর্ত্তিকে প্রেমচক্ষে দর্শনে বঞ্চিত হইয়া প্রাকৃতদৃষ্টিবিশিষ্ট হওয়ায় বৈষ্ণব-বিচারে তাঁহারা 'অপরাধী মায়াবাদী' বলিয়া কথিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ" শ্লোকে "ভৌমে ইজ্যধীঃ" প্রভৃতি ভাববিশিষ্ট ব্যক্তির অনভিজ্ঞতাবশতঃ সেবাধিকার ঘটে না।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকল বৈষ্ণবই পরমমঙ্গলময়, কৃষ্ণনাম-পরায়ণ ও কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তির আশ্রিত। তাঁহাদের প্রাণ-ধন - শ্রীগৌরনিত্যানন্দ। রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবা ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন কাল্পনিক ভক্তির কথা জানেন না। অধুনা প্রাচীন শুদ্ধভক্তগণের ভজন-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ নবীন পন্থাসমূহ উদ্ভাবন করিতেছেন! কেহ বলেন, "শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ হউন্ বা না হউন্, তাঁহার গৌর-নামই আমাদের ভাল লাগে, রাধাকৃষ্ণ-নাম তাদৃশ রুচিপ্রদ নহে। আমাদের 'নদীয়া-নাগরী'-ভাবে মধুর (সম্ভোগ)-রসে গৌরের উপাসনাই গৌরভক্তি! নাগরীভাবে গৌরের উপাসনা না করিলে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র অবতারের সার্থকতা কি?" এরূপ কুমত পূর্ব্বে উদ্ভাবিত না হইলেও কলিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে এরূপ উৎকট ভাবাবলী প্রসারিত হইতেছে দেখিয়া শুদ্ধভক্তমণ্ডলী দুঃখিত হইতেছেন। দুষ্পারা মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা আর একটু বড় বুদ্ধি করেন; অর্থাৎ রাধা ও কৃষ্ণ, উভয়ের মিলিত তনু বলিয়া গৌরাঙ্গ একক-কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'! কেহ কেহ আবার প্রাকৃত স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক-সমাজের পদানত হইয়া গৌর, গৌর-ধাম, গৌরশক্তি ও গৌর-ভক্তির বিরোধী হইয়া প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানবলে রাধা-

কৃষ্ণ-ভজনের কল্পনা করেন। এই উভয় সম্প্রদায়ই ষড়্‌গোস্বামীর বিশুদ্ধমতবিরোধী; সুতরাং ভগবদ্ভক্তি-বিহীন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নাস্তিক ও কলির দাস। ভবিষ্যৎ-কালে কল্পনাবলে হরিবিমুখ দাম্ভিকগণ আপনাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীগৌরবস্তুকে বিস্মৃত হইয়া রাধাকৃষ্ণে ভক্তি ছাড়িয়া দিবে এবং তাহাদের কুবাসনাগর্ভজাত নিজ-কল্পিত গৌরকে দুর্ভাগ্যজীবের বঞ্চনের জন্য বহুমানন করিবে —একথা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী অনুধাবন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিত জনের একমাত্র আরাধ্যই শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের শ্রীচরণযুগল।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(প্রেমতত্ত্ব)

প্রশ্ন—সর্ব্বসাধ্যসার কি? শুদ্ধভক্তির প্রথমাবস্থা কি?

উত্তর—"প্রেমভক্তিই সর্ব্বসাধ্যসার। প্রথমাবস্থায় শুদ্ধ ভক্তি শান্তভক্তিরূপে প্রতীত; তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি মমতা-বুদ্ধি থাকে না।" —অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।১৬৮

প্রঃ—অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সর্ব্বসুখশিরোমণি কেন?

উঃ—"সুখ লাগি সর্ব্বজীব নানা যুক্তি করে।
তর্ক করে, যোগ করে সংসার ভিতরে॥
সুখ-লাগি সংসার ছাড়িয়া বনে যায়।
সুখ-লাগি যুদ্ধ করে রাজায় রাজায়॥
সুখ-লাগি কামিনী-কনক-পাছে ধায়।
সুখ-লাগি শিল্প আর বিজ্ঞান চালায়॥
সুখ-লাগি সুখ ছাড়ে ক্লেশ শিক্ষা করে।
সুখ-লাগি অর্ণব-মধ্যেতে ডুবে মরে॥
নিত্যানন্দ বলে ডাকি' দুহাত তুলিয়া।
এস জীব কর্ম্ম-জ্ঞান-সঙ্কট ছাড়িয়া॥
সুখ-লাগি চেষ্টা তব আমি তাহা দিব।
তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব॥
কষ্ট নাই, ব্যয় নাই, না পাবে যাতনা।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নাচ নাহিক ভাবনা॥
যে সুখ আমি ত' দিব তার নাই সম।
সর্ব্বদা বিমলানন্দ নাহি তার ভ্রম॥"
—নঃ ধাঃ মাঃ ১ম অঃ

প্রঃ—শুদ্ধ আত্মার প্রণয়ভাব বা মহাভাবাদি কি জড়গত অবিদ্যার বিকার?

উঃ—"জীবস্য নিত্যসিদ্ধস্য সর্ব্বমেতদনাময়ম্।
বিকারাশ্চিদ্গতাঃ শশ্বৎ কদাপি নো জড়ান্বিতাঃ॥
বৈকুণ্ঠে শুদ্ধচিদ্ধাম্নি বিলাসা নির্ব্বিকারকাঃ।
আনন্দাব্ধিতরঙ্গাস্তে সদা দোষবিবর্জ্জিতাঃ॥

কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যভাব ব্যতীত অপ্রাকৃতাবস্থায় প্রণয়ভাব, মহাভাব প্রভৃতি যে-সকল অবস্থার বিচার করা যায়, তাহা কেবল মায়িক চিন্তাকে অপ্রাকৃত চিন্তা বলিয়া স্থির করা মাত্র। এই অশুদ্ধ মত-সম্বন্ধে কথিত হইল যে, নিত্যসিদ্ধ জীবের প্রণয়-বিকার-সকল জড়গত-অবিদ্যার বিকার নয়, কিন্তু চিদ্গত বিলাস বলিয়া জানিতে হইবে। শুদ্ধ চিদ্ধামরূপ বৈকুণ্ঠে যে-সকল বিলাস আছে, সে-সমুদায়ই সর্ব্বদোষ-রহিত আনন্দ সমুদ্রের তরঙ্গ-বিশেষ; তাহাদিগের প্রতি 'বিকার'-শব্দ প্রযুক্ত হয় না।"

—কৃঃ সং ১।১১-১২

প্রঃ—প্রেম-মন্দির কোথায় অবস্থিত?

উঃ—"কৃষ্ণপ্রেমের মন্দির — শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ-চূড়ায় স্থাপিত। তথায় উঠিতে হইলে প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ডীয়' চৌদ্দলোকময় জগদ্রূপ সোপান অতিক্রম করত বিরজাব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞানকাণ্ডীয় সোপান

ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয়। ভক্তি-সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেমমন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয়।

—'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ—প্রেমারুরুক্ষুগণকে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপে নিজ-গণে আহ্বান করিয়াছেন?

উঃ—"হে প্রেমারুরুক্ষু সাধকভক্তগণ! আপনারা বৈধভক্তির দ্বারা লব্ধ ভাবমার্গে এই জগতের স্থূল চতুর্দ্দশ স্তরকে অতিক্রম করিয়াছেন। এই চতুর্দ্দশ স্তরের ঊর্দ্ধভাগে লিঙ্গ-জগতের হরধামরূপ চতুঃসংখ্যক স্তরকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হউন। বিরজারূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় দুইটী স্তর ভেদ করুন, তবে গোলোক-বৃন্দাবনের সীমা লাভ করিবেন। ঐ দুই স্তরই ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠ। গোলোকে আত্মভাবময় পঞ্চ-স্তর দেদীপ্যমান—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর স্তরে গিয়া শ্রীগোপীদেহরূপ নিজের নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়-দেহ অবলম্বন করতঃ **শ্রীমতী রাধিকার যূথে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপায়** নিজ-হৃদয়ে শুদ্ধ চিন্ময় বিভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা স্বীয় স্থায়িভাবকে রসাবস্থায় উন্নত করুন। **নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ হইলে অনায়াসে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমধন অর্জ্জন** করতঃ কৃতকৃতার্থ হইবেন। স্বীয় বর্ত্তমান অধিকার-বিচার ও জড়দেহে যুক্তবৈরাগ্য এবং নিরন্তর নামরসপানে সর্ব্বোত্তম অধিকার লাভ করুন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

প্রঃ—'প্রেমারুরুক্ষু' ও 'প্রেমারূঢ়ে'র তারতম্য কি?

উঃ—"প্রেমই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। ভাবজীবন পুষ্ট হইয়া প্রেমজীবন হয়। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ক্রমে প্রেম-মন্দির প্রাপ্ত হন। অতএব প্রেমাধিকারে দুইটী অবস্থা অর্থাৎ **প্রেমারুরুক্ষু-অবস্থা** এবং **প্রেমারূঢ়-অবস্থা**। প্রেমারূঢ় হইলে আর তাহা হইতে উচ্চাবস্থা নাই। সেখানে অখণ্ড-কৃষ্ণরসই এক অদ্বয়তত্ত্ব। * * * আরুরুক্ষু-অবস্থায় প্রেমভক্তগণ একান্ত কৃষ্ণভক্ত। একান্ত শরণাগতিই তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

প্রঃ—'প্রেমারূঢ়' কাহারা?

উঃ—"সারগ্রাহিগণ প্রেমতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি শীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহারাই অতি শীঘ্র **প্রেমারূঢ়** বা **সহজ পরমহংস** হন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

প্রঃ—শুদ্ধ চেতন ব্যতীত প্রীতিধর্ম্ম অন্যত্র আছে কি? জড়জগতে কি প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই? জড়ে আকর্ষণ ও গতি কোথা হইতে আসিল?

উঃ—"বিভুচৈতন্য ও অণুচৈতন্য—উভয়েই প্রীতিধর্ম্ম-বিশিষ্ট। আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই বিশুদ্ধ প্রীতি-ধর্ম্ম নাই। আত্মার ছায়া যে মায়া-প্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি-মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং তথায় নাই। এই কারণেই জড়জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই, প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত-ধর্ম্মানুসারে পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়; আবার স্থূল বস্তু-সকল পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।"

—'প্রীতি', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৭

প্রঃ—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত কি?

উঃ—"প্রেমবিলাস-তত্ত্বে দুই প্রকার ভাব আছে—অর্থাৎ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না। বিচ্ছেদের নাম—**বিপ্রলম্ভ**, তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ **বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়-ভাববশতঃ সম্ভোগ-অভাবেও সম্ভোগস্ফূর্ত্তি**। রায় রামানন্দ নিজ-কৃত ঐ রসের একটী সঙ্গীত গান করিতে করিতে মহাপ্রভু স্বীয় ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটী বিচ্ছেদকালে শ্রীমতীর উক্তি, সুতরাং **বিপ্রলম্ভ দশায় সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি**।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৮।১৯১-১৯৩

প্রঃ—বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি কিরূপ?

উঃ "প্রেমবিলাস-সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্র-লম্ভেও সেইরূপ। 'বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ়-মহাভাব-রূপ সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রমজনিত **বিবর্ত্তভাবাপন্ন** একরূপ সম্ভোগের উদয় হয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।১৯৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পত্রে উপদেশ

(৪৪)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
গোয়ালপাড়া
৩০।১।৭২

স্নেহভাজনেষু,

* * তোমার ২৩।১।৭২ তারিখের পত্র গতকল্য পাইয়াছি। তোমার পরবর্ত্তী ঠিকানা না জানায় বোলপুরের ঠিকানায়ই পত্র দিতেছি।

আমরা সর্ব্বদাই নিজেদের যোগ্যতা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োগ করতঃ জীবন সার্থক করিতে যত্নশীল থাকিব। সেবা গ্রহণ করা বা না করা সেব্যের কৃপেচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমরা সেবক বলিয়া সেবাই আমাদের ধর্ম্ম ও স্বার্থ বা পরমার্থ। তোমাদের বোলপুর অঞ্চলে যে সেবানুকূল্য সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে বলিয়া মনে করি। অপরের নিকটে বেশী আশা করিলে, উহা না পাইলে তাহার প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে। তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদের আমার প্রতি একদিনের উপদেশ স্মরণ করিতে পার—"অত চাও কেন আর কষ্ট পাও কেন"। 'যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট' হওয়াই বুদ্ধিমত্তা তাহাই ধীর চিত্তের লক্ষণ।

তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিদয়িত মাধব**

* * *

(৪৫)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
২২।৮।৭৬

স্নেহভাজনেষু—

* * তোমার ২০।৮ তারিখের পত্র পাইলাম। মঠের জরুরী সেবা পরিত্যাগ করতঃ নিজের উপাধি লাভের জন্য ব্যস্ত হওয়াটা শ্রীহরিভক্তির সাধন কিনা চিন্তা করিবে। মঠে বাস করিতে আসিয়া যদি প্রাকৃত ভোগের জন্য প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, উহা পতন ব্যতীত ভক্তির সাধন নয়। পুরীতে গুরুতর সেবাকার্য্য কিছু নাই, যেজন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। দরকার হইলে কিছু পুস্তক অধ্যয়নের জন্য তথায় নিয়াও অধ্যয়ন করিতে পার এবং মঠের সেবার হানি না করিয়া অন্য সময়ে যাইয়া অধ্যাপকের নিকটে বাস ও অধ্যয়নও চালাইতে পার। তুমি সিদ্ধ পুরুষ নও তাহা আমরা জানি। তথাপি সেবার প্রতি সম্পূর্ণ

উদাসীন হইয়া কেবল অধ্যয়নের জন্য ব্যস্ত হওয়া ও বৈষ্ণবদিগকে উদ্বেগ দেওয়ার কোন তাৎপর্য্য আমি বুঝি না। কেবল তোমাকে তোষামোদ করতঃ কিছু সেবা করাইতে হইলে আমাদিগকে পরিষ্কার জানাইয়া দিবে যে তোমার দ্বারা মঠে কোন সেবা সম্ভব হইবে না। আমরা তদনুসারে তোমাকে বাদ দিয়াই যাহা পারি সেবা করিব, পুনঃ পুনঃ তোষামোদ করতঃ কিছু সেবা আদায় করারও একটা ধৈর্য্যের সীমা থাকা চাই না কি?

"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ" প্রতিষ্ঠানটি Society Registration Act XXI of 1860 অনুসারে গত ৯ আগষ্ট রেজিষ্ট্রী হইয়াছে। মঠের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী আদি পুস্তক মুদ্রিত হইলে জানিতে পারিবে। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি
নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পরমভক্ত শ্রীসালবেগ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শাস্ত্রে লিখিত আছে—শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তিতে অর্থাৎ সেবায় মনুষ্যমাত্রকেই অধিকার প্রদান করিয়াছেন, কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই—'ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা'। আর সেই ভক্তকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার॥
—চৈঃ চঃ

জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মাইলেন হরিদাসে অধম কুলেতে॥
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্ববন্দ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
—চৈঃ ভাঃ

শ্রীগীতায় স্বয়ং শ্রীমুখেও বলিতেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

উহার অনুবাদে মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ লিখিতেছেন—"হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি নীচ বর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্যভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতিবর্ণাদি-সম্বন্ধী কোনপ্রকার প্রতিবন্ধক নাই।"

শ্রীশ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার 'সারার্থবর্ষিণী' টীকায় (ঠাকুরের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার নাম 'সারার্থদর্শিনী') লিখিতেছেন—"এবং কর্ম্মণা দুরাচারাণামাগন্তুকান্ দোষান্ মদ্ভক্তির্ন গণয়তীতি কিং চিত্রম্? যতো জাত্যৈব দুরাচারাণাং স্বাভাবিকানপি দোষান্ মদ্ভক্তির্ন গণয়তীত্যাহ—মামিতি।"

অর্থাৎ এইপ্রকারে 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ' শ্লোকোক্ত কর্ম্মগত দুরাচারগণের আগন্তুক দোষসমূহ আমার ভক্তি গণনা করেন না, ইহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে? জাতিগত দুরাচারগণেরও স্বভাবগত দোষসমূহ আমার ভক্তি গণনা করেন না, ইহা বুঝাইবার জন্যই 'মাং হি পার্থ' এই শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। 'পাপযোনয়ঃ' বলিতে, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'অন্ত্যজ

ম্লেচ্ছগণও' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি ঐ বাক্যের সমর্থক নিম্নলিখিত দুইটি ভাগবতীয় শ্লোকও উদ্ধার করিয়াছেন ঃ—

(১) কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দ পুক্কশা
আভীর শুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

ভাঃ ২।৪।১৮

["কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম (শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় 'শুহ্মা' স্থানে 'কঙ্কা' পাঠ ধরিয়াছেন।), যবন ও খস প্রভৃতি যে সকল জাতি জাতিগত পাপে দুষ্ট এবং যাহারা কর্ম্মতঃ পাপযুক্ত, ইহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ভাগবত-স্বরূপ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়মাত্রেই জাতিগত ও কর্ম্মগত দোষ হইতে শুদ্ধি লাভ করেন, সেই স্বাভাবিকী প্রভুতাসম্পন্ন ভগবান্‌কে নমস্কার।"]

(২) অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

—ভাঃ ৩।৩৩।৭

[(অথবা সোমযাগাধিকারী ব্রাহ্মণ হইতেও যে কোনও কুলোৎপন্ন শ্রীনামোচ্চারণকারী পুরুষ অধিকতর শ্রেষ্ঠ।) অহো নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার একপ্রান্তে ভবদীয় নাম একটি বারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত পূর্ব্ব-সিদ্ধই রহিয়াছে। কারণ তাঁহারা পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য, —যথা, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ববেদাধ্যয়ন ও সদাচার—সমাপনপূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন।]

শাস্ত্রে ভক্তির এইপ্রকার জাত্যাদি দোষনাশকত্ব-সূচক প্রমাণ ভূরি ভূরি বিদ্যমান। শ্রীভগবান্ ভক্ত-রাজ উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

—ভাঃ ১১।১৪।২১

["শ্রদ্ধাজনিত অনন্য ভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকে।"]

উক্তশ্লোকে শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'সম্ভবাৎ' শব্দে 'জাতিদোষাদপি' এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুতরাং স্বরূপতঃ শুদ্ধজীবাত্মার মায়ামোহবশতঃ পাতিত্যাদি দোষ আসিয়া গেলেও 'যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার'। জীব তাহার পূর্ব্বদোষ-জন্য অনুতপ্ত হইয়া যখন 'কেঁদে কহে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস। তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ॥', তখনই কৃষ্ণ সেই অনুতপ্ত—স্বরূপ-স্মৃতিসম্প্রাপ্ত জীবকে কৃপা করিয়া তাঁহার অশোকঅভয়ামৃত শ্রীচরণে চিরাশ্রয় প্রদান করেন—"কৃষ্ণ তারে দেন চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥" কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবই শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার নিকট দণ্ডনীয় হইয়া থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণসেবোন্মুখতা আসিয়া গেলে আর ভয় নাই, শ্রীভগবানের নিজজন সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত হইতে পারিলেই কৃষ্ণ তাহাকে অভয় দান করেন। শরণাগত ভক্তবৎসল ভগবান্ অনন্ত কল্যাণগুণসমুদ্র। তিনি তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত জীবের অজ্ঞানকৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দেন। কেবল তাঁহার ভক্তের চরণে অপরাধীকে ক্ষমা করিতে তিনি স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। ভক্ত ক্ষমা করিলে আর কথা নাই। ভক্ত-ভক্তিমান্ দয়াময় ভক্তবৎসল শ্রীহরি তাঁহার ভক্তকৃপাপ্রাপ্ত ভক্তকে নিজ দাসানুদাসরূপে আত্মসাৎ করিয়া লন। এজন্য ভগবৎকৃপাকে ভক্তকৃপা-নুগামিনী বলা হইয়া থাকে। ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপা লাভ সুদূরপরাহত। আমরা আজ ভক্তপ্রেমবশ্য ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীসালবেগ নামক এক পরম ভক্তের মহিমা আত্ম-

সংশোধনার্থ বর্ণনের চেষ্টা করিব। আমাদের শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীক্ষেত্র' গ্রন্থে শ্রীজগন্নাথধামের সবিস্তৃত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের কতিপয় প্রসিদ্ধ ভক্তের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতও দেওয়া হইয়াছে। ভক্ত শ্রীসালবেগ তন্মধ্যে অন্যতম।

ভক্তবর শ্রীসালবেগ-কথা

শ্রীজগন্নাথদেব উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ—সকলেরই বন্ধু হইলেও দীনহীন কাঙ্গাল পতিতের প্রতিই যেন তাঁহার করুণার অধিকতর পরিচয় প্রকাশিত হয়—দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্। অবশ্য এই দীনতা সাধারণ দীনতা নহে, ষড়ঙ্গ শরণাগতিতেই এই দৈন্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়—আত্মপ্রকাশ করে। উৎকল কবি রামদাস বিরচিত 'দার্ঢ্যতাভক্তিরসামৃত' বা 'দার্ঢ্যতাভক্তি' গ্রন্থে চতুঃষষ্টি ভক্তের মধ্যে ভক্ত শ্রীসালবেগের উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের উৎকলদেশীয় শিষ্যগণের অন্যতম ভক্তপ্রবর পণ্ডিত শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় উক্ত গ্রন্থানুসারে কহিলেন—শ্রীসালবেগের পিতা লালবেগ একজন দুর্দ্ধর্ষ মোগল সেনাপতি ছিলেন। ১৫৯১-৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাদশাহ আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহের নেতৃত্বে ওড়িষ্যা আক্রান্ত হয়। তৎকালে উক্ত মোগল সৈনাধ্যক্ষ লালবেগ সুপ্রসিদ্ধ সাক্ষীগোপালের নিকটবর্ত্তী দাণ্ড মুকুন্দপুর নামক একটি গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে একজন সুন্দরী বালাবিধবা ব্রাহ্মণরমণীকে স্নানার্থ জলাশয়ে গমনকালে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লন। তাঁহাকে প্রথমে কটকে রাখেন এবং তথায় তাঁহাকে বিবাহ করেন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে কটকে তাঁহার গর্ভে শ্রীসালবেগের জন্ম হয়। কটকে লালবাগ দুর্গ এই লালবেগের বাড়ী। কটকে কিছুকাল থাকার পর লালবেগ দিল্লীতে যান। আকবরপুত্র সেলিমের তিনি পরম বান্ধব। এদিকে সালবেগ কটকে মাতৃদেবীর নিকট লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। সালবেগের মা হিন্দুব্রাহ্মণকন্যা, তিনি পূর্ব্বসংস্কারানুসারে নিষ্ঠার সহিত পূজাদি করিতেন। পুত্রকেও ভক্তিভাবে গঠিত করিতে লাগিলেন। বিদ্যাশিক্ষা লাভেরও যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সালবেগ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মার তাহাতে সম্মতি না থাকিলেও সালবেগ অতি অল্পসময়ের মধ্যেই যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ হন।

১৬০৭ সালে ওড়িষ্যা স্বতন্ত্র হইবার সময় লালবেগ বঙ্গের সুবেদার ছিলেন। তিনি পুত্র সালবেগকে বাংলায় লইয়া আসিলেন। বঙ্গে আফগান সৈন্যসহ যুদ্ধকালে সালবেগ বিশেষভাবে আহত হন। দীর্ঘকাল চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁহার শরীরের ক্ষত উপশমের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সালবেগ দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। পুত্রের দারুণ যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া ভক্তিমতী মাতৃদেবী পুত্রকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট সকাতর প্রার্থনা জানাইতে উপদেশ করিলেন। প্রথমদিকে সালবেগের হিন্দুধর্ম্মে তাদৃশ আস্থা ছিল না, পরন্তু বিতৃষ্ণাই ছিল। কিন্তু প্রাণ সঙ্কটসময়ে সালবেগ মাতৃবাক্য বাধ্য হইয়া মানিয়া লইলেন। মা কহিলেন—বৎস, নিষ্কপট আর্ত্তিসহকারে তুমি যদি পতিতপাবন জগন্নাথদেবের আরাধনা করিতে পার, তাহা হইলে বারোদিনের মধ্যেই তুমি ভাল হইয়া যাইবে। কিন্তু হায়, ক্ষত বাড়িতেই লাগিল। এক্ষেত্রে জগন্নাথের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ক্রমশঃ সংশয় বৃদ্ধি পাওয়া খুবই স্বাভাবিক হইয়া উঠে। এদিকে পরম করুণাময় শ্রীজগন্নাথ ১২শ দিবস সমাপ্ত হইবার শেষদিন বালমুকুন্দরূপে স্বপ্নে সালবেগকে দর্শন দিলেন এবং সালবেগের সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার শ্রীহস্তে স্পর্শ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সালবেগের সকল অঙ্গ রোগ নির্ম্মুক্ত হইল। সালবেগ পূর্ব্ববৎ তেজোদীপ্ত সুন্দর শরীর লাভ করিলেন। নিদ্রা ভাঙ্গিবার পর শ্রীসালবেগের শ্রীজগন্নাথমহিমার উপর আর বিন্দুমাত্রও সংশয় থাকিল না। প্রভুর দর্শনলাভার্থ তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রভুর অপার অহৈতুকী করুণায় তিনি এবার অতি নিশ্চিত মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলেন, অথচ তাঁহাকে নিজহৃদয়ে স্থাপন করিতে পারেন নাই, এজন্য নিজেকে

অত্যন্ত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে সালবেগ শ্রীজগন্নাথপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলেন। তদবধি প্রভুপাদপদ্মে তাঁহার প্রেমও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইতে লাগিল। তৎকালীন সমাজের অসহ্য অপমান ও নির্য্যাতন মধ্যেও সালবেগ অপূর্ব্ব আর্ত্তি-ভরে স্তবস্তুতি প্রার্থনা মাধ্যমে শ্রীজগন্নাথদেবের ভজন করিতে করিতে যেপ্রকারে হৃদয়ের নিগূঢ় ভগবৎপ্রেম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, শ্রীভগবানের একান্ত অনুগ্রহভাজন ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে তাদৃশ স্থৈর্য্য ধৈর্য্য সহ ভজনদার্ঢ্য কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ভক্তবর সালবেগ তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম প্রভু জগবন্ধু-পাদপদ্ম দর্শনার্থ অত্যন্ত আবেগভরে কটক হইতে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। শ্রীপুরীধামে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ ত' দূরের কথা, শ্রীধামের কোন মঠে কোন হিন্দু-গৃহেই তাঁহার স্থান হইল না। তথাপি পতিতপাবন করুণা-বারিধি জগন্নাথদেবের অহৈতুকী করুণা হইতে কেহই তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তিনি বড়দাণ্ডের পার্শ্বে একটি বড় তালপত্রের ছত্রতলে অবস্থান করিয়া নিরপেক্ষভাবে ভজন করিতে লাগিলেন। যতই বাধা-বিঘ্ন আসিতে লাগিল, ততই তাঁহার জগন্নাথপ্রীতি প্রবল হইতে প্রবলতরভাবে বাড়িতে লাগিল। প্রকৃত সাধুত্ব—ভগবৎপ্রীতি জাগিয়া উঠিলে তিনি অন্যনিন্দাদি-শূন্য হৃদয় হইয়া "তুল্য নিন্দা স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ" অবস্থা লাভ করেন। নিজে উৎকট দৈন্য ভারাক্রান্ত হইয়া জাগতিক যাবতীয় লাঞ্ছনা গঞ্জনাকে তাঁহার আরাধ্যদেবের অনুকম্পা বলিয়া সু-সমীক্ষমাণ হন। মন্দিরে প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় অন্যের উপর তজ্জন্য কোন দোষ আরোপ না করিয়া সকলই মঙ্গলময় শ্রীভগবানের মঙ্গলেচ্ছা জ্ঞানে 'আমিই মন্দিরে প্রবেশে সম্পূর্ণ অনধিকারী' এইরূপ বিচার করতঃ তিনি অত্যন্ত দৈন্যভরে নিষ্কপট আর্ত্তিসহকারে ধামবাসিগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন— 'ওহে নীলাচলবাসি শোকজলধিরে গলি ভাসি' ইত্যাদি।

তাঁহার গীতিগুলি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। শ্রীজগন্নাথের প্রত্যেক সেবাকালে তাঁহার রচিত গীতিসমূহ পরম আদরে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। উৎকলবাসীর ভক্ত-শ্রীসালবেগ রচিত গীতিতে বড়ই প্রীতি লক্ষিত হয়।

রথযাত্রার দিন সালবেগ তাঁহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত শ্রীজগন্নাথ দর্শন পান। পহাণ্ডী দর্শন করিয়াই তিনি তন্ময় হইয়া যান। ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও তাঁহার শরণাগত ভক্তকে দর্শন করিয়া পরম সুখ লাভ করেন। ভক্ত ভগবানের মধুর মিলনসুখের মাধুর্য্য-চমৎকারিতা রসিকভক্তজনই অনুভব করিতে পারেন. ভক্তিহীন জনগণের এ সম্বন্ধে কোনই অনুভূতি নাই।

নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র মির্জ্জা আহম্মদ বেগ ওড়িষ্যার সুবেদার থাকাকালে ১৬২১-২২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে শ্রীজগন্নাথ মন্দির আক্রমণের আয়োজন করে। পাণ্ডারা আসন্ন-বিপদ্ লক্ষ্য করিয়া ম্লেচ্ছভয়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে লইয়া চিল্কাহ্রদমধ্যে পারিকুদ নামক দ্বীপ মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দর্শনে ভক্ত সালবেগ অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে গাহিয়াছিলেন—

"কেনে ঘেনি যাউছ জগন্নাথঙ্কু
আম্ভে দর্শন করিবু কাঁহাঙ্কু।" ইত্যাদি

ভক্ত সালবেগের এই সকল করুণরসপূর্ণ ভজন-গীতি শ্রবণে গজপতি নরসিংহদেব অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহাকে বড়গণ্ডীধারে মঠ স্থাপনে অনুমতি দেন। তথায় মঠ স্থাপিত হইলে সেই মঠে অবস্থান কালে ভক্ত সালবেগ বিভিন্ন ভাষাভাষি ভক্তবৃন্দসহ উৎকল, বাংলা ও ব্রজবুলিতে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামভজন সম্বন্ধে বহু গীতি রচনা করিয়া তাহা ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন। ভজনসাধনে সর্ব্বদাই উন্মত্ত। শ্রীপুরীধামে থাকাকালে শ্রীসালবেগের জননী পুরীধামেই দেহরক্ষা সঙ্কল্পে ভক্ত-পুত্রসমীপে বাস করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে মাতৃদেবী শ্রীক্ষেত্ররজ. প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ইচ্ছা পূরণার্থ সালবেগ তাঁহার মাতার দেহকে স্বর্গদ্বারে আনিয়া দাহাদি সংস্কার সম্পাদন করেন। ইহাতে পাণ্ডারা তৎপ্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মঠ আক্রমণ করেন। পরে তিনি পুরীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা

করেন এবং তথায় কিছুকাল ভজন সাধন করেন। সাজাহানের রাজত্বকালে তৎপুত্র ঔরঙ্গজেবের শ্রীধাম বৃন্দাবনের সুবিখ্যাত শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দির ধ্বংসচেষ্টাদর্শনে সালবেগ অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং সুতীব্র মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করেন। অতঃপর শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে গঙ্গা-স্নানেচ্ছা প্রকাশপূর্ব্বক সালবেগ পুরী যাত্রা করেন। তখন রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী। আসিবার কালে পথিমধ্যে সালবেগ রোগাক্রান্ত হন। তখন আর্ত্তিভরে গান করিতে থাকেন—"জগবন্ধো হে গোঁসাই তুম্ভ শ্রীচরণ বিনু আনগতি নাই। ৭৫০ ক্রোশ চালি না পারই মোহ যিবা যায়ে নন্দীঘোষে থিব বহি।"

শ্রীপুরীধাম হইতে ৭৫০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত সালবেগের আকুল প্রার্থনা জগন্নাথ শুনিলেন। রথারূঢ় জগন্নাথ ভকতবৎসল—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নীলাদ্রিনাথ রথযাত্রা স্থগিত রাখিলেন। বলগণ্ডীস্থানে রথ প্রায় ৩ মাস কাল আটক রহিলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রচুর যাগযজ্ঞাদি, বৈষ্ণবগণ অহোরাত্র কীর্ত্তনাদির বিপুল ব্যবস্থা করিলেও নন্দীঘোষ অচল অটল, বহু বলশালী লোক রথরজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। শতশত মদমত্ত হস্তী নিযুক্ত করা হইল। রথ এক ইঞ্চিও নড়িলেন না। অতঃপর ৩ মাস পরে সালবেগ যখন পুরীধামে আসিয়া রথারূঢ় জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলেন, তখন রথ হড় হড় করিয়া গুণ্ডিচাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। "আপন ইচ্ছায় রথ চলে না চলে কারো বলে।"

এই ঘটনার পর উৎকলরাজ গজপতি নরসিংহদেব ভক্ত সালবেগকে শ্রীজগন্নাথদেবের পরমভক্ত রূপে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে শ্রীমন্দির মধ্যে প্রবেশ করাইতে মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু মুক্তিমণ্ডপের পণ্ডিতগণ গজপতির ঐ উদার চিন্তাধারা কার্য্যে পরিণত করিতে দিলেন না। নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করিলেন। ভক্ত সালবেগের অদম্য মনোবল। তিনি শ্রীমন্দিরের দূরে থাকিয়া অহর্নিশ সাধনভজনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সেদিন হইতে শ্রীক্ষেত্র ছাড়িয়া সালবেগ আর কোথাও যান নাই।

সালবেগের ভজনগীতিগুলি অতীব হৃদয়গ্রাহী। শুনিবামাত্রই হৃদয়তন্ত্রী আপনা হইতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। 'হৃদয় হইতে বলে জিহ্বার অগ্রেতে চলে শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।' তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলের নির্ব্ব্যলীক ঝঙ্কার, তাহা সকল হৃদয়তন্ত্রীকেই স্পর্শ করে। তাঁহার কীর্ত্তনগুলির মধ্যে শ্রীজগন্নাথ যে সর্ব্বজগতের নাথ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সর্ব্বমঙ্গলনিলয়, সর্ব্বশক্তিমান্ ও পরমকরুণাময়, এই ভাবই সর্ব্বত্র অভিব্যক্ত। তদ্‌রচিত সহস্র সহস্র ভক্তিমূলা গীতি উৎকল সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্যসম্পদ্।

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সারগ্রাহী সজ্জনই সালবেগের গুণাকৃষ্ট। তাঁহার অপ্রকটকাল ১৬৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই অনুমিত হয়। তিনি দেহরক্ষাকালে অত্যন্ত আর্ত্তিসহকারে শ্রীজগন্নাথদেবকে ডাকিতে ডাকিতে তদ্ধামরজঃ প্রাপ্ত হন। বলগণ্ডীস্থানে তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তথায় একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরীর বড়দাণ্ডে (গ্রাণ্ড রোডে) গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালের প্রায় নিকটে ও উহার বিপরীত দিকে বলগণ্ডী স্থানে রামানন্দীয় বল-গণ্ডী ছাতা মঠের সংলগ্ন একটি প্রাচীর বেষ্টিত ভূখণ্ডে পুরী মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে ভক্তবর সালবেগের সমাধি বিরাজিত। দুঃখের বিষয় সমাধিমন্দিরে কোন সেবার ব্যবস্থা দেখা যায় না। এতবড় একজন ভক্তের স্মৃতি যাহাতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া না যায়, আমরা তজ্জন্য সকল ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ — মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ, শ্রীগোবিন্দনামব্রহ্ম ও শ্রীগোবিন্দভক্ত বৈষ্ণব-মহিমা—শ্রীক্ষেত্রে পরম উজ্জ্বলরূপে অদ্যাপি প্রকটিত। শ্রীজগন্নাথ জাতিকুলাদির নিরর্থকতা ও ভক্তিরই পরম সার্থকতা প্রদর্শনজন্য স্বয়ং শ্রীনীলমাধব স্বরূপে বিশ্বাবসু শবরের সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন। শবরজাতি বর্ণাশ্রম বহি-র্ভূত প্রাচীন অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। জগন্নাথ সকল জগতের নাথ। কাঙ্গাল পতিত সকলেরই নাথ তিনি। যে সকল পতিত জাতির শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার নাই, তাঁহারাও যাহাতে সিংহদ্বারের বহির্দ্দেশ হইতে

শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীজগন্নাথ সিংহদ্বারে প্রবেশের দক্ষিণপার্শ্বস্থ উচ্চ বেদীর উপর একটি ছোট মন্দিরে 'পতিতপাবন' রূপে পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত। সিংহদ্বারমধ্যে প্রবেশ না করিয়া বহির্দ্দেশে রাজপথ হইতেই পতিতপাবন জগন্নাথদেবের দর্শন লাভ হয়।

কেহ কেহ বলেন — ভক্ত সালবেগকে দর্শন দিবার জন্যই শ্রীজগন্নাথদেবের এই 'পতিতপাবন রূপে প্রকটলীলা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে রাজা রামচন্দ্রদেবের রাজত্বকালে শ্রীজগন্নাথদেবের পতিত-পাবনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। শুনা যায়, ওড়িষ্যার তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্ত্তা মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যার সহিত রাজা রামচন্দ্র অবৈধপ্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কিছুকাল বড়বাটী দুর্গে বাস করেন। পরে রাজা তাঁহার কুকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া পুরীতে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবের দর্শনার্থী হইলে পাতিত্যজন্য তাঁহার মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। পরে অনুতপ্ত রাজা যাহাতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে পারেন, তজ্জন্য সিংহদ্বারে 'পতিতপাবন'মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হন। এই কিংবদন্তী অনু-সারে 'পতিতপাবন' কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর যাবৎ প্রতিষ্ঠিত।

পতিতপাবনাষ্টকম্ নামে প্রসিদ্ধ একটি সংস্কৃত অষ্টক সালবেগ রচিত বলিয়া শুনা যায়। তাহাতে অনেকেই মনে করেন—সালবেগকে দর্শন দিবার জন্যই জগন্নাথ পতিতপাবনরূপে বিরাজিত। অদ্যাপি রথ-যাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথের রথ সালবেগের সমাধির নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দিয়া থাকেন।
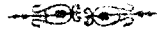
প্রহ্লাদের উপদেশ

(প্রাপ্ত)

শুন শুন দৈত্যশিশু, হিত-উপদেশ।
কহিব তোমারে আমি করিয়া বিশেষ॥
তুমি-সব প্রিয়সখা, বান্ধব আমার।
তে-কারণে কহি, শুন দৈত্যের কুমার॥
গুরু যাহা পড়াইল, না জানিহ ভাল।
তত্ত্ব পরিহরি' গুরু পড়ায় অসার॥
কত কত মরি' গেল, দেখ বিদ্যমানে।
অসার করিয়া সার ঘুষি' অকারণে॥
তত্ত্ব ছাড়ি' গুরু যত অনিত্য বুঝায়।
উত্তম জনের তাহা চিত্তে নাহি ভায়॥
আন্ধলার পাছে যদি গড়ায় আন্ধল।
পথ না জানিয়া পড়ে কূপের ভিতর॥
কেহ নহে শত্রু-মিত্র, কেহ নিজ-পর।
কুমতি-নির্ম্মিত সব—জানিহ সকল॥
দুর্ল্লভ মানুষ-জন্ম অনিত্য মানিয়া।
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ ভজিব জানিয়া॥
হরি সে সবার গুরু, প্রিয়, ইষ্ট, ধন।
সর্ব্বধর্ম্মসার—কৃষ্ণচরণ-সেবন॥
যদি বল—সুখভোগ তেজিব কেমনে?
দুঃখে কৃষ্ণ ভজিলে বা কোন্ প্রয়োজনে?
দেহধর্ম্মে সুখ-দুঃখ মিলে সর্ব্ব ঠাঁই।
যেন দুঃখ, তেন সুখ, অযতনে পাই॥
মিছা কাজে কেন এত ব্যর্থ কাল যায়?
না ভজিয়া জগন্নাথ, বৃথা দুঃখ পায়॥
কৃষ্ণ না ভজিলে নহে দুঃখ-বিমোচন।
বিচারিয়া আপনে বুঝয়ে বুধজন॥
যাবৎ শরীর নাহি পড়ে অকারণে।
তাবৎ বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজিব যতনে॥

সবে দেখ—পরমায়ুঃ শতেক বৎসর।
নিদ্রায় অর্দ্ধেক তার হরয়ে বিফল॥
শিশুকালে অগেয়ানে যায় কথো কাল।
অন্যভাবে যায় কুড়ি বৎসর তাহার॥
তবে যেবা কিছু থাকে যৌবন-সময়।
কাম, ক্রোধ, মদ, দম্ভ বাড়ে অতিশয়॥
যদি বল—যৌবনে বিষয় ভোগ করি'।
পাছে সর্ব্বত্যাগ করি ভজিব শ্রীহরি॥
হেন কে মনুষ্য আছে জগৎ-ভিতরে।
বিষয়লম্পট চিত্ত নিবারিতে পারে?
শরীর-অধিক প্রাণ দুর্ল্লভ সবার।
হেন প্রাণ দিয়ে ধন কিনে বাণিজার॥
প্রাণ বিকলিয়া হয় ধনের কিঙ্কর।
ধনের কারণে প্রাণ তেজয়ে তস্কর॥
হেন ধন-বিষয়ে মন লাগয়ে যাহার।
পাছে তাহা ছাড়ে, হেন শকতি কাহার?
শুন শুন ভাইগণ মোর উপদেশ।
সকল ছাড়িয়া ভজ প্রভু হৃষীকেশ॥
হেন জানি বল, কৃষ্ণ ভজিতে আয়াস।
সব ঠাঁই আছে প্রভু—জগত-নিবাস॥
চরাচর, স্থাবর, জঙ্গমে ভগবান্।
তৃণ, তরু, স্থূল, সূক্ষ্মে সর্ব্বত্র সমান॥
অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তি, আনন্দস্বরূপ।
এক হরি নানা-ভেদে দেখি নানারূপ॥

এ বোল বুঝিয়া সর্ব্ব-জীবে দয়া কর।
ছাড়িয়া অসুর-ভাব কৃষ্ণে মন ধর॥

কিবা লভ্য নহে, তুষ্ট হৈলে নারায়ণ?
কৃষ্ণের সন্তোষ-হেতু—বৈষ্ণব-সেবন॥

সর্ব্ব সমর্পণ করি কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীগুরু ভজিয়া ভক্তি সাধ নারায়ণে॥

পূরবে নারদ গেলা বদরিকাশ্রমে।
তথায় করেন তপ নর-নারায়ণে॥

নারদে কহিলা তেঁহো এই তত্ত্বজ্ঞান।
কহিলা আমারে তাহা মুনি মতিমান্॥

আমি তোমা-সবারে কহিলু' শুদ্ধচিত্তে।
এই শুদ্ধ ভাগবত-জ্ঞান জান তত্ত্বে॥
এ বোল বুঝিয়া ভাই করহ উপায়।
যাহা হৈতে এ ঘোর-সংসার-বন্ধ যায়।
যা কিছু উপায় আছে তরিতে সংসার।
তার মধ্যে জান কৃষ্ণ—উপায়ের সার॥
শ্রীহরি-চরণে ভক্তি হয় যাহা হনে।
তাই সে সাধিব জীব পরম যতনে॥
গুরুসেবা, গুরুপদে সর্ব্ব-সমর্পণ।
ভকতজনার সঙ্গ, কৃষ্ণ-আরাধন॥
হরিকথা-শ্রবণ, কীর্ত্তন, গুণ-নাম।
হরির চরণ-ধ্যান, স্তুতি, পরনাম॥
কৃষ্ণের মধুর-মূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ।
শ্রদ্ধা করি' সেবিয়া হৈব তাঁর দাস॥
সর্ব্বভূতে দেখিব, আছেন নারায়ণ।
তৎসম্বন্ধে সবার করিব সম্ভাষণ॥
এইরূপে হয় তবে ভকতি-উদয়।
কৃষ্ণের চরণে রতি বাড়ে অতিশয়॥
গোবিন্দের লীলা-কর্ম্ম-গুণ-নাম শুনি।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক হয়, গদ্গদ-বাণী॥
হেনরূপে হয় যাঁর ভকতি-উদয়।
কর্ম্মবন্ধ ছিণ্ডে তাঁর, ঘুচে ভবভয়॥
গোবিন্দ ভজিতে কিছু নাহিক আয়াস।
হৃদয়ে চিন্তিলে কৃষ্ণ, ছিণ্ডে ভবপাশ॥

হরি সে সবার পতি, প্রিয়, সখা, ধন।
হরি ছাড়ি' বিষয় সেবিয়ে অকারণ॥

পশু, ভৃত্য, দেহ, গেহ, সুত, বিত্ত, দার।
রাজসুখ, রাজ্যভোগ, এ মহীভাণ্ডার॥

স্বর্গবাস, স্বর্গফল, দেবদেহ ধরে।
এ সব চিন্তিয়া বুঝ তড়িৎ-চঞ্চলে॥

এ সব বুঝিয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
ভজিলে অনন্ত সুখ দিব নারায়ণ॥

সুখ-উৎপাদন হৈব, দুঃখ-বিমোচন।
ইহার কারণে কর্ম্ম করে সর্ব্বজন॥

কর্ম্ম হৈতে কিছু ত' না দেখি সুখলেশ।
প্রথমে করিতে কর্ম্ম দুঃখ-পরবেশ॥
ফলভোগ করিতে বিবিধ উৎপাত।
অবশেষে হয় পুনঃ জনম-প্রমাদ॥
কর্ম্মফল অধ্রুব, অধ্রুব কলেবর।
ইহার কারণে কর্ম্ম কেবল বিফল॥
বড় বা অধীন, কিংবা রাজার কিঙ্করে।
কুক্কুরে ভক্ষিব কিংবা দহিব অনলে॥
হেন দেহ 'মোর' করি' করে অহঙ্কার।
ভবপথে নিরন্তর ভ্রমে বারবার॥
কর্ম্মফলে মিলে দেহ, দার, পুত্র, ধন।
পশু, ভৃত্য, গজ, রথ, বিবিধ বাহন॥
প্রদীপের শিখা-সম এ সব চঞ্চল।
ইহার কারণে কর্ম্ম করে নিরন্তর॥
মরণ-অবধি, আর জন্ম-আদি করি'।
দুঃখ বিনে অন্য কিছু বলিতে না পারি॥
এ বোল বুঝিয়া শুন আমার বচনে।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ যাঁহার চরণে॥
সেই সে সবার প্রভু, প্রিয়, গতি, পতি।
সে হরিচরণ ভজ, ছাড়িয়া দুর্ম্মতি॥
দেবতা, অসুর, নর, কিন্নর, বানর।
গোবিন্দ ভজিলে হয় শুদ্ধ কলেবর॥
দেব-দ্বিজ হয়, কিংবা মুনিদেহ ধরে।
দান ব্রত-তপ-যজ্ঞ নানা কর্ম্ম করে॥
তবু কৃষ্ণে সন্তোষিতে নহিব শকতি।
আর সব বিড়ম্বন ছাড়িয়া ভকতি॥
ভকতি করিয়া যদি ভজে দয়াময়।
আপনারে দিয়া হরি তাঁর বশ হয়॥
শুন দৈত্যসুত ভাই, মোর নিবেদন।
সর্ব্বভাবে কর, ভাই, গোবিন্দভজন॥
দৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, বানর।
খগ, মৃগ, পশুজাতি, পতিত, পামর॥
এ সব ভজিয়া কৃষ্ণ হৈল কৃষ্ণময়।
এ বোল বুঝিয়া কেহ না কর সংশয়॥
এই সে পরম ধর্ম্ম—সর্ব্ব-ধর্ম্ম-পর।
একান্ত-ভকতি করি' ভজ দামোদর॥

[শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রভু]

সম্পাদকীয়

ভারতীয় বৈদিক কৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিশাল। পৃথিবীতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহ বিশাল নহে। অগাধ অসীম বেদশাস্ত্রের তুলনায় খুবই সীমিত। বেদশাস্ত্র এবং তদনুগত উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাসাদিতে এমন সব অত্যদ্ভুত রহস্য ও অমূল্য রত্ন রহিয়াছে, যাহা অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই ইহা স্বীকার করিবেন। বৈদিক কৃষ্টির অসমোর্দ্ধত্ব হেতু আজও পৃথিবীর সমস্ত জাতি পারমার্থিক দৃষ্টিকোণে ভারতকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। সমগ্র পৃথিবীবাসী ভারতীয় ঋষিগণের নিকট শান্তির বাণী শ্রবণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। বৈদিক কৃষ্টি সংরক্ষিত হইলে ভারতের সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা সংরক্ষিত হইবে। ভারতে বৈদিক কৃষ্টি লুপ্ত হইলে, কেবল ভারত তাহার অমূল্য পদমর্য্যাদা হারাইবে তাহা নহে, সমগ্র বিশ্ববাসীই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। ভারতমাতার যথার্থ সন্তান যাঁহারা, তাঁহারা ভারতের প্রাণসর্ব্বস্ব বৈদিক কৃষ্টিকে সংরক্ষণের প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের চাক্‌চিক্যময় সভ্যতায় ও পাশ্চাত্ত্যের ভোগবাদে আক্রান্ত হইয়া এই বৈদিক কৃষ্টির অনাদর ও ইহার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহারা কখনই ভারতের সুসন্তান নহেন, এমনকি তাঁহারা সমগ্র বিশ্বের অহিতকারী। **বৈদিক কৃষ্টি**

সংরক্ষণ করিতে হইলে ভারতবর্ষে অনতিবিলম্বে সংস্কৃতশিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। যেভাবে ভারতবর্ষে শিক্ষা পদ্ধতি চলিতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, অল্পসময়ের মধ্যেই ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটিবে, তৎসঙ্গে সঙ্গে বৈদিক কৃষ্টির তাৎকালিক বিলুপ্তি-সাধন অবশ্যই হইবে। ইহা ভারতের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশকর পরিণতি। ইহা কি ভারতীয় বিচক্ষণ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিতেছেন না? সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা অধুনা কঠিন মনে হইলেও, কথ্যভাষা না হইলেও, অর্থকরী বিদ্যা না হইলেও, ভারতের অদ্বিতীয় বৈদিক কৃষ্টি সংরক্ষণের দৃষ্টিতে সংস্কৃত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা একান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মনিরপেক্ষতার নামে সাক্ষাতে বা পরোক্ষে ভারতীয় কৃষ্টির বিলোপসাধন কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। ভাবপ্রবণতায় গণগড্ডলিকাপ্রবাহে চলিলে ভারতবাসীকে একদিন অবশ্যই পস্তাইতে হইবে, তখন প্রতিকারেরও আর কোনও উপায় থাকিবে না।

বেদের সার ভাগবত ধর্ম্ম—প্রেমধর্ম্ম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচার করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে বেদমন্ত্রাদি উচ্চারণে সকলকে অধিকার দেওয়া হয় নাই। শাস্ত্রবিগর্হিত কোনও কার্য্য করিলে উহা বেদের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ হইবে। গীতাতে কৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥" কিন্তু ভাগবতধর্ম্মে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। সমস্ত মনুষ্যজাতি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভাগবতধর্ম্মের পতাকার নীচে একত্রিত হইতে পারেন। ভাগবতধর্ম্মের যতপ্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে হরিনাম সংকীর্ত্তন সর্ব্বোত্তম। হরিনাম সংকীর্ত্তন অত্যন্ত সহজসাধ্য ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। দ্যূতক্রীড়া, নেশা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, জীবহিংসা ও অর্থের যথোচিত ব্যবহারানভিজ্ঞতাদি কলির স্থানপঞ্চক পরিত্যাগকরতঃ সদাচার সম্পন্ন হইয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই অধর্ম্মপ্রধান কলিযুগের জীবের ত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। বেদেতেও শ্রীহরিনামের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।"—(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল)—"হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ, সুতরাং নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও, নামের মাহাত্ম্য কিঞ্চিন্মাত্র জানিয়াও যদি বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করা হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুতে সুন্দরা মতি অর্থাৎ প্রীতি লাভ হয়। ভাগবতধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে ভারতের ঐক্য ও সংহতি তথা সমগ্র বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষিত হইতে পারিবে বলিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি।

হায়দ্রাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব
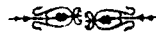
হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ২৬শে শ্রাবণ ১২ই আগষ্ট মঙ্গলবার পবিত্রারোপণী একাদশী তিথি হইতে ৭ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট সোমবার শ্রীনন্দোৎসব তিথি পর্য্যন্ত দুই সপ্তাহব্যাপী বিদ্যুচ্চালিত এক মনোরম চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজই ঐ প্রদর্শনী শুভারম্ভের প্রথমদিবস সন্ধ্যায় প্রথম দ্বার উদ্ঘাটন করেন। তাহাতে চারিটী ষ্টলে নিম্নলিখিত দৃশ্যগুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল:—

(১) সুরম্য যমুনোপবনে গোপীমণ্ডলমধ্যগত কৃষ্ণের

বহুমূর্ত্তি প্রকট পূর্ব্বক প্রত্যেক গোপীর নিকট পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া রাসক্রীড়া। চক্রের মধ্যস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অবস্থান।

(২) শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে রত্নসিংহাসনে বসাইয়া দুইজন সখী দুইদিকে চামর ব্যজনে রত। তাঁহার দুই দিকে সখীগণ কেহ বীণা, কেহ মৃদঙ্গ, কেহ কাঁসর, কেহ বা করতাল বাজাইয়া সুমধুর কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলন-সেবা সম্পাদন করিতেছেন।

৩ (ক) শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া মা যশোদার শিক্যস্থিত উচ্চে সুরক্ষিত মাখন চুরি করিয়া সখাগণকে বিতরণ করিতেছেন। এমতাবস্থায় মা যশোদার বেত্রহস্তে গৃহ প্রবেশ।

(খ) যশোদাদেবী গো-দোহন করিতেছেন, গোপাল কৃষ্ণ গ্লাস হস্তে দুধ প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীবলরাম গোবৎস ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। গো-শালার মধ্যে গাভীগণ ঘাস খাইতেছে এবং গো-সেবক গরুর জন্য ঘাস কাটিতেছে।

(৪) দামোদর শ্রীকৃষ্ণকে উলূখলের সহিত বন্ধন করিয়া যশোদাদেবী গৃহকর্ম্মরত। শ্রীকৃষ্ণ পরমভাগবত নারদ মুনির বাক্যের সত্যতা সম্পাদনের জন্য এবং মহাত্মা নারদ পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইভাবে কুবেরের পুত্রদ্বয়কে উদ্ধার করিবার মানসে যেখানে যমজ অর্জ্জুন বৃক্ষ ছিল, সেখানে ধীরে ধীরে গমন করতঃ বক্রভাবে বৃক্ষদ্বয়ে সংলগ্ন উলূখলকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষদ্বয়ের মূলোৎপাটন করিলেন। বৃক্ষ-যুগলের মধ্য হইতে অগ্নিতুল্য দুই মহাপুরুষ স্বকীয় পরম শোভাদ্বারা দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বল করতঃ অবনত মস্তকে নিখিল লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

লীলাগুলি অভিজ্ঞ চিত্রকরের চিত্রতুলিকায় অত্যন্ত নয়নাভিরামরূপে প্রকাশিত হইয়া দর্শকগণকে এমনভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, কেহই স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। অনভিজ্ঞ বালকবালিকাগণও অভিভূত হইয়া অপলকনেত্রে চাহিয়া থাকিত। অভি-ভাবকগণের পুনঃ পুনঃ আকর্ষণেও স্থান ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিত। অনেকে যাত্রীগণের অত্যধিক চাপে পড়িয়া একবার বাহির হইয়া পুনরায় দর্শনের জন্য আসিয়া দর্শন করিতে থাকেন! পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না। অনেকে আবার নিয়মিতভাবে প্রদর্শনীর দ্বার খুলিবার পূর্ব্ব হইতেই মঠে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিতেন। প্রদর্শনীর কথা ইংরাজী, হিন্দি, তেলেগু, উর্দ্দু প্রভৃতি দৈনিক প্রকাশিত পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত হইলেও প্রথমদিকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলের জন্য রাত্রি ৭-৩০ টায় দোকানপাট বন্ধ হওয়ায় দর্শকগণ অধিকসংখ্যায় আসিতে পারেন নাই। পরে চারিদিকে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক ভীড় হইতে আরম্ভ করে। কোন কোন দিন এত অধিক লোক সমাগত হইত যে, রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা রাখিতে হইয়াছিল। শ্রীজন্মাষ্টমীর দিন রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত খোলা ছিল। সেদিন সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও রাত্রি ১২টায় মহাভিষেক দর্শনের জন্য এত অধিক লোক সমাগম হইয়াছিল যে, মঠে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এরূপ লোক-সমাগম পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদ মঠে কেহ দেখেন নাই। এখানে যাহাতে অধিক লোক সমাগম হয়, তজ্জন্য অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বৈদ্যুতিক শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার প্রকটকালে তাহা করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার অপ্রকটের পর মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ বৈদ্যুতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া শ্রীগুরুসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব প্রকট থাকিলে এত লোকসমাগম শুনিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া প্রচুর আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন বলিয়াই প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে এরূপ আমাদের বিশ্বাস। তিনিই যেন অন্তরে প্রেরণা দিয়া T. V. Centre এর লোকজনকে মঠে প্রেরণ করিয়া প্রদর্শনীর

বিষয় Televise করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে Television এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে লোকজনের এত সমাগম হয় যে, প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপিত দিন শেষ হইবার পরেও কয়েকদিন চালু রাখিতে হয়। নন্দোৎসবের দিন ভোগারাত্রিকের পূর্ব্বেই মঠের মধ্যে লোক ভরিয়া যায়। প্রচুর আয়োজন থাকায় কোন অসুবিধা হয় নাই। কয়েক সহস্র লোককে অন্ন, পুরী, কারি, আলুমটর, বুঁদে, ঝুরিভাজা ও পরমান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডি, ভক্ত ডুঙ্গরসীভাই, জগ্‌গা রেড্ডি, দুর্ল্লভ চাঁদজী প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ প্রচুর লোক সমাগম দেখিয়া উল্লাস প্রকাশ করেন। অনেকে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সেবার জন্য চাউলের ও গমের বস্তা পাঠাইয়া দেন।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও সহকারী শ্রীপাদ বৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্য কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ প্রবীর ও ভক্ত মাধব রাওজী প্রভৃতি মঠবাসিগণ এবং শ্রীবলদেব দাসাধিকারী, শ্রীগতিকৃষ্ণদাসাধিকারী, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণ রাও, ধনজীভাই প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের সর্ব্বতোভাবে সেবা চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। স্থানীয় বহু যুবক পরিবেশন, স্থান পরিস্কার আদি কার্য্য করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। জগ্‌গা রেড্ডী, ডুঙ্গরসীভাই আদি স্থানীয় ভক্তগণ নগর সংকীর্ত্তনের অগ্রভাগে থাকিয়া বিশেষ সেবা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কলিকাতা মঠ হইতে প্রদর্শনীর সেবাকার্য্যের সাহায্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমী স্নিগ্ধ নিষ্কপট সেবক শ্রীপাদ প্রেমময় ব্রহ্মচারী কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই হায়দ্রাবাদ মঠে উপস্থিত হইয়া বৈদ্যুতিক প্রদর্শনী নিজহস্তে পরিচালনা করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য্যে মঠরক্ষক শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া তাঁহার (শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের) ও মঠবাসিগণের স্নেহাকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ লক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারীও উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদ মঠে উপস্থিত হইয়া সেবাকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজও শ্রীঝুলন ও জন্মাষ্টমী উৎসবে হায়দ্রাবাদ মঠে উপস্থিত থাকিয়া মঠসেবকগণকে সেবাকার্য্যে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। লোকসমাগম দেখিয়া হায়দ্রাবাদ পৌরসভা হইতে রাস্তাটী সংস্কার করিয়া দিয়াছেন ও বিশেষ লাইট দিয়া আলোকিত করিবার ব্যবস্থা শীঘ্র করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কলিকাতা মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে
সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিভাষণ

[শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে কলিকাতা—কালীঘাট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট শনিবার হইতে ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট বুধবার পর্য্যন্ত সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণের প্রদত্ত অভিভাষণের সারমর্ম্ম]

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় **বিচারপতি শ্রীবিমলচন্দ্র বসাক** প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আজকের যুগে জীবনযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু জনজীবনে শান্তি নাই—ইহা সত্য; কিন্তু তদপেক্ষা আমার মনে হয় অশান্তির মূল কারণ নৈতিক

ও চারিত্রিক অভাব। কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি চারিত্রিক অবনতি হ'তেই হয়। বস্তুর অভাবের দ্বারা ততটা অশান্তি হবে না, যদি চারিত্রিক অভাব না থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশে ভৌতিক উন্নতি চরমসীমায় পৌঁছেছে—তথাপি সেখানে অশান্তি কেন? ধর্ম্মের প্রতি বিমুখতাই তার কারণ। ভারতীয় ধর্ম্মীয় কৃষ্টিতে অধ্যাত্ম জাগরণ ও আত্মানুভূতিহেতু ভারতীয়গণ মোটা ভাত, মোটা কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকিতেন। সমগ্র বিশ্ব আজও শান্তিরবাণী শুন্‌বার জন্য ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছেন। ভারতীয় ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম। মানে এটা নয়, এক জায়গায় বসে পাঁচ মিনিট ধ্যান করলাম, আর কিছু করলাম না। ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত বিষয়টা বুঝতে হবে। সমস্ত জীবের সহিত যে আমাদের সম্বন্ধ আছে, সব জীবকে ভালবাসতে হয়, কাকেও হিংসা করতে নাই; সকলেই যে একই পরমেশ্বর হ'তে এসেছে — ইত্যাদি শিক্ষা প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষার মধ্যে আমরা পাই। ধর্ম্মের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের জন্য ধর্ম্মানুশীলনকারী সাধুর নিকট আস্‌তে হবে। মঠমন্দিরে আস্‌তে হবে। কোন একটি বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য তদনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। তদ্রূপ ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তদনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। মঠমন্দিরে আস্‌লে সেই অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যায়, ধর্ম্মবিষয়ে আমরা উদ্‌বুদ্ধ হতে পারি।"

উক্ত দিবস কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় **বিচারপতি শ্রীসলিল রায়চৌধুরী** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন— "শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ধর্ম্মসভায় যোগদানের সৌভাগ্য হ'লো। অশান্তি দূর করা ও শান্তি পাবার বহু রাস্তা আছে। সহ্য শক্তির দ্বারা অশান্তির তীব্রতাকে কমান যায়। বহু ভাবে কলিকাতাবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাপন দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িয়াছে, যখন তখন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের দ্বারা তাদিগকে দগ্ধীভূত করা হচ্ছে। ভারতীয়দের অসীম সহ্যশক্তি থাকায় তারা সহ্য করে যাচ্ছে, অন্যদেশ হলে ভীষণ কাণ্ড হয়ে যেতো। ধর্ম্মের মূলকথা—ঈশ্বরে ভক্তি ও তৎসম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্যানুসারে মনুষ্যের মধ্যে স্বভাবের পার্থক্য দেখা যায়, এজন্য ধর্ম্মবোধেরও পার্থক্য রয়েছে। অতি তমো প্রকৃতির ব্যক্তি ধর্ম্মের ধারও ধারে না। অসংযত জীবনযাপনকারী ব্যক্তিগণ কখনও শান্তিলাভ করতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করতে পারলে শান্তি পাওয়া যায়। গীতার শিক্ষা হ'তে আমরা জানতে পারি ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হয়ে স্বধর্ম্মপালনের দ্বারা উন্নততরের শান্তি লাভ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতির দ্বারা পরাশান্তির অধিকারী হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান প্রতিবৎসর ধর্ম্মসভার আয়োজন করে জনসাধারণকে শান্তির পথ দেখাবার চেষ্টা করছেন, ইহা প্রশংসনীয় কার্য্য।"

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় **বিচারপতি শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়** দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আজকের আলোচ্যবিষয় 'সর্ব্বোত্তম আরাধ্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধে স্বামীজিগণের নিকট আপনারা এতক্ষণ সুচিন্তিত সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করলেন। স্বামিজিগণ যে ভাবে বল্লেন সে ভাবে আমি বলতে পারবো না। আমি গীতা পাঠ করে যতটুকু বুঝেছি তা হ'তে কিছু বল্‌বার চেষ্টা কর্‌বো। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥' 'যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখন সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই।' ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে থাকেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ জীবের অধিকার অনুযায়ী কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তির উপদেশ করেছেন। তিনি কর্ম্মের উপদেশ করেছেন। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হ'য়ে পূর্ণের জন্য (তদ্‌বস্তুর জন্য) কর্ম্ম করতে বলেছেন। 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ

সমাচরে॥' ভক্তের ভাবানুরূপ ভগবান্ ভক্তের নিকট অবতীর্ণ হন। যিনি একাগ্রচিত্তে দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত হ'য়ে ভজন করেন, তিনিই তাঁকে লাভ করতে পারেন। 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহু দূর'। অহমিকা ত্যাগ করতে না পারলে—ঐকান্তিকতা না থাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায় না। আজকাল মানুষের মধ্যে অহমিকা ভাব এত প্রবল হয়েছে যে, তারা পিতামাতা, অধ্যাপক, গুরুজন, সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—কাউকেই মান্‌তে চায় না। আর ঈশ্বরকে মান্‌বে কি? শ্রেষ্ঠের প্রতি অমর্য্যাদা, ঈর্ষা, দ্বেষ, হানাহানির দ্বারা সমাজজীবনে গুরুতর বিশৃঙ্খলা এসে উপস্থিত হয়েছে। আমার মনে আছে, আমি জজ্ হবার পরেও স্কুলের মাষ্টার মহাশয়কে দেখে প্রণাম করেছি। কিন্তু আজকালকার ছেলেরা সেটা করবে কি? আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেরা বলবে ধর্ম্ম মানা antedated। পাশ্চাত্যের চাক্‌চিক্যময় শিক্ষার প্রভাবেই এই প্রকার অবস্থা হয়েছে। পাশ্চাত্যের সব খারাপ তা বলা হচ্ছে না। তাদের ভালটা নিব, খারাপটা নিব না এবং আমাদের ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার কৃষ্টি আমরা ভুলবো না। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ সবকিছু ছেড়ে তাঁর ভজন করতে বলেছেন, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ভজন করতে বলেছেন। কিভাবে তাঁর ভজন করবো? হরিনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন — "অনেক বৎসর ধরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ধর্ম্মসভায় আস্‌বার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু যাঁর কৃপা ও ভালবাসার আকর্ষণ আমাকে এখানে টেনে এনেছিলো, তিনি আজ নেই। তিনি এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ মাধব গোস্বামী মহারাজ। প্রথমে এই ধর্ম্মসভা রাসবিহারী এভিনিউ — রাজা বসন্ত রায় রোডের জংসনে হতো। বৎসরে দুবার করে এই পাঁচদিন ব্যাপী ধর্ম্মসভা হয়। ভারতের নানা স্থানে এই মঠের প্রচারকেন্দ্র আছে। এই মঠের মূল স্থান শ্রীমায়াপুরে। সর্ব্বত্র বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারিত হচ্ছে। আজকের বক্তব্যবিষয় সম্বন্ধে মহারাজদের মুখে অনেক সুন্দর কথা আপনারা শুনলেন। এখানে এসে আমারও ভগবৎকথা শ্রবণের সৌভাগ্য হলো। শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মমোহন, ইন্দ্রের দর্পহরণ, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি বহুবিধ অলৌকিক লীলার কথা মহারাজগণের নিকট শুনলেন। আমি তাঁদের ভাষণের সারকথা যা বুঝলাম তাতে মনে হলো ভগবান্‌কে পাবার একটীমাত্র পথ—ভক্তি। এই ভক্তি কিভাবে সাধারণ লোক পেতে পারে তৎসম্বন্ধে স্বামিজীগণ আরও বিস্তারিতরূপে আমাদিগকে বুঝিয়েছেন এবং আরও বোঝাবেন।"

কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি **শ্রীতরুণ কুমার বসু** তৃতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন — "স্বামিজীগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেভাবে বল্লেন বা বলবেন, সেভাবে বলবার আমি ধৃষ্টতা রাখি না। আমার কাজ হলো বিচার করা। বিচার মানে ন্যায় বিচার। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা ও অবিচারের অবসান ঘটানো। এর সঙ্গে ধর্ম্মের খুব একটা তফাৎ নাই। ধর্ম্মের মূল কথা সদসদ্ বিবেক —সৎকে গ্রহণ করা অসৎকে পরিহার করা। ন্যায়-পরায়ণ যাঁরা তাঁরা ধার্ম্মিক। অন্যায়ের প্রতি প্রবৃত্তি-যুক্ত ব্যক্তি অধার্ম্মিক।"

শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন — "আমি দার্শনিকভাবে বলবো না। এখানে ভক্তের পরিবেশে আসলে ভক্তি আপনা হতেই আসে। বছরে দুবার করে এখানে পাঁচদিন-ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন হয়—শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে। এই প্রকার প্রচার খুব কম স্থানে দেখা যায়। আজকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক ধারণা গ্রহণ করতে হলে প্রথমে সাধু কাকে বলে তা বুঝতে হবে। কপিল ভগবান্ মাতা দেবহূতিকে সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন—"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্। অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ। ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি

যে দৃঢ়াম্। মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্ত স্বজন-বান্ধবাঃ॥ মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃন্বন্তি কথয়ন্তি চ। তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ॥ ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ। সঙ্গস্তেম্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষ হরা হি তে॥"—ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ। সাধু হবেন সহিষ্ণু, দয়ালু, সমস্ত দেহীর সুহৃদ্, অজাতশত্রু, শান্ত, শাস্ত্রবিহিত আচার পরায়ণ, ভগবানের অনন্য ভক্ত। ভগবানের জন্য তাঁরা স্বজনবান্ধব ও ধর্ম্ম (গুণময় ধর্ম্ম) পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। ভগবানের শুদ্ধা কথা শ্রবণকীর্ত্তনেই তাঁদের রুচি, তাঁদের যে তাপ দেখা যায় তা বাইরের, অন্তরে তাঁদের তাপ নাই, কারণ তাঁদের চিত্ত সর্ব্বদা ভগবানে আসক্ত রয়েছে। এইরূপ লক্ষণযুক্ত সাধুর সঙ্গই প্রার্থনীয়। কারণ এইরূপ সাধুর সঙ্গের দ্বারাই দুঃসঙ্গজনিত দোষ দূর হয়। ভক্তকৃপা ছাড়া ভগবান্‌কে পাবার অন্য কোনও উপায় নাই। ভাগবতে পরিষ্কার ভাবে ইহা বুঝান হয়েছে। "রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা। ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎ পাদরজোঽভিষেকম্॥" জড়ভরতমুনি রাজা রহূগণকে এই উপদেশ করেছিলেন—মহতের কৃপা ছাড়া ভগবান্‌কে তপস্যা, ইজ্যা, সন্ন্যাস, গার্হস্থ্যাশ্রম, শাস্ত্রজ্ঞান ও জল, অগ্নি ও সূর্য্যের পূজা-দ্বারা পাওয়া যায় না। ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজও এই একই কথা বলেছেন—"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীর সাদর সম্ভাষণ

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়/মহোদয়াগণকে শ্রীশ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের শুভ বিজয়োৎসববাসরে (২১ আশ্বিন, ১৩৮৮, ইং৮।১০।৮১ বৃহস্পতিবার) আমাদের অন্তর্হৃদয়ের যথাযোগ্য অভিবাদন, অভিনন্দন ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। সর্ব্বে সুখিনো ভবন্তু। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের এই বিজয়োৎসব-কৃত্যটি আমাদের দেশে দেবী বিসর্জ্জন সম্পর্কিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ 'আমি সীতাকে দেখিয়াছি', শ্রীহনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র ঐ দিবস বানরকুলসহ মিলিত হইয়া শমীবৃক্ষতলে যে বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব নামে প্রসিদ্ধ ঃ—

"সীতা দৃষ্টেতি হনুমদ্বাক্যং শ্রুত্বাকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধং বাসরেঽস্মিন্ শমীতলাৎ॥"
—হঃ ভঃ বিঃ ১৫।২৭৭

সাত্বত স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে (১৫।২৭৪-২৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্ত এই বিজয়োৎসব-বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র জয় বা উৎকর্ষকামী ব্যক্তি আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষীয়া দশমী তিথিতে ভক্তগণসহ মিলিত হইয়া এই উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপুরীধামে ঐ শ্রীবিজয়া দশমী তিথিতে ভক্তগণকে বানর সৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং শ্রীহনুমানের লীলা অভিনয় করিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৩২-৩৫ দ্রষ্টব্য)। শ্রীহনুমদাবেশে মহাপ্রভু রাবণবধলীলোদ্যত—

"'কাঁহারে রাব্ণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে'॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকাল পর্য্যন্ত ঐ বিজয়া দশমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রেরই বিজয়োৎসব হইয়া আসিয়াছে।

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের নামে আরোপিত দেবীর অকালবোধন সম্বন্ধেও মূল বাল্মীকি রামায়ণে কিছুই পাওয়া যায় না। অবশ্য ভক্তবৎসল ভগবান্ 'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়'—'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' বাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন নিমিত্ত তাঁহার ভক্তের পূজাকে বহুমানন করিলেও প্রকৃত ভক্ত কখনও নিজেকে আমি ভগবানেরও পূজ্য বা আরাধ্য, ইহা বলিয়া গৌরব করেন না। তিনি চিরকালই নিজেকে

ভগবদ্দাসানুদাস বলিয়াই বিচার করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র 'রামেশ্বর শিব' প্রতিষ্ঠা করিলেও শিব কখনও তাঁহাকে রামের ঈশ্বর বা আরাধ্য দেবতা বলিয়া দাবী করেন না। বস্তুতঃ রাম হইয়াছেন ঈশ্বর যাঁহার, এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষের পরিবর্ত্তে বহুব্রীহি সমাসার্থই গৃহীত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আমরা শ্রীভাগবত দশমস্কন্ধে দেখিতে পাই—শ্রীভগবান্ যখন তাঁহার চিল্লীলাপুষ্টিকারিণী স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে আদেশ করিলেন—হে দেবি, তুমি গোপগোপী ও গোগণে সুশোভিত ব্রজে—নন্দগোকুলে গমন কর, সেখানে বসুদেব মহিষী রোহিণী ও বসুদেবের অন্যান্য পত্নীও কংসভয়ে ভীতা হইয়া নিভৃতে অবস্থান করিতেছেন। তুমি তথায় গিয়া দেবকীর সপ্তমগর্ভ—যিনি আমারই দ্বিতীয় স্বরূপ সঙ্কর্ষণ, যিনি অংশে শেষ সংজ্ঞায়ও সংজ্ঞিত হন; তাঁহাকে অক্লেশে আকর্ষণ করতঃ অন্যের অলক্ষ্যে রোহিণীগর্ভে সংস্থাপন কর। অতঃপর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব এবং তুমিও নন্দরাজ মহিষী যশোদার গর্ভে আবির্ভূতা হইবে। (তবে মা যশোদা তোমাকে বাৎসল্য করিবার অবকাশ পাইবেন না। তুমি অলক্ষ্যবিগ্রহরূপে ব্রজে বাস করিবে। তোমারই অংশভূতা মায়াকে বসুদেব কংসকারাগারে লইয়া আসিয়া দেবকীক্রোড়ে স্থাপন করিবেন। কংস কালান্তক যমরূপে সেই কন্যাকে দেবকী ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া দুই পা ধরিয়া শিলাপৃষ্ঠে আছাড় দিতে যাইবার সময় তুমি কংসকে বঞ্চনা করতঃ আকাশমার্গে উঠিয়া অষ্টভুজামূর্ত্তি ধারণ করতঃ কংসকে তিরস্কার করিবে এবং এইরূপ কংসকে বঞ্চনা করিয়া তুমি বিন্ধ্যাদি স্থানে অবস্থান করিবে।)

"অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥"

—ভাঃ ১০।২।১০-১২

অর্থাৎ "প্রাকৃত মনুষ্যগণ তোমাকে অর্থাৎ তোমার বিমুখমোহনকারী স্বরূপকে সর্ব্ববিধ প্রাকৃত কাম ও বরের অধীশ্বরী এবং সর্ব্বভোগ ও বরপ্রদাত্রীরূপে বিবিধ উপহার ও বলির দ্বারা পূজা করিবে। ভূতলে নরগণ তোমার স্থান নির্দ্দেশ এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করিবে।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন—

"তদেবমিদানীং মদবতারেণ ত্বদবতারেণ চ লোকাঃ কেচিদ্ বৈষ্ণবাঃ কেচিচ্ছাক্তাশ্চ ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ।"

"সুতরাং এইপ্রকারে আমার ও তোমার অবতার-হেতু কতকগুলি লোক বৈষ্ণব এবং কতকগুলি লোক শাক্ত হইবেন, ইহাই বোধগম্য হয়।"

অবশ্য শুদ্ধ বৈষ্ণব বা শুদ্ধ শাক্ত কখনও প্রাকৃত কামনা বা বাসনার দাস হইয়া শ্রীভগবানের নিকট তৎপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃত কাম-বরাদি প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের প্রার্থনা—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"
"ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ কৃষ্ণ মোরে কৃপা করি॥" ইত্যাদি।

প্রাকৃত কামনা পরবশ ব্যক্তিগণই নানাপ্রকার অনিত্য বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন পূর্ব্বক ভগবান্‌কে অস্থির করিয়া তুলেন। সেই সকল সীমাবিশিষ্ট ফলকামী ব্যক্তিকে শ্রীভগবান্ 'অল্পবুদ্ধি' বলিয়াছেন—

'অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং' (গীঃ ৭।২৩)

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী শ্রীবার্ষভানবীদেবীর আনুগত্যে কৃষ্ণারাধনা করেন বলিয়া তাঁহারাই সত্য সত্য প্রকৃত শুদ্ধশাক্ত।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাপুষ্টিকারিণী চিচ্ছক্তি যোগমায়া সেই 'সমস্তের পরা ঠাকুরাণী' শ্রীরাধারাণীরই অংশ। তিনি ত্রিগুণাতীতা। ত্রিগুণময়ী মহামায়া তাঁহারই ছায়ারূপিণী। যোগমায়া উন্মুখমোহিনী অন্তরঙ্গা শক্তি আর মহামায়া বিমুখমোহিনী বহিরঙ্গা বা জড়াশক্তি। অনেকেই তত্ত্বজ্ঞানহীনতাবশতঃ দুইটি তত্ত্বকেই একাকার

করিয়া বসেন। একই মায়ার অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগৎ সম্মোহনকার্য্য। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থের টীকায় লিখিয়াছেন —

কোন কোন স্থানে যোগমায়াকেই যে অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহা শক্তিমত্তত্ত্বের সহিত শক্তির অভেদ বিবক্ষায়ই জানিতে হইবে। গৌতমীয় কল্পে কথিত আছে—"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারান্নো বিমুচ্যতে॥" ইত্যাদি। অর্থাৎ "যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, আবার যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ, ইঁহাদের মধ্যে ভেদদর্শী কখনই মায়িক সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।" এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই তাঁহার স্বরূপশক্তিরূপে দুর্গা নামধারী, সুতরাং এই দুর্গা মায়াংশভূতা ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী ভুবনপূজিতা দুর্গার সহিত এক পর্য্যায়ে গৃহীত হইবেন না। সেখানে দুর্গা শব্দের নিরুক্তি এই প্রকার—'কৃচ্ছ্রেণ দুরারাধনাদি বহুপ্রয়াসেন গম্যতে জ্ঞায়তে ইতি' অর্থাৎ 'দুরারাধ্য কৃষ্ণের আরাধনা বহু কৃচ্ছ্র প্রয়াস সাধ্য। বহু কষ্টে তাঁহাকে জানা যায়—এইজন্যই তিনি দুর্গা নামধারী। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদেও বলা হইয়াছে —

"একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়া অখিলেশ্বরী॥"

অর্থাৎ শ্রীগোকুলেশ্বরী যোগমায়া প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা, তাঁহারই আবরিকা শক্তি অখিলেশ্বরী মহামায়া।

অনেকস্থলে বিদ্ধশাক্তগণ শ্রীদুর্গাদেবীকে শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছানুবর্ত্তিনী এইরূপ বলিবার প্রয়াস করেন। কিন্তু জগদ্গুরু শ্রীব্রহ্মা তাঁহার স্তবে বলিয়াছেন—

"সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥" —ব্রহ্মসংহিতা

অর্থাৎ "স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

অবশ্য চিচ্ছক্তি যোগমায়া ও অচিচ্ছক্তি মহামায়া উভয়েই গোবিন্দের ইচ্ছানুবর্ত্তিনী। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া রাসাদি ব্রজের যাবতীয় লীলা শ্রীযোগমায়া কৃষ্ণেচ্ছানুবর্ত্তিনী হইয়া পুষ্ট করেন। সৃষ্ট্যাদি প্রাপঞ্চিক লীলাও ঐ যোগমায়ার ছায়া স্বরূপিণী মহামায়াই কৃষ্ণেচ্ছানুবর্ত্তিনী হইয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু বহির্ম্মুখ জীবগণকে দণ্ডপ্রদানাদি কতকগুলি অপ্রীতিকর কার্য্য তাঁহাকে করিতে হওয়ায় তিনি কৃষ্ণের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া দর্শনপথে থাকিতে বিলজ্জমানা হন—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

—ভাঃ ২।৫।১৩

অর্থাৎ "কৃষ্ণের দর্শনপথে থাকিতে মায়া বিলজ্জমানা হয়। সেই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'আমি', 'আমার' এই প্রকার বহুবিধ বাগ্‌জাল প্রকাশ করিয়া থাকে।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বিরহ-সংবাদ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা আসাম প্রদেশস্থ তেজপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দিগম্বর পাল মহোদয় বিগত ২৪শে চৈত্র ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, সকাল ৯-৪৫ মিঃএ ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তেজপুরস্থ বাসভবনে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি বাংলাদেশান্তর্গত হাইরমারা (ঢাকা) নামক স্থানে ১৩১২ সনের ২১শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি তেজপুর আসিয়া বিশাল গৃহাদি নির্ম্মাণ করতঃ বসবাস করিতে থাকেন। মঠের সাধুদের মাধ্যমে তিনি বহু তীর্থাদিও পর্য্যটন করিয়াছেন। তিনি মঠে বিবিধ অনুষ্ঠানে বিবিধপ্রকার সেবা করিয়া সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র ও ২ কন্যাকে রাখিয়া গিয়াছেন।

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা, তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার আত্মার নিত্যমঙ্গল বিধান করুন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — ,, ২.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্‌, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ১.৫০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০
(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা-সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক। ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থানঃ— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয়ঃ—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একর্বিংশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা কার্ত্তিক ১৩৮৮

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—
১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৫৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৮৮

২১শ বর্ষ } ১৯ দামোদর, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, রবিবার, ১ নভেম্বর, ১৯৮১ { ৯ম সংখ্যা

সচ্চিদানন্দ-বস্তু হইতে জগৎ গৌণভাবে সৃষ্ট, মুখ্যভাবে সপরিকর গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির প্রকাশ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

দৃশ্যজগতের আকর-নির্ণয়ে দুইপ্রকার বিচারপ্রণালী দৃষ্ট হয়। একপ্রকার মত এই যে,—সচ্চিদানন্দবস্তু হইতে জগৎ গৌণভাবে সৃষ্ট, মুখ্যভাবে সপরিকর গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির প্রকাশ। অপর মত এই যে,—অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দের আকর—দুর্জ্ঞেয়, অব্যক্ত ও বস্তুভাব। বেদ প্রয়োজন—বেদের চরমফল বেদান্ত পূর্ব্বোক্ত মতের বক্তা; আর সাংখ্যাদি স্মৃতি বস্তুবাদের বিরোধোদ্দেশে তদ্বিপরীত শেষোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। দৃশ্যজগৎ অধিকাংশই অচিৎ-প্রতীতিময়। প্রাণিগণে যে চিদাভাসধর্ম্ম গুণমায়া-রচিত বিশ্বের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাদৃশ চেতন ধর্ম্মও প্রকৃতি হইতে গুণকর্ত্তৃক উৎপন্ন,—এই বিচারে উপাদান-কারণত্বে কেহ কেহ বেদান্তমতের সহিত ভেদ স্থাপন করেন। সর্ব্বকারণকারণ আকর-বস্তুই শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তিও শক্তিমত্তত্ত্বে অবস্থিত। দৃশ্যজগৎ যে প্রকার শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শক্তিসমূহও সেই বৃহৎ পালক-বস্তুতে নিত্যকাল অবস্থিত। যাঁহারা দৃশ্য-জগতের বিষয়-সেবায় আবদ্ধ, তাঁহারা জাগতিক শক্তির উপলব্ধি করিয়া তাহারই শক্তিমান্-মাত্র বলিয়া ভগবান্‌কে মনে করেন। তাঁহারা,—একমাত্র শক্তি হইতে শক্তি-মত্তত্ত্ব প্রসূত হইয়াছে এবং খণ্ড-শক্তিমান্‌গুলিকে প্রাকৃত-জ্ঞানে অখণ্ড-শক্তিমত্তাও প্রকৃতি হইতে জাত—এরূপ অপসিদ্ধান্ত করেন। জাগতিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে সদসৎ জ্ঞেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকেই 'আকর' বলিয়া বিচার করিতে গেলে অচিৎ হইতেই চেতনের উদ্ভব—এরূপ স্থিরীকৃত হয় বটে; কিন্তু প্রকৃত সত্য—শক্তি-বিশিষ্ট বাস্তব-বস্তুতেই অধিষ্ঠিত। যে বস্তু দেশকাল-পাত্র সৃষ্টি করে, সেই বস্তুকে মূল-কারণরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া বহুবিচিত্রতাময় অসংখ্য-বস্তুকে প্রথমেই গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে অনুমিতি-ন্যায়াবলম্বনে একের দিকে অগ্রসর হইবার পদ্ধতি—'অধিরোহ-বাদ' নামে খ্যাত। অবরোহ-বিচারে বস্তুই সর্ব্বকারণকারণ; তাঁহাতে অনন্তশক্তি বর্ত্তমান বলিয়া তিনি সবিশেষ-তত্ত্ব। তাঁহার নির্ব্বিশেষত্বও অসংখ্য সবিশেষ-বিচারের মধ্যে অন্যতম। অচিদ্‌বস্তুর ধারণা হইতে তাহাকে কার্য্যজ্ঞানে তৎকারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাদৃশ

মাদকদ্রব্য-সঙ্গজনিত বুদ্ধি জন্মে। প্রকৃতপক্ষে জড়া-প্রকৃতিই মূলকারণ,—এরূপ ধারণা বাস্তব সত্য হইতে পৃথক্। অনন্ত-শক্তিমান্ পরমেশ্বর-বস্তুর ঈক্ষণশক্তি হইতেই অব্যক্ত ও অচিচ্ছক্তি-পরিণত জগৎ। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে প্রাপ্ত শক্তি লাভ করিয়াই জীবের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য কালদেশান্তর্গত জগৎ নির্ম্মাণ করেন। অনন্ত শক্তিমান্ বাস্তব-বস্তু জগন্নির্ম্মাণের শক্তিদ্বারাই বদ্ধজীবের নিকট উপলব্ধ হ'ন। বস্তুর সহিত শক্তির সম্বন্ধ-বিবেকাভাব হইতেই এইরূপ বিচার-ভ্রান্তি জীবের 'বিবর্ত্ত' উৎপন্ন করে। সত্যের প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্‌বিমুখ জীব ভোগযোগ্য জগতে বিচরণ করিয়া সত্যবস্তুর সন্ধান পান না।

সাঙ্খ্যাচার্য্য কপিল তত্ত্বসমূহ এইভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণের সাম্যাবস্থাই 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, তাহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং স্থূল ভূত-সমূহ, এবং 'পুরুষ'—সাকল্যে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সাম্যরূপে অবস্থিত সত্ত্বাদি ত্রিগুণই প্রকৃতি। ঐ তিনটি গুণকে যথাক্রমে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেহেতু প্রকৃতির কার্য্যভূত জগতে সুখাদিভাবেরই দর্শন করা যায়। দৃষ্টান্ত যথা—তরুণী রতি দ্বারা পতির সুখদা হ'ন—এই স্থলে 'সাত্ত্বিক' ভাবের প্রকাশ; তিনি আবার দুঃখদায়িনী হইয়া 'রাজসী' এবং মোহিনী হইয়া 'তামসী' হন। 'উভয় ইন্দ্রিয়'-শব্দে দশটি বহিরিন্দ্রিয় এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয় মন,—সর্ব্বসাকল্যে এই একাদশটি ইন্দ্রিয়। প্রকৃতি নিত্যা ও বিভুত্বশালিনী। মূলে মূলের (চেতনের) অভাব-প্রযুক্ত মূল (প্রধান) অমূল অর্থাৎ কারণান্তররহিত। ঐ প্রধান অপরিচ্ছিন্ন ও সকলের উপাদান—"সর্ব্বত্র কার্য্য-দর্শনাৎ বিভুত্বম্" ইত্যাদি সূত্র হইতেই উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র,—এই সাতটি প্রকৃতিবিকার এবং অহঙ্কারাদির প্রকৃতিও প্রধানের বিকার; একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত,—এই ষোড়শটি বিকার। পুরুষ পরিণামহীন বলিয়া কাহারও প্রকৃতি বা বিকারও নহেন। ঐ প্রকৃতি নিত্যবিকারবিশিষ্টা এবং নিজে অচেতন হইয়াও অনেক চেতনজীবের ভোগের ও অপবর্গের হেতু এবং ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও তাহার কার্য্য দ্বারা অনুমিত হয়েন। প্রকৃতি স্বয়ং এক হইয়াও বিষমগুণা বলিয়া পরিণামশক্তি দ্বারা মহদাদি বিচিত্ররচনাময় জগৎ প্রসব করেন। এইরূপেই প্রকৃতি জগন্নিমিত্তোপাদানরূপিণী। পুরুষ্ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও প্রভু। তিনি চিৎস্বরূপ ও প্রতিদেহে ভিন্ন এবং বিকার ও ক্রিয়ার অভাব-বশতঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-শূন্য। প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব এইরূপ হওয়ায় উভয়ের সান্নিধ্যমাত্রে পরস্পরের ধর্ম্মের বিনিময় হয়—প্রকৃতিতে চৈতন্যের এবং পুরুষে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। এই প্রকার বিবেকের অভাবেই ভোগ এবং বিবেকেই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ। প্রকৃতির প্রতি পুরুষের ঔদাসীন্যময় ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ সোপপত্তিক সূত্রসমূহ দ্বারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় সাঙ্খ্যকার,—'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'আগম'—এই তিনটি প্রমাণ মানিয়াছেন। উহাদের সিদ্ধিতেই সর্ব্বসিদ্ধি। (উপমানাদি উহাদেরই অন্তর্গত; উহারা অতিরিক্ত প্রমাণ নহে।) প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও আগমসিদ্ধ অর্থসমূহে অধিক বিসংবাদ নাই। "পরিমাণাৎ" "সমন্বয়াৎ", "শক্তিতঃ" প্রভৃতি সূত্রসমূহ দ্বারা যে প্রধানের জগৎকারণত্ব অনুমান করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই নিরাসের প্রয়োজন হইতেছে; কারণ উক্ত মতের নিরাসদ্বারা সাঙ্খ্যের সকল মতেরই নিরাস করা যাইবে। তদ্বিষয়ে সংশয় এই যে, 'প্রধান'—জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কিনা? পূর্ব্বপক্ষ, প্রধানের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব উভয়ই স্বীকার করেন। পূর্ব্বপক্ষ বলেন,—জগতের উপাদানরূপেই সত্ত্বাদিরূপ প্রধানের অনুমান করা হয়। উপাদান,—কার্য্যের সমজাতীয়ই হইয়া থাকে; যথা—ঘটাদি-কার্য্যের উপাদানরূপে মৃত্তিকাদিকেই সমজাতীয় দেখা গিয়াছে। জড়-বৃক্ষের ফলোৎপাদন ও তাদৃশ জলের চলন-দর্শনে জড় বা অচেতন-প্রধানেরও জগৎকর্ত্তৃত্ব স্থির হয়। অতএব 'প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ'—

এই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের নিরাসার্থ প্রথম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—

প্রধান—অচেতন, অতএব জড়-প্রধান জগতের উপাদান বা নিমিত্ত-কারণ নহে, যেহেতু এই জগতের বিচিত্র রচনা দেখিয়া চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত ঐ জড়-প্রধান-দ্বারা পরিদৃশ্যমান্ জগতের রচনা সিদ্ধ হয় না, বা অনুমান করা সঙ্গত নহে। এই জগতে চেতন কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত ইষ্টকাদির দ্বারা কোন দিনই প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ সিদ্ধ হয় নাই। সূত্রোক্ত চ-শব্দ দ্বারা অন্বয়ের অনুপপত্তি সমুচ্চিত হইয়াছে। বাহ্য ঘটাদি পদার্থনিচয় কখনই সুখাদিস্বরূপে অন্বিত নহে; কারণ, সুখাদি বিষয়সকল আন্তর ধর্ম্ম, সুতরাং বাহ্য বস্তুতে উহাদের অন্বয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ ঘটাদি পদার্থ উক্ত সুখাদির হেতু এবং সুখাদিরূপেও উহাদের প্রতীতি নাই।

দ্বিতীয় সূত্র—প্রবৃত্তি দর্শন করিয়াও প্রধানের কারণত্ব সঙ্গত হয় না। চেতন-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত জড়েরই প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। যাহার অধিষ্ঠান হইলে জড়ের প্রবর্ত্তনা হয়, উহারই যে ঐ প্রবৃত্তি, তাহা নিশ্চিত। রথ ও সারথিই উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এইরূপভাবেই 'বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে' ইত্যাদি প্রধানের কারণতা-সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে। ঐ স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকৃত হইয়া থাকে; যেহেতু অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে উহার উল্লেখ আছে। এই ভাষ্যমধ্যে তাহা পরে বিস্ফুট করা হইবে। সূত্রোক্ত চ-শব্দ অবধারণে। 'আমি করিতেছি' এই দৃষ্টান্তে চেতনেরই প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া জড়ের কর্ত্তৃত্ব সঙ্গত হইতেছে না। যদি বল — প্রকৃতি-পুরুষের সন্নিধিমাত্রে পরস্পরের ধর্ম্মের অধ্যাস-বশতঃই জগদ্রচনা? উত্তর—তাহাও বলা যায় না। আচ্ছা, যে সন্নিধি পরস্পরের ধর্ম্মাধ্যাসের কারণ, ঐ সন্নিধি কি প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েরই সদ্ভাব, অথবা প্রকৃতিপুরুষগত কোন বিকার? উত্তর —উহা উভয়ের সদ্ভাব ত নহেই, কেননা, তাহা স্বীকার করিলে মুক্তপুরুষ সকলেরও অধ্যাস-প্রসঙ্গ হয়। ঐ সন্নিধি—প্রকৃতিগত বিকারও নহে; কারণ, অধ্যাস-কার্য্যরূপে অভিমত এই প্রকৃতিগত বিকারের অধ্যাস-হেতুত্বের সম্ভাবনা থাকে না। ঐরূপ, উহা পুরুষগত বিকারও নহে, কারণ, তাহা অর্থাৎ পুরুষগত বিকারও অস্বীকার্য্য। অতএব 'প্রধান' জগৎ-কারণ হইতেই পারে না।

যদি বল—দুগ্ধ যেরূপ আপনা হইতেই দধিরূপে পরিণত হয় এবং একই মেঘ-নির্ম্মুক্ত জল যেরূপ একরস হইয়াও তাল ও আম্রাদি-ফলে মধুর ও অম্লাদি বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ একই প্রধান, পুরুষের কর্ম্মবৈচিত্র্যানুসারে দেহ-জগদাদিরূপে পরিণত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—

তৃতীয় সূত্র—দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অচেতনবস্তুসমূহেরও চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্তি,—আপনা হইতেই প্রবর্ত্তনা থাকিতে পারে না; কারণ, রথাদি দৃষ্টান্ত হইতে ঐরূপই অনুমিত হয়। অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ হইতে ঐ জড়দ্বয়ের চেতনাধিষ্ঠিত-ভাব সিদ্ধ হয়।

চতুর্থ সূত্র—প্রধান ব্যতীত অন্য কারণের অবর্ত্তমানতা পরিত্যক্ত হওয়ায় কেবলমাত্র প্রধানেরই কর্ত্তৃত্ব অসঙ্গত হইতেছে।

'অপি' শব্দের অর্থ চ-কার অর্থাৎ সমুচ্চয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধান ব্যতীত অন্য হেতুর অসদ্ভাব পরিত্যক্ত হইতেছে বলিয়া কেবল প্রধানেরই নিজ পরিণামকর্ত্তৃত্ব নিরস্ত হইল। প্রধান ব্যতীত তৎপ্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক অন্য কোন কারণই আদিসৃষ্টির পূর্ব্বে থাকে না,— এইরূপ মতই উপেক্ষিত হইয়াছে; কারণ, তৎকালে চেতনের সন্নিধানহেতু অন্য কারণ স্বীকার করা হইতেছে। অতএব কেবলজড়কর্ত্তৃত্ববাদ নিরস্ত হইল। বিশেষতঃ—ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষে প্রলয়েও কার্য্যোৎপত্তি-প্রসঙ্গ হয়; কারণ, প্রধান ব্যতীত অন্য কারণের অভাব ও প্রধানের সন্নিধি থাকে বলিয়া সৃষ্টিকালের ন্যায় প্রলয়কালেও কার্য্যোৎপত্তির প্রসঙ্গ হয়। অদৃষ্টের উদ্বোধের অভাবহেতু প্রলয়কালে কার্য্যের অভাবও বলা যায় না; কারণ, তৎকালে সেই অদৃষ্টের উদ্বোধও আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে।

যদি বল, তৃণপল্লবাদি যেরূপ গবাদি কর্ত্তৃক

ভক্ষিত হইয়া আপনা হইতেই ক্ষীরাকারে পরিণত হয়, প্রধানও তদ্রূপ মহদাদি তত্ত্বের আকারে পরিণত হইয়া থাকে, তদুত্তরে বলিতেছেন—

পঞ্চম সূত্র—অন্যত্র ক্ষীরাকারে পরিণামের অভাব-হেতু প্রধানেরও তৃণাদির ন্যায় স্বভাবতঃ (স্বতঃ) পরিণাম বলা সঙ্গত হয় না।

নিশ্চয়ার্থে চ-শব্দ উদ্দিষ্ট। ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষ অসঙ্গত; কারণ, অন্যত্র তাহা দৃষ্ট হয় না; যেমন বৃষাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত তৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণাম দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ উহা স্বাভাবিক নহে। আরও তৃণাদি যদি স্বভাবতঃই ক্ষীরাত্মক হইয়া পরিণত হইত, তাহা হইলেও চত্বরাদিতেও ঐরূপ ক্ষীরাকারে পরিণাম দৃষ্ট হইত। যখন তাহা দৃষ্ট হয় না, তখন কেবল স্বভাবকেই পরিণামের হেতু বলা যায় না; 'প্রাণিবিশেষের সম্বন্ধে তৃণাদি ক্ষীরাকারে পরিণত হউক্';—এইরূপ সর্ব্বেশ্বরের সঙ্কল্পই উহার কারণ।

জড়ত্বপ্রযুক্ত প্রধানের সম্যক্ স্বতঃপ্রবর্ত্তনা নাই,—ইহাই প্রতিপন্ন হইল। অতঃপর তোমার সন্তোষের জন্য যদিও উহা স্বীকার করি, তাহাতেও যে তোমার কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা বলিতেছেন—

ষষ্ঠ সূত্র—প্রধানের স্বাভাবিকী-প্রবৃত্তি-স্বীকারেও কোন সার্থকতা নাই। চারিটি সূত্রে 'না'-অর্থ অনুবর্ত্তিত হইবে। 'পুরুষ আমাকে ভোগ করিয়া আমার দোষের অনুভব-পূর্ব্বক আমাতে ঔদাসীন্যরূপ মোক্ষ লাভ করিবেন'—এইরূপ ভোগমোক্ষার্থক বলিয়াই প্রধানের প্রবৃত্তি মনে হয়। উষ্ট্র যেরূপ কেবল পরের জন্যই কুঙ্কুমভার বহন করে, স্বয়ং ভোগ করে না, প্রধানেরও তদ্রূপ কেবল পরের জন্যই প্রবৃত্তি। আর পুরুষও অকর্ত্তা হইয়াও ভোক্তা বলিয়া মনে হয়। অন্নের কর্ত্তা না হইয়াও অন্নভোক্তার যেরূপ অন্নভোগ, পুরুষেরও তদ্রূপ ফলোপভোগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষের ঐ প্রধান-প্রবৃত্তি মনে করা যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, তৎস্বীকারেও কোন ফল দেখা যায় না। পুরুষের প্রকৃতিদর্শনরূপ ভোগ ও প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্যরূপ মোক্ষই প্রবৃত্তির ফল। প্রধানের ভোগ সম্ভব হয় না; কারণ, চিন্মাত্র, নির্ব্বিকার ও অকর্ত্তা হইয়াও পুরুষের প্রকৃতিদর্শনরূপ সঙ্গবশে বিকারযোগ-হেতু পুরুষেরই ভোগ। প্রধানের অপবর্গও সম্ভব নহে; কারণ, প্রবৃত্তির উৎপত্তির পূর্ব্বেও অপবর্গ সিদ্ধ থাকায় উহার ব্যর্থতা হইতেছে। সন্নিধিমাত্রকেই ভোগের হেতু বলিলে, সন্নিধির নিত্যত্ববশতঃ মুক্ত জনগণেরও ভোগ আসিয়া পড়ে।

যদি বল, গতিশক্তিবিরহিত অথচ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু-পুরুষের সন্নিধানে দৃষ্টিশক্তিশূন্য অথচ গতিশক্তি-বিশিষ্ট পুরুষও চলনে প্রবৃত্ত হয় এবং যেরূপ অয়স্কান্ত-(চুম্বক) প্রস্তরের সন্নিধানে জড় লৌহও চলিতে থাকে, তদ্রূপ চিন্মাত্র-পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি অচেতন হইয়াও তৎছায়া-প্রভাবে চেতন-বস্তুর ন্যায় পুরুষের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তদুত্তরে (সপ্তম-সূত্রে) বলিতেছেন—

পুরুষ চুম্বকের ন্যায় হইলেও জড়-প্রধানের স্বতঃ প্রবৃত্তি নাই। ঐরূপ হইলেও জড়বস্তুর স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে না। পঙ্গুর গতিশক্তি না থাকিলেও বর্ত্মপ্রদর্শন ও তদুপদেশ-প্রদানাদি-বৈশিষ্ট্য এবং অন্ধের দর্শনশক্তি না থাকিলেও পঙ্গুপ্রদত্ত উপদেশগ্রহণাদি বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, এবং অয়স্কান্তমণির লৌহসামীপ্যাদিও সম্ভব হইতেছে; কিন্তু নিত্যনিষ্ক্রিয় নির্ধর্ম্মক পুরুষের কোনও বিকার হয় না। সন্নিধিমাত্রই বিকার স্বীকার করিলে, সন্নিধির নিত্যত্ব-বশতঃ নিত্য সৃষ্টির এবং মোক্ষাভাবের প্রসঙ্গ হয়। বিশেষতঃ পঙ্গু ও অন্ধ,—উভয়ই চেতন, এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ,—উভয়ই জড় বলিয়া দৃষ্টান্তের বৈষম্য পরিস্ফুট হইতেছে।

অনন্তর গুণসমূহের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-বশতঃ অঙ্গাঙ্গিভাবহেতু যে বিশ্বসৃষ্টি হয় বলিয়া মনে হয়, তাহা নিরাস করিতেছেন (অষ্টম সূত্র)—

গুণের অঙ্গিত্বই অনুপপন্ন হইতেছে, অতএব ঐরূপ পক্ষ সঙ্গত হইতে পারে না।

সত্ত্বাদি গুণসমূহের সাম্যভাবে অবস্থিতির নামই 'প্রধানাবস্থা'। ঐ অবস্থায় গুণসমূহ নিরপেক্ষস্বরূপ বলিয়া একটি আর একটি গুণের অঙ্গী বলিয়া সিদ্ধ হয় না; কারণ, গুণত্রয়ের একটিকে অঙ্গী বলিয়া স্বীকার করিলে, তদিতর গুণদ্বয়ের তাহার সহিত

সমতা-হেতু গুণি-ভাবের অসম্ভাবনা হয়। গুণসমূহের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব কখনও সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরকে বা কালকেও উক্ত অঙ্গাঙ্গিভাবের কর্ত্তা বলা যায় না; কারণ, তাহা কেহই স্বীকার করেন না। কপিলই বলিয়াছেন,—'মুক্ত ও বদ্ধের মধ্যে অন্যতরের অভাবহেতু অর্থাৎ প্রমাণাভাব-বশতঃ ঈশ্বরাসিদ্ধি ঘটে অর্থাৎ ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না।' দিক্ ও কাল আকাশাদি হইতেই উৎপন্ন হয়,—পুরুষ উহাদের কর্ত্তা নহেন; কারণ, তিনি কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। গুণবৈষম্যও সৃষ্টির কারণ নহে। আরও, হেতুর এইরূপ অভাববশতঃ প্রতিসৃষ্টিতেই সেই গুণসমূহ বৈষম্য লাভ করিলেও আদিসৃষ্টিতে বৈষম্য লাভ করিতে পারে না।

যদি বল, কার্য্যের অনুরোধে গুণসমূহ বিচিত্র স্বভাব হয়, এইরূপ অনুমান করা যায়,—তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ হয় না, তদুত্তরে (নবম সূত্র) বলিতেছেন—

অন্যথা অনুমানেও জড়ের স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই অর্থাৎ তাদৃশ বিচিত্রশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া গুণসমূহের অনুমানেও দোষের নিস্তার হয় না; যেহেতু, গুণসমূহ জ্ঞাতৃত্ব (চেতনত্ব)বিহীন, অর্থাৎ তাহাতে 'এই আমি, এইরূপে সৃষ্টি করিতেছি' এই প্রকার বিচারেরই অভাব দেখা যাইতেছে। জ্ঞানশূন্য জড়-পদার্থ হইতে কখনই সৃষ্টি সম্ভব হয় না। ইষ্টক-কাষ্ঠাদি অচেতন বস্তু যেরূপ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ অচেতন গুণসমূহও চেতন-পরমেশ্বরের শক্তির অধিষ্ঠান ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না।

শ্রুতিতে 'কপিল' নামক এক আপ্ত ঋষির উল্লেখ দেখা যায়। তিনি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডসমূহকে যথাবৎ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐ কপিল-ঋষিই জ্ঞানকাণ্ড বিস্তারের নিমিত্ত সাংখ্যস্মৃতি প্রণয়ন করেন।

অপর সাংখ্যস্মৃতির মতে,—"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্ত-পুরুষার্থঃ" ইত্যাদি সূত্রে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিই 'অত্যন্তপুরুষার্থ' বা মোক্ষ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উহাতে অচেতন প্রধানকেই স্বতন্ত্রভাবে জগৎকারণ বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। কেবল ব্রহ্মকেই যদি জগতের একমাত্র কারণ বলা হয়, তাহা হইলে ঐ সাংখ্যস্মৃতি নির্বিষয় হইয়া পড়ে; কারণ, ঐ সমগ্র সাংখ্যস্মৃতির একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ই—তত্ত্বপ্রতিপাদন। অতএব পরম-আপ্ত কপিল-ঋষির মতের অবিরোধেই বেদান্তসমূহের ব্যাখ্যান কর্ত্তব্য। তাহাতে মন্বাদি-প্রচারিত স্মৃতিরও নির্ব্বিষয়তা হইতেছে না; কারণ, ধর্ম্মের প্রতিপাদনদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের উপবৃংহণ হইলে ঐ সকল স্মৃতির সবিষয়ত্ব হয়। এইরূপ অবস্থায় "স্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদি প্রথমসূত্রের অবতারণা করিতেছেন,—

অবকাশের অভাবই অনবকাশ। 'অনবকাশ'-শব্দের অর্থ—নির্ব্বিষয়তা। সমন্বয়ের অনুরোধে বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে সাংখ্যস্মৃতির নির্ব্বিষয়তারূপ দোষের প্রাপ্তি ঘটে। অতএব, যথাশ্রুত অর্থের বিপরীতার্থভাবে বেদান্ত-সমূহ ব্যাখ্যান করা উচিত? —তদুত্তর এই যে, উহা অসম্ভব; কারণ, ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলে, ব্রহ্মৈককারণতাবাদী বেদান্তানুগত অন্যান্য মন্বাদি স্মৃতির নির্ব্বিষয়তারূপ মহান্ দোষ আপতিত হয়। ঐ সকল স্মৃতিতে সর্ব্বেশ্বরকেই জগতের উৎপত্ত্যাদির কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ঐ সকল স্মৃতিতে কপিল-মুনি যেরূপ তত্ত্বসমূহ বলিয়াছেন, সেরূপ বলা হয় নাই। তাহাতে শ্রীমনু বলিয়াছেন—"সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্ব সমস্তই তমোময়, অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় ও সুপ্তের ন্যায় অবস্থিত ছিল। তদনন্তর স্বয়ম্ভু স্বয়ং অব্যক্ত ভগবান্ এই বিশ্বকে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত মহাভূতাদি-শক্তিসমন্বিত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত তমোরাশি বিদূরিত করিলেন। যিনি অতীন্দ্রিয়, অগ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময় ও অচিন্ত্যস্বরূপ, সেই তিনি স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া মনে মনে নিজদেহ হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির অভিলাষী হইয়া প্রথমেই জলের সৃষ্টি করিলেন, পরমেশ্বর পরে ঐ বারিতে বীর্য্যাধান করিলেন। ঐ বীর্য্য হইতে সহস্রসূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত সুবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হইল। ঐ অণ্ডেই সর্ব্ব-লোক-পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন" ইত্যাদি। পরাশর ঋষিও বলিয়াছেন—"পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ভগবান্ বিষ্ণু হইতেই সমুৎপন্ন এবং তদাশ্রয়েই অবস্থিত।

তিনিই এ জগতের পালনকর্ত্তা ও নাশকর্ত্তা এবং তিনিই জগৎ (তাঁহারই শক্তিবিশেষ জগৎ)। উর্ণনাভ যেরূপ নিজদেহাভ্যন্তর হইতেই উর্ণাসমূহ মুখদ্বারা বিস্তারপূর্ব্বক তৎসাহায্যে বিহার করিয়া পুনরায় উহাকে গ্রাস করে, ভগবান্ বিষ্ণুও তদ্রূপ নিজশক্তি হইতে জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া পরে আবার নিজশক্তিতেই উহাকে বিলীন করিয়া থাকেন" ইত্যাদি। অপরাপর ঋষিগণও ঐরূপই বলিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডের বিস্তারদ্বারাই সেই সকল সাংখ্যস্মৃতির সবিষয়তা সিদ্ধ হইবে, —এরূপও বলা যায় না; কারণ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশে উহারা ধর্ম্ম-বিধানে প্রবৃত্ত বলিয়া জ্ঞানকাণ্ডীয় বিষয়ের বিস্তারই ঐ স্মৃতিসমূহের কার্য্য। ঐ সকল ধর্ম্মের চিত্তশোধকতা 'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই প্রমাণিত, ঐ সকল ধর্ম্মের (ধর্ম্মানুষ্ঠানের) বৃষ্টি-পুত্র-স্বর্গ-প্রভৃতি ফলরূপে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয় এবং সমর্থিতও হয়। তাহাও শাস্ত্রে শ্রদ্ধা উৎপাদনের দ্বারা চিত্তশোধনের জন্যই। 'সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি' এবং 'নারায়ণপরা বেদাঃ' ইত্যাদি শ্রুতিও ঐ সকল স্মৃতির ঐরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেছে। কিন্তু সাংখ্যস্মৃতি দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের বিস্তার করা সম্ভব নহে—কারণ, সাংখ্যস্মৃতিতে শ্রুতিবিরুদ্ধার্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিসংবাদসমূহের অর্থের স্পষ্টীকরণই উহার 'উপবৃংহণ'। কিন্তু সাংখ্যস্মৃতিতে শ্রুতিসংবাদার্থের স্পষ্টীকরণ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া স্বকপোল-কল্পিত, অতএব অনাপ্তই হইয়াছে। অতএব ঐ অনাপ্ত সাংখ্যস্মৃতির ব্যর্থতা দোষকে আমরা ভয় করি না। আপ্তত্বের আশ্রয়-কল্পনাহেতু অর্থাৎ আপ্তরচিত বলিয়া সেই স্মৃতির প্রতি পক্ষপাত যুক্তিযুক্ত হয় না; যেহেতু বিভিন্নার্থ স্মৃতিসমূহের প্রতি পক্ষপাতী হইলে, যথার্থ বলিয়া ব্যাখ্যাকারী (গৌতমাদি) অনেকের বাস্তবার্থনির্ণয়ে অনবস্থা ঘটে। দুইটি স্মৃতির পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, শ্রুতির আশ্রয়-গ্রহণ ব্যতীত অপর কোন নির্ণায়ক প্রমাণ অসম্ভব হয়, অতএব শ্রুতির অনুসরণকারিণী স্মৃতিরই সমাদর কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্মৃতির বলেই নিন্দা উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে স্মৃতিদ্বারাই নিরাকরণ করা হইবে—তাহাতে অন্যস্মৃতির নির্ব্বিষয়তাহেতু দোষের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। যদি বল—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 'ঋষিং প্রসূতং কপিলম্' ইত্যাদি বাক্যে কপিল ঋষির আপ্তত্বের কথা কথিত হইয়াছে বটে; কিন্তু ঐ শ্রুতি অন্য কপিলকে লক্ষ্য করে, অর্থাৎ তিনি অন্য কপিল ঋষি। কারণ শ্রুত্যুক্ত অর্থের বিপরীতার্থ বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহাতে উহার (আপ্তত্বের) অভাব আছে। মনু ও পরাশরের আপ্তত্ব শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ। যথা 'মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ভেষজ-স্বরূপ' এই বাক্যে তৈত্তিরীয়গণ মনুর আপ্তত্ব বলিয়াছেন। স্মৃতি বলেন—শ্রীপরাশর পুলস্ত্যবশিষ্ঠের প্রসাদেই দেবতা পরমার্থ-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক কপিল এবং কর্দ্দমসুত ভগবান্ কপিল,—এক নহেন। প্রথমোক্ত কপিল —অগ্নিবংশজ মায়ামোহিত জীববিশেষ এবং শেষোক্ত কপিল—কর্দ্দমঋষির পুত্র বাসুদেবেরই অবতার। পাদ্মে উক্ত হইয়াছে,—'ভগবান্ বাসুদেব কর্দ্দম ঋষি হইতে কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে এবং আসুরি-নামক বিপ্রকে সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন; তদুক্তসাংখ্যস্মৃতি বেদার্থ দ্বারা উপবৃংহিত। অপর কপিল অন্য এক আসুরিকেই সর্ব্ববেদবিরুদ্ধ, কুতর্কপরিবৃংহিত অপর এক সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব বেদবিরুদ্ধ শেষোক্ত অনাপ্তসাংখ্যস্মৃতিকে ব্যর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় কোনই দোষ হইতেছে না। দ্বিতীয় সূত্র—বিশেষতঃ উক্ত সাংখ্যস্মৃতিতে এরূপ কতকগুলি বিষয় উক্ত হইয়াছে, যাহা বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই কারণেও উক্ত সাংখ্য স্মৃতিকে অনাপ্ত বলা যাইতে পারে। বিষয়গুলি এই— "পুরুষগণ অর্থাৎ জীবাত্মসমূহ চিন্মাত্র ও বিভু; প্রকৃতিই উহাদের বন্ধ ও মোক্ষের কর্ত্রী। 'বন্ধ' ও 'মোক্ষ',—উভয়ই প্রাকৃত, 'সর্ব্বেশ্বর' বলিয়া কোন এক পুরুষ নাই। কাল তত্ত্বই নহে, প্রাণাদি পাঁচটী— ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি"—ইত্যাদি কতকগুলি বেদান্তবিরুদ্ধ বিষয় ঐ সাংখ্যস্মৃতিতেই দেখা যায়।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(সমাধি)

প্রশ্ন—জ্ঞানী ও সাত্বতগণের সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পার্থক্য কি ?

উত্তর—"সমাধি দুইপ্রকার—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞানিগণের সম্প্রদায়ে সমাধির যে কিছু ব্যাখ্যা হইয়া থাকুক, সাত্বতগণ অত্যন্ত সহজ-সমাধিকে 'নির্ব্বিকল্প' ও কূট-সমাধিকে "সবিকল্প-সমাধি" বলিয়া থাকেন। আত্মা—চিদ্বস্তু ; অতএব স্বপ্রকাশতা, পরপ্রকাশতা, উভয় ধর্ম্মই তাহাতে সহজ। স্বপ্রকাশ-স্বভাব-দ্বারা আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়। পর-প্রকাশধর্ম্মদ্বারা আত্মেতর সকল-বস্তুকে জ্ঞাত হইতে পারে। যখন এই ধর্ম্ম আত্মার স্বধর্ম্ম হইল, তখন নিতান্ত সহজ সমাধি যে নির্ব্বিকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আত্মার বিষয়-বোধ-কার্য্যে যন্ত্রান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না, এজন্য ইহাতে বিকল্প নাই।"

—কৃঃ সং ৯।২

প্রঃ—সহজ-সমাধির বিভিন্ন উপলব্ধির স্তর কি কি ?

উঃ—"আত্মা যখন সহজ-সমাধি অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্ম-বোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতা বোধ, তৃতীয়ে আশ্রয়-বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আশ্রয়ের সম্বন্ধ-বোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণকর্ম্মাত্মক স্বরূপগত সৌন্দর্য্যবোধ, ষষ্ঠে আশ্রিতগণের পরস্পর-সম্বন্ধ-বোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠ-বোধ, অষ্টমে তদ্গত অবিকৃত-কাল-বোধ, নবমে আশ্রিত-গণের ভাবগত নানাত্ব-বোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্য-লীলা-বোধ, একাদশে আশ্রয়ের শক্তি-বোধ, দ্বাদশে আশ্রয়-শক্তিদ্বারা আশ্রিতগণের উন্নতি ও অবনতি বোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিতগণের স্বরূপ-ভ্রম-বোধ, চতুর্দ্দশে তাহাদের পুনরুন্নতিকারণরূপ আশ্রয়ানুশীলন-বোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিতজনের আশ্রয়ানুশীলন দ্বারা স্ব-স্বরূপ পুনঃ-প্রাপ্তি-বোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্যতত্ত্বের বোধোদয় হয়।"

—কৃঃ সং ৯।৫

প্রঃ—আচার্য্যগণের হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত-তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি কিরূপে সাধিত হয় ?

উঃ—"সমুদ্রশোষণং রেণোর্যথা ন ঘটতে ক্বচিৎ।
তথা মে তত্ত্বনির্দ্দেশো মূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ॥
কিন্তু মে হৃদয়ে কোঽপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ।
স্ফুরন্ সমাদিশৎ কার্য্যমেতত্তত্ত্বনিরূপণম্॥"

—কৃঃ সং ১।২-৩

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পত্রে উপদেশ

(৪৬)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
২০।৯।৭৬

স্নেহভাজনেষু—

* * * তোমার ২৬।৮।৭৬ তারিখের পত্র পাইয়াছি। শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ কলিকাতায় ১০।৯।৭৬ তারিখে বেলা ৩-২০ মিঃ অপ্রকট হন।

শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুও গত পরশ্ব

রাত্রি ৩ টার সময়ে বড়িশায় তাঁহার শিষ্যার এক আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং গতকল্য কেওড়াতলায় তাঁহার শেষ কৃত্য করিয়াছে।

এখন আমাদের পালা আসিতেছে। শরীর কাহারো চিরকাল থাকে না বা থাকিবে না। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই প্রতি মুহূর্ত্তের সুযোগ লইয়া নিজের পারমার্থিক উন্নতি সাধন করেন। তোমার স্বাস্থ্যের জন্য আমি চিন্তিত থাকি। তোমার পেটের গোলমাল, তদুপরি তুমি দুর্ব্বল, সব হজমও করিতে পার না। দেহের জন্য কিছু মনোযোগ দিবে, কিন্তু অতিরিক্ত কিছু করিবে না। ইন্দ্রিয়াদির সামর্থ্য থাকাকালে উহা শ্রীভক্ত ও শ্রীভগবৎ সেবায় নিয়োজিত করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা হয়। ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক কবিরাজী ঔষধ সেবন করিয়া দেখিতে পার।

তুমি বিশেষ অসুস্থ না হইলে নিয়মিত অর্চ্চনাদি করিলে ভাল হয়। ননীগোপালকে সম্পূর্ণ সময়ের জন্য সেবানুকূল্য সংগ্রহের নিমিত্ত দিতে পারিলে ভাল হয়। ভিক্ষা ব্যতীত মঠের কোন আয়ের পথ নাই। অথচ বহুবিধ খরচা রহিয়াছে। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

✳ ✳ ✳

(৪৭)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
আগরতলা
(ত্রিপুরা)
২৩।১২।৭৬

স্নেহভাজনেষু,

* * * তোমার ১৪।১২ তারিখের পত্র পাইয়াছি। তোমরা আমার শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব পীঠ প্রকাশের ও সেবার জন্য প্রচুর কষ্ট স্বীকার করিতেছ, এইজন্য আমি তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিয়াছি। তোমাদের নিজ নিজ রুচি আমার গৌরবে ত্যাগ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমধামের সেবা করিতেছ বা যত্ন করিতেছ ইহা শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপার কারণ হউক্, ইহাই প্রার্থনা করি।

কলিকালে নানাবিধ কাপট্য আসিয়া শুদ্ধভক্তি বৃত্তিকে আচ্ছাদন করিতেছে। ভক্তি যেন ভোগেরই নামান্তর হইয়াছে। তোমরা আমার প্রতি স্নেহশীল থাকিলে নিজের ক্রুটী দেখিবার এবং সাধু, শাস্ত্র অনুসারে জীবন নির্ব্বাহের ও দীনতা ও সহনশীলতার জন্য যত্ন করিও। কখনও বাস্তব মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইবে না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তোমাদের হৃদয়ে বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা প্রদান করিবেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার প্রেমসেবার ও সঙ্গের যোগ্য হইতে পার। এখানে কিছু সেবাকার্য্যারম্ভের চেষ্টা হইতেছে শ্রীজগন্নাথদেব কতটা গ্রহণ করিবেন তিনিই জানেন। সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

আমি কি ভুল করিয়াছি ?

আমার হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে সংশয় উদিত হয় যে,—আমি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রয়ে ভুল করিয়াছি। শ্রীগৌড়ীয়মঠের, শ্রীচৈতন্যমঠের বা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণের আশ্রয় লইয়া ভজনে বিশেষতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহিত মঠাশ্রয়ে বোধ হয় ভুল হইয়াছে। ইঁহারা তো উদার নহেন। ইঁহাদের আশ্রয়ে ভজনে অনেক বিধি নিষেধের আওতায় পড়িতে হয়। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ে আশ্রয় লইলে এইসব ঝামেলার উৎপাত নাই। বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ, ধামাপরাধাদির জন্য চিন্তা করিতে হয় না। উপাস্য নিষ্ঠারও বালাই নাই এবং খাদ্যাদি গ্রহণেও সেইরূপ কোন বাধা-নিষেধ নাই। মঠের মধ্যে বৈষ্ণবাপরাধাদির কথা তুলিয়া আমাদিগকে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় সঞ্চালনে, লাগাম রহিত কথা-বার্ত্তায় এবং স্বেচ্ছাচারিতায় প্রায়শঃই বাধা প্রাপ্ত হইতে হয়। এইরূপ সঙ্কোচের মধ্যে মঠে বাসাপেক্ষা বাহিরে থাকাই ভাল। অথবা একেবারে এইরূপ নিয়ন্ত্রণকারী গুরুদেবের আশ্রয়ে না থাকিয়া যেখানে মন্ত্র নিলে এইসব রকমারী বাধা-নিষেধের চিন্তায় পড়িতে হয় না, তথায় যাইয়া মন্ত্রাদি গ্রহণেই তো বেশী সুবিধা বলিয়া মনে হয়! সুতরাং গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধ ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়াই ভাল বলিয়া এক-এক সময়ে মনে হয়। কিন্তু আমি শ্রীগুরু-ত্যাগ করিয়াছি লোকে জানিলে আমার প্রতিষ্ঠার লাঘব হইতে পারে এই চিন্তা আসিয়াও এইরূপ কার্য্যে বাধা দেয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরপ্রিয়তম-স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের এবং তদনুগবর্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আশ্রয়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনায় একান্তভাবে নিয়োজিত। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই তাঁহাদের সাধ্য এবং উহাই তাঁহাদের সাধন। অপ্রীতি বা অভক্তি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদির সেবকগণের সাধন হইতে পারে না। প্রীতিবিরোধিনী চেষ্টা তজ্জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদিতে সমাদৃতা হয় না।

যে সাধনে সাধ্য-বস্তু লাভের নিশ্চয়তা থাকে না এবং যে সাধন দ্রুত অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা আনয়ন করে না তদ্রূপ সাধনের ব্যবস্থায় কেবল লোক-সংগ্রহ প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কি শুভ উদয় করাইতে পারে, তাহা বুঝি না। যাহাদের জীবনটা বেকারদের ন্যায় অতিবাহিত করিতে বা স্বেচ্ছাচারী হইয়া চলিতেই প্রয়াসী তাহাদের সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা কোথায়! যাহারা নিজের দোষ বা অনর্থ দেখিতে পান এবং উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করতঃ শ্রীভগবৎ-প্রেমানন্দের অধিকারী হইতে ইচ্ছুক কেবল তাঁহারাই শ্রীভগবৎ-প্রেমিক সাধু-ভক্তের আশ্রয়ে থাকিয়া, নিজদিগকে উক্ত অনন্যভক্তের আদেশ ও উপদেশানুসারে পরিচালিত করতঃ নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা বর্জ্জন ও ইন্দ্রিয়দমনপূর্ব্বক শ্রীভগবৎসেবায় নিয়োজিত হইতে সুখানুভব করিতে পারেন। যাহারা বাহ্যতঃ শ্রীগুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত করিবার ছলনা করে এবং নিজেদের প্রাক্তন কুসংস্কার বা প্রবৃত্তিসমূহ বজায় রাখিবার জন্য অন্তরে যত্নশীল তাহারা গুরুপদাশ্রয়ের নামে শিষ্য সংগ্রহ করিয়া উক্ত গুরুনামধারী শিষ্যের দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসী হইয়া থাকে। এইরূপ দাম্ভিকের বা কপটের সুমঙ্গল-লাভ সুদূর-পরাহত। শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত হইবার জন্যই শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করা হয়। নিজে অধিক পরমার্থ বুঝি এইরূপ দম্ভ থাকিলে বাহ্যতঃ শ্রীগুরুপদাশ্রয় কেবল বিড়ম্বনা, আত্মবঞ্চনা ও লোক-বঞ্চনা মাত্র। শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বাপেক্ষা উদার ও সর্ব্বোত্তম নিঃশ্রেয়স প্রদানকারী। তাঁহাদের জীবনাদর্শের কোন একটা দিকও যদি আমরা দর্শনের যোগ্যতা লাভ করি, তবে পরমোল্লসিত হইয়া সাধন-ভজনে তৎপর হইতে পারিব। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিকগণ ভোগী বা ত্যাগী নহেন। তাঁহারা কর্ম্মী বা জ্ঞানী নহেন। বিকর্ম্মিগণ কর্ম্মীর সম্মান ও আদর করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মিগণ জ্ঞানীর গুণগান করেন। ভোগী কর্ম্মিগণ ত্যাগী বা জ্ঞানীর বাহ্য বৈরাগ্যে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু শ্রীভগবৎপ্রেমার্থী উপরোক্ত উভয়বিধ মার্গই অনাদর করতঃ শ্রীভগবৎ-প্রেমানুকূল আচরণ দর্শনে

আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীভগবৎপ্রেম যাঁহাদের মৃগ্য নহে, তাঁহারা ভক্তের আচরণে ভোগ বা ত্যাগমাত্র লক্ষ্য করিতে পারেন। বাহ্য ত্যাগ দেখিলে ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের আশ্রয়ে নিজেকে কিছুদিন ধন্য মনে করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত বাহ্য ত্যাগাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ সম্ভব নয়। যদি শ্রীভগবৎস্বরূপে তাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা বা প্রীতি না থাকে, তাহা হইলে শ্রীভগবদ্ভক্তের আচরণ অভক্তের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় হয় না। অনন্য ভক্তের চরিত্রে অন্বয় ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিই অনুশীলনীয় হয়।

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

এই শ্লোকটি চিন্তনীয়। শ্রীকৃষ্ণভক্তের শ্রীকৃষ্ণভক্তির জন্য মঠস্থাপন, মন্দির-নির্ম্মাণ, বিষয়ীর সহিত বা রাজপুরুষদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ, মহোৎসবাদির আড়ম্বর, অন্য অজ্ঞ বা শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদিগকে উপদেশ প্রদান প্রভৃতি কার্য্য সকলই শুদ্ধভক্তি। ভগবদ্গৃহ বা ভক্তগৃহাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যে মিস্ত্রী-কুলি আদির কার্য্য পরিদর্শন, তজ্জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ, বাজার করণ, ভক্ত ও ভগবানের সেবার জন্য নীচ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণও পরম রমণীয়, ভক্তিবর্দ্ধক ও পোষক।

"কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৫৭)

এই প্রসঙ্গটী এতদ্সম্বন্ধে বিচার্য্য। পতির নিষ্কপট সেবার জন্য বেশ্যার সেবা পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে এবং জগদ্বরেণ্য ও শ্রীভগবৎ-প্রিয়া করিয়াছে। কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণের নিমিত্ত বা ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদির নিমিত্ত উহা আচরিত হইলে তিনি সর্ব্বথা ধিক্কৃতা হইতেন। তদ্রূপ বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবদ্ধাম, ভক্ত ও ভগবানের নিষ্কপট সেবার নিমিত্ত মঠ, মন্দির দালান বাড়ীর নির্ম্মাণ, বিষয়ী বা রাজপুরুষদের সহিত সাক্ষাৎ, মহোৎসবাদির আড়ম্বর, শ্রীনাম মন্ত্রাদি প্রদান সবটাই শ্রীভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধক, পোষক ও প্রেমাবির্ভাবক হইয়া থাকে; কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য কিংবা ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদির জন্য বিহিত হইলে ঐসব ব্যাপারগুলি বন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে।

নিজের আসক্তির বস্তু ত্যাগকেই লোকে ত্যাগ বলিয়া থাকে। কোন খাদ্য গ্রহণে ব্যাধি বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া উহা পরিত্যাগ কি ত্যাগপর্য্যায়ের কথা? একপ্রকার খাদ্যে শরীর অসুস্থ হয় বলিয়া উহা বর্জন করতঃ অন্য খাদ্য গ্রহণে বৈরাগ্যের কোন মহিমা নাই। নিজের শারীরিক ও মানসিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বা আরামের জন্য স্বেচ্ছাচারী হইয়া যদি কেহ পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন বিষয়-সম্পত্তি, চাকুরী-ব্যবসায় এবং পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করে, তবে উহাতে ত্যাগের কি মহিমা রহিয়াছে তাহা আমাদের বোধের বিষয় হয় না। কিন্তু নিজের পার্থিব সুখের বা আসক্তির বস্তু যদি পূর্ণের সুখের জন্য ত্যাগ করা হয় ও তদ্বিনিময়ে নিজেন্দ্রিয় তর্পণের অন্য একটা ফন্দি অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদির বা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের চেষ্টা না থাকে তবেই উহা ত্যাগপর্য্যায়ে গণনা হইতে পারে। নচেৎ শাস্ত্র বিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বা কর্ত্তব্যের ত্যাগকে অধর্ম্ম বলিয়াই গর্হণ করা হয়। বেদাদি বিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যও যদি কেবলমাত্র সর্ব্বকারণকারণ, সর্ব্বানন্দ বিধায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য ত্যক্ত হয়, তবেই উহা বহু মাননীয় ও প্রশংসনীয় এবং সর্ব্বজনহিতকর হয়। পূর্ণের জন্য নিজেন্দ্রিয় তর্পণ-চেষ্টা, স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা নিজের ঐহিক ও আমুষ্মিক সুখৈষণা ত্যাগই বলশালীর কার্য্য ও মহিমান্বিত ব্যাপার। নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের বা শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের জন্য ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। স্থূল বিষয় ত্যাগাপেক্ষাও এই মনোবৃত্তি ত্যাগ বা আত্মত্যাগই সর্ব্বোত্তম। যে জন্য এই ত্যাগ সেই-জন্যের মহিমাই উক্ত ত্যাগের মহিমা জ্ঞাপক। শ্রীভগবান্ ও তৎপ্রেমিক ভক্তের মহিমা অসীম, তজ্জন্য যে ত্যাগ তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত ত্যাগ। এইরূপ ত্যাগে সর্ব্বপ্রাণীরই শ্রীভগবানের সহিত সুখ সমৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া ইহার তুলনা নাই। ইহাতে কোন চিৎসত্তার বা উহার আশ্রিত-তত্ত্বের ক্লেশের লেশও

হইতে পারে না। সর্ব্বত্রই সুখবর্দ্ধন হয় বলিয়া সর্ব্বানন্দদায়ক ও পরমাদরণীয়।

কর্ম্মীর ত্যাগ ও তপস্যা কেবল ভবিষ্যতে নিজের অধিক নশ্বর ইন্দ্রিয় সুখের লালসা হইতে উৎপন্ন। সুতরাং উহা সঙ্কীর্ণ, সর্ব্বসুখদ নয়। জ্ঞানীর ত্যাগ ও তপস্যা কেবল নিজের দুঃখনিবৃত্তির জন্য বিহিত বলিয়া উহাও সর্ব্বসুখদ নয়। ভক্তের ত্যাগ ও তপস্যাদি কেবল শ্রীহরির প্রীতির জন্য বিহিত হয় বলিয়া এবং শ্রীহরিই সর্ব্বকারণকারণ হওয়ায় উক্ত ত্যাগ ও তপস্যা নিজস্বরূপের এবং সকলের বাস্তব কল্যাণকর হইয়া থাকে। এই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবৎ প্রীতির অনুকূল চেষ্টাসমূহকে সমাদর ও প্রতিকূলব্যাপারাদি বর্জ্জন করেন। এই সাধনে ভক্ত্যনুকূল ভোগ ও ত্যাগ সমাদৃত হয়। ভক্তগণ ভোগ বা ত্যাগে আকৃষ্ট নহেন। তাঁহারা ভগবৎপ্রেম তথা ভক্তপ্রেমেই আকৃষ্ট। স্বতন্ত্র ভোগেচ্ছা বা ত্যাগেচ্ছা তাঁহাদের নাই। যুক্তবৈরাগ্যেই তাঁহাদের সাধন। ভজনরহস্য বুঝিতে না পারিলে ভোগের দিকে বা ত্যাগের জন্য মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা সাধকের ভগবৎপ্রেমবাধক।

যাঁহারা মনুষ্য জীবনে পরমার্থ সাধনের সুযোগ বুঝিয়াছেন, তাঁহারা এই জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের মূল্য অত্যধিক জ্ঞান করিয়া কোন সময় পরমার্থ সাধন ব্যতীত অন্য ইতর কার্য্যে ব্যয় করিতে রাজী নহেন। অন্যান্য ইতর জীবনে পরমার্থ সাধনের সৌভাগ্য ও সুযোগ না থাকায়, সেই সব জীবনের সময়ের মূল্য অধিক নাই জানেন সুতরাং এই সুদুর্লভ মনুষ্য জীবনের, তদুপরি সাধুসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হইলে কিম্বা পরমার্থ বিষয়ে শ্রদ্ধা হইলে তাঁহারা ক্ষণকালও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির অনুকূল অনুশীলন ও প্রতিকূল বর্জ্জন ব্যতীত নীরবে ক্ষেপণ করিতে পারেন না। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সাধুগণ এইজন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানুশীলনের অন্তরায়স্বরূপ অসদাচারসমূহ বর্জ্জনপূর্ব্বক অনুকূল সদাচারসমূহ গ্রহণের জন্য জগৎকে উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও হিংসা বা মৎসরতার প্রশ্রয় দেন না। উহা প্রেমবিরোধিনী চেষ্টা মাত্র।

অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আমার মৃগ্য হইলে শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রয়ে আমি ভুল করি নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকামী হইলে বা কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদিতে বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট হইতে তন্নিমিত্ত ইন্ধন পাওয়া যাইবে না। এই অনর্থগুলি হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভের জন্যই মঠাদিতে সহায়তা করা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কাঙ্গালগণ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদির আশ্রয় করতঃ শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ উদারতার আদর্শে ও শুদ্ধ বৈরাগ্যের সমুন্নতশিখরে আরোহণের সুযোগ পাইয়া থাকেন বলিয়াই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। ঘোরতর অপরাধী না হইলে কেহই যথাসময়ে শ্রীভগবৎপ্রেম লাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন না। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ জগতে মহামহিমান্বিত ও জগদ্‌বরেণ্য হইবেন। তাঁহারাই বিশ্বে পরোপকারের সুমহান্ আদর্শ স্থাপনে সমর্থ। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদির বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হইবেন। সুতরাং আমি শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রয়ে ভুল করি নাই, সর্ব্বোত্তম মঙ্গল লাভেরই সৌভাগ্য বরণ করিয়াছি। আমি মহা ভাগ্যবান।

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পরম কারুণিক মহাজন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', প্রয়োজন।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন॥

অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১২৪-১২৫

বেদ স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি অপৌরুষেয় বস্তু অর্থাৎ কোন প্রাকৃত পুরুষরচিত বস্তু নহেন। শ্রীনারায়ণ হইতে নিশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে আবির্ভূত হন বলিয়া তাহা সাক্ষাৎ নারায়ণ ও স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বস্তু —"বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম" (ভাঃ ৬।১।৪০)। এই বেদের অর্থ স্পষ্টীকৃত করিবার জন্যই মহাভারত, ইতিহাস ও পুরাণাদির আবির্ভাব—"ইতিহাস-পুরাণৈস্তু বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" (স্পষ্টীকুর্য্যাৎ)। কিন্তু শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত, ইতিহাস ও পুরাণাদি রচনা করিয়াও চিত্তে প্রকৃত শান্তি অনুভব করিতে পারেন নাই। পরে শ্রীদেবর্ষি নারদোপদেশে শুদ্ধভক্তিযোগাশ্রয়ে পূর্ণপুরুষ শ্রীশ্রীমদ্ ভগবৎ স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ এবং শুদ্ধভক্তিরসময় বেদকল্পতরুর প্রপক্কফলস্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করিয়া চিত্তে প্রকৃত শান্তি লাভ করেন। ইতঃপূর্ব্বে ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি কামনাত্মক চতুর্ব্বর্গমিশ্রা যে সমস্ত ভক্তি-কথা ইতিহাসপুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের এই শেষ সমাধিলব্ধ শ্রীভাগবত শাস্ত্রে তৎ-সমুদয় কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি মিশ্রা ভক্তি সংশোধিত হইয়া নিরস্তকুহক প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্ম শুদ্ধভক্তিযোগ-সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য একমাত্র এই শ্রীমদ্ ভাগবতই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণায়ক প্রামাণিক গ্রন্থরত্ন। গরুড়পুরাণে এই শ্রীভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য, ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ বলিয়াছেন এবং এই ভাগবতেই বেদার্থ পরি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বৃংহিত অর্থাৎ পরিপুষ্ট বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এইরূপ বলিয়াছেন -

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ॥

নিগমকল্পতরুর—বেদরূপ ভক্তবাঞ্ছিত প্রেমপ্রয়োজন-প্রদ কল্পবৃক্ষের গলিত অর্থাৎ শ্রীশুকমুখামৃতদ্রবসংযুত হইয়া পৃথিবীতে পরিপক্কতাহেতু স্বেচ্ছায় অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ পরমানন্দ-রসময়, ত্বক্-অস্থি ইত্যাদি কঠিন হেয়াংশ-বর্জ্জিত তরল পানযোগ্য শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ প্রপক্ক ফল মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ আস্বাদ্য। এই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥"

—ভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩

অর্থাৎ বেদবচনসকল কাঁহাকে বিধান করে, কাঁহাকেই বা প্রতিপন্ন করে, কাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিকল্পনা করে—বেদের এইরূপ তাৎপর্য্য আমি ব্যতীত আর কেহই জানে না। আমি বলিতেছি—আমাকেই বেদবাক্যসকল সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করে এবং আমাকেই বিকল্পনা দ্বারা উক্তি করে। আমিই সর্ব্ববেদার্থের একমাত্র তাৎপর্য্য। বেদ মায়ামাত্রকে বিচার করিয়া তাহাকে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধ করতঃ প্রসন্ন (বিচারাদি হইতে শান্ত) হয়।

এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কহিলেন—

"বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন॥
মুখ্য গৌণবৃত্তি কিংবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১৪৩, ১৪৬

শ্রীভগবান্ গীতায়ও কহিয়াছেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥"

—গীঃ ১৫।১৫

অর্থাৎ সমস্ত বেদদ্বারা একমাত্র আমিই জ্ঞাতব্য। আমিই বেদব্যাসরূপে বেদার্থনির্ণয়কারী এবং বেদার্থ-বেত্তা আমিই।

সুতরাং মামেকং শরণং ব্রজ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দশটি মূল রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আমরা মহাজনবাক্য হইতে পাই যে, সেই দশমূল তত্ত্বের প্রথম—স্বতঃপ্রমাণ শিরোমণি বেদ,—

মূলপ্রমাণ, তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া অপর সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক নয়টি তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, এইজন্য সেই নয়টি তত্ত্বকে প্রমেয় বলে। চিৎ (জীব), অচিৎ ও ঈশ্বর—এই বস্তুত্রয়ের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহাই সম্বন্ধ তত্ত্বে বিচার্য্য। কৃষ্ণস্বরূপতত্ত্ব, কৃষ্ণশক্তিতত্ত্ব ও কৃষ্ণরসতত্ত্ব; জীবতত্ত্ব, জীবের সংসার ও তাহা হইতে জীবের নিস্তার বিচার এবং অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ববিচার—সম্বন্ধতত্ত্বে এই সাতটি প্রমেয়, অভিধেয়-তত্ত্ব ভক্তি অষ্টম প্রমেয় এবং প্রয়োজনতত্ত্ব প্রেম নবম প্রমেয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই দশটি মূলরহস্য বা তত্ত্ব নিম্নলিখিত একটি শ্লোকাকারে প্রদর্শন করিয়াছেন—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

অর্থাৎ ১। "আম্নায় বা বেদবাক্যই প্রধান প্রমাণ। তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টী সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে:—

২। কৃষ্ণস্বরূপ হরিই জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব, ৩। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, ৪। তিনি অখিল রসামৃত সমুদ্র, ৫। জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব, ৬। তটস্থগঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতি কর্ত্তৃক কবলিত, ৭। তটস্থধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত, ৮। জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, ৯। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন, ১০। শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।"

প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণতত্ত্ব, ২য় হইতে ৮ম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত সম্বন্ধ তত্ত্ব বিচার, নবম সিদ্ধান্তে অভিধেয় তত্ত্ববিচার এবং দশম সিদ্ধান্তে প্রয়োজন তত্ত্ববিচার প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমটি 'প্রমান' এবং অবশিষ্ট নয়টি 'প্রমেয়' তত্ত্ব। প্রমেয় তত্ত্ব সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন বিচারাত্মক। ২—৮ম সম্বন্ধ, ৯ম অভিধেয় ও দশম তত্ত্বে প্রয়োজনতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে।

এই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি মূলতত্ত্বের অনভিজ্ঞতা হইতেই জীবের যাবতীয় অনর্থ উদ্ভূত হইতেছে। সুতরাং এতদ্‌বিষয়ক জ্ঞানানুশীলনে আমাদের সকলেরই সর্ব্বক্ষণ সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়, কোন প্রকারেই অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবেশ্বরে সম্বন্ধজ্ঞানবিচারে যে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি অর্থাৎ শ্রীসনাতন প্রভু তাহা আবার তাঁহার বৃহদ্‌ভাগবতামৃত গ্রন্থে বিচার করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবপাদ তাঁহার সন্দর্ভে তাহা আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত, শ্রীমধ্বের শুদ্ধদ্বৈত, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত, ও শ্রীনিম্বাদিত্যের দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তটিতে সম্বন্ধজ্ঞানের বিচার সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষারম্ভে যে জীবের স্বরূপবিচার প্রদর্শন করিলেন, তাহাতেই অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত বেশ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে:—

"জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদপ্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ, যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার শক্তি হয়॥" ইত্যাদি

—চৈঃ চঃ ম ২০।১০৮-৯

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ এই উভয় জগতের মধ্যসীমায় অবস্থিত থাকায় তাহার উভয় জগতের সহিতই সম্বন্ধ বিদ্যমান। কৃষ্ণ—বিভুচিদ্ বস্তু, জীব অণুচিৎ। কৃষ্ণ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। চিৎ-এ চিৎ-এ অভেদ, কিন্তু বিভুত্বে অণুত্বে ভেদ। কৃষ্ণের সহিত যুগপৎ এই ভেদাভেদ প্রকাশ প্রাকৃত জীবচিন্তার অতীত বলিয়া ইহাকে অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ বলা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপে সূর্য্য ও তাহার কিরণকণ এবং অগ্নি ও তাহার বিস্ফুলিঙ্গবিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। জাতীয়ত্বে অভেদ, কিন্তু বিভুত্বে অণুত্বে ভেদ। যুগপৎ এই ভেদাভেদরহস্য প্রাকৃত চিন্তার অতীত ব্যাপার।

এজন্য এই সিদ্ধান্ত অচিন্ত্যভেদাভেদ বলিয়া খ্যাত। মহাভারতে শ্রীবেদব্যাস কহিয়াছেন—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

(মঃ ভাঃ ভীষ্মপর্ব্ব ৫ম অঃ ১১)

অর্থাৎ যাহা প্রকৃতির অতীত ব্যাপার, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ। প্রকৃতির অতীতই অপ্রাকৃত। যে সমস্ত ভাব অচিন্ত্য, তর্কের দ্বারা তাহাদের যোজনা করিবে না। তাহারা তর্কের গোচর নহে। যাহা মানবযুক্তির অগম্যবিষয়, তাহা একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য বা শাস্ত্রৈক জ্ঞানগম্য। মুণ্ডক (৩।৭), মাণ্ডুক্য (৭ম মন্ত্র), কৈবল্যোপনিষৎ (১৬, ২। ১), সুবালোপনিষৎ (৮ম খণ্ড) প্রভৃতি বহু শ্রুতিমন্ত্রে পরব্রহ্মের অচিন্ত্য-স্বরূপ ও অচিন্ত্যশক্তিমত্তার কথা বলা হইয়াছে। শ্রীগীতাও (৮।৯) পরমপুরুষকে অচিন্ত্যরূপ বলিয়াছেন। শ্রীস্বামিপাদ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'অপরিমিত-মহিমত্বাদচিন্ত্যরূপম্'। অর্থাৎ যাঁহার মহিমা পরিমিত নহে অর্থাৎ যাহা মানবজ্ঞান-গণ্ডীর অতীত অনন্তরূপ। 'অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্‌জ্ঞানম্' অর্থাৎ যাহাতে তর্ক চলে না। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিলেন—দুর্ঘট-ঘটকত্বং অচিন্ত্যত্বম্ অর্থাৎ যাহা দুর্ঘট বিষয়ের ঘটক, তাহাই অচিন্ত্য। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে অপাণিপাদো প্রভৃতি বাক্যে শ্রীভগবানে দুইটি বিরুদ্ধগুণের চিৎ-সমন্বয় দৃষ্ট হয়। তিনি প্রাকৃত হস্তশূন্য হইয়াও সর্ব্ব-গ্রাহী, আবার প্রাকৃত পদশূন্য হইয়াও দ্রুতগামী, প্রাকৃত চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করেন, প্রাকৃত কর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তাঁহার প্রাকৃত মন বুদ্ধি না থাকিলেও তিনি সকল বস্তুই জানেন, অথচ তাঁহাকে কেহই জানে না। ব্রহ্মজ্ঞগণ তাঁহাকেই সকলের কারণ ও পরিপূর্ণস্বরূপ মহাপুরুষ বলিয়া জানেন। ঐ শ্বেতাশ্বতরেই আবার (৩।২০) তাঁহাকে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর বলিয়া তাঁহার দুর্ঘটঘটকত্বরূপ অচিন্ত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ঈশোপনিষদে (৫ম মন্ত্র) 'সেই পরতত্ত্ব চলেন আবার চলেন না, তিনি দূরে আবার নিকটে, তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে, আবার ঐ সমস্ত জগতের বাহিরে বিরাজিত ইত্যাদি উক্তি দ্বারা তাঁহার দুর্ঘটঘটনকারিণী অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তলবকার (৩।৬) উপনিষদেও সেই পরমপুরুষ অগ্নি ও বায়ুর সান্নিধ্য একটি শুষ্ক তৃণ ধারণ করিলেন, অগ্নি তাঁহার সপ্তশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়াও সেই তৃণটি দগ্ধ করিতে পারিলেন না, বায়ু তাঁহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাহাকে একটু হেলাইতেই পারিলেন না' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা সেই পরম পুরুষের অচিন্ত্য শক্তিত্ব জ্ঞান করিয়াছেন। দুইটি বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য একমাত্র তাঁহাতেই বিদ্যমান—তিনি অরূপ হইয়াও সরূপ, বিভু হইয়াও শ্রীবিগ্রহবান্, নির্লেপ হইয়াও ভক্তবাৎসল্যহেতু ভক্তকৃপালু, জন্মরহিত হইয়াও জন্মাদি লীলাপ্রকটকারী, অপ্রাকৃত সর্ব্বারাধ্য তত্ত্ব হইয়াও প্রাকৃত গোপবালকোচিত লীলাভিনয়কারী, সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও নরলীলানুকরণে অজ্ঞতার অভিনয়কারী, প্রাকৃতবিশেষশূন্য নির্ব্বিশেষ স্বরূপ হইয়াও অপ্রাকৃত বিশেষবান্ সবিশেষরূপ, এক হইয়াও শতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষীর যুগপৎ পাণিগ্রহণলীল, সর্ব্ব অংশী হইয়াও অংশ অংশাংশরূপে লীলাভিনয়কারী। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহাকে 'অবিচিন্ত্য বিরোধ ভঞ্জিকা শক্তি' এইরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ অবিচিন্ত্য মহাশক্তিবলেই জীবেশ্বরে যুগপৎ ভেদ ও অভেদতত্ত্ব সিদ্ধান্তিত হয়।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কি ?

(প্রাপ্ত)

মহারাজ যুধিষ্ঠির করি যোড়করে।
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসিল নারদেরে॥
মহাভাগবত তুমি ব্রহ্মার নন্দন।
লোক পরিত্রাণ-হেতু কর পর্য্যটন॥
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম [illegible]র কহ মহাশয়।
শুনিলে তোমার মুখে খণ্ডিবে সংশয়॥

এ বোল শুনিয়া বলে মুনি তপোধনে।
কহিব তোমারে রাজা কর অবধানে॥
ধর্ম্মের নন্দন নর-নারায়ণ-নামে।
আকল্প করেন তপ বদরিকাশ্রমে॥
তাঁরা দুই জনে ধর্ম্ম কহিল আমারে।
সে ধর্ম্ম কহিব রাজা তোমার গোচরে॥
সর্ব্বভূতময় হরি ধর্ম্মের কারণ।
ধর্ম্মময় এক ভগবান্ নারায়ণ॥
সত্য, শৌচ, দয়া, তপ, ক্ষমা, শম, দম।
শান্তি, তুষ্টি, ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়-সংযম॥
গ্রাম্যধর্ম্ম-পরিত্যাগ, ভকতসেবন।
সর্ব্বজীবে করি অন্ন-পান বিভজন॥
সর্ব্বভূতে কাঙ্খ বুদ্ধি, শ্রবণ, কীর্ত্তন।
স্মরণ, বন্দন, দাস্য, আত্মনিবেদন॥
এই সব ধর্ম্মে সর্ব্ব বর্ণ অধিকারী।
যাহা হৈতে তুষ্ট হন প্রভু নরহরি॥
যজন, যাজন, বেদ করি' অধ্যয়নে।
বেদ পড়াইব, দান করিব ব্রাহ্মণে॥
সন্ধ্যাকর্ম্ম করি কৃষ্ণে পূজিব ত্রিকাল।
সামান্যে কহিলুঁ কিছু ব্রাহ্মণ-আচার॥
ক্ষত্রিয়জাতির ধর্ম্ম—সংগ্রামে কুশল।
রিপুদল জিনিয়া শাসিব ক্ষিতিতল॥
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিব অধিকারে।
প্রজা ধর্ম্মে পালিব, দণ্ডিব দুষ্টাচারে॥
কৃষিকর্ম্ম, গো-রক্ষণ, ধার, উপধার।
বৈশ্যে ধন বাড়াইব হৈয়া বাণিজার॥
সঞ্চয় করিয়া ধন স্থাপিব ব্রাহ্মণে।
দ্বিজ-দেব পূজিব, ভজিব সাধুজনে॥
শূদ্রকুলে ধর্ম্ম—সবে ব্রাহ্মণসেবনে।
চিত্তবৃত্তি সমর্পিব দ্বিজের চরণে॥
দৈবযোগে যদি ধন মিলয়ে তাহারে।
ধন হৈতে ধনমদে বাড়ে অহঙ্কারে॥
তে-কারণে ধন সমর্পিব দ্বিজকুলে।
দাস হৈয়া সেবিব, তেজিব মায়াছলে॥
সর্ব্বদেবময় বিপ্র সর্ব্বপূজ্য হন।
দ্বিজসেবা ছাড়ি শূদ্রের ধর্ম্ম নাহি আন॥
শম, দম, তপ, শৌচ, অচ্যুত-ভজন।
শান্তি, ক্ষান্তি, জ্ঞান, দয়া—ব্রাহ্মণ-লক্ষণ॥

ব্রাহ্মণ-ভকতি, ক্ষমা, প্রসাদ, বিনয়।
ধৈর্য্য, শৌর্য্য, তপ, শ্রম, মন শুদ্ধময়॥
দান, যজ্ঞ—এই সব ক্ষত্রিয়-লক্ষণ।
বৈশ্যের লক্ষণ শুন কহিব এখন॥
স্বধর্ম্ম করিয়া ধন করিব অর্জ্জন।
ধন দিয়া সন্তোষিব দ্বিজ গুরুগণ॥
দেব-দ্বিজ-ভকতি করিব নিরন্তর।
শূদ্রজাতি ধর্ম্ম কহি শুন নরেশ্বর॥
দাসভাবে দ্বিজসেবা মায়া পরিহরি।
ব্রাহ্মণ-ভকতি করি ভজিব শ্রীহরি॥
সত্য, শৌচ থাকিব তেজিব দুষ্টধর্ম্ম।
মন্ত্র উচ্চারণ করি না করিব কর্ম্ম॥
স্ত্রীকুলে পতিসেবা, অনুকূল-বাণী।
পতিবন্ধুগণ-সেবা অনুরূপ জানি॥
পতিধর্ম্ম-ব্রত তার সতত ধারণ।
মার্জ্জন, লেপন, গৃহ করিব মণ্ডন॥
পবিত্র শরীর করি পতি-সম্ভাষণ।
বদনে কহিব প্রীত্যে সন্তোষ-বচন॥
ক্রোধ, লোভ ছাড়িব, থাকিব সত্য, দয়া।
গুরুজ্ঞানে পতিভক্তি, না করিব মায়া॥
সকল জাতির ধর্ম্ম নিজ নিজ আছে।
সেই ধর্ম্ম হৈতে তার পরিত্রাণ পাছে॥
অন্ত্যজ চণ্ডাল কিংবা শ্বপচ পামর।
আপনার নিজবৃত্তি করিব সকল॥
নিজধর্ম্মে থাকিয়া ভজিব নারায়ণ।
কহিলুঁ তোমারে সর্ব্বধর্ম্ম-বিবরণ॥
নিজধর্ম্মে থাকিব, ভজিব নরহরি।
একান্তভাবে ভজিব সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ি॥
তবে রাজা কহি শুন আশ্রম-আচার।
ব্রহ্মচারি-ধর্ম্ম শুন ধর্ম্মের কুমার॥
ব্রহ্মচারী গুরুকুলে সতত বসিব।
চিত্ত সমাধান করি গুরু আরাধিব॥
দাসভাবে নীচবৎ করিব বেভার।
সন্ধ্যাকর্ম্ম, বহ্নিকর্ম্ম করিব ত্রিকাল॥
গুরু আজ্ঞা দিলে বেদ করি অধ্যয়ন।
সাঙ্গ-অনুবন্ধ-কালে চরণ-বন্দন॥
দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা, চর্ম্ম-পরিধান।
ধরিব, করিব তবে চিত্ত সমাধান॥

প্রাতঃকালে সান্ধ্যকালে ভিক্ষা-পর্য্যটন।
আনিয়া করিব ভিক্ষা গুরুকে অর্পণ॥
গুরু আজ্ঞা দিলে তবে করিব ভোজন।
গুরু-আজ্ঞা না হৈলে করিব উপোষণ॥
স্ত্রী-সঙ্গ না করিব, স্ত্রী-সঙ্গি-সঙ্গ।
কোনমতে নহে যেন মহাব্রত-ভঙ্গ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ মহা-বলবান্।
হরিতে যোগীর মন নহে বস্তুজ্ঞান॥
মর্দ্দন, মার্জ্জন, জলে অঙ্গ পরিষ্কার।
গুরুদার-নিকট প্রীতি-ব্যবহার॥
গুরুদার-নিকটে নহিব কোনকালে।
হেন জানি নারীজাতি জ্বলন্ত অনলে॥
পুরুষ জানিহ ঘৃতকলস-সমান।
নারীসঙ্গ কভু না করিব মতিমান্॥
কন্যা যদি হয় তাহো দূরে পরিহরি।
নারী-সঙ্গে নিবাস কবহুঁ নাহি করি॥
এইরূপে ব্রহ্মচারী গুরু আরাধিব।
পড়িয়া সকল বেদ আজ্ঞা মাগি লৈব॥
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া চলিব মন্দিরে।
সন্ন্যাস করিয়া কিবা চলিব দিগন্তরে॥
সকল ছাড়িয়া কিংবা বনে প্রবেশিব।
একান্ত-ভকতি করি কৃষ্ণ আরাধিব॥
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি করিব সন্ধান।
বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম কহি শুন মতিমান্॥
বানপ্রস্থ কৃষি-ফল ছাড়িব ভোজন।
কন্দ, মূল, ফল খাঞা রাখিব জীবন॥
কুশ, কাশ, সমিধ্ আনিব আহরিয়া।
নিতি নিতি নানা যজ্ঞ করিব চিন্তিয়া॥
সন্ধ্যাকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম করিব ত্রিকাল।
কেশ-লোম ধরিব, পরিব বৃক্ষছাল॥
দণ্ড-কমণ্ডলু করে, শিরে জটাভার।
বন্য ফল-মূল দিয়া করিব আহার॥
এইরূপে চিরকাল বনে বাস করি।
অন্তকালে তনু তেজি যায় বিষ্ণুপুরী॥
সন্ন্যাস-আশ্রমধর্ম্ম কহিব এখনে।
পরম-পাবন-ধর্ম্ম শুন সাবধানে॥
যখনে পুরুষ হয় বিষয়ে বিরাগ।
সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বধর্ম্ম করি পরিত্যাগ॥
তখনে চলিব নর করিয়া সন্ন্যাস।
গ্রামে গ্রামে একদিন, ক্ষণে বনে বাস॥
দণ্ড-কমণ্ডলু, মাত্র কৌপীন-বসন।
একেশ্বরে নিরপেক্ষে করিব গমন॥

শান্ত, দান্ত, সর্ব্বভূত-হিত, দয়াপর।
নারায়ণ-পরায়ণ, শুদ্ধকলেবর॥
চরাচর জীবে হৈব ঈশ্বর-ভাবনা।
মনে না হইব কভু বিষয়-বাসনা॥
বন্ধ-মোক্ষ আপনার দেখিব গেয়ানে।
মায়াময় জগৎ বুঝিব অনুমানে॥
অসৎ-শাস্ত্রের না যাইব সন্নিধানে।
কভু নাহি জীবিকা কল্পিব মতিমানে॥
বিবাদ বর্জ্জিব, তর্ক, ন্যায়, দরশন।
কভু না করিব বহু শাস্ত্র-অভ্যাসন॥
বহু শিষ্য না করিব, না পড়াব বেদ।
কারো সঙ্গে কভু না করিব মতিভেদ॥
সকল আরম্ভ তেজি তত্ত্বে মন দিব।
সমচিত্ত, শান্ত হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজিব॥
নারদের চরণে করিয়া নমস্কার।
আর কথা জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের কুমার॥
আমি-সব হেন যত মূর্খ গৃহবাসী।
তারা-সব কেমনে তরিব পাপরাশি?
কহ যোগেশ্বর মোরে তাহার প্রকার।
কহিতে লাগিলা তবে ব্রহ্মার কুমার॥
ঘরে থাকি সতত করিব শুভকর্ম্ম।
গোপীনাথ-চরণে করিয়া সমর্পণ॥
হরিকথা নিরন্তর করিব শ্রবণে।
বৈষ্ণবজনের সঙ্গে থাকিব যতনে॥
চিত্ত নিরমল হয় সাধুর সংহতি।
সুত-দার-দেহ-গেহে না রহে পীরিতি॥
প্রয়োজন-অবধি কলত্র-পুত্রসঙ্গ।
অন্তর-বৈরাগ্য তার কভু নহে ভঙ্গ॥
কেবল সংসারী যেন দেখে সর্ব্বলোক।
পুত্র-দার মরে যদি তবু নাহি শোক॥
যে ইচ্ছা করে মাতা, পিতা, সুত, দার।
সেই দ্রব্য দিয়া চিত্ত সন্তোষে তাহার॥
অন্তরে বৈরাগ্য তার কেহ নাহি বুঝে।
আপনা গোপত করি গোপীনাথ ভজে॥
দেখিব সকল জীবে আপন-সমান।
কাক পশু-পক্ষী না করিব ভিন্ন-জ্ঞান॥
যখন যে হয় দৈবযোগে উপপন্ন।
সর্ব্বজীবে বিভজিয়া করিব ভোজন॥
আপনার না বলিব সুত-বিত্ত-দার।
ঈশ্বর-সম্বন্ধ সব জানিব সংসার।
অন্তকালে কৃমি, ভস্ম হয় কলেবর॥
তার তরে কারে না করিব নিজ-পর॥
যদি ধন হয় সর্ব্বজীব সন্তোষিব।

দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ সতত করিব ॥
সর্ব্বজীবে বৈসে হরি—করিব ভাবনা।
এই চিত্তে করিয়া করিব উপাসনা ॥
শুভযোগ, শুভতিথি, শুভকাল পাঞা।
জপ, হোম, যজ্ঞ, দান করিব বুঝিয়া ॥
পুণ্য-দেশ, পুণ্য-ভূমি কহিব তোমারে।
যথা রহি পুণ্য-কর্ম্ম করিব সকলে ॥
সেই পুণ্য-দেশ যথা থাকে সাধুজন।
যথা যথা কৃষ্ণমূর্ত্তি করয়ে স্থাপন ॥
মূর্ত্তি-অবতারে হরি থাকেন যে দেশে।
সর্ব্বতীর্থ-সনে তথা সর্ব্ব দেব বৈসে ॥
সে-দেশে জানিহ তুমি সকল কল্যাণ।
ভকত-জনার যথা হয় উপাদান ॥
গঙ্গা-আদি মহা-নদী, প্রভাস, পুষ্কর।
কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, নৈমিষ তীর্থবর ॥
পুলহ-আশ্রম, সেতু, গয়া, দ্বারাবতী।
বারাণসী, মধুপুরী, পম্পা, সরস্বতী ॥
নারায়ণক্ষেত্র, বিন্দুসর-আদি করি।
এই সব পুণ্য-ভূমি যথা বৈসে হরি ॥
মূর্ত্তিরূপে যথা হরি করেন বিহার।
ভকতজনের হয় যথা অবতার ॥
সেই সব পুণ্য-ভূমি জানিহ বিশেষে।
যত যত কর্ম্ম ধন্য হয় সেই দেশে ॥
পাত্রমধ্যে পাত্র-সার কহি নরেশ্বর।
সকল পাত্রের সার—এক দামোদর ॥
কৃষ্ণ তুষ্ট হৈলে তুষ্ট হয় চরাচর।
এ বোল বুঝিয়া ভজিব গদাধর ॥
পাত্রমধ্যে সার আর জানিহ ব্রাহ্মণ।
তাহাতে অধিক পাত্র—হরিপরায়ণ ॥
ত্রেতাযুগে মূর্ত্তি করি মহামুনিগণে।
মূর্ত্তি-অবতারে হরি ভজিল যতনে ॥
সেই মূর্ত্তি করি যেবা ভজে নারায়ণ।
জীবহিংসা করিলে ব্যর্থ হয় পূজন ॥
শ্রদ্ধাবিধি তবে আর কহিল বিস্তারে।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ জিনিতে প্রকারে ॥
নারদ বলেন তবে শুন নরেশ্বর।
কহিলু যতেক ধর্ম্ম তোমার গোচর ॥
বিনি গুরু-উপদেশ কিছুই না হয়।
গুরু-উপদেশ লঞা ঘুচাহ সংশয় ॥
তবে ধর্ম্ম সাধিলে সকল হয় সিদ্ধি।
এ বোল বুঝিয়া হরি ভজে মহাবুদ্ধি ॥
গুরুরূপে জ্ঞানদাতা প্রভু ভগবান্।
চিত্তে না করিহ গুরু মানুষ-গেয়ান ॥
গুরুতে যাবৎ যার থাকে নরবুদ্ধি।
তাবৎ না হয় তার কোন কর্ম্মসিদ্ধি ॥
যেই গুরু সেই হরি দেখিব সমান।
গুরুভক্তি করিয়া ভজিব মতিমান্ ॥
বিনে গুরু ভজিলে না হয় পরিত্রাণ।
এ বোল বুঝিয়া গুরু ভজ মতিমান্ ॥
কৃষ্ণে সমর্পিয়া যদি নিজ ধর্ম্ম করে।
গৃহস্থ সংসারদুঃখ তরিবারে পারে ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য)

কলিকাতা মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সান্ধ্য-ধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিভাষণ

[২১ বর্ষ ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত বিবরণীর শেষাংশ]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি **শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়** ৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট মঙ্গলবার চতুর্থ দিবসের অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন — "অধিকার তারতম্যানুযায়ী মনুষ্যের কল্যাণের জন্য শাস্ত্র কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের উপদেশ করেছেন। যোগত্রয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য সম্বন্ধে স্বামীজিগণ শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা বিশেষভাবে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন. তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বলার আছে বলে আমি মনে করি না। এই তিনটি যোগের মধ্যে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা তাঁরা প্রতিপাদন করেছেন। ভগবান্ ভক্তির বশ। বসুদেব ও দেবকী, নন্দমহারাজ ও যশোদামাতার ভক্তিতে বশীভূত হ'য়ে কৃষ্ণ তাঁদের পুত্ররূপে এসেছিলেন। কংসকারাগারকে আলোকিত করে মধ্যরাত্রে কৃষ্ণ প্রথমে চতুর্ভুজ বাসুদেবরূপে আবির্ভূত হন। যোগমায়া প্রভাবে দ্বাররক্ষকগণ নিদ্রিত হ'য়ে পড়েন। বসুদেব দেবকী শৃঙ্খলমুক্ত হন, বসুদেব

ও দেবকীর প্রার্থনায় চতুর্ভুজ বাসুদেব দ্বিভুজ হন। আকাশ বিদ্যুৎ বজ্রসমন্বিত ঘনঘটাচ্ছন্ন, যমুনায় উত্তাল-তরঙ্গ, বসুদেব যমুনা পার হয়ে কৃষ্ণকে রেখে আসলেন গোকুলে নন্দালয়ে। যশোদাকে অবলম্বন করে নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ ও যোগমায়া আবির্ভূত হয়েছেন। বাসুদেব কৃষ্ণ নন্দনন্দন কৃষ্ণে অন্তর্হিত হলেন। বসুদেব যোগ-মায়াকে নিয়ে মথুরায় কংসকারাগারে ফিরে এলে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হলেন। যোগমায়ার ক্রন্দনে দ্বাররক্ষকগণের নিদ্রাভঙ্গ হলো। কংস সংবাদ পেয়ে ক্রন্দনরত কন্যাকে বিনাশের চেষ্টা করলে তার হস্ত হতে মুক্ত হয়ে যোগমায়া অষ্টভুজ মূর্ত্তি ধারণ করে বল্লেন—"তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।" ভক্তের জন্য ভগবানের আবির্ভাব। ধ্রুবকে নারায়ণ-রূপে, প্রহ্লাদকে নৃসিংহরূপে দর্শন দিলেন। ভক্তি শব্দের সাধারণ অর্থ ভালবাসা, ভালবাসার দ্বারা ভগবান্ বশীভূত হন। তবে ভালবাসার মধ্যে কোনও অবান্তর মতলব থাকবে না। কৃষ্ণকে ভাল বেসেছেন অনেকে, অনেক ভাবে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে। মধুর রসের সেবিকা গোপীগণের ভালবাসা সর্ব্বোত্তম। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করলে এসব আমরা জানতে পারবো।"

পঞ্চম অধিবেশনে **শ্রীহরিপদ ভারতী** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"কলিযুগে নামসংকীর্ত্তন ছাড়া মঙ্গল লাভের অন্য কোনও উপায় নাই, শ্রীমঠের আচার্য্য ও অন্যান্য বক্তাগণ সকলেই ইহা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। এই আলোচনা শুনে আমি উপকৃত হয়েছি। বিশ্বে ভারতবর্ষের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতবাসী হয়েও ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টি ও তপস্যা সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অবহিত নহি। ভারতীয় শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য এই—ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ কখনও দেহটাকে ব্যক্তি বলেন নাই, দেহের অভ্যন্তরে যে অবিনাশী সচ্চিদানন্দতত্ত্ব রয়েছে, এই আত্মাকেই ব্যক্তি বলেছেন। দেহ হত হলেও আত্মা হত হয় না গীতা এই শিক্ষাই দিয়েছেন। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নববস্ত্র পরিধানের ন্যায় দেহী জীব জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নূতন দেহ ধারণ করে থাকেন। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ অচ্ছেদ্যোঽয়ম-দাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"—গীতা। আত্মার সহিত পরমাত্মার নিত্যসম্বন্ধ। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ জীবই ব্রহ্ম কেবলাদ্বৈতবাদের কথা বলেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সে শিক্ষা দেন নাই, তিনি জীবের সহিত কৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি—স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। জীব শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির (তটস্থাশক্তির) অংশ স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম নহে। মাধুর্য্যলীলাময়বিগ্রহ বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করেই সর্ব্বোত্তম আনন্দময়ীলীলার প্রকাশ। একমাত্র নামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই এই যুগে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা সম্ভব; সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের উপাসনা-পদ্ধতি ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চন এই যুগের মনুষ্যের উপযোগী নহে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেন শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনকেই কলিযুগের জীবের একমাত্র ধর্ম্ম বলেছেন তা পরিষ্কার-ভাবে বুঝতে হবে। পূর্ব্বের উপাসনা পদ্ধতিগুলি নিজ নিজ মুক্তিসাধনের জন্য কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল বলেই আমার মনে হয়, কিন্তু মহাপ্রভু যে নাম-সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করলেন তা সামূহিক। জাতি, বর্ণ, নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধনীনির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলেই নামসংকীর্ত্তনরূপ পতাকার নীচে একত্র হয়ে উপাসনা করতে পারেন। হিন্দুগণের সমাজ ব্যবস্থায় যে গুরুতর বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন এই ধর্ম্ম গ্রহণ করলে ভারতবর্ষের সংহতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।"

স্বামী শ্রীদেবানন্দ সরস্বতী প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"আজ ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রবর্ত্তিত নিয়ম

অনুসারে ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান চলছে। যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের নাম জপ। হরিনাম-সংকীর্ত্তনে পাত্রাপাত্র, স্থানাস্থান, কালাকালের বিচার নাই। সন্ত শ্রীতুলসী দাসজী বলেছেন "কলিযুগ নাম আধারা।" কলিযুগে ভবসমুদ্র পার হবার একমাত্র অবলম্বন "শ্রীহরিনাম"। জগতে অন্যান্য উপাসনাপদ্ধতি প্রত্যবায় আছে, কিন্তু হরিনাম কীর্ত্তনে কোনও প্রত্যবায় নাই, বরং হরিনামের দ্বারা সমস্ত দোষ ত্রুটী বিচ্যুতি দূরীভূত হয়। অবশ্য হরিনামানুশীলনের দ্বারাই মঙ্গল হবে। শুধু উপদেশের দ্বারা হবে না। একটা Theory, আর একটা Practice। "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।" শ্রীমন্মহাপ্রভু এলেন কেন? কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের জন্য। যিনি কৃষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি কৃষ্ণেরই শক্ত্যংশ কোনও জীবকে হিংসা করতে পারেন না, কৃষ্ণসম্বন্ধে সর্ব্বজীবে তার প্রীতি হবে। এই কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের দ্বারা তিনি হিন্দু সমাজকে বিপর্য্যয়ের হাত হ'তে উদ্ধার করেছিলেন। তিনি না এলে বঙ্গদেশে আর একজনও হিন্দু থাকতো না। মৃদঙ্গ করতালাদি সহযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রচার করলেন—তাতে জাত্যাভিমান, কুলাভিমান, বর্ণাভিমান—কোনও প্রকার উচ্চনীচ অভিমান নাই। ব্রহ্মহরিদাস যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদরূপে নামসংকীর্ত্তনধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি মুসলমানকুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও আদর্শ দেখুন। তিনি কখনও জোর করে জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করতে যাননি। বকুল বৃক্ষের তলে প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ স্বয়ং তাঁকে দর্শন দিতে যেতেন এবং মহাপ্রসাদ পাঠাতেন। নামের মহিমা কেহ বর্ণন করে শেষ করতে পারেন না। অনন্তকাল ধরে কীর্ত্তন করলেও অনন্তের মহিমার অন্ত কেহ করতে পারেন কি? নাম ও নামী অভেদ। নামাভাসে মুক্তি ও শুদ্ধনামে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।"

জম্মুতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত জম্মুনিবাসী গৃহস্থ শিষ্য শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়া ও তত্রস্থ ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও সাতমূর্ত্তি বৈষ্ণব (শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীকর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদামা বনচারী ও মেচাদার শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী) সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে হিমগিরি এক্সপ্রেসে শুভযাত্রা করতঃ ১৭ সেপ্টেম্বর রবিবার মধ্যাহ্নে জম্মু-টাওয়াই ষ্টেশনে পৌঁছিলে স্থানীয় শতাধিক ভক্ত ও সজ্জনগণ পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তনদ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। একটি বাস, একটি মেটাডোর ও একটি মোটরকারে শ্রীমঠের আচার্য্য, সাধুগণ এবং গৃহস্থভক্তবৃন্দ ষ্টেশন হইতে সমস্ত রাস্তা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে জম্মুসহরের কেন্দ্রে গীতাভবনে আসিয়া উপনীত হন। গীতাভবনেই সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। দিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, চণ্ডীগঢ় হইতে চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, দেরাদুন হইতে শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, নৌঝিল হইতে শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীব্রজনলাল

আগরওয়াল শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার পার্টির সহিত আসিয়া যোগ দেন। দেরাদুন হইতে শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী ও শ্রীমুশুদ্দিলালজী দুইজন পুরাতন গৃহস্থ ভক্ত পার্টির সহিত যোগদান করতঃ জম্মুতে অবস্থিতির শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকেন। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীগঢ় হইতে ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযোগরাজ শেখেরি, শ্রীযশপাল শর্ম্মা, শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাক্কা, শ্রীভাগমলসুদ প্রভৃতি এবং জালন্ধর হইতে শ্রীরামভজন পাণ্ডে, শ্রীধর্ম্মপালজী প্রভৃতি, অমৃতসর হইতে ধ্যাপক শ্রীখেরাইতি রামজী গুলাটি, গুরুদাসপুর হইতে শ্রীবালকৃষ্ণ বশিষ্ঠ প্রভৃতি বহু গৃহস্থ ভক্ত শ্রীহরিকথা শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় জম্মুতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদান করতঃ শোভাযাত্রার শোভা বর্দ্ধন করেন।

প্রত্যহ প্রাতে গীতাভবনে, অপরাহ্ণে পুরাণামণ্ডীস্থ শ্রীসীতারামমন্দিরে, ২৬ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রে গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণমন্দিরে এবং তৎপর ৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত রিহারী কলোনীস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-মন্দিরে ও পঞ্চতীর্থস্থ শ্রীগদাধর মন্দিরে প্রত্যহ রাত্রিতে বক্তৃতা কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ তিন স্থানে নিয়মিতভাবে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে ভক্তিসুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ রসদ ভাষণ শ্রবণ করিয়া জম্মুনগরবাসী নরনারী-গণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে প্রত্যেক ধর্ম্মসভায় নরনারীগণ বিপুলসংখ্যায় যোগদান করেন। গান্ধীনগরের রাত্রির ধর্ম্মসম্মেলনে বহু শিক্ষিত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। গান্ধীনগরস্থ মন্দিরের সভাপতি এই জাতীয় সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হৃদয়-গ্রাহী ভাষণ কখনও পূর্ব্বে শ্রবণ করেন নাই, ইহা উল্লাস-ভরে বলিলেন এবং আরও দীর্ঘদিন আচার্য্যদেবের জম্মুতে অবস্থিতির জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়া এবং মঠের শুভানুধ্যায়ী গৃহস্থ সজ্জন ভক্তবৃন্দ বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করিলেও শ্রীব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমা প্রভৃতি মঠের জরুরী সেবাকার্য্যের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। তবে শ্রীল আচার্য্যদেব আগামী বৎসর জম্মুতে একমাস অবস্থান করিবেন বলিয়া তাহাদিগকে বাক্য দিতে বাধ্য হন। জম্মুবাসী নাগরিকগণের হরিকথা শ্রবণের আগ্রহ দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বিস্মিত ও উৎসাহিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শেষ অধিবেশনে গীতাভবনে তাঁহার ভাষণের উপসংহারে একটী অনুভূতির কথা ব্যক্ত করিয়া বলেন—"আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব অন্তর্দ্ধানলীলা করিলেও অপরিসীম শিষ্যবাৎসল্যহেতু তিনি সর্ব্বদা তাঁহার একান্তাশ্রিত শিষ্যগণকে রক্ষা ও পালন করিয়া চলিতেছেন। তাঁহারই প্রেরণায় জম্মুবাসী নরনারীগণ হার্দ্দী প্রীতি প্রদর্শন ও হরিকথা শ্রবণে অত্যাগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ হরিচিন্তা করি ও হরিসেবায় নিযুক্ত থাকি। নতুবা সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে এই জাতীয় আগ্রহের কোনও কারণ অনুমিত হয় না; বস্তুতঃ শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছাতেই সব কিছু সংঘটিত হইতেছে। মিথ্যাভিমানগ্রস্ত হইয়া আমরা মনে করি আমাদের নিজ যোগ্যতায় সব কিছু করিতেছি।"

২০শে সেপ্টেম্বর রবিবার প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় গীতাভবন হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করতঃ শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। পুনঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় গীতাভবন হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া রিহারী কলোনীস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে সমাপ্ত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যাগাশ্রমী ভক্তবৃন্দসহ মঠাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য লালা শ্রীফকির চাঁদজীর গুপ্তার গৃহে দুইদিন, শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়ার গৃহে, শ্রীপ্যারেলাল শর্ম্মার গৃহে, শ্রীসূর্য্যপ্রকাশ রাইনার গৃহে ও শ্রীবিমল কোলির গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব হিমগিরি এক্সপ্রেসে জম্মু হইতে গত ২রা অক্টোবর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — ,, ১.০০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস, এন ঘোষ প্রণীত — ,, ৩.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদগীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ১.৫০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা-সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক। ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ — ১০ম সংখ্যা — অগ্রহায়ণ ১৩৮৮

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—
১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮
২১শ বর্ষ } ২০ কেশব, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১ ডিসেম্বর, ১৯৮১ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণনাম ও নামী অভিন্ন বস্তু

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

যে কালে জীব দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তৎকালে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া অধোক্ষজ-সেবায় প্রবৃত্ত হন। মুকুন্দসেবাই বাহ্যজগতের চেষ্টা-নিবৃত্তির একমাত্র উপায় এবং উপেয়। মন্ত্র জপ করিতে করিতে অপ্রাকৃতানুভূতিক্রমে বাহ্য ভোগময় জগৎপ্রতীতি হইতে নিরস্ত হইয়া পঞ্চবিধ রতির কোন একপ্রকার রতির আশ্রয়ে সামগ্রীর সংযোগে রসসেবা-প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়ে ভজনীয়ের আস্বাদন করেন। তাদৃশ অনুষ্ঠান উপাধিদ্বয়ের ভোগমাত্র নহে। নাম নামী অভিন্ন,—এই দিব্যজ্ঞানলাভের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকৃতপ্রস্তাবে অবস্থিত হইলেই নামকীর্ত্তনকারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার চতুর্থ্যন্তপদ বা বৈয়াকরণের সম্বন্ধ নির্ণায়িকা ভাষা শিথিল হইয়া পড়ে। সম্বোধনের পদোদ্দিষ্ট বাস্তব বস্তু সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়েই সদ্য অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। তৎকালে সম্বোধনপদদ্বারা অবাধে সেবন করিবার যোগ্যতা ঘটে। সকল শাস্ত্র ও সকল দিব্যজ্ঞানাত্মক মন্ত্র জীবকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করাইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করে। এই সকল কথা মূর্খ আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। তিনি শ্রীব্যাসোক্ত "লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্" প্রভৃতি নামভজনের সোপানরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদির অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও বিচার নামসেবার তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। নাম ও নামী যে অভিন্ন বস্তু এবং মায়াপ্রয়াস-রহিত জনেরই একমাত্র জ্ঞেয়—ইহাই গুরুপাদপদ্ম হইতে লভ্য দিব্যজ্ঞান। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি সাম্বন্ধিক-বিচারে মূর্খ, কিন্তু সেবোন্মুখ হইয়াই বন্ধমোক্ষবিদের চেষ্টা আমাতে দেখিতে পাইতেছি। 'কৃষ্ণনাম' শব্দে এ স্থলে নামাভাস বা নামাপরাধ উদ্দিষ্ট হয় নাই।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিনযুগে শ্রৌতপন্থার আদর ছিল, কলিকালপ্রবৃত্তির সহিত অশ্রৌত বা তর্কপন্থা উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তব-সত্যের অবরোহণ-বিষয়ে সন্দেহ করিয়া ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-প্রাবল্যে তর্কপন্থার উদ্ভব—উহা শ্রুতিবিরোধী। কৃষ্ণনাম বৈকুণ্ঠবস্তু বলিয়া বাস্তব-বস্তু কৃষ্ণের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া বাস্তববস্তু কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য,

শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরসবিগ্রহ এবং অপ্রাকৃত চিন্তামণি, বৈকুণ্ঠ-নামও তদ্রূপ। তিনি কৃষ্ণেতর প্রাকৃত নাম হইতে পৃথক্ হইয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠবস্তু। এই নামে তর্কপন্থীর কোন অধিকার নাই। একমাত্র নামভজনেই স্থুল ও সূক্ষ্ম ঔপাধিক ধর্ম্মদ্বয় নিরস্ত হয়। এইজন্য তর্কপন্থার প্রাবল্যের দিনে অন্য প্রকার কুণ্ঠধর্ম্মসমূহ তর্কপন্থায় বাধাপ্রাপ্ত। কেবল স্বয়ং নামই তর্কপন্থিগণের তর্কাতীত নামী বস্তু। বৈকুণ্ঠ-বস্তুর নামই প্রাকৃত ভোগচিন্তাপর মননধর্ম্ম হইতে জীবকে ত্রাণ করিতে সমর্থ বলিয়া উহা সর্ব্বমন্ত্রসার। জড়বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, ভাব ও ক্রিয়া,—তর্কপন্থাধীন; বৈকুণ্ঠ-বস্তু তাদৃশ নহে। সেই বৈকুণ্ঠ-নামের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত। মায়াবাদিগণ অক্ষজজ্ঞানে বস্তুর নাম, রূপ ও গুণে ভেদ স্থাপনপূর্ব্বক দ্বৈতবিচারের হেয়তে অধঃপাতিত হন। এইজন্য তাঁহাদের উপদেষ্টা "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ও "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রাকৃতবিচার হইতে মুক্ত করেন। শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত নামাপরাধ দ্বারা কখনই অক্ষজ ভোগময় তর্কপন্থা হইতে অবসর পাওয়া যায় না।

'যদি বল,—মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক; মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃ-শব্দাদি-ভূষিত অর্থাৎ নামানুগত্য-ভাবযুক্ত। মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীনারদাদি-ঋষিগণ কর্ত্তৃক শক্তিবিশেষ নিহিত আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধ-বিশেষ প্রতিপন্ন করে। মন্ত্রে যে ভগবানের অন্যভাবাপেক্ষা-রহিত নামসমূহ আছেন, তাহাই পরমপুরুষার্থ-ফল-পর্য্যন্ত দানে সমর্থ। তাহা হইলে নাম অপেক্ষা যে মন্ত্র অধিক সামর্থ্য লাভ করিতেছেন না, নামকীর্ত্তনকারীর সেই মন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষা কেন?', তদুত্তরে বলিতেছেন,—যদিও নামকারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তাহা হইলেও প্রায়ই স্বাভাবিক ভোগপর দেহাদিসম্বন্ধ থাকায় কদর্য্য-স্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের সেই সেই কদর্য্যস্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য-সঙ্কোচের জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রে কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

বদ্ধজীবের জড়াহঙ্কাররূপ ভোগনিবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা। নমঃ শব্দের 'ম'কারের অর্থ—অহঙ্কার, 'ন'-কারের অর্থ—তন্নিবৃত্তি, অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধি-ফলে জীবের অপ্রাকৃতানুভূতি-লাভ। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুও 'নামাষ্টকে'—'অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং' বলিয়া হরিনামকে আবাহন করিয়াছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(স্বরূপসিদ্ধি-বস্তুসিদ্ধি)

প্রশ্ন—ভক্তগণের মুক্তি কয়প্রকার ও তাহাদের স্বরূপ কি?

উত্তর—"ভক্তদিগের মুক্তি দুইপ্রকার—অর্থাৎ 'স্বরূপ-মুক্তি' ও 'বস্তুমুক্তি'। যাঁহারা ভজন-বলে এই জড়-জগতেই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি তাঁহাদিগের সেবা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের এই অবস্থায় স্বরূপমুক্তি হইয়াছে, আবার দেহত্যাগ হইলেই কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের বস্তুমুক্তি হইবে।" —শ্রীমঃ শিঃ, ৮ম পঃ

প্রঃ—আপন-দশা ও স্বরূপসিদ্ধি কখন হয়?

উঃ—"নামস্মরণ, রূপস্মরণ, গুণধারণা, লীলার ধ্রুবানুস্মৃতি এবং লীলাপ্রবেশে কৃষ্ণরসে মগ্ন হওয়া-রূপ সমাধি—এই সমস্ত ক্রমে হইলে আপন-দশা উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল কৃষ্ণ-নিত্যলীলা-সাধন হয়

এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয়।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

প্রঃ—শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাজনিত সুখ ও চিদ্বিলাসগত-লীলার স্ফূর্ত্তি কখন হয়?

উঃ—"তখন (ভাবাপন-দশায়) স্ব-স্বরূপে ক্ষণে-ক্ষণে ব্রজবাস হয়। স্ব-স্বরূপ-গত রাধা-কৃষ্ণ সেবার বড় সুখোদয় হয়। এমত কি, অনেকক্ষণ ব্রজধাম-দর্শন ও তথায় স্বরূপাভিমানে অবস্থিতি এবং চিদ্বিলাস-গত লীলার স্ফূর্ত্তি হয়।" —'ভজনপ্রণালী', হঃ চিঃ

প্রঃ—আসক্তির অবস্থা অতীত হইলেও কখন জীবের স্বরূপসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে?

উঃ—"আসক্তি গত হইলেও লিঙ্গদেহ থাকা পর্য্যন্ত জড়-সান্নিধ্য থাকে। কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে তাহা অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হইয়া থাকে। এ জড় সান্নিধ্যের নাম বিঘ্ন। যতদিন বিঘ্ন আছে, ততদিন জীব বস্তু-সিদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রেম-দশা-প্রাপ্ত-রতি হইলেই রস-লাভের যোগ্য হন এবং তাহাতে স্বরূপসিদ্ধি উদিত হয়।" —চৈঃ শিঃ ৭।১

প্রঃ—স্বরূপসিদ্ধি কি? তাহার সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কি সম্বন্ধ?

উঃ—"অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্বরূপবোধই—"স্বরূপসিদ্ধি"। ইহার নামই প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে প্রেম-অনুশীলনরূপ অভিধেয় ও প্রেম-প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়।" —চৈঃ শিঃ ৮।৪

প্রঃ—দ্বিবিধ ভক্তিসিদ্ধিতে কি অবস্থা লাভ হয়?

উঃ—ভক্তিসিদ্ধি দুইপ্রকার—অর্থাৎ স্বরূপ-সিদ্ধি ও বস্তু-সিদ্ধি। **স্বরূপ-সিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোক-দর্শন** এবং **বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুল-দর্শন** হয়।" —ব্রঃ সং, ৫।২

প্রঃ—কর্ম্মের চরম ফল কি?

উঃ—"নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিই কর্ম্মের বাস্তবিক ফল; অন্য যে ফলশ্রুতি, তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্ম্য-কর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে।". —'প্রমাণনির্দ্দেশঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১।২৪

প্রঃ—'বস্তুসিদ্ধি' কাহাকে বলে?

উঃ—"কৃষ্ণকৃপা হইলে দেহবিগম-সময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার পরিকর হওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরম ফল।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

প্রঃ—নিত্যলীলায় প্রবেশটি কি?

উঃ—"এই অবস্থায় ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকৃতি অবশ্য হইবে এবং হঠাৎ তদিচ্ছাক্রমে স্থূলদেহাপগমে লিঙ্গদেহ নষ্ট হইয়া পড়িবে। পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইতে হইতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ লিঙ্গদেহ খসিয়া পড়ে। তখন শুদ্ধ চিদ্দেহ স্পষ্ট অনাবৃতভাবে উদিত হইয়া **চিদ্ধামে যুগলসেবা** করিতে থাকে।"

—'ভজনপ্রণালী', হঃ চিঃ

প্রঃ—বস্তুসিদ্ধি-লাভে কি প্রপঞ্চে অবস্থান সম্ভব?

উঃ—"বস্তুসিদ্ধি হইলে প্রাকৃত জগতে আর থাকা যায় না; ভক্ত তখন অপ্রাকৃত জগতে অবস্থান করেন।" —'প্রয়োজনবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৭।২৪

প্রঃ—সিদ্ধিতে মহাভাগবতের দর্শন কি?

উঃ—"(কবে) শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি কৃষ্ণকোলাহল॥"

—'সিদ্ধিলালসা'—১, গীঃ মাঃ

প্রঃ—শ্রীরাধাগতপ্রাণ প্রেমিক ভক্তের কিরূপ বিপ্রলম্ভ হয়?

উঃ—"রাধিকাচরণ, ত্যজিয়া আমার
ক্ষণেকে প্রলয় হয়।
রাধিকার তরে, শতবার মরি,
সে দুঃখ আমার সয়॥"

—'সিদ্ধিলালসা'—১০, গীঃ মাঃ

প্রঃ—আশ্রয়তত্ত্বানুগ সেবকের চিত্তবৃত্তি কি?

উঃ—"শ্রীকৃষ্ণবিরহে, রাধিকার দশা,
আমি ত' সহিতে নারি।

যুগল-মিলন, সুখের কারণ,
জীবন ছাড়িতে পারি।"
—'সিদ্ধিলালসা'—১০, গীঃ মাঃ

প্রঃ—আশ্রয়তত্ত্বের পক্ষপাতিত্ব-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের বিচার কি?

উঃ—"রাধা-পক্ষ ছাড়ি', যে জন সে জন,
যে ভাবে সে ভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা- পক্ষপাতী সদা
কভু নাহি হেরি তাকে॥"
—'সিদ্ধিলালসা'—৯, গীঃ মাঃ

প্রঃ—স্বারসিকী সিদ্ধির স্বরূপ কি?

উঃ—"স্বারসিকী সিদ্ধি ব্রজগোপী-ধন,
পরমচঞ্চলা সতী।
যোগীর ধেয়ান, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান,
না পায় এখানে স্থিতি॥
সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন-লীলায়,
রাধাপদ সেবার্থিনী।
যখন যে-সেবা, করহ যতনে,
শ্রীরাধাচরণে ধনি॥"
—'সিদ্ধিলালসা'—৬, গীঃ মাঃ

প্রঃ—শ্রীরূপানুগের সংসিদ্ধি-লালসা কিরূপ?

উঃ—"কবে বা এ-দাসী সংসিদ্ধি লভিবে,
রাধাকুণ্ডে বাস করি'।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা, সতত করিবে,
পূর্ব্ব স্মৃতি পরিহরি॥"
—'সিদ্ধিলালসা'—৮, গীঃ মাঃ

প্রঃ—শ্রীরাধানুগার সেবার স্বরূপ কি?

উঃ—"তুমি রাধিকার দাসী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ রাখিয়াও কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা রাধিকার দাস্য-প্রেমে অধিকতর আগ্রহ করিবে। ইহারই নাম 'সেবা'। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা।"
—জৈঃ ধঃ ৩৯তম অঃ

প্রঃ—ব্রজে গোপগৃহে জন্মটী কি? এ বিষয়ে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিচারের সামঞ্জস্য ও বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—"কোন কোন ভক্তলেখক স্বরূপসিদ্ধিকে সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই গোপগৃহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহাও মিথ্যা নয়। ইহাই ভক্তবৈষ্ণবের বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে **দ্বিজত্বলাভ** বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তের গোপীদেহ-প্রাপ্তিই সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ দ্বিজত্বপ্রাপ্তি বা **আপনদশা**। যখন সেই অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের 'স্বরূপসিদ্ধি' হইতে 'বস্তুসিদ্ধি' হয়।"
—চৈঃ শিঃ ৬।৫

প্রঃ শুদ্ধভক্তের শ্রীধামপ্রীতি ও ভক্তসেবা-লালসা কিরূপ?

উঃ—"(কবে) ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব চরণ- রেণু গায় মাখি
ধরি অবধূত বেশ॥"
—'সিদ্ধি-লালসা'—১, গীঃ মাঃ

প্রঃ—শুদ্ধভক্ত কি গৌরবন ও ব্রজবনে ভেদ দেখেন? শ্রীরাধাদাস্য কখন লাভ হয়?

উঃ—"(কবে) গৌড়-ব্রজবনে ভেদ না দেখিব
হইব বরজ-বাসী।
(তখন) ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী॥"
—'সিদ্ধিলালসা'—১, গীঃ মাঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পত্রে উপদেশ

(৪৮)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ধিয়ানা ক্যাম্প
১।৫।৭৮

স্নেহভাজনেষু—

* * দাস, তোমার ২৪।৪।৭৮ তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়াছি।

তোমার চিত্ত কিছুদিন যাবং চঞ্চল হইয়াছে বলিয়া তোমার দাদা আমাকে লিখিয়াছে। ভোগের প্রবৃত্তি চিত্তে থাকিলেই তাহা চিত্তকে অধিক চঞ্চল করে এবং উহাই অশান্তিপ্রদ হইয়া থাকে। ভোগ্যবিষয় বিষয় হোক অথবা স্ত্রীলোক হোক উভয়ই নশ্বর। আত্মা অবিনশ্বর, সুতরাং নশ্বর বস্তুদ্বারা অথবা নশ্বর বস্তুর সঙ্গ হইতে অবিনশ্বর বস্তুর উদ্বেগ ও অশান্তি হইয়া থাকে। এগুলি তুমি নিজে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে। তদ্ব্যতীত ভোগে রোগ ও ভয়ও রহিয়াছে। সুতরাং নিজের আত্মা এবং ইন্দ্রিয়সমূহ বৈকুণ্ঠ-সেবায়—পূর্ণের সেবায়—সচ্চিদানন্দময়ের সেবায় নিয়োজিত করিবার যত্ন করিও। উহাই সুখকর এবং শান্তিপ্রদ হইবে। তোমাদের সংসারে বিপুল বিষয় নাই, সুতরাং যাহা আছে, তুমি বাড়ীতে গেলে ও থাকিলে উহা লইয়া ঝগড়া এবং অশান্তি আরম্ভ হইবে। তজ্জন্য ভোগপথে পদক্ষেপ না করিয়া সেবাপথে বৈকুণ্ঠের দিকে নিজের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি পরিচালনা করিও, তদ্দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা হইবে। তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

* * *

(৪৯)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬
২১।৭।৬৬

স্নেহভাজনেষু,

* * তোমার ১।১২।৭২ তারিখের পত্র অনেকদিন পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম, কিন্তু নানাস্থানে প্রচার ব্যপদেশে ভ্রমণের দরুণ ও উৎসবাদিতে ব্যস্ত থাকায় পত্রোত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া মনে কিছু করিবে না।

তোমার ২৮।৩।৭৩ তারিখের পত্র গতকল্য পাইয়াছি। তুমি সদাচারে থাকিয়া শ্রীহরিভজনের যত্ন করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম।

তুমি পূর্ব্ব পত্রে তোমাদের গ্রামে একটি শাখা মঠ করিবার জন্য প্রস্তাব দিয়াছিলে। উহা বর্ত্তমানে সম্ভব নয়। তোমাদের বাড়ীর বা গ্রামের যে শ্রীবিগ্রহ রহিয়াছেন, তাঁহার যথোচিত সেবার জন্য সকলে

(সজ্জনগণ) মিলিয়া চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। যে দিনে পূজকের নিতান্ত অভাব হইবে, সেই দিনে অত্যাবশ্যক হইলে তুমি অবশ্যই শাস্ত্রবিহিত উপায়ে উক্ত শ্রীবিগ্রহের পূজা করিবে, ইহাতে কোন অপরাধ হইবে না। কিন্তু তোমার ন্যায় দরিদ্র ও চঞ্চলমতি ব্যক্তির পক্ষে শ্রীবিগ্রহ-সেবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া মনে করি না। পূজা করিতে পারিলে অবশ্য দোষের কিছুই নয়। কিন্তু কদাপি অর্থলাভের আশায় বা ব্যবসায় করিবার মতলবে পূজা করিতে যাইবে না। শ্রীভগবানের প্রীতি বিধানের উদ্দেশ্য লইয়াই নিজকে তদ্দাস জানিয়া যথাশক্তি শ্রদ্ধার সহিত শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা করিতে পার। কোনদিনই তোমাদের ঐরূপ ক্ষুদ্রগ্রামে পথঘাট বর্জ্জিত, যানবাহন বর্জ্জিত স্থানে মঠের সেবক যাইয়া পূজা করিবে ও তোমাদের গৃহস্থ-দিগকে আলস্যের প্রশ্রয় দিবে, এই আশা করিবে না। সুতরাং নিজেরাই গ্রামের বা বাড়ীর শ্রীবিগ্রহের সেবা সাধ্যানুসারে ব্যবস্থা করিবে। আমাদের উপর নির্ভর করিবে না।

সহজিয়া বৈষ্ণব বা অসদাচারী বাবাজীদেরও কখনও নিন্দা করিবে না এবং তাহাদের সঙ্গও করিবে না। নিজ গৃহে আসিলে তাহাদিগকে যথোচিত সংকার করিবে ও বাহ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করিবে না। কখনও কাহারও সহিত অসৌজন্য প্রকাশ করিবে না। অমানী ও মানদ হওয়াই বৈষ্ণবের স্বভাব। অসৎ-এরও নিন্দা বা প্রশংসা করিতে নাই। মনে মনে অসৎ ব্যক্তির নিকট হইতে তফাৎ থাকিতে হয়, কিন্তু বাহিরে তাহাদের সহিত আবশ্যকীয় লোকাচার বর্জ্জনের প্রয়োজন নাই। উহাতে তাহারা বিরোধী হইয়া তোমার উপর উৎপাত করিতে পারে। চিত্ত ক্ষুব্ধ হইলেই ভজনের বিঘ্ন হয়।

তোমাদের গ্রামে যাইবার ও থাকিবার ব্যবস্থা হইলে বর্ষার পরে মঠের পক্ষ হইতে প্রচার পার্টি পাঠাইবার ভবিষ্যতে চেষ্টা করিতে পারিব। আমারও যাইতে আপত্তির কিছু নাই, কিন্তু সময়াভাব ও যানবাহনাদির অসুবিধা বলিয়া ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া দূর গ্রামে যাইতে উৎসাহ হয় না।

এই সঙ্গে শ্রীঝুলন ও শ্রীজন্মাষ্টমীর উৎসবের পত্র পাঠাইলাম। এবার পদব্রজে ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাও করা হইবে। তাহারও বিজ্ঞাপন তোমার অবগতির জন্য ও তোমাদের অঞ্চলে প্রচারের জন্য এই সঙ্গে পাঠাইলাম। শ্রীজন্মাষ্টমীর ২।১ দিন পূর্ব্বে এখানে আসিতে পার। সাক্ষাতে অন্যান্য কথা তখন হইবে।

আমি শ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবনে থাকিবার জন্য আগামী ২০ আগষ্ট তুফান এক্সপ্রেসে কতিপয় মঠসেবকসহ যাত্রা করিব ও ২/৩রা সেপ্টেম্বর তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব এবং শ্রীজন্মাষ্টমীতে কলিকাতায় থাকিব। আগামী ২৬ জানুয়ারী কলিকাতা মঠের নূতন শ্রীমন্দিরে সমারোহের সহিত শ্রীবিগ্রহগণ ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডে শুভবিজয় করিবেন। সম্ভব হইলে সেই সময়ে তোমাদের মধ্যে যাহাদের ইচ্ছা, আসিতে পারিবে। অত্রস্থ অন্যান্য কুশল।

তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসার

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরমপ্রিয়তম শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদকে প্রয়াগ-দশাশ্বমেধ ঘাটে এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে কাশী-দশাশ্বমেধ ঘাটে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, আবার স্বয়ং প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা সাজিয়া রায় রামানন্দ-মুখমাধ্যমে উত্তরদান-প্রসঙ্গে যে অপূর্ব্ব সাধ্যসাধনতত্ত্বসার কীর্ত্তন করাইয়া-ছেন এবং শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম সমীপে সপ্তাহকাল বেদান্ত শ্রবণচ্ছলে তৎসমীপে যে বেদান্তদর্শনসার কীর্ত্তন

করিয়াছেন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহা তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরত্নে পরিমিত অথচ সারগর্ভ পয়ারছন্দে বহু শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণ-শ্লোকসহ পরিবেশন করতঃ সারগ্রাহী বৈষ্ণবসমাজের তথা সমগ্র মানবজাতির যে পরম কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, তাহা ভাষাদ্বারা অবর্ণনীয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর "এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন" এই বাক্যটি পরম সত্য, স্বয়ং ভগবানই তাঁহার ভক্তরাজকে দিয়া তাঁহার হৃদয়ের কথা জানাইয়া জীবকল্যাণ বিধান করিয়াছেন। শ্রীরাধামদনগোপালমিলিততনুই ত শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর! এইজন্য ভক্তিরসাস্বাদনেচ্ছু ভক্ত মাত্রেরই এই শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থরত্ন পুনঃ পুনঃ সর্ব্বপ্রযত্নে অনুশীলনীয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে শ্রীরাধারাণী স্বয়ং স্বপ্নদ্বারা জানাইয়াছেন যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহারই নিজজন—তদ্গণে গণিত।

প্রয়াগ দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরাধাভাববিভাবিত স্বয়ং মহাপ্রভুই "তাঁহার প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিকমনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট মুখ্যরূপ এবং নিজের অনুরূপ—এবম্ভূত স্বীয় বিলাসরূপ" শ্রীরূপ গোস্বামীতে সমগ্র ভক্তিরসশাস্ত্র বিস্তার করিয়াছেন।

"কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্বপ্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবতসিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিলা॥"
—চৈঃ চঃ ম১৯।১১৫-১৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম শ্রীরূপহৃদয়ে সর্ব্বশক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক সর্ব্বতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি করাইয়া তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তে পরম প্রবীণ করিয়াছেন। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ পার্ষদোত্তম শ্রীরূপে সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই স্বপ্রকাশিত; তিনি সাধনসিদ্ধ জীবমাত্র নহেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদও যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কাশী দশাশ্বমেধঘাটে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব বিষয়ে সদৈন্যে পরিপ্রশ্ন করিতেছেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিতেছেন—

(প্রভু কহে—) কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে—সাধুর স্বভাব॥
যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে॥"
—চৈঃ চঃ ম২০।১০৪, ১০৫, ১০৭

শ্রীরূপশিক্ষায় অভিধেয় ভক্তিতত্ত্বই বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু শ্রীসনাতনশিক্ষায় সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন — এই তিনটি তত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সম্বন্ধতত্ত্বটিই বিশদভাবে কথিত। প্রয়োজনতত্ত্ববিচারে রসতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"এই রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে॥"

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (দঃ বিঃ ৫।১৩১) গ্রন্থে শ্রীরূপ লিখিতেছেন—

"সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে॥"

অর্থাৎ "অভক্তগণের পক্ষে এই ভগবদ্রস সর্ব্বপ্রকারে দুরূহ, কৃষ্ণপাদপদ্মই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, ভক্তিরস তাঁহাদেরই লভ্য।"

প্রাকৃত হ্লাদকরী তাপকরী মিশ্রভূমিকায় অবস্থান পূর্ব্বক প্রাকৃত চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন বদ্ধজীবের পক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব ভূমিকায় আস্বাদনযোগ্য অপ্রাকৃতরসাস্বাদনসৌভাগ্য সুদূরপরাহত। দু'দিন বৃন্দাবন ঘুরিয়া আসিয়া অপ্রাকৃত রসভাবনাচতুর ভক্তগণাস্বাদ্য 'রাধা'নাম উচ্চারণের ঢঙ্গ দেখাইলেই, সেই জড়রসরসিক ভক্তব্রুবকে কখনই 'রসিকভক্ত' বলিয়া সম্মান করা যাইবে না। সাধুসঙ্গে অপ্রাকৃত সাধ্যসাধন কথা শ্রবণ করিতে করিতে অন্যাভিলাষ — কৃষ্ণেতর বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষা, ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুকূল ভাবে — কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণানুশীলন-প্রবৃত্তির উদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন' শিক্ষানুসরণে নামভজনে রতি জাগিলেই শ্রীনামপ্রভুই কৃপা করিয়া সেই নামাশ্রিত ভক্তকে ক্রমে ক্রমে রাগপথে প্রবেশাধিকার দিবেন। নামানুরক্তির অপেক্ষা

না রাখিয়া রাগাধিকার প্রদর্শন করিতে গেলে অনধিকার চর্চ্চাফলে সাধকের পতন অনিবার্য্য। জড়কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটিই বিশেষভাবে আত্মবিনাশী নরকের দ্বারস্বরূপ। অনেকস্থলেই দেখা যায়—অপ্রাকৃতরসিকভক্তের অনুকরণে অপ্রাকৃত রাগোদয়ের পূর্ব্বেই নিজেকে রসিকভক্ত সাজাইবার চেষ্টা। ইহাতে অতত্ত্বজ্ঞ অভক্ত সমাজে 'বাহাবা' সংগ্রহের সুযোগ মিলিলেও—জড়ীয় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের প্রচুর সুযোগ আসিলেও সেই ভক্তব্রুব মহাশয়কে নিজের সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যক্তির অধঃপতনের কারণ হইয়া অবশ্যই নরকগতি বরণ করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ বলদেব নিত্যানন্দ ধর্ম্মধ্বজিতা কখনই সহ্য করিতে পারেন না।

আমরা এবার বহু পুণ্যফলে পরমপবিত্র গোলোক-বৈকুণ্ঠের অঙ্গনস্বরূপ অধ্যাত্মক্ষেত্র ভারতাজিরের অধিবাসী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। স্বর্গের দেবতাবৃন্দও এই মহাপুণ্যভূমি ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্মপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া থাকেন। কেননা স্বর্গভূমিতে পুণ্যবিশেষ, বহুল দেবজন্মেও ভগবদ্‌ভজনের নানা অন্তরায় বিদ্যমান। তথায় কিছু অধিককাল ব্যাপী সুখভোগের সুবিধা থাকিলেও সে সুখ কালক্ষোভ্য এবং তাহার পরিণাম অতীব দুঃখদায়ক। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

নিজে নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া অন্যকেও সেই পরতত্ত্বানুশীলনে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট করানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্য উপকার। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" – এই শ্রুতিবাক্যে তাহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত জীব আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথচ সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ভজন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন নামভজনকে। এই ষোলনামবত্রিশাক্ষর সম্বোধনাত্মক নামকেই জানাইয়াছেন 'মহামন্ত্র' বলিয়া এবং এই মহামন্ত্র নামভজনেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে, ইহা তারস্বরে উপদেশ করিয়াছেন—সুদৃঢ় আশ্বাস দিয়াছেন। এই নামে সর্ব্বশক্তি আধান করায় এই নামভজনকে একটা মামুলী উপাসনা মাত্র মনে করিতে হইবে না। নামভজনেই যে সর্ব্বসিদ্ধি মিলিতে পারে, ইহা একটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ব্যাপার নহে। জগদ্‌গুরু ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখে 'নিগম' এবং পঞ্চবক্ত্র শিবের পঞ্চবদনে 'আগম' শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবানের ভক্ত অবতার শ্রীনারদমুনি দুবাহু তুলিয়া তারস্বরে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত জানাইয়াছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আবার ঐ নারদবাক্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়া জানাইলেন—নামই পরমাগতি। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজমুখেই নিজের প্রাপ্তির উপায় জানাইয়া সুস্পষ্ট ও সরলভাবেই কহিলেন—

"নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়"।

সুতরাং ভজনের যাবতীয় গূঢ় রহস্যে প্রবেশেচ্ছু ভক্ত নিঃসন্দেহে নিঃসঙ্কোচে নামভজনে প্রবৃত্ত হইয়া নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারিলেই শীঘ্র শীঘ্র প্রেমসম্পদে অধিকার লাভ করিতে পারিবেন, ইহাই মহাজনবাক্য—ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা-সার। "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"
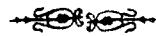
ধর্ম্মই ইষ্টধন

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা ভক্তরাজ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং নৃণাম্' (ভাঃ ১১।১৯।৩৯) অর্থাৎ ধর্ম্মই মানবের ইষ্টধন—'ন গবাশ্বাদিঃ', অর্থাৎ গবাশ্বাদি ধন মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে সহায়কারী হইলেও উহাই পরমধন নহে। শ্রীভাগবতের প্রথমেই বলা হইয়াছে—"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তি-

রধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" অর্থাৎ শ্রীভগবানে শুদ্ধাভক্তিই জীবমাত্রেরই পরমধর্ম্ম। আবার ঐ ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে 'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।' শ্লোকে ঐ পরমধর্ম্মকে সুস্পষ্টরূপেই নামসংকীর্ত্তনপ্রধান বলিয়া জানান হইয়াছে। "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"

নবযোগেন্দ্রমধ্যে শ্রীকরভাজনবাক্যে জানা যায়—**সত্যযুগে** ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা-বল্কল কৃষ্ণাজিন-উপবীত-দণ্ডধারী ব্রহ্মচারিবেশে অবতীর্ণ হন। তৎকালে হিংসা-দ্বেষ রাগাদি রহিত, সর্ব্বভূতহিতরত সমদর্শী মনুষ্যগণ শম, দম ও ধ্যানযোগে ভগবদারাধনারত। **ত্রেতাযুগে**—শ্রীভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণমেখলাযুক্ত, পিঙ্গলকেশবিশিষ্ট, স্রুক্‌স্রুব প্রভৃতি চিহ্নধারী বেদত্রয়ী প্রতিপাদিত বিগ্রহধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হন। তৎকালে বেদজ্ঞ ধার্ম্মিক মানবগণ বেদত্রয় বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা ঐ সর্ব্বদেবময় শ্রীহরির আরাধনা করেন। **দ্বাপরযুগে** শ্রীভগবান্ পীতবসন, চক্রাদি নিজ আয়ুধ, শ্রীবৎসাদি চিহ্ন এবং কৌস্তুভ প্রভৃতি লক্ষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন। তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী মানবগণ ছত্রচামরাদি মহারাজোপলক্ষণান্বিত সেই পরমপুরুষ শ্রীহরিকে বৈদিক ও তান্ত্রিকবিধানদ্বারা অর্থাৎ বেদ ও সাত্বততন্ত্র পাঞ্চরাত্রিকবিধানানুযায়ী মর্য্যাদামার্গে পূজা করিয়া থাকেন। অতঃপর 'নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু' অর্থাৎ 'সম্প্রতি বিবিধ তন্ত্রবিধানানুসারে কলিযুগের আরাধনার নিয়ম শ্রবণ করুন' বলিয়া শ্রীকরভাজনঋষি মহারাজ নিমিকে সাত্বত পঞ্চরাত্রবিহিত মার্গেরই প্রাধান্য প্রদর্শন করিতেছেন—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

ভাঃ ১১।৫।৩২

অর্থাৎ "যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনপর কৃষ্ণোপদেষ্টা অথবা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনদ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপর, যাঁহার 'অঙ্গ'—শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভুদ্বয় এবং উপাঙ্গ তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ, যাঁহার 'অস্ত্র'—হরিনাম শব্দ এবং পার্ষদ শ্রীগদাধর-দামোদর-স্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি, যিনি কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ পীত (গৌর), সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরঃ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধোগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।"

পরমারাধ্য জগদ্গুরু প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"মেধাবিশিষ্ট জনগণই 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়ের সঙ্কীর্ত্তনমূলক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই কৃষ্ণ অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদের সহিত অকৃষ্ণকান্তি ধারণ করিয়া সুমেধোগণকে নিজনামসংকীর্ত্তনযজ্ঞের দ্বারা স্বীয় উপাসনায় প্রবর্ত্তন করাইয়া থাকেন। শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিতবিগ্রহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' উচ্চারণকারী শ্রীগৌরের যজনই শোভনমেধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একমাত্র কৃত্য। কলিকালে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাই সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞমুখে বিহিত। কীর্ত্তন ব্যতীত অর্চ্চনাদির, এমন কি স্মরণেরও সম্ভাবনা নাই। শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরের বিহিত কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যপ্রকার ভগবৎপূজা সুবুদ্ধিজনগণের অনুষ্ঠেয় নহে। কেননা, কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন, কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরবিহিত কীর্ত্তন চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তির আশাকে ধিক্কার প্রদান করে। সুতরাং পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের বিহিত কীর্ত্তনদ্বারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে সুষ্ঠুভাবে কৃষ্ণসেবনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।"

এই নাম সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞই কলিযুগবিহিত পরমধর্ম্ম, **ইহাই** মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইষ্ট ধন। এই ধনে **ধনী** বা **সমৃদ্ধ হইবার** চেষ্টাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা।

দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ]

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণকৃপায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে অনুষ্ঠিত হইল। রাজা দুর্য্যোধন সুবলপুত্র শকুনিসহ পাণ্ডবগণের ময়দানব-নির্ম্মিত সভার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে অতীব বিস্মিত হইলেন। বিশেষতঃ সেই সভায় জলে স্থল ও স্থলে জল, অর্গলবদ্ধ স্ফটিকনির্ম্মিত দ্বারকে উন্মুক্ত বা উন্মুক্তদ্বারকে অর্গলবদ্ধ ভ্রম, তথা স্ফটিকমণিময় পদ্মবিশিষ্ট পুষ্করিণীকে স্থল ভ্রমে সবস্ত্র জলে পতনাদি ব্যাপারে ভীমাদি কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়া এবং ধর্ম্মরাজের অতুলনীয় বৈভব—অপরিমিত ধনবল, জনবল, অসামান্য প্রতিষ্ঠাদি সমৃদ্ধি দর্শনে দুর্য্যোধন অত্যন্ত মাৎসর্য্য-প্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গান্ধাররাজ শকুনির পরামর্শে রাজা দুর্য্যোধন দ্যূতপ্রিয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান পূর্ব্বক উক্ত ক্রীড়াকুশল পণজ্ঞ মাতুল শকুনিকে তৎপ্রতিনিধি-স্বরূপে ধর্ম্মরাজসহ ক্রীড়া আরম্ভ করাইলেন। ধর্ম্মরাজ প্রথমে মহামূল্য মণিহার, পরে ক্রমশঃ বহুবিধ সুবর্ণরৌপ্যাদি-পরিপূর্ণ অক্ষয়কোষ, উৎকৃষ্ট অশ্বসমন্বিত মহামূল্য রাজরথ, একলক্ষ বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ মণ্ডিতা দাসী, ঐপ্রকার একলক্ষ স্বলঙ্কৃত যুবকভৃত্য, অষ্ট হস্তিনী সমন্বিত একসহস্র অলঙ্কৃত হস্তী, সুবর্ণধ্বজ ও পতাকাবিশিষ্ট — সুশিক্ষিত অশ্বযোজিত — বিচিত্র যুদ্ধকুশল রথীসহ সহস্ররথ, অর্জ্জুনকে চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব-প্রদত্ত বিচিত্রবর্ণ সুবর্ণমালাধারী গন্ধর্ব্বলোকোদ্ভব অশ্বসমূহ, নানাপ্রকার বাহনযুক্ত দশহাজার শ্রেষ্ঠরথ ও শকট এবং ষাটহাজার বীরসৈন্য, আরক্তমুখ তাম্র ও লৌহপাত্রস্থ চারিশত নিধি, অযুত-লক্ষ-নিযুত-কোটী-অর্ব্বুদ-খর্ব্ব-নিখর্ব্ব-শঙ্খ-পদ্ম-মহাপদ্ম-মধ্য-পরার্দ্ধ পরিমিত ধন, সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীর হইতে পর্ণাশা নদীতীর পর্য্যন্ত ভূমিতে অবস্থিত যাবতীয় দুগ্ধবতীগাভী-অশ্ব-ছাগ-মেষ, ব্রহ্মস্ব ব্যতীত অন্য সকল ধনসহ সকল নগর ও জনপদ এবং ব্রাহ্মণাতিরিক্ত সমস্ত প্রজা, সুবর্ণ ও নিষ্কময় কুণ্ডলাদি রাজভূষণে ভূষিত রাজপুত্রগণ, নকুল, সহদেব, ধনঞ্জয়, ভীমসেন, স্বয়ং যুধিষ্ঠির নিজেকে, পরিশেষে পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীকেও পর্য্যন্ত পণ রাখিলেন। গান্ধাররাজ শকুনিই পাশক্রীড়ায় জয়লাভ করিলেন। দুর্য্যোধন সকল ধনের অধীশ্বর হইয়া সারথী প্রাতিকামীকে অন্তঃপুর হইতে দ্রৌপদীকে রাজসভায় লইয়া আসিবার আদেশ করিলেন। সভাস্থলে সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাদি সকলেই বিদ্যমান। সকলেই অধোমুখে উপবিষ্ট। পঞ্চপাণ্ডবও নীরব নিস্তব্ধ। দ্রৌপদী সভায় আসিতে অত্যন্ত লজ্জিতা হওয়ায় দুর্য্যোধনাদেশে দুঃশাসন একবস্ত্রা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করতঃ সভাস্থলে লইয়া আসিয়া বস্ত্রাকর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রৌপদী অত্যন্ত কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে বিপত্তারণ মধুসূদন কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন—

"গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব॥
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্॥"

[অর্থাৎ "হে দ্বারকাবাসী গোবিন্দ, হে কৃষ্ণ, হে গোপীজনপ্রিয়, হে কেশব, কৌরবগণ আমাকে লাঞ্ছিত করিতেছে, ইহা কি তুমি জানিতে পারিতেছ না? হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে আর্ত্তিনাশন, হে জনার্দ্দন, কৌরবরূপ সাগরে নিমগ্ন আমাকে তুমি উদ্ধার কর। হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগিন্, হে বিশ্বাত্মন্, হে বিশ্বভাবন, হে গোবিন্দ, কুরুগণের অত্যাচারে অবসন্ন আমি তোমার শরণাগত, তুমি আমাকে রক্ষা কর।"]

সর্ব্বান্তর্য্যামী কৃষ্ণ দ্রৌপদীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন এবং অসংখ্য বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা দ্রৌপদীর শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক লজ্জা নিবারণ করিতে লাগিলেন। ভগবদিচ্ছায় সেই সভাস্থলে শত শত বস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শনে সভাস্থ ধর্মপ্রাণ রাজগণমধ্যে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। সকলেই দ্রৌপদীর প্রশংসা ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের জুগুপ্সিত কার্য্যে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

জীবের সেবায় জীবের যে সতীত্ব-ধর্ম্মের প্রকাশ, তাহা দুঃখপরিপূর্ণ গুণময় সংসার-ধর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক। পক্ষান্তরে নির্গুণ শ্রীহরিসেবন-ধর্ম্মই বস্তুতঃ সদ্ধর্ম্ম বা সতীর ধর্ম্ম, যাহা হইতে জীবের যাবতীয় শোক, মোহ, ভয়াদি চিরতরে নির্ম্মূল হইয়া যায়।

পঞ্চপাণ্ডব, কুন্তীদেবী ও দ্রৌপদীদেবী মুখ্য পরিচয়ে তাঁহারা ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত এবং গৌণপরিচয়ে লোক-ধর্ম্মে বা বেদধর্ম্মে তাঁহারা কেহ পুত্র, কেহ জননী, কেহ বা পত্নী। শাস্ত্র-বিচারে তাঁহাদের আপেক্ষিক সম্বন্ধগুলিও কৃষ্ণভক্তিতে নিত্যসিদ্ধ। এখন কৃষ্ণ কি বস্তু? শ্রীভাগবত বলেন,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" তাঁহার ইচ্ছানুবর্ত্তনই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম বা পরম-ধর্ম্ম; লোকবিচারে ও বেদ-বিচারে তাহা যত নিন্দনীয় পাপ অথবা যত প্রশংসনীয় পুণ্যই হউক না কেন, কৃষ্ণে প্রগাঢ় অনুরক্তিই সতীত্বধর্ম্মের চরম নিদর্শন—যাহা দ্রৌপদী, কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে পরিদৃশ্যমান। অতএব, তাঁহাদের কৃষ্ণে অনুরাগজনিত যাবতীয় আচার-আচরণগুলিই কার্য্যস্থানীয় এবং শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন-চেষ্টাই মাত্র কারণস্থানীয় বিষয়বস্তু। কারণের প্রতি উদাসীন হইয়া যাঁহারা কার্য্যগুলির ভালমন্দ বিচার করিতে প্রয়াসী হ'ন, কার্য্যের মধ্যে আপাতঃ বৈষম্য দর্শনে তাঁহাদের চিত্তের বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য দ্রৌপদী, কুন্তী আদির সতীত্বে কটাক্ষকারিগণ অবশ্যই বিষ্ণু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধী। অসুরভাবাপন্ন বৈষ্ণবাপরাধিগণ জন্মে জন্মে অসুরযোনিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সকলপ্রকার দুর্ভোগ ভোগ করিতে করিতে কেবল অধমগতিই লাভ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৬।১৯-২০) বলেন,—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

ঈশ্বরাভিমানী, কামী, লোভী দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন প্রভৃতি জীবগণ আপেক্ষিক জগতের ভোক্তা-ভোগ্য অভিমানে ব্যভিচার-দোষ-দুষ্ট, আর্য্যপথের অবমাননা-কারী লম্পট। প্রণতপাল শ্রীহরি পতিব্রতাশিরোমণি দ্রৌপদী, কুন্তী আদির লজ্জা-ভয়-নিবারক এবং দুর্য্যো-ধনাদির কাল স্বরূপ। পাশক্রীড়া, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণাদি সকলই মায়ানাট্য মাত্র। এতৎসমুদয় মধ্যে কৃষ্ণভক্তির প্রকরণ সংগ্রহকারিগণই মাত্র বুদ্ধিমান্, তদ্বিপরীত সকলেই অজ্ঞ, মূর্খ ও মায়ামুগ্ধ। জগদ্‌গুরু বেদব্যাস মুনি শ্রীমদ্ ভাগবত প্রকাশান্তে স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥" (গরুড়-পুরাণবচন) অর্থাৎ বেদ, বেদানুগ শাস্ত্র, মহা-ভারত, পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থরাজিকে ভাগবতের আলোকে দেখিলেই মাত্র তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেওয়া সম্ভব হইবে, নতুবা নহে। এই মহান্ উপদেশকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিয়া শ্রেয়ঃ অনুসন্ধান হয় না।

এইজন্য, 'দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ'—মহাভারতের এই আখ্যায়িকাটীর মধ্যে শুদ্ধভক্তের শ্রীভগবচ্চরণে নির্ব্যলীক শরণাগতির শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষণীয়, এতদ্ব্যতীত সকলই মায়ামাত্র।

সম্বন্ধ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

[শ্রীরামকৃষ্ণ দাস (চাবরী), আনন্দপুর]

'সম্বন্ধ' শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে বন্ধন। দুইটি বস্তুর মধ্যে প্রায়ই একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র বা বন্ধন থাকে। এইজন্য কোন বস্তুই সম্পূর্ণ অনন্যাপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না। এই যোগসূত্র বা বন্ধন যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতির সঞ্চার হয়। আর যদি প্রতিকূল সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে ক্রোধ, বিদ্বেষ প্রভৃতি দেখা যায়। এই বন্ধনই সম্বন্ধ। শাস্ত্রে জীবের স্বরূপ কি, সেই স্বরূপগত ধর্ম্ম কি, স্বরূপাবস্থিত জীবের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ এবং এই জগতের কি সম্বন্ধ—এই সকল বিষয়ে যে সুষ্ঠু জ্ঞান, তাহাকেই সম্বন্ধ জ্ঞান বলিয়াছেন।

জীবের পক্ষে এই সম্বন্ধ জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। সম্বন্ধের রূপানুসারে প্রয়োজন-বোধ এবং তাহা পাইবার যে উপায় বা সাধন তাহারও রূপ-ভেদ দেখা যায়। এই জগতে আমরা যে সকল বস্তু পাইবার জন্য যত্ন করি, সে সমস্ত বস্তুর সহিতই আমাদের একটা সম্বন্ধ আছে। আমরা মনে করি, জাগতিক বিষয়গুলি ভোগের উপকরণ এবং আমরা উহার ভোক্তা। এই 'ভোক্তা ভোগ্য' জ্ঞান যদি আমাদের না থাকিত, যদি আমরা জানিতাম—এই সকল বস্তু আমাদের ভোগে আসিবে না, তাহা হইলে উহা পাইবার জন্যও কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতাম না। যখনই বুঝিতে পারি এই জিনিষটা আমাকে সুখ দিতে পারিবে অর্থাৎ ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, তখনই উহা পাইবার আবশ্যকতা অনুভব করি এবং এজন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করি। সুতরাং যে কোন বস্তু পাইতে হইলে তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে হইবে।

এই জগতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য—সকলেরই প্রয়োজন-বোধ আছে, একটা তীব্র অভাব-বোধ সকল সময়েই জীবকে পীড়িত করে এবং যাহা দ্বারা এই অভাব দূর হয়, সেই বস্তু পাইবার স্পৃহাও তাহার থাকে। সকলের প্রয়োজনানুভব এক প্রকার নহে। স্থান, কাল এবং পারিপার্শ্বিকতার বিভিন্নতা জীবকে বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতা দান করে। সেই অভিজ্ঞতা অনুসারে জীবের প্রয়োজন বোধও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। মনুষ্যেতর প্রাণী সকল প্রকৃতির নিয়মাধীন হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের ইচ্ছা ও ক্রিয়ার মধ্যে অনেকটা ঐক্য দেখা যায়। মানুষের চিত্তবৃত্তিই সাধারণতঃ নানা প্রকার বলিয়া তাঁহাদের লক্ষ্যও বিচিত্র। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন, এ বিশ্বস্থিত বিষয়সমূহ—সমস্তই ভোগের ইন্ধন স্বরূপ এবং তাঁহারাই ঐ সকলের ভোক্তা, ভগবান্ একজন থাকিলেও থাকিতে পারেন, তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ এখানে বড় একটা হইয়া উঠে না, যেটুকু হয়, তাহার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় এবং পরিণামে সে সুখও দুঃখেই রূপান্তরিত হইয়া যায়।

ইহাতে অপর কতকগুলি লোক চিন্তা করিলেন—গুণগত রাজ্যে যে সুখ, তাহা অত্যন্ত সংকীর্ণ; বস্তুতঃ এই জগৎ কেবল দুঃখময় এবং আমাদিগকে আপাত সুখের আশায় প্রলুব্ধ করিয়া পরিশেষে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করাইবার একটা কৌশলমাত্র; সুতরাং যদি কোন প্রকারে ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়, তাহা হইলে আর ঐ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, বরং ব্রহ্মানুভূতিরূপ অখণ্ড আনন্দ লাভ করা যায়। এইজন্য তাঁহারা জাগতিক সমস্ত দ্রব্যই দুঃখময় জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন এবং মায়া জয়ের জন্য শম দমাদি ইন্দ্রিয়নিরোধক প্রক্রিয়া সকল অবলম্বন করেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—ঐরূপ চেষ্টা সমস্তই পণ্ডশ্রম মাত্র—

> যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
> স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
>
> আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
> পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

আরোহবাদমূলে অতি কষ্টে পরম পদ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও মুক্তাভিমানী অভক্ত পতিত হইয়া যান ; শম, দম প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা যাঁহারা ভোগ-প্রবৃত্তি হইতে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা প্রায় সফলকাম হইতে পারেন না। এইজন্য পৃথিবীতে থাকা-কাল পর্য্যন্ত মানুষ যতই না কেন নিজেকে বিষয় হইতে পৃথক্ রাখিতে চান, বিষয়ের সংস্পর্শে তাঁহাকে অল্পাধিক পরিমাণেআসিতেই হয়। সাধন আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় গুলি প্রচুর পরিমাণে বিষয়ের আস্বাদন করিয়াছে, কাজেই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি রূপ, রস, প্রভৃতি বিষয় ভোগ করিয়া কিরূপ সুখানুভব করে, মনের মধ্যে তাহার একটা সংস্কার থাকিয়া যায়। কোনপ্রকারে একবার বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলেই সেই পূর্ব্ব স্মৃতি প্রবল হইয়া চিত্ত-বিক্ষোভ আনয়ন করে। এইজন্য সাধক বেশীদিন বিষয় সংস্পর্শে নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না, স্থূল ভোগে লিপ্ত হইয়া পড়েন। নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার ফলে চিত্তের একটা সাময়িক প্রশান্ততা আসিতে পারে। এই শান্ত অবস্থায় উপস্থিত হইলেই সাধারণতঃ জীব আপনাকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্তি তাঁহাদের হয় না—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

মুক্ত বলিয়া তাঁহারা অভিমানই করেন মাত্র, কিন্তু প্রচ্ছন্ন ভোক্তৃ অভিমান প্রবল থাকায় শীঘ্রই তাঁহাদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়া তাঁহাদিগকে অধঃপতিত হইতে হয়।

তৃতীয় প্রকার ব্যক্তিগণ মনে করেন—সত্যবস্তু মাত্র একটি, তাহা ব্রহ্ম ; কিন্তু সেই ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিশেষ এবং নিঃশক্তিক। এই জগৎটা বাস্তবিক স্বপ্নের ন্যায় অলীক, উহার কোন অস্তিত্ব নাই, জীব বস্তুতঃ ব্রহ্ম-স্বরূপ, সম্প্রতি মায়া-কবলিত হইয়া তাঁহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা জ্ঞানালোচনার দ্বারা মায়াবিমুক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু শাস্ত্র তাঁহাদের চেষ্টাকেও আদর করেন নাই—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

এই বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের বিফলতার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবই তাঁহাদের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ। সম্বন্ধজ্ঞান না থাকায় তাঁহাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহা ভ্রমপূর্ণ, তাঁহাদের সাধনও বৃথা ক্লেশ স্বীকারেই পর্য্যবসিত হয়।

জীব জড়াতীত বস্তু। সুতরাং জড় বিচারে আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত স্বরূপানুভূতি হয় না। জড়েন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক অভিজ্ঞতা হইতে যে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়, তাহা প্রাকৃত বিচার অতিক্রম করিতে পারে না। আবার অনেক সময় জড় জগতের সকল বস্তুই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগম্য, সান্ত এবং নশ্বর দেখিয়া জড় জগতের বিপরীত ভাব বিশিষ্ট বস্তুই ঈশ্বর, এইরূপ কল্পনা করা হয়। এই বিচারে পরতত্ত্ব নিরিন্দ্রিয় নির্ব্বিশেষ এইরূপ ধারণা ব্যতীত উপায় থাকে না। জগৎ বিচিত্রতাময়, এখানে শক্তিপরিণাম লক্ষিত হয়, এখানে পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের রস বিদ্যমান, সুতরাং ভগবান্ নিশ্চয়ই বিচিত্রতাশূন্য, ক্রিয়া বিহীন বস্তু হইবেন ; তাহা না হইলে জগৎ যেরূপ বস্তুতঃ মিথ্যা, ভগবান্ও তদ্রূপ হইয়া পড়িবেন, যদিও এই সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু নহে ; কারণ জাগতিক অভিজ্ঞতাই ইহার মূল, সুতরাং এই ধারণাও জড় বিচার হইতে মুক্ত নহে।

শ্রীগুরুকৃপায় প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান জীবহৃদয়ে স্ফূর্ত্তি-লাভ করে। তখন জীব নিজের স্বরূপ এবং ধর্ম্ম কি তাহা অবগত হইতে পারেন। জীব চিদ্‌বস্তু, তাঁহার ধর্ম্ম বা স্বভাব তাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় বস্তু বলিয়া প্রতীত করায়। জীব চিদ্‌বস্তু হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্রতা হেতু নিতান্ত দুর্ব্বল। এইজন্য তিনি স্বতন্ত্র-ভাবে থাকিতে পারেন না, কাহাকেও অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। মায়া ও কৃষ্ণ—এই দুয়ের মাঝখানে জীবের অবস্থিতি। ঐ স্থানটা জড় সবিশেষ ও চিদ্

সবিশেষ এই দুই রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। ইহা গুণ বিকার রহিত কোন প্রকার ক্রিয়াদি শূন্য এবং শান্ত ভাবাপন্ন একটি অবস্থা বিশেষ। জীব এখানে স্থির ভাবে থাকিতে পারেন না। এইজন্য প্রথমতঃ জীব স্বরূপতঃ অণুসচ্চিদানন্দ হওয়ায় বিচিত্রতার দিকে তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, দ্বিতীয়তঃ এইস্থানে আশ্রয়োপযোগী কোন অবলম্বন নাই। তৃতীয়তঃ জীবের যে স্বভাবগত বৃত্তি 'অনুরাগ', তাহার একটি মাত্র বিষয় থাকা প্রয়োজন, নতুবা উহার অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া পড়ে। এইজন্য জীব এই মধ্য প্রদেশে থাকিতে পারেন না। তাঁহার স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম তাঁহাকে মায়া অথবা বিভুচিৎ কৃষ্ণের দিকে গতি বিশিষ্ট করে। চিদ্‌রাজ্যে প্রবেশ করিলে অণুচিৎ জীব বিভুচিৎ কৃষ্ণের আশ্রয় লাভ করেন। তখন তাঁহার ধর্ম্ম স্বাভাবিক গতি বিশিষ্ট হয় ও তিনিও স্বরূপে অবস্থান করেন। মায়ার কবলে পতিত হইলে নানাপ্রকার জড় উপাধি দ্বারা আবৃত হইয়া পড়েন এবং নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করেন। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়েই জীব বুঝিতে পারেন—কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, জীব ভোক্তা নহেন ভোগ্য বস্তু, তবে জীব চেতনধর্ম্ম বিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কৃষ্ণকে সুখী করিয়া নিজেও সুখী হন। স্বতন্ত্রভাবে নিজ সুখবাঞ্ছা তাঁহার নাই বটে, কিন্তু কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন,—এই চিন্তাই তাঁহাকে সুখ প্রবাহে নিমজ্জিত করে। জীবের মধ্যে যে শাশ্বত রসাস্বাদন ক্ষমতা আছে, তাহার সার্থকতা জড় ভোগে নহে, পরন্তু সেবাসুখ আস্বাদনই তাহার চরম সার্থকতা।

আবার ভোক্তৃত্ব যেরূপ জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে, সেইরূপ এই জগৎ জীবের কারাগার অথবা জীবকে প্রলুব্ধ করিয়া অধিকতর ক্লেশ প্রদানের নিমিত্ত মরীচিকার ন্যায় ছলনাবিশেষ কিংবা এই জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা এই সকল পরিচয়ও বিশ্বের সম্যক্ পরিচয় নহে। ভোগ ভূমিকায় অবস্থিত থাকিয়া ভোক্তৃ অভিমানী মনের দাসত্ব করিতে করিতে যখন আমরা জগৎ দর্শন করি, তখন তাহাকে এইরূপ ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারি না। দেহ বা মনকেই 'আমি' বুদ্ধি করিয়া যেকাল পর্য্যন্ত জড়াভিনিবিষ্ট থাকি, সেকাল পর্য্যন্ত বিশ্বের সকল বস্তুকেই এই দেহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং ভোগ পিপাসু মনের ক্ষুধা মিটাইবার রসদ মনে করাই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃত সম্বন্ধ তত্ত্বের স্ফুরণ হইলে এই বিশ্বকে নিজের ভোগ্য না জানিয়া কৃষ্ণেরই ভোগ্য জানিতে পারি। যাহাকে ভোগোপকরণ বলিয়া জানিতাম, তাহাকেই কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জানিবার বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। বিশ্বের কোন বস্তুই তখন আর হৃদয়ে ভোগ লালসা জন্মাইয়া উন্নতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায় না, পরন্তু প্রত্যেক বস্তুই কৃষ্ণের সেবোপচার রূপে প্রতিভাত হইয়া জীবকে অনুকূল ভাবেই কৃষ্ণভজনে সহায়তা করে। স্বস্বরূপে অবস্থানকালে যে মনের দ্বারা চিন্তা করি; তাহা আত্মানুগত, তাহাই অভিন্ন-বৃন্দাবন। সেই ব্রজ ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া যে জগদ্দর্শন হয়, তাহা বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল এবং সেবার সহায়ক। তাহা জড় প্রতীতিযুক্ত মনের জগদ্দর্শন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

শ্রীগুরুকৃপা বলে ক্রমশঃ হৃদয় হইতে সকল অনর্থ দূর হইয়া জীব যখন সম্পূর্ণভাবে উপাধিমুক্ত হন, তখনই সম্বন্ধ জ্ঞানের সম্যক্ স্ফুরণ হয়। বিশ্ব তখন পূর্ণ সুখের আগার বলিয়া অনুমিত হয় এবং বিশ্বস্থিত কোন বস্তুকেই আর ভগবান্ হইতে পৃথক্-বিরুদ্ধধর্ম্ম বিশিষ্ট এরূপ মনে হয় না। প্রত্যেক পদার্থই কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্তরূপে—কৃষ্ণের লীলার সহায়করূপে প্রতীত হইয়া সর্বক্ষণ হৃদয়ে কৃষ্ণেরই স্ফূর্ত্তি করায়—

স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

তখন বিশ্বদর্শন হয় না, কৃষ্ণ বিরহ ব্যাকুল কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রসানুশীলনের ক্ষেত্র বলিয়া সর্ব্বত্র বাস্তব অনুভূতি হয়।

এইরূপ সম্বন্ধ তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করিলে জীবের চরম প্রয়োজন কি তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় এবং তখন তিনি যে সাধন অবলম্বন করেন, তাহাই সর্ব্বোত্তম সিদ্ধি লাভের উপায়।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার অনুবর্ত্তনে প্রতি দুই বৎসর অন্তর তৃতীয় বর্ষে নিয়মসেবাকালে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমণের মহান্ আদর্শ সংস্থাপনপূর্ব্বক গত ১৯৭৯ সনে শেষ পরিক্রমা করতঃ ভক্তবৃন্দকে বিরহসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া নিজ নিত্যধামে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত প্রেসিডেন্ট আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-বিহ্বল হৃদয়ে তন্মনোঽভীষ্ট পূরণদ্বারা তাঁহাকে সুখদানার্থ প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার দৈন্যার্ত্তিপূর্ণ সেবাচেষ্টা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করাইয়াছেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ কতিপয় ব্রহ্মচারী সেবকসহ তাঁহার সেবাকার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ও শ্রীল তীর্থ মহারাজসহ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদানপূর্ব্বক প্রায় প্রত্যহই বিভিন্ন স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, পাঠ ও বক্তৃতাদি দ্বারা বৈষ্ণবগণের প্রচুর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

আমরা গত ২১শে আশ্বিন (১৩৮৮), ইং ৮ই অক্টোবর (১৯৮১) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের শুভবিজয়া দশমী তিথিতে কলিকাতা হাওড়া ষ্টেশন হইতে বেলা ১০-১০ এর তুফান এক্সপ্রেসে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউর বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে মঠবাসি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ ভক্তবৃন্দ সহ গৃহস্থভক্ত প্রায় ১০০ মূর্ত্তি যাত্রী রিজার্ভ বগি যোগে শ্রীব্রজমণ্ডল যাত্রা করি। ট্রেণ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক জুয়াচোর চেকার সাজিয়া আমাদের আগরতলার যাত্রীদের মধ্যে এক সরল ভক্তের নিকট হইতে টিকেট চেক করিবার ছলনা দেখাইয়া ৯ খানি টিকেট লইয়া চম্পট দেয়। পরে প্রকৃত চেকার আসিয়া টিকেট চেক করিতে গেলে ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, কিন্তু তখন আর প্রতীকারের কোন উপায় পাওয়া গেল না। তবে চেকার মহাশয় অপহৃত টিকেট নম্বর মিল করিয়া দেখিয়া ঐ টিকেটের যাত্রিগণকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিনা টিকেটেই মথুরা পর্য্যন্ত যাইবার অনুমতি দেন। এই প্রকার জুয়াচোরের সংখ্যা বর্ত্তমানে খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছে। ১০ই নভেম্বর রিজার্ভ বগিতে প্রত্যাবর্ত্তনকালেও আমাদের ৬৬ জন যাত্রী ও ঐ বগির অন্যান্য যাত্রিগণের প্রতি কাণপুর ষ্টেশন হইতে একদল গুণ্ডা উঠিয়া বগির লাইট নিভাইয়া দিয়া নিরীহ যাত্রিগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ নীরব, শান্তিরক্ষকগণেরও কোন উচ্চবাচ্য নাই! ট্রেণ জার্ণি বিপজ্জনক। পথে ঘাটে প্রায় সর্ব্বত্রই পকেটমার, ছিনতাই, জোরজবরদস্তি করিয়া পরস্ব লুণ্ঠনাদি চলিতেছে। মানুষের জীবন আজ ঘরে বাহিরে—সর্ব্বত্রই বিপন্ন। 'কলিঘোরতিমির গরসল জগজন ধরম করম রহু দূর'! অশান্তির অনলশিখা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে! অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মানব-চিত্তই হা-হুতাশে পরিপূর্ণ, রোগ শোক জরা মৃত্যু ত' আছেই। দৈনন্দিন জীবনধারণোপযোগী আহার্য্য বস্তুর মূল্য, ঔষধ পথ্যের

ডাক্তার কবিরাজের ফি—অসম্ভব রূপে ক্রম বর্দ্ধমান। অন্নবস্ত্র সবই দুর্ম্মূল্য। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের মত পারমার্থিক জীবনও অধুনা নানা বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। সততা শঠতায় পরিণত! কলিকালুষ্যের উদ্দণ্ড তাণ্ডব নাট্য চলিতেছে—অপরং বা কিং ভবিষ্যতি! কলিযুগ-পাবনাবতারী করুণাময় ভগবান্ শ্রীগৌরহরির অহৈতুকী কৃপাই এক্ষণে আমাদের একমাত্র ভরসা।

যাহাহউক আমরা ভগবৎ কৃপায় ৯।১০ অপরাহ্ণে মথুরা ষ্টেশনে পৌঁছাই। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, তেজপুরের (আসাম) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-ভূষণ ভাগবত মহারাজ (ইনি কতিপয় পরিক্রমণেচ্ছু যাত্রিসহ তেজপুর হইতে আমাদের আগেই বরাবর মথুরা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন (গৌহাটী মঠের), ব্রহ্মচারী শ্রীনবীনকৃষ্ণ (শ্রীবৃন্দাবন মঠের) প্রভৃতি ভক্ত আমাদিগকে প্রসাদী মাল্যচন্দনাদি দ্বারা অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ বাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা বান-যোগে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই মথুরা সহরস্থ 'ভিবানী' ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হই। এইটিই আমাদের মথুরা ক্যাম্প। শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভ্রাতার সহিতও মথুরা ষ্টেশনে দেখা হয়। তিনিও আমাদের সহিত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমণেচ্ছু। রাত্রে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীযশোদানন্দন দাস, শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু ও তৎসহ আরও কয়েকজন পরিক্রমণেচ্ছু উৎকলবাসী বিশিষ্ট সজ্জন আসিয়া উপস্থিত হন। উদালা মঠাশ্রিত শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোপাল বাবু আসেন। বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ গতকল্য ও অদ্য (৯।১০) ট্রেণের মধ্যেই আমাদের নিয়মসেবার পাঠকীর্ত্তনাদি সমাধা করেন। আমাদের শ্রীগোকুল মহাবনস্থ মঠ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহ (ধাতুমূর্ত্তি), শ্রীশ্রীগিরিধারী ও শালগ্রাম, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তন্নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের আলেখ্যার্চ্চা আসিয়াছেন। ইঁহারাই আমাদিগকে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে তাঁহাদের অনুগমন সৌভাগ্য প্রদান করিবেন। প্রত্যেক ক্যাম্পেই একটি ঘর তাঁহাদিগের মন্দিররূপে ব্যবহৃত হয়, তথায় তাঁহাদের ত্রিসন্ধ্যা পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। পরিক্রমার যাত্রিগণ প্রত্যহ তাঁহাদের প্রসাদ সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরিক্রমাকালে ব্রহ্মচারী শ্রীগোলোকনাথ দাসের উপর শ্রীবিগ্রহগণের সেবাভার ন্যস্ত হয়। তিনি যথাবিধি অর্চ্চনাদি দ্বারা বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

১০।১০ তারিখে যথাবিধি সন্ধ্যারতির পর তুলসী আরাত্রিকাদি হইয়া গেলে সভার অধিবেশন হয়। নিয়মসেবার ষষ্ঠযাম কীর্ত্তনাদি হইয়া গেলে আচার্য্য শ্রীল তীর্থ মহারাজ বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বলেন, অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজের ভাষণ হয়। তৎপর ৭ম ও ৮ম যাম কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

আমাদের পরিক্রমার ক্যাম্প বা অবস্থানশিবির নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

১। মথুরা—৯।১০ হইতে ১৩।১০ তারিখ; ২। গোবর্দ্ধন—১৪।১০ হইতে ১৬।১০; ৩। কাম্যবন (বিমলাকুণ্ডতট)—১৭।১০ হইতে ২০।১০; ৪। বর্ষাণা—২১।১০ হইতে ২৩।১০; ৫। নন্দগাঁও (পাবনসরোবরতট)—২৪।১০ হইতে ২৬।১০; ৬। কোশি—২৭।১০ হইতে ২৯।১০; ৭। গোকুলমহাবন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩০।১০ হইতে ২।১১; ৮। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩।১১ হইতে ৯।১১ তারিখ পর্য্যন্ত।

আমরা প্রথম প্রথম পদব্রজেই সমগ্র ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করিয়াছি। বর্ত্তমানে অসমর্থ যাত্রিগণের শ্রম লাঘবার্থ শিবির হইতে শিবিরান্তরে যাইবার জন্য মোটরবাসের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য বাসের মধ্যেও অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন চলিতে থাকে।

পরিক্রমা আরম্ভের প্রথমদিকে যাত্রিসংখ্যা ২২০ মত ছিল, পরে ক্রমান্বয়ে বাড়িতে বাড়িতে ৩৫০ বা ৪০০ পর্য্যন্ত হইয়াছে।

বাংলা, বিহার, উৎকল, অন্ধ্রপ্রদেশ (হায়দরাবাদ প্রভৃতি), আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব

(চণ্ডীগড়, ভাটিণ্ডা প্রভৃতি), জম্মু প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বিভিন্ন ভাষাভাষী যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। আনন্দের বিষয় ইঁহাদের অধিকাংশই নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় শ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের শ্রীচরণাশ্রিত। অবশিষ্ট সজ্জনগণও আমাদের মঠের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা বিশিষ্ট।

১১।১০ তারিখ হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দসহ পরিক্রমার যাত্রিগণের সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা এক অপূর্ব্বদর্শন। পরিক্রমা যাত্রিশিবিরে ফিরিয়া আসিতে বেলা প্রায় ১২টা ১টা ২টাও হইয়া গিয়াছে। তখন প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতে হইত। কোন কোন দিন বৈকালেও পরিক্রমা থাকিত। সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রত্যহই অপতিতভাবে সভার অধিবেশন হইয়াছে। অষ্টকালীন নিয়মসেবার কীর্ত্তনাদিও যথানিয়মে চলিয়াছে। মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ ভাষণ দিয়াছেন। ভাষণ হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষায়ই হইয়াছে।

মধুবন, তালবন কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, ভদ্রবন, লোহবন, ভাণ্ডীরবন, গোকুলমহাবন, বৃন্দাবন, বিল্ববন,—এই দ্বাদশবন ও কয়েকটি উপবন কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করা হইয়াছে। তত্তৎস্থানের মাহাত্ম্যও বলিয়া দেওয়া হইত। যাত্রিগণের মধ্যে কতিপয় ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী যাত্রী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিবসে উৎসবাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন ঃ—

১। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাহা (তেজপুর, আসাম)—১৮।১০।৮১ কাম্যবনে।

২। শ্রীরবীন্দ্রকুমার মোদক (মধ্যপাড়া—তেজপুর)—১৯।১০।৮১ ঐ।

৩। শ্রীমতী আরতি চৌধুরী (C/o শ্রীশশাঙ্কশেখর চৌধুরী M. I E. Chief Engineer P, W. D. (R & B)—আনন্দনগর, Disput, S. Gauhati, Assam.—২১।১০।৮১ বর্ষাণায়।

৪। শ্রীমতী ডলী ধর (২।১৪ সহিদনগর, (ঢাকুরিয়া)—২৮।১০।৮১ নন্দগ্রামে।

৫। শ্রীমতী শান্তি চৌধুরী (C/o স্বর্গীয় বি, টি, চক্রবর্ত্তী—তেজপুর)—২৫।১০।৮১ নন্দীগ্রামে।

৬। শ্রীমতী বাসনা পাল (C/o শ্রীরমেশচন্দ্র পাল—তেজপুর)—২৬।১০।৮১ নন্দগ্রামে।

৭। শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার (১৫ ডি তেলীপাড়া লেন, ঢাকুরিয়া) ২৮।১০।৮১—অন্নকূট-মহোৎসব—কোশিতে।

৮। শ্রীজে সি ব্যানার্জী (১৪৯ নং গান্ধীকলোনী, টালীগঞ্জ)—২৯।১০।৮১ কোশিতে।

৯। শ্রীজীবকৃষ্ণ দাস (গোয়ালপাড়া), শ্রীমতী কাদম্বিনী চক্রবর্ত্তী (গৌহাটী), শ্রীমতী হাসিরাণী দে (গৌহাটী), শ্রীমতী হরিদাসী পাল (তেজপুর), শ্রীদয়ালদাস ও শ্রীসনিয়া রামদাস (গোয়ালপাড়া) সকলে মিলিয়া উৎসবানুষ্ঠান—গোকুল মহাবনে।

১০। শ্রীমতী পদ্মাবতী বেহেল (C/o Late Manoharlal Behel, Vill. & P. o. Jhalda, Dt. Purulia)—২।১১।৮১ গোকুলমহাবনে।

১১। শ্রীমতী প্রেমবিনোদী পাল ও শ্যামলী পাল—তেজপুর (দ্বাদশী পারণের ব্যয়ভার বহন)—৯।১১।৮১ শ্রীবৃন্দাবনে।

১২। শ্রীসুবোধ চন্দ্র রায় (করিমগঞ্জ)—৪।১১।৮১ শ্রীবৃন্দাবনে।

১৩। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বণিক (আগরতলা)—৬।১১।৮১ ঐ।

১৪। শ্রীভূপেন্দ্র নাথ পাল — ঐ — ৯।১১।৮১ শ্রীবৃন্দাবনে।

১৫। শ্রীসজ্জনানন্দ দাস প্রমুখ কতিপয় সজ্জন বিভিন্ন উৎসবের আনুকূল্য বিধান করেন।

৮।১১—২২শে কার্ত্তিক রবিবার শ্রীউত্থান একাদশী তিথিতে অস্মদীয় পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামিপাদের তিরোভাবতিথিপূজা ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-

দয়িত মাধব গোস্বামিপাদের আবির্ভাবতিথিপূজা-মহোৎসব এবং পরদিবস ৯।১১ তারিখে নিয়মভঙ্গ মহোৎসব শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। এই ৯।১১ তারিখেই একটি পার্টি বাসযোগে দিল্লী ও তথা হইতে দেরাদুন যাত্রা করেন। ২৬শে কার্ত্তিক, ১২।১১ বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা শুভবাসরে দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-রাধারমণজিউ শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠামহোৎসব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। ১৩।১১ হইতে ১৬।১১ দিবসচতুষ্টয় প্রত্যহ সন্ধ্যায় তথায় ধর্ম্মসভার হইয়াছে। অধিবেশন উক্ত দেরাদুন মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাদির বিশেষ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।]

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজের

শ্রীগোবর্দ্ধনপাদমূলে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাবাসরে শ্রীব্রজরজঃ প্রাপ্তি

সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজনীয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিমহারাজের অন্যতম প্রিয় শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ গত ১৫ই দামোদর (৪৯৫), ১১ই কার্ত্তিক (১৩৮৮) ইং ২৮শে অক্টোবর (১৯৮১) বুধবার শুক্লপ্রতিপৎ প্রাতে শ্রীশ্রীগিরিরাজগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীশ্রীঅন্নকূটমহামহোৎসব শুভবাসরে পূর্ব্বাহ্ণ ৬॥ ঘটিকা — ৭ ঘটিকায় সাক্ষাৎ শ্রীগিরিরাজ পাদমূলে দানঘাটী পুছরীমার্গস্থ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সার্থক তাঁহার জন্ম, সার্থক তাঁহার সদ্গুরু চরণাশ্রয়, সার্থক তাঁহার হরি গুরু-বৈষ্ণবসেবা নিষ্ঠা, সার্থক তাঁহার গুরুদত্ত সাধন-ভজননিষ্ঠা, সার্থক তাঁহার ব্রজবাসাকাঙ্ক্ষা, সার্থক তাঁহার গিরিরাজ গোবর্দ্ধনানুরক্তি! গিরিরাজ তাঁহার পূজাদিনে পূজা কালেই তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার অর্চ্চনসিদ্ধি প্রদান করিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি তাঁহার পাদমূলে তাঁহার ভক্তকে চিরাশ্রয়—চিরবাসস্থান দিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপট প্রীতি থাকিলেই সদ্গুরু-কৃপাবলে নিষ্কপট সচ্ছিষ্য এই প্রকার দিব্য গতি লাভেরই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। শ্রীগুরুচরণান্তিকে তাঁহার ব্রজধামে বাস, বিশেষ করিয়া পরমকরুণাময় শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পাদমূলে বাস করিবার ঐকান্তিকী প্রার্থনা ছিল, তাই গুরু কৃপায় তিনি শ্রীগোবর্দ্ধন-পদকল্পতরুমূলে চিরাশ্রয় লাভ করিলেন। বড় সরল বৈষ্ণব ছিলেন তিনি। তাঁহার অকস্মাৎ মহাপ্রয়াণে শ্রীমঠের সকল বৈষ্ণবই আজ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। কৃষ্ণভক্ত বিরহ-দুঃখ হইতে গুরুতর দুঃখ আর কিছুই নাই। তবে এই নিদারুণ দুঃখ মধ্যেও তাঁহার দিব গতি-স্মৃতিই আমাদের তাপিত হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনা।

আমাদের এই শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে তিনি কায়মনোবাক্যে নানাপ্রকার সেবা-চেষ্টা দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রচুর প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর হইতেই তাঁহার বুকখানি যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, রক্তের চাপও খুবই বৃদ্ধি পায়। এবার এই অবস্থায়ও তিনি যথাসাধ্য সেবাচেষ্টা দ্বারা সতীর্থগণের আনন্দ বিধান করিয়াছেন। প্রত্যেকবারেই তিনি তাঁহার

শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমার সকল যাত্রীকেই মধ্যাহ্নে নানাবিধবিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ দিতেন। এবারও ঐরূপ প্রসাদ দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সর্ব্বোপরি তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য ও অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ায় পরিক্রমার যাত্রিগণের প্রত্যাবর্ত্তনে অনেক রাত্রি হইয়া পড়ে ইত্যাদি চিন্তা করিয়া পরিক্রমার ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদনে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করা হয়, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকায় অগত্যা তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করা হয়। আমরা গত ১৫।১০।৮১ (বাংলা ২৮শে আশ্বিন, ১৩৮৮) বৃহস্পতিবার 'মৈনা' ধর্ম্মশালা ক্যাম্প হইতে বাহির হইয়া উদ্ধবকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, শ্রীকুসুমসরোবর নারদকুণ্ড ও দানঘাটী প্রভৃতি পরিক্রমণান্তে মধ্যাহ্নে সেবাশ্রমে উপস্থিত হই। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই, তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। শ্রীমদ্ বাসুদেবদাস ব্রহ্মচারী বড়) প্রভুর সহিত কথাপ্রসঙ্গে তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহার আয়ুষ্কালের অল্পতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ বাসুদেবপ্রভু তাঁহার ও তাঁহার শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহগণের ফটো তুলিয়া রাখিয়াছেন। তখন কে জানিত যে আর তাঁহাকে ইহজগতে পাওয়া যাইবে না। তাঁহার ফটোটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার আশ্রমে পরিক্রমার যাত্রী আমরা প্রায় ৩০০ মূর্ত্তি চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বিচিত্র প্রসাদ পাইয়া পুনরায় শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমায় বাহির হই। পুছরী পরিক্রমণান্তে আমরা রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকায় মৈনা ধর্ম্মশালা ক্যাম্পে উপস্থিত হই। শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের শ্রীগৌড়ীয়-সেবাশ্রমের সহিত শ্রীব্রজবাসীর সেবার জন্য 'শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী দাতব্যচিকিৎসালয়' (**U. P. Govt. Regd. Trust No. 2356, Danghati Puchhuri-marga, P. O. Gobardhan, Dt. Mathura, U. P.**) নামক একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ও সংশ্লিষ্ট আছে।

মহারাজ শিলিগুড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন—তাঁহার টিকেট পর্য্যন্ত ক্রয় করা হইয়াছিল। শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভুকে পত্র ও ফটো প্রভৃতি পাঠাইবার জন্য ঠিকানাও দিয়া গিয়াছিলেন—C/o শ্রীকামাখ্যা সান্যাল, দেশবন্ধু পার্ক, পোঃ শিলিগুড়ী, দার্জ্জিলিং! কিন্তু হায় আর তাঁহাকে সেখানে যাইতে হইল না, একেবারে শ্রীগোবর্দ্ধনকল্পপাদপতলেই তিনি চির বিজয় করিলেন!
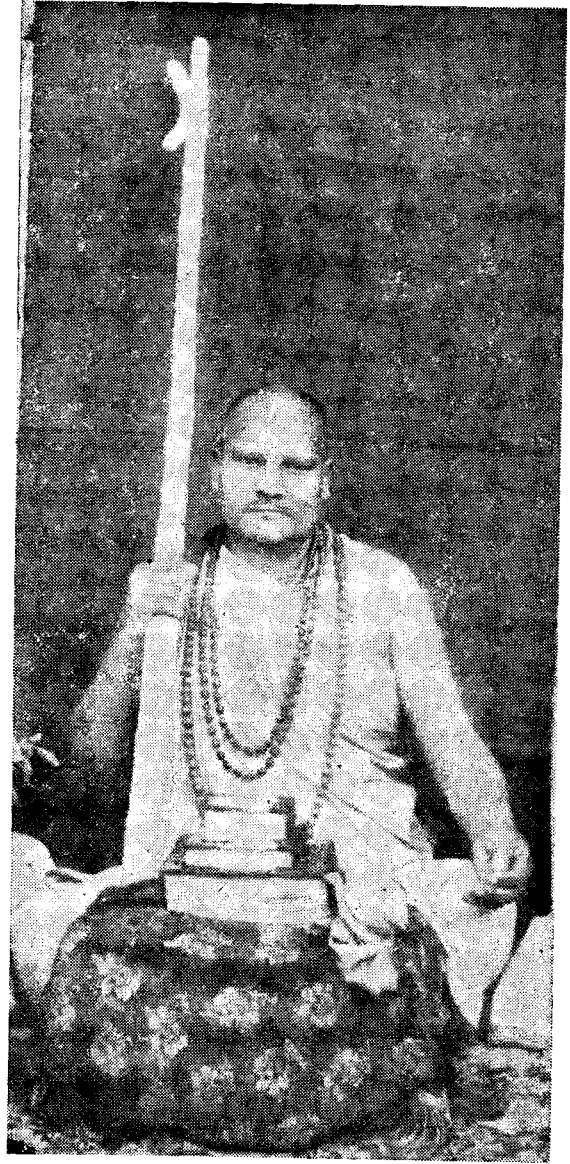
শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের পূর্ব্বাশ্রম ছিল—গ্রাম রামজা কেটামণি, পোঃ তিলার, জিলা—কাষ্টপাথারা, নেপাল—৩নং ওয়ার্ড। তিনি ক্ষত্রিয়কুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

পিতার নাম—শ্রীদলে বাহাদুর, তাঁহার নাম ছিল শ্রীদুর্গা বাহাদুর। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে তিনি শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও মন্ত্র দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন—বাং ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩, ইং ৪।৬।৪৬। তখন দীক্ষার নাম হইয়াছিল—শ্রীদীনবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী। দীক্ষিতের ক্রমিক নম্বর ছিল তৎকালে ১০০তম সংখ্যা। পরে পূজ্যপাদ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—৩রা চৈত্র ১৩৭১ (১৭ই মার্চ্চ, ১৯৬৫) বুধবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরাবির্ভাবপৌর্ণমাসী বাসরে—সকাল ১০টার পর; সন্ন্যাসনাম হইয়াছিল—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ।

অপ্রকট দিবসের পূর্ব্বরাত্রেও অত্যন্ত উল্লসিত চিত্তে তিনি শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আনন্দ বিধানার্থ রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত বাজী পোড়াইয়াছেন। অপ্রকট দিবস প্রত্যূষে পূজারী সেবককে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারতির জন্য উঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অকস্মাৎ দেহরক্ষার সংবাদ পাইবা মাত্রই শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে পূজনীয় শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজীকে সঙ্গে লইয়া ট্যাক্সিযোগে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা পার্টির কোসি ক্যাম্পে গমন করেন; তথা হইতে পূজনীয় শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশবদাস ব্রহ্মচারী, বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে আসেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও শ্রীমৎ কৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারীজীও কোসি ক্যাম্প হইতে বাসযোগে উক্ত সেবাশ্রমে উপনীত হন। পূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজ সসঙ্ঘে প্রায় ৯॥ টা ১০ টায় উপস্থিত হইয়া শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের সমাধিখননাদি কার্য্য আরম্ভ করান। ইত্যবসরে তাঁহার শ্রীঅঙ্গকে সংকীর্ত্তনমুখে মানসী গঙ্গা পরিক্রমা করাইয়া সমাধিস্থলে আনা এবং ঘৃত ম্রক্ষণান্তে স্নান করাইয়া শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের সংস্কারদীপিকার বিধানানুযায়ী শ্রীঅঙ্গের সমাধি-প্রদান-কার্য্য সম্পাদন করা হয়। শ্রীপাদ ইন্দুপতিপ্রভু ও শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজই শাস্ত্র বিধানানুসারে সমাধি সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন। বেলা প্রায় ৪॥ টায় সমাধিপ্রদান কার্য্য সমাপ্ত হইলে সন্ধ্যা ৬টার বাসে শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীল ভারতী মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ কোসি ক্যাম্পে ফিরিয়া আসেন। সমাধি প্রদানকালে পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের শিষ্য শ্রীমৎ শ্যামানন্দ বন মহারাজ, শ্রীব্রজরজঃ প্রাপ্ত সতীর্থ শ্রীপাদ মথুরানাথ বাবাজী মহারাজের শিষ্যদ্বয়, শ্রীমদ্ দীনদয়াল দাস বাবাজী, শ্রীমৎ তীর্থপদ দাস প্রমুখ বৈষ্ণবগণ উপস্থিত ছিলেন।

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনরূপে 'আমি শৈল' 'আমি শৈল' বলিতে বলিতে বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রজবাসীর প্রদত্ত দূরস্থ ও নিকটস্থ সকল নৈবেদ্য সাক্ষাদ্ভাবে ভোজন করতঃ শ্রীগিরিরাজকে নিজাভিন্ন কলেবর বলিয়া জানাইয়াছিলেন, আবার স্বয়ং শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনীও যে গিরিরাজকে 'হরিদাসবর্য্য' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, একাধারে কৃষ্ণকাষ্ণ মিলিততনু যে শ্রীগিরিরাজ শ্রীরূপসনাতন-শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামিপ্রমুখ গৌরপার্ষদগণের জীবাতু-স্বরূপ, সেই শ্রীগিরিরাজ-পাদমূলে চিরাশ্রিত ভক্তপ্রবর—শ্রীগৌরকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিপাদের শ্রীচরণাশ্রিত স্বধামগত স্নিগ্ধশিষ্যবর শ্রীল পর্ব্বত মহারাজ শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে নিত্যকাল সপরিকর শ্রীগিরিরাজের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করতঃ তাঁহার নিত্যানন্দ বর্দ্ধন করুন, তাঁহার তুষ্টিতেই জগতের তুষ্টি সম্পাদিত হউক, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা
ও
শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলি ঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা ঃ—নদীয়া

২৬ কেশব, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ ;
২১ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ ; ৭ ডিসেম্বর, ১৯৮১

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির (গভর্ণিং বডির) পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও অত্র শ্রীমঠে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ বুধবার হইতে ১ বিষ্ণু, ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ ও ২৯ গোবিন্দ, ২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ এবং তৎপরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবৃন্দ পরমোৎসাহিত হইবেন। ইতি—

নিবেদক
গভর্ণিং বডি পক্ষে—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারী সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা .৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ২.০০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ২.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১২.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.৫০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা-সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান:— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা পৌষ ১৩৮৮

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৮৮

২১শ বর্ষ } ২০ নারায়ণ, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮১ { ১১শ সংখ্যা

বিবাদময় কলিযুগে শ্রীনামগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীগুরুদেবের বাক্যে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া যে সকল ব্যক্তি স্বীয় অধিকারের বিপর্য্যয় করেন, তাঁহারা কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের অধিকার লাভ করেন না। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"—এই শ্রুতিবাক্য সমর্থন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে আনুগত্য সূত্রে তাঁহার গুরুর আদেশ পালন না করিয়া নিরন্তর নামসংকীর্ত্তন বন্ধ করেন নাই। তাদৃশ কৃষ্ণনামপ্রভুর কীর্ত্তন স্বয়ং ইচ্ছা-শক্তি পরিচালন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে নৃত্য ও গান করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনামকে জড়পদার্থ-জ্ঞানে অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করেন নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যবশে কৃষ্ণনামকে তাহাদের ক্রীড়া-পুত্তলী-জ্ঞানে শ্রীনামসেবার পরিবর্ত্তে নামের প্রভু হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে গমন করে, তাহারা ভজনের পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলভোগবশে পিত্তবৃদ্ধি করাইয়া শারীরিক অস্বাস্থ্য আনয়ন করে মাত্র।

আমি হিতাহিত-বিবেকহীন মূর্খ; বেদান্তের শুদ্ধ অর্থ অন্বেষণ করিতে গিয়া, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথিত মায়াবাদ-কুতর্ক আসিয়া পাছে আমার নৈসর্গিক ভজন-বৃত্তি বিনষ্ট করে—এই আশঙ্কায় আমার শাঙ্কর-ব্যাখ্যা-যুক্ত বেদান্তে অধিকার নাই জানিয়া কৃষ্ণমন্ত্রজপদ্বারাই সংসারের অনর্থনিবৃত্ত হইয়া মুক্তকুলের উপাস্য কৃষ্ণনাম গ্রহণ করি এবং তৎফলে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়। বিবাদময় কলিকালে নামগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। এই সকল আজ্ঞা শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া নামগ্রহণফলে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলাম। পরে পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি যে, চতুর্ব্বর্গফলাকাঙ্ক্ষি-গণের ক্ষুদ্র আশা অপেক্ষা পরমোপাদেয় পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমাধিকার লাভ হইলে জীবের যে কল্যাণ হয়, তাহার তুলনা নাই। জাতপ্রেম ব্যক্তি স্বভাবক্রমে লোকলজ্জা উপেক্ষা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, রোদন, গান ও নর্ত্তন প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহাকেই 'ভাগবতজীবন' বলিয়া জানিয়াছি। কৃত্রিম-ভাবে কাপট্যের আশ্রয়ে আমি কোন কার্য্য করি

নাই। গুরুদেবের বাক্যে দৃঢ়শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকি। শ্রীনামই আমাকে কৌপীন-ধারী বৈদান্তিকগণের গাম্ভীর্য্যের প্রতিপক্ষে গায়ক ও নর্ত্তক করিয়া তুলিয়াছে। **ইহাতে আমার নিজের** কার্য্যকারকতা অর্থাৎ স্বতঃকর্ত্তৃত্ব বা প্রেরণা অল্পই—সবই শ্রীনামপ্রভুর কৃপা।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(বিশ্বমঙ্গল)

প্রশ্ন—জগতের প্রকৃত মঙ্গল কিরূপে হইবে? শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আন্তরিক বিশ্বমঙ্গল-কামনা কি ধারণাতীত নহে?

উত্তর—"সংসারের স্থুল উন্নতি বা অবনতির বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু সংসারগত জীবাত্ম-নিচয়ের পরমার্থতত্ত্বে উন্নতি-সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ ব্যস্ত; এমত কি, সমস্ত জীবনসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতৃগণের আত্মোন্নতি-সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত থাকি। পতিত ভ্রাতাদিগকে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করা বৈষ্ণবদিগের প্রধান কর্ম্ম। বৈষ্ণব-সংসার যত প্রবল হইবে, ক্ষুদ্রাশয়গ্রস্ত পাষণ্ড-সংসার ততই হ্রাস পাইবে,—ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিকী গতি। সেই অনন্তরূপি-পরমেশ্বরের প্রতি **সর্ব্বজীবের প্রীতিস্রোতঃ প্রবাহিত হউক, পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক, ঈশ্বরাভিমুখ লোক-দিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক, কোমল-শ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্ব-প্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন, মধ্যমাধিকারী মহাত্মগণ সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন, সমস্ত জগৎ হরি-সংকীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হউক।"**

—'উপক্রমণিকা' কৃঃ সং

প্রঃ—বিশ্বের সর্ব্বত্র হরিসংকীর্ত্তন-প্রচার ও শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-পূরণে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল না কি?

উঃ—"আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ নিজ-নিজ-নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম উল্লেখপূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে! আহা! যেদিন একদিক্ হইতে বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল 'জয় শ্রীশচীনন্দন কী জয়' এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রসারিত-বাহু হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন, হে আর্য্যভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে এবং সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে দিন কবে হইবে!

—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়', সঃ তোঃ ৪।৩

প্রঃ—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি সমগ্র বৈষ্ণব-জগৎ ও সজ্জনবৃন্দকে বিশ্বের সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম-প্রচারে আহ্বান করেন নাই?

উঃ—"হে শুদ্ধভক্তবৃন্দ! শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম জগজ্জীবের পরম ধন। যে-সকল ধর্ম্ম আজ-কাল ধূমধামের সহিত দেশে-দেশে প্রচারিত হইতেছে,

সে সমস্তই সদোষ ও অসম্পূর্ণ। যখন সেই-সমস্ত ধর্ম্ম কুণ্ঠিত হইয়া নিজ-নিজ-দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত হইবে এবং পরমধর্ম্ম অগ্রসর হইয়া সকল দেশে ব্যাপ্ত হইবে, সেই সুখজনক সময় আমাদের আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন **সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া শ্রীনাম-হট্টের পুষ্টি করুন।** ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গভক্ত-ব্রাজকবিপণী মহোদয়গণ শুদ্ধনামের পসরা মস্তকে করিয়া আমাদের হৃদয়নাথ শ্রীগৌরাঙ্গকে ও তাঁহার জগৎপাবন হরিনামকে প্রচার করুন।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ

প্রঃ—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনামহট্টের কার্য্য কি ভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উহার কিরূপ ভবিষ্যৎ-সাফল্য কামনা করিয়াছিলেন ?

উঃ—"শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমন্নবদ্বীপধামান্তর্গত গোদ্রুমক্ষেত্রই ঐ হাটের মূল স্থান। তথায় কতিপয় শুদ্ধহরিনাম-পরায়ণ বৈষ্ণব নামহট্টের কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। * * * যাঁহারা কোন গণ্ডগ্রামে বা নগরে এক একটি প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করতঃ নাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের 'দোকানদার' বা 'বিপণিপতি'। যাঁহারা নামের পসরা লইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের নামই 'পসারী' বা 'ব্রাজকবিপণী'। গোদ্রুমকল্পাটবীতে কতকগুলি কর্ম্মচারীর নাম প্রকাশিত হইয়াছে। * * * জগজ্জনতারণ **শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গপ্রভু** বোধ হয়, **পুনরায় স্বীয় প্রচারিত শুদ্ধনাম জগৎকে দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন।** আমাদের **এরূপ আশা হইতেছে যে, অতিঅল্প কালের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আম্লেচ্ছ পৃথিবীকে পবিত্র করিবে।"**

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পত্রে উপদেশ

(৫০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
১৬।১০।৭২

স্নেহভাজনেষু—

শ্রী * * মহারাজ, তোমার ১৩।১০।৭২ তারিখের পত্র সন্ধ্যায় এইমাত্র পাইলাম।

মঠের কোন সেবকের কখনও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হইলে উহা মঠ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলে মঠ কর্ত্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করত তাহার বা তাহাদিগের সংশোধনের জন্য উপদেশ করেন। উহাতেও যদি কাহারো সংশোধন না হয়, তবে মঠ হইতে তাহাকে বা তাহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। জনসাধারণ, বিশেষতঃ উগ্রপ্রকৃতির যুবক যাহারা, যাহারা নিজেরাই উচ্ছৃঙ্খল, তাহারা অন্যের কি মঙ্গল বা উপকার করিতে পারিবে ? তাহাদের স্বভাব রজস্তমোগুণের, সুতরাং তাহারা উহারই খেলা দেখাইতে পারে। নিজের বা অন্যের উপকার তাহাদের দ্বারা হয় না। হিংসা পরায়ণ ব্যক্তি কখনও অন্যের উপকারের কল্পনাও করিতে পারে না। সজ্জনগণ অন্যের উপকার করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। পরপীড়নেই যাহাদের সুখ হয়, তাহারা

শোচ্য ব্যক্তি সন্দেহ নাই। করুণাময় শ্রীহরি তাহাদের সুবুদ্ধি প্রদান করুন এবং বাস্তব মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই তাঁহার কৃপাশক্তির নিকট প্রার্থনা করি। সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

* * *

(৫১)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ-২
অন্ধ্রপ্রদেশ
২২।১২।৬৬

স্নেহভাজনেষু,

শ্রী * * দাস, তোমার ১৪।১২।৬৬ তারিখের পত্র অদ্য পাইলাম।

সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য লোভ করিও না। উহা অধিক সুখকর নয়। সামান্য ইন্দ্রিয় সুখের লালসায় বহুপ্রকারের ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিবে। অনর্থগ্রস্ত বিষয়ীদের পাল্লায় পড়িলে বিষয়মোহ হইতে উদ্ধার পাওয়া বড়ই কঠিন হয়।

দেহটা যদি নিজের স্বরূপ না হয়, তবে দেহের সঙ্গে সম্বন্ধটা নিজের স্বরূপের সঙ্গে সম্বন্ধ নয়। দেহ নশ্বর ও কামাদি হইতেই সাধারণতঃ উৎপন্ন। তজ্জন্য দেহসম্বন্ধীয় ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যও নশ্বর বা কামাদি সম্বন্ধীয়। এই নশ্বর দেহাদি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যদি কেহ নিত্যানন্দ স্বরূপ ও অবিনশ্বর বা নিত্যসুখময় অবস্থালাভের বা শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে পারে, তবেই কি বুদ্ধিমত্তা হইবে না? দুঃখপ্রদ মাত্র নয়, সুনিশ্চিত ক্লেশদ ব্যাপারের জন্য যত্ন করা শ্রেয়ঃ মনে করি না বা তাহা বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় নয়। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র লাভ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উৎকট ধর্ম্মানুরক্তির জন্যই পাণ্ডবগণকে অসীম দুঃখ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে হইতেছে, ইহা কাপুরুষতা মাত্র ইত্যাদি বলিয়া অসহিষ্ণু ও ক্ষুব্ধচিত্তে নানা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন স্থির ধীরবুদ্ধি যুধিষ্ঠির কহিতে লাগিলেন—"উত্তমরূপে মন্ত্রণা ও বিচারপূর্ব্বক বিক্রম প্রয়োগেই মানুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, দৈবও তাহাতে অনুকূল হন। কেবল শারীর বলদর্পে উন্মত্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সাফল্য লাভে কখনই নিঃসংশয় হওয়া যায় না। ভ্রাতৃবৃন্দসহ দুর্য্যোধন খুবই দুর্দ্ধর্ষ এবং অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত। বিশেষতঃ আমরা দিগ্‌বিজয়কালে যে সমস্ত রাজাকে উৎপীড়িত করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ পক্ষপাতহীন হইলেও অন্নদাতা

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তাঁহারা সকলেই কৌরবদের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প। সর্ব্ব অস্ত্র বিশারদ অভেদ্যকবচধারী কর্ণও কৌরবপক্ষ সমর্থক। এই সকল মহামহা বীরপুরুষকে জয় না করিয়া তোমরা দুর্য্যোধনকে জয় করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।"

অগ্রজ যুধিষ্ঠির-বাক্য শ্রবণে ভীম বিষণ্ণবদনে নীরব হইয়া রহিলেন। এমন সময়ে মহাযোগী ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে অন্তরালে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে 'প্রতিস্মৃতি' নামক বিদ্যা দান করিয়া কহিলেন, "এই বিদ্যাপ্রভাবে অর্জ্জুন কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিবে, দিব্য অস্ত্র লাভার্থ অর্জ্জুন ইন্দ্র, রুদ্র, বরুণ, কুবের ও যমরাজের নিকট যাউক, তোমরাও এই বন ত্যাগ করিয়া অন্য বনে গমন কর, একস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করা উচিত নহে।" ইহা বলিয়া ব্যাস অন্তর্হিত হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রতিস্মৃতি মন্ত্র লাভ করিয়া অমাত্য ও অনুচরগণসহ কাম্যকবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় কিয়ৎকাল পরে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন—"ভ্রাতঃ ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-কর্ণ অশ্বত্থামাদি ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ বীরশ্রেষ্ঠগণকে দুর্য্যোধন যথাযোগ্য সম্মানাদি দানে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার পক্ষভুক্ত করিয়াছে। সুতরাং বীরভোগ্যা বসুন্ধরা এখন তাহার বশে। তুমি আমাদের প্রিয় এবং তোমার উপরই আমাদের জীবন মরণ রাজ্য ঐশ্বর্য্য সুখ দুঃখ—সকলই নির্ভর করিতেছে। আমি শ্রীব্যাসদেবের নিকট একটি দিব্যমন্ত্র লাভ করিয়াছি, তাহা শিক্ষা করতঃ তুমি উত্তর দিকে গিয়া কঠোর তপস্যা কর। সমস্ত দিব্যাস্ত্র দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আছে, তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদনপূর্ব্বক সেই সকল অস্ত্র লাভ কর।"

অর্জ্জুন অগ্রজ-সমীপে মন্ত্র লাভ করতঃ তদ্বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে প্রণামান্তে উত্তরাখণ্ডে যাত্রা করিলেন। ক্রমে হিমালয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বত পার হইয়া অর্জ্জুন ইন্দ্রকীল নামক একটি পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট এক জটাজুটধারী দিব্যদর্শন তপস্বীর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তপস্বী প্রথমে কিছুক্ষণ আত্মগোপন করিলেও পরে অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনিই দেবরাজ ইন্দ্র। দেবরাজ অর্জ্জুনকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার তপস্যার সিদ্ধিস্বরূপ স্বর্গ প্রার্থনা করিতে বলিলেও অর্জ্জুন ভ্রাতৃবৃন্দকে নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে বনে ফেলিয়া রাখিয়া নিজে স্বর্গসুখ ভোগ করিবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা অন্তরের অন্তস্তলেও পোষণ করিলেন না। তিনি দেবরাজের নিকট দিব্যাস্ত্র প্রার্থী হইলেন। দেবরাজ তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—'বৎস! তুমি যখন ত্রিলোচন শূলপাণি শঙ্করের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, তখনই তোমাকে সমস্ত দিব্য অস্ত্র দান করিব।' ইন্দ্র ইহা বলিয়াই অদৃশ্য হইলেন।

অর্জ্জুন এক গহন অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আকাশে শঙ্খ ও দিব্য বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তথায় অর্জ্জুন শ্রীশঙ্করের কৃপা লাভার্থ কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষিগণ কৃপাপরবশ হইয়া আশুতোষ শ্রীভগবান্ মহাদেবকে অর্জ্জুনের তপস্যার কথা জানাইলেন। শ্রীহরপার্ব্বতী কিরাতদম্পতিবেশে অর্জ্জুনকে দর্শন দিলেন। এই সময়ে মূক নামক এক দৈত্য বরাহ রূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইল। অর্জ্জুন তাহাকে শরাঘাত করিতে গেলে কিরাতরূপী শঙ্কর কহিলেন—এই বরাহকে হননের সঙ্কল্প আমিই প্রথমে করিয়াছি, সুতরাং আমিই প্রথমে ইহাকে শরবিদ্ধ করিব, তুমি শর নিক্ষেপ করিও না। অর্জ্জুন কিরাতের নিষেধবাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। উভয়ে একসঙ্গে সমকালেই শর যোজনা করিলেন। দুই শর একই সময়ে বরাহরূপী দানবের দেহ বিদ্ধ করিল। দানব বিকটাকৃতি ধারণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অর্জ্জুন কিরাতকে সহাস্যে কহিলেন, 'তুমি পাহাড় পর্ব্বতে থাক, মৃগয়ার নিয়ম কিছুই জান না। আমার শিকারকে তুমি কেন বাণবিদ্ধ করিলে? সেজন্য আমি তোমাকে বধ করিব।' পিনাকপাণি ('পিনাক' বলিতে ধনুও হয়, ত্রিশূলও

হয়) কিরাতও হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—'আমরা এই বনে থাকি, তুমি ভয় পাইও না, এই নির্জ্জন অরণ্যে তুমি কেন আসিয়াছ?' অর্জ্জুন কহিলেন—'তুমি বলদর্পে নিজের দোষ কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিতেছ না। আজ আমার হস্তে তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই।' অর্জ্জুন কিরাত-গাত্রে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিরাত-রূপী শঙ্কর পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল। বাণ বর্ষণ করিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না দেখিয়া অর্জ্জুন ধনুর্গুণদ্বারা কিরাতকে আকর্ষণ করিয়া মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। কিরাত অর্জ্জুনের ধনুঃ কাড়িয়া লইলেন। অর্জ্জুন কিরাতের মস্তকে খড়্গাঘাত করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় খড়্গ লাফাইয়া উঠিল। অর্জ্জুন বৃক্ষ ও শিলা দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাও ব্যর্থ হইল। তখন উভয়ে ঘোর মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মুষ্টিযুদ্ধ করিতে করিতে কিরাত একবার অর্জ্জুনকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলে অর্জ্জুনের শ্বাস রুদ্ধ হইল, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অর্জ্জুন চেতনা পাইয়া শ্রীশঙ্করের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সবিস্ময়ে দেখিলেন তাঁহার নিবেদিত পুষ্প-মাল্যাদি সমস্তই কিরাতের মস্তকে লগ্ন হইতেছে। তখন অর্জ্জুন বুঝিলেন, কিরাতরূপে স্বয়ং শঙ্করই তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। অর্জ্জুন তাঁহার চরণে ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় পতিত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। আশুতোষ ভোলা-নাথ তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—'অর্জ্জুন, তুমি পূর্ব্বজন্মে বদরিকাশ্রমে নারায়ণসখা নররূপে দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলে, তুমি তোমার নিজ তেজেই জগৎ রক্ষা করিতেছ, এক্ষণে তুমি তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।' অর্জ্জুন তাঁহার 'পাশুপত' নামক মহাস্ত্র প্রার্থনা করিলে করুণাময় শ্রীশঙ্কর তাঁহার স্বীয় পাশুপত অস্ত্রের দ্বিতীয় প্রকাশ অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়া তাঁহার প্রয়োগ ও প্রত্যাহার বিধি সমস্তই অর্জ্জুনকে শিখাইয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহার বরাভয়প্রদ শ্রীহস্তে অর্জ্জুনের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহার সকল ব্যথা দূর করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে স্বর্গে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। বদরিকাশ্রমে শ্রীনরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনেরই অংশস্বরূপ। অর্জ্জুনকে কৃপা করিয়া শ্রীশঙ্কর শ্রীউমাসহ কৈলাসে প্রস্থান করিলেন। শ্রীশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। কৃষ্ণভক্তপ্রতি তাঁহার বড়ই স্নেহ। শ্রীভাগবত ৪র্থ স্কন্ধে মহারাজ বর্হিষদ—বেদিষদ বা প্রাচীনবর্হির পুত্র দশপ্রচেতাকে পথিমধ্যে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন—

যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীব সংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে॥

—ভাঃ ৪।২৪।২৮

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা গুহ্যাদপি গুহ্যস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরণে অনন্য-ভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়।"

[শ্রীস্বামিটীকা—"রহসঃ সূক্ষ্মাৎ ত্রিগুণাৎ প্রধানাৎ জীবসংজ্ঞিতাৎ পুরুষাচ্চ পরং প্রকৃতিপুরুষয়োর্নিয়ন্তার-মিত্যর্থঃ।"

শ্রীচক্রবর্ত্তিটীকা—"ত্রিগুণান্মায়াশক্তেঃ জীবসংজ্ঞিতাৎ জীবশক্তেশ্চ রহঃ সর্ব্বদুর্লক্ষ্যাৎ যৎ নির্গুণং ব্রহ্ম তস্মাদপি পরং 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইতি গীতাভ্যঃ।"]

শ্রীঅর্জ্জুন কৃষ্ণপ্রিয়, এজন্য কৃষ্ণভক্ত শিবেরও তিনি অত্যন্ত প্রিয়, তাই 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' শিব তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজ অস্ত্র কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যার্থ প্রদান করিলেন!

এইরূপে শ্রীশিবকৃপাপ্রাপ্ত অর্জ্জুনকে কৃপা করিবার জন্য বরুণ, কুবের, যম এবং ইন্দ্রাণীসহ স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনসমীপে আবির্ভূত হইলেন। যম তাঁহার দণ্ড, বরুণ তাঁহার পাশ এবং কুবের তাঁহার অন্তর্দ্ধান অস্ত্র অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্র কহিলেন—অর্জ্জুন, তুমি যে মহৎকার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য তোমাকে দেবলোকে যাইতে হইবে, তথায় তোমাকে দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রদান করিব। ইহা বলিয়া দেবগণ প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে তৎসারথী

মাতলি ইন্দ্রের রথ লইয়া অর্জ্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মাতলি অর্জ্জুনকে কহিলেন 'বীরবর, দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ আপনাকে দর্শন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আপনি শীঘ্র এই রথে আরোহণ করুন।' অর্জ্জুন গঙ্গাস্নানান্তে আহ্নিক জপ পিতৃতর্পণ ও হিমালয়ের স্তবস্তুতি প্রভৃতি করিয়া রথে উঠিলেন। রথ অমরাবতীতে উপস্থিত হইলে গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধপুরুষ ও মহর্ষিগণ হৃষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অর্জ্জুন সকলকেই যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে পরম স্নেহভরে আলিঙ্গন করতঃ নিজ সিংহাসনে বসাইলেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ মধুর স্বরে গান এবং উর্ব্বশী ঘৃতাচী রম্ভা মেনকা প্রভৃতি অপ্সরোবৃন্দ নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর দেবগণ সসম্মানে অর্জ্জুনকে ইন্দ্রভবনে লইয়া গেলেন। অর্জ্জুন ইন্দ্রসমীপে বিবিধ অস্ত্র শিক্ষা করিতে করিতে পাঁচ বৎসর মহাসুখে সেই ইন্দ্রপুরীতে বাস করিলেন। ইন্দ্রাদেশে অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন সমীপে নৃত্যগীতবাদ্যও শিক্ষা করিলেন। আরও একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিল। ইন্দ্র চিত্রসেনদ্বারা উর্ব্বশীকে অর্জ্জুনের সঙ্গলাভের জন্য প্রেরণ করিলে অর্জ্জুন উর্ব্বশীকে মাতৃবুদ্ধিতে তচ্চরণে প্রণত হইলেন। পুরুরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ুঃ জন্মগ্রহণ করেন। এই আয়ুরই প্রপৌত্র পুরু। তাই অর্জ্জুন উর্ব্বশীকে বলিয়াছিলেন—আপনি পুরুবংশের জননী, অতএব আমারও পরম পূজ্যা। কিন্তু জড়কামার্ত্তা উর্ব্বশী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া অর্জ্জুনকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন—'পার্থ, তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ করিলে না। এজন্য আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, তুমি নপুংসক নর্ত্তক হইয়া স্ত্রীগণের মধ্যে বিচরণ করিবে।' উর্ব্বশী অপূর্ণ মনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে ইন্দ্র উর্ব্বশীর অর্জ্জুন সমীপে গমন ও তৎপ্রতি অভিশাপবার্ত্তা শ্রবণ করতঃ অর্জ্জুনের স্থৈর্য্য ধৈর্য্য দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন — "বৎস অর্জ্জুন, তুমি ভীত হইও না। উর্ব্বশীর এই অভিশাপ এবং গন্ধর্ব্বরাজের নিকট তোমার নৃত্যগীতবাদ্যাদি শিক্ষা—এতদুভয়ই তোমাদের একবৎসর অজ্ঞাতবাস-কালে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে। তৎকালে তুমি একবৎসর নপুংসক নর্ত্তক হইয়া থাকিবে, পরে পুরুষত্ব পাইবে।" তাই বিরাট্‌গৃহে অর্জ্জুন বৃহন্নলা হইয়া বিরাট্‌রাজনন্দিনীকে নৃত্যগীতকলা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মঙ্গলময় শ্রীহরির সকল কার্য্যই আমাদের মঙ্গলোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়া গিয়াছেন যে,—"কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাবাঘিনী ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব। সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত, সংসার তথায় পায় পরাভব।" কিন্তু কি করিয়া ঐ মহাভয়ঙ্কর বিঘ্নত্রয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরীর বিষ্ঠা,
জাননা কি তাহা মায়ার বৈভব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥"

অর্থাৎ কনক কামিনীকে কৃষ্ণভোগ্য সম্পৎ বলিয়া বিচার করিলে এবং নিজেকে কৃষ্ণদাসানুদাস রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই জীবন কৃষ্ণকার্ষ্ণ কৈঙ্কর্য্যময় হইয়া প্রকৃত বৈষ্ণবদাসানুদাস হইবার সৌভাগ্য লাভ করে। অর্জ্জুন শ্রীইন্দ্রসমীপে বহু দিব্যাস্ত্র, তাহার প্রয়োগ ও উপসংহার বিদ্যাসহ প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃবৃন্দ-সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পঞ্চপাণ্ডব প্রত্যেকেই দেবতার অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির কুন্তীগর্ভে ধর্ম্মরাজ যমের ঔরসে, ভীম কুন্তীগর্ভে পবনদেবের ঔরসে, অর্জ্জুন কুন্তীগর্ভে ইন্দ্রদেবতার ঔরসে এবং নকুল সহদেব মাদ্রীগর্ভে স্বর্গীয় বৈদ্য যমজ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবীর পিতা যদুবংশীয় শূর-

সেন। পিতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন পৃথা। রাজা কুন্তীভোজের নিকট পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি পরে কুন্তী নামে পরিচিতা হন। একসময়ে মহর্ষি দুর্ব্বাসা নরপতি কুন্তীভোজের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন। সেই সময়ে কুন্তীদেবীর সেবায় তিনি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে, তিনি যে দেবতাকে আহ্বান করিবেন, সেই দেবতার প্রভাবে তিনি পুত্র লাভ করিবেন। কুমারী অবস্থায় তিনি সূর্য্যদেবকে স্মরণ করেন। তাহাতে সূর্য্যের ঔরসে কর্ণের জন্ম হয়। কুন্তীদেবী গোপনে তাঁহাকে সিন্দুকে করিয়া অশ্বনদীর জলে ভাসাইয়া দেন। দৈবক্রমে সূত অধিরথ তাঁহাকে পাইয়া পত্নী রাধাকে দেন। রাধা তাঁহাকে লালন পালন করেন। এজন্য তিনি সূতপুত্র বা রাধেয় নামে অভিহিত হইতেন। পরে তিনি পাণ্ডুপত্নী হন। পাণ্ডুর ইচ্ছানুসারে তিনি যম, পবন ও ইন্দ্র হইতে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হন। পৃথা-গর্ভ-প্রসূত বলিয়া তিনপুত্রই 'পার্থ' হইলেও 'পার্থ' বলিতে বিশেষভাবে অর্জ্জুনকেই বুঝাইয়া থাকে। যাহা হউক পঞ্চপাণ্ডব দেবাংশভূত এবং বিশেষতঃ স্বয়ং শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র বলিয়া অমিত শক্তি লাভ করেন। কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র বলিয়া কৃষ্ণভক্ত দেবগণেরও তাঁহারা সাতিশয় প্রিয়পাত্র। এজন্য স্বর্গে ইন্দ্র নিজপুত্র অর্জ্জুনকে কৃপা করিয়া সকল দিব্যাস্ত্রই প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবত বলেন—

> যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
> সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
> হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
> মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
>
> —ভাঃ ৫।১৮।১২

অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলা ভক্তি, সমস্ত গুণসহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরি-ভক্তিবিহীন, তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্গুণসকল অসম্ভব।"

কৃষ্ণকৃপা বলেই কৃষ্ণভক্ত পার্থ অনায়াসেই দুর্জ্জয় কামাদি রিপুজয়ের অত্যদ্ভুত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

> "কিবা সে করিতে পারে কামক্রোধ সাধকেরে
> যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।"

শ্রীকৃষ্ণভক্তই যথার্থ সাধু।

সেই — "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

শ্রীধ্রুবের তপস্যায় সিদ্ধিলাভ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ]

শ্রীহরি শুদ্ধ আম্নায় বা সদ্গুরু-পারম্পর্য্য-সেবন-লভ্য। বিষয়াভিলাষই ধ্রুবের তপস্যার হেতু; মধ্যপথে গুরুপাদপদ্ম শ্রীনারদের সংযোগে ধ্রুব তাঁহার অভিলষিত সিদ্ধিরূপ শ্রীহরির সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ছত্রিশসহস্র বৎসরকাল রাজ্যভোগ ও তদন্তে সাক্ষাদ্বৈকুণ্ঠতুল্য নিত্য ধ্রুবলোকে স্থান লাভ করিয়াও তাঁহার সকাম উপাসনার জন্য তিনি অত্যন্ত লজ্জিত, অনুতপ্ত ও অপ্রসন্নচিত্ত।

আদি মন্বন্তরের কথা। মনুবংশাবতংস উত্তান-পাদ-নন্দন ধ্রুব। শৈশবের কোন একটী দিবসে পুত্রের স্বাভাবিক দাবীতে ধ্রুব পিতৃক্রোড়ে আরোহণ করিতে গেলে বিমাতা কনিষ্ঠা রাজ-মহিষী সুরুচি দেবী তাহাকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করেন এবং পিতৃক্রোড় হইতে বঞ্চিত করেন। স্ত্রৈণ পিতা তাহাতে নিশ্চেষ্ট থাকেন। জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী ধ্রুব-জননী সুনীতি দেবী আনুপূর্ব্বিক ঘটনা শ্রবণে মনোদুঃখে

ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং পুত্রসহ বহুক্ষণ রোদন করেন। অতঃপর দুঃখকে কোনপ্রকারে চাপিয়া সুনীতি দেবী পুত্র ধ্রুবকে উপদেশ করিলেন—"হে পুত্র! তোমার পিতামহ মনু যাঁহার কৃপায় মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, প্রপিতামহ ব্রহ্মা যাঁহার কৃপায় ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তুমিও সেই সর্ব্বকামদ শ্রীহরির আরাধনা কর। শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইলে তোমার সকল অভিলাষই পূর্ণ হইবে।" ধ্রুবও তচ্ছ্রবণানন্তর বুদ্ধিদ্বারা মনকে ধৈর্য্যযুক্ত করিয়া মাতার উপদেসারে নিশার শেষভাগে শুভক্ষণে পিতার অজ্ঞাতসারে অভিলষিত সিদ্ধি-প্রদাতা শ্রীহরির অন্বেষণে যাত্রা করিলেন। প্রভাতে রাজ-অন্তঃপুরবাসী সকলে ধ্রুবকে দেখিতে না পাইয়া 'হা হুতাশ' করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহাকে তখন আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। রাজা উত্তানপাদ ইহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং সমূহ রাজপরিবারে শোকের ছায়া পড়িয়া গেল।

জগদ্গুরু দেবর্ষি শ্রীনারদ ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে মহারাজ উত্তানপাদের রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক পুরোবাসিগণ-মুখে ধ্রুবের আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা শ্রবণানন্তর তাঁহাকে অন্বেষণার্থ সত্বরই সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিকটেই নিবিড় বন। ধ্রুব ইতিমধ্যে সেই বনে শ্রীহরি অন্বেষণে প্রবেশ করিয়াছেন; সরল শিশুমতি, মাতৃক্রোড়েই সর্ব্বদা লালিত পালিত, জননীর দৃষ্টির অন্তরালে এপর্য্যন্ত কোথায়ও কখনও অবস্থান করেন নাই। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্পাদি বন্য পশু প্রাণী সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণাই তাঁহার নাই। শ্রীহরি কি বস্তু, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত। কেবল ইহাই মাত্র শ্রুত যে, শ্রীহরি সকলের সকল কামনা-বাসনাই পূর্ণ করেন। গভীর বনমধ্যে যে বস্তুই তাঁহার স্পর্শের মধ্যে আসিতেছে, তাহাকেই তিনি হরি স্মৃতিতে আলিঙ্গন করিতেছেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। শ্রীনারদ অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় পৌঁছিলেন। তিনি ধ্রুবকে বিবিধ প্রকারে পরীক্ষা করতঃ তাঁহার নিষ্ঠা ও শ্রীভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভের জন্য দৃঢ়তাদি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে দ্বাদশাক্ষর শ্রীবাসুদেবমন্ত্র প্রদানান্তর উহার জপের নিয়মাবলী উপদেশ করিলেন এবং পরম পবিত্র মাথুর মণ্ডলে যমুনা-সন্নিহিত শ্রীহরিচরণচিহ্নাঙ্কিত পবিত্র মধুবনে গমনপূর্ব্বক তথায় শ্রীহরির আরাধনার জন্য উপদেশ করিলেন। শ্রীধ্রুবও শ্রীগুরুআজ্ঞা শিরে ধারণ করতঃ শ্রীগুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া পবিত্র শ্রীমধুবনে গমন করিলেন। অতঃপর দেবর্ষি শ্রীনারদও শ্রীউত্তানপাদের রাজপ্রাসাদে গমন করিয়া—'শ্রীহরির অন্বেষণে গেলে কাহারও কোন বিপর্য্যয় হয় না',—ইহা দৃঢ়তার সহিত পুত্রশোককাতর রাজা ও পরিজনবর্গকে উপদেশ করিলেন।

কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ছয়মাস মধ্যেই ধ্রুব তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি তুচ্ছ বিষয় পাইবার আশায় তপস্যায় রত হইয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হইলেন। ধ্রুবের এখন পিতৃ-সিংহাসন পাওয়ার আশা তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু শ্রীহরির ইচ্ছাক্রমে তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলেরও সর্ব্বোপরিস্থ স্থান ধ্রুবলোক লাভ করিলেন। ইঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া সমুদয় জ্যোতিষ্কমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন। এমনকি ধ্রুব, শ্রীহরি কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠ-লোক-প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিও লাভ করিলেন; কিন্তু পূর্ব্ব বিষয়-স্মৃতি অর্থাৎ উচ্চস্থানাভিলাষজনিত খেদ তাঁহার চিত্তকে বড়ই অনুতপ্ত করিয়া তুলিল। ধ্রুব সদৈন্যে অনুতাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

"সমাধিনা নৈকভবেন যৎপদং
বিদুঃ সনন্দাদয় ঊর্দ্ধরেতসঃ।
মাসৈরহং ষড়্ভিরমুষ্য পাদয়ো-
শ্ছায়ামুপেত্যাপগতঃ পৃথঙ্মতিঃ॥"

(ভাঃ ৪।৯।৩০)

[অর্থাৎ -'অহো কি কষ্ট! সনন্দনাদি ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ বহুজন্মের অভ্যস্ত সুপক্ক-সমাধিদ্বারা যে পদ জানিতে পারিয়াছেন, আমি মাত্র ছয় মাসের মধ্যে

সেই পাদপদ্মছায়া প্রাপ্ত হইয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ সেই পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনরায় সংসারে নিমগ্ন হইলাম!"]

"অতএব মাং স্বসঙ্গেন প্রভুঃ স্বধাম নানৈষীদিতি ভাবঃ" (বিশ্বনাথ টীঃ)

অর্থাৎ এইজন্যই প্রভু আমাকে নিজসঙ্গে নিজ ধামে লইতে ইচ্ছা করিলেন না! ইত্যাদি। কিন্তু তথাপি—

"কাম লাগি, কৃষ্ণে ভজে,
পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি' দাস' হৈতে,
হয় অভিলাষে॥"

(চৈঃ চঃ ম ২২।৪১)

শ্রীভগবদ্ভক্তি লাভে জীব কৃতকৃতার্থ হইলে ভগবদিতর কোন কামনা বাসনা আর তাঁহাকে কখনও ক্লিষ্ট করিতে পারে না। ইহাই শ্রীধ্রুব-চরিত্রের সুমহান্ শিক্ষা।

দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধা-রাধারমণ-শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

গত ১ কেশব (৪৯৫ গৌরাব্দ), ২৬ কার্ত্তিক (১৩৮৮ বঙ্গাব্দ), ১২ নভেম্বর (১৯৮১ খৃষ্টাব্দ) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণপ্রতিপৎ তিথিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা শুভবাসরে (গতকল্য পূর্ণিমা চতুর্দ্দশীবিদ্ধা থাকায় বৈষ্ণব স্মৃতিবিধানানুসারে পূর্ণিমার কৃত্যসমূহ অদ্যই করণীয় হইয়াছে) উত্তর প্রদেশের ডিষ্ট্রিকট্ টাউন ডেরাডুন ১৮৭ ডি-এল্ রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্বাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে সাত্বতস্মৃতিবিধানানুসারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধা-রাধারমণ শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-মহোৎসব এবং পূর্ব্বদিবস ২৫শে কার্ত্তিক সন্ধ্যারাত্রিকের পর অধিবাসকৃত্যাদিও বিশেষ সাবধানতার সহিত সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ উক্ত উভয়দিবসীয় কৃত্যানুষ্ঠানে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক সম্পাদন করিয়াছেন — স্বয়ং শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতেই প্রতিষ্ঠাকৃত্যের শুভারম্ভ হয়।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমণান্তে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ৯ই নভেম্বর নিয়মভঙ্গ-মহোৎসব দিবস অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীমৎ লক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ তারকদাস ব্রহ্মচারী বাসযোগে দিল্লী, তথা হইতে ট্রেণযোগে ১০।১১ তারিখে সকালে ডেরাডুন মঠে উপস্থিত হন। উক্ত ১০।১১ তারিখে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমৎ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমদ্ ভূধারী দাস ব্রহ্মচারী উক্ত শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ মঠ হইতে মথুরা ও দিল্লী ষ্টেশন হইয়া মুসৌরী এক্স্প্রেস্ যোগে ১১।১১ তারিখে বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় দেরাডুন পৌঁছান। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীপাদ হরিচরণ দাসাধিকারী ······ (আসাম), শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ কৃষ্ণরঞ্জন দাস বনচারী, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীমৎ কর্ম্মেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ বাসুদেব দাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীমদ্ বাসুদেব দাস (রায়), শ্রীমন্ নন্দসূনু দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগরাজ ক্ষেমজী ও তাঁহার মাতা, শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ও তাঁহার আত্মীয়-

গণ উক্ত ১০।১১ তারিখে শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রাতঃ ৫॥ ঘটিকায় বাসযোগে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮ ঘটিকায় ডেরাডুন মঠে উপস্থিত হন। উপরিউক্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বনচারী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দ ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ তথা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজও শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাকালে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীপাদ জগমোহন দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে ডেরাডুন মঠে স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলেও তাঁহারই বিশেষ উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ডেরাডুন মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শুনা যায় দ্রোণাচার্য্যেরতপস্যাস্থান বলিয়া দ্রোণের ডেরা বা স্থানই ডেরাডুন। ইহা Sea Level হইতে প্রায় সাড়ে চারি সহস্র ফিট উচ্চ পার্ব্বত্য স্থান। এখানে ইক্ষু ধান্য গম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'ডেরাডুন রাইস্' বা চাউলের খুব প্রসিদ্ধি আছে। স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর। বহু বাঙ্গালী এখানে স্থায়িভাবে বসবাস করেন।

ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিপাদের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া এখানকার স্থানীয় বহু সজ্জন তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা হরিকথামৃতপানের সুযোগ দানার্থ পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহাদের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া এখানে গত ১৯৭৭ সালে ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে এই মঠটি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তখন মঠে ছোটবিগ্রহ ছিলেন, তাঁহাদের সেবা করিতেন—শ্রীবীরচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী। এক গৃহস্থ ভাড়াটিয়া ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান সরকারের ভাড়াটিয়া আইনের সুযোগ লইয়া জোর জবরদস্তি করতঃ সমস্ত বাড়ীটি দখল করিবার চেষ্টায় ছিলেন। মঠসেবকগণকে তাঁহারা অমানুষিকভাবে উৎপীড়ন করিয়াছেন। পরিশেষে বর্ত্তমান মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীর অচলা গুরুভক্তি অদম্য অধ্যবসায় ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সহিষ্ণুতা-বলে, কঠোর পরিশ্রমে, ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের হস্তে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও নির্য্যাতন মঠবাসি সেবকগণসহ অপরিসীম সহিষ্ণুতাগুণে অম্লানবদনে সহ্য করিয়া তাঁহাদের কবল হইতে শ্রীমঠের মর্য্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ করেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের একান্ত প্রসন্নতাক্রমেই মঠটির উদ্ধারকার্য্য সম্ভব হইয়াছে। এতদিন তথায় বড়বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই গত ১২।১১।৮১ তারিখে মহাসমারোহে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। শ্রীবিগ্রহও অতীব মনোহর ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক হইয়াছেন। স্থানীয় ভক্তবৃন্দের ত' উল্লাসের সীমাই নাই, পরন্তু দর্শক মাত্রই তৎপ্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারিতেছেন না। শ্রীমঠে ত্রিসন্ধ্যা অবাধে—নিঃসঙ্কোচে পাঠকীর্ত্তন সেবাপূজাদি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এক্ষণে শ্রীমঠের আকাশ বাতাস কৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহলমুখরিত। ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহ দেবই কৃষ্ণকীর্ত্তনের সকল বাধা দূর করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গল বিগ্রহ দান করিয়াছেন—ভক্তবর শ্রীমুরারিমোহন দাসজী, শ্রীরাধারাণীর বিগ্রহদাতা—ভক্তবর শ্রীকৃপারাম শর্ম্মাজী। শ্রীরাধারমণ বিগ্রহদাতা—ভক্তবর শ্রীমহেঙ্গারাম দাসজী। সিংহাসন দান করিয়াছেন—বোম্বাই কাটপিস্‌ওয়ালী—শ্রীমতী প্রকাশবতী। ইঁহারা সকলেই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

মহোৎসবের সেবানুকূল্য সংগ্রহে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন — শ্রীসুন্দর দাসজী। এতদ্ব্যতীত উৎসবের অন্যান্য বিভিন্ন ব্যাপারে প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াবাচা সহায়তা করিয়াছেন—শ্রীপ্রেমদাসজী, শ্রীতুলসী দাসজী, শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসজী, শ্রীজ্যোতিপ্রসাদজী, শ্রীভবানী দত্তজী, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসজী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসজী, শ্রীকৃষ্ণসিংহজী, শ্রীকৃষ্ণদত্তজী, শ্রীমেঙ্গারামজী (শ্রীমহেশ্বরপ্রসাদ দাসাধিকারীজী) প্রমুখ ভক্তবৃন্দ।

দেরাডুন মঠের মঠরক্ষক—শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

এবং অন্যান্য সেবক—শ্রীমদ্ বিভুচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ রাধাকান্ত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ গোকুলদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণের সর্ব্বতোমুখী সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্যা।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আসিয়া উৎসবের সেবানুকূল্য সংগ্রহ ও অন্যান্য সেবাকার্য্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ মুখ্যভাবে সহায়তা পান ডেরাডুনবাসী শ্রীমৎ সুন্দরদাসজীর নিকট হইতে।

গৃহস্থ বৃদ্ধভক্ত শ্রীরামচন্দ্র চতুর্ব্বেদী মহোদয় প্রতিষ্ঠা-কালে তাঁহার পূজিত শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও শ্রীশালগ্রাম শিলা দিয়া সহায়তা করিয়াছেন।

গৃহস্থ ভক্তবর শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারীজী (শ্রীদেও-য়ানচাঁদ উপ্পল) উৎসবকালে বাসনপত্রাদিদ্বারা অনেক সহায়তা করিয়াছেন। আরও অনেক ভক্ত অনেক প্রকারে সেবানুকূল্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সকলের নিকটই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গত ১৪ নভেম্বর শনিবার বেলা প্রায় ৩ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রথারোহণে নগর ভ্রমণে বহির্গত হন। ডেরাডুনসহরের প্রধান প্রধান রাস্তা বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ ভ্রমণ করা হয়। শ্রীল আচার্য্য দেব সংকীর্ত্তনমণ্ডলীসহ রথের পশ্চাদ্ ভাগে এবং আর একদল ভক্ত রথের অগ্রভাগে নর্ত্তন কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রথ নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৩।১১, ১৪।১১ ও ১৫।১১ — দিবসত্রয়ই প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমঠের মধ্যে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপতলে সভার অধিবেশন হইয়াছে। তিনদিনই পৌরোহিত্য করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। ১৩।১১ তারিখে প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করিয়া-ছিলেন—শ্রীজয়প্রকাশ গৌড়—প্রফেসর আইন বিভাগ—, D. A. V. College, ডেরাডুন ; ১৪।১১ তারিখে প্রধান অতিথি ছিলেন—প্রফেসর জি, পি, শুক্ল (ডেরাডুন ডি-এ-ভি (পি, জি) কলেজের হিন্দী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক); ১৫।১১ তারিখে প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন — শ্রীসর্দ্দারীলাল ওবরই (Oboroi)। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যথা-ক্রমে (১) অশান্ত জগতে শান্তিলাভের পথ, (২) শ্রীবিগ্রহ পূজার আবশ্যকতা এবং (৩) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম ও হরিনাম সংকীর্ত্তন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহই হিন্দী ভাষায় ভাষণ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্ম-চারীজী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও উক্ত নির্ব্বাচিত বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন দিবসে ভাষণ দান করেন। দারুণ ঠাণ্ডার মধ্যেও শ্রোতৃসমাবেশ ভালই হইয়াছে।

১২।১১ ও ১৬।১১ তারিখেও সন্ধ্যায় সভার অধি-বেশন হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাদিবস ১২।১১ তারিখে সমবেত সহস্রাধিক ভক্ত নরনারীকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। চন্দ্রাতপতলে জল পড়া সত্ত্বেও ভক্তবৃন্দ পরমানন্দ-সহকারে প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। কাহারও মুখে কোন বিরক্তির ভাব নাই। আমরা তাঁহাদের মহা-প্রসাদ সেবায় আদর লক্ষ্য করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব— এই চারিটি বস্তুতে স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস হয় না।

কার্ত্তিক মাসেই ডেরাডুনে বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করা হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহা ত আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। মুসৌরি পাহাড় নিকটে, তথায় বরফ পড়ে। ডেরাডুনের নিকটেই সহস্রধারা দর্শন করিলাম। অনেকগুলি প্রস্রবণ আছে। তন্মধ্যে একটি গন্ধক প্রস্রবণও আছে। উহার জলে অনেকেই স্নান করেন। স্নানের ব্যবস্থাও আছে। জলটি নাকি খুব হজমেরও সহায়তা করে। দৃশ্যটি খুব মনোরম! বাসে যাইতে হয়। হরিদ্বার হৃষীকেশও নিকটে, নিম্নস্তরে।

নিত্যধামে শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভু গত ১৩ দামোদর (৪৯৫ গৌরাব্দ), ৯ কার্ত্তিক (১৩৮৮ বঙ্গাব্দ) ইং ২৬।১০।১৯৮১ সোমবার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী (রা ১১।১৬) তিথিতে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কলিকাতা বরাহনগরস্থ ১।এ।১ বনওয়ারীলাল ঢোল লেনস্থ বাসাবাটীতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে স্বীয় সাধনোচিত নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি ইং ১৯০২ সালে এবং বাং ১৩০৯ সালে কার্ত্তিক মাসে রাজসাহী জেলায় পরম শুভদায়িনী বহুলাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল—শ্রীকেদারনাথ ভাদুড়ী। তিনি খুব অল্প বয়সেই পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় পরমোৎসাহে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার শ্রীগুরুদত্ত নাম হইয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম স্বীকার করেন। মঠজীবনে তিনি ঐকান্তিকী নিষ্ঠাসহকারে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ স্নেহভাজন হন। মঠবাসী বৈষ্ণবগণ সকলেই তাঁহাকে খুব ভাল বাসিতেন। তাঁহার অটুট স্বাস্থ্য ও শারীর বল দর্শনে প্রীত হইয়া সতীর্থগণ তাঁহাকে 'বৃকোদর' বলিয়া ডাকিতেন। ১৯২৫ সালের প্রথমে শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাকালে সেবাকার্য্যে তিনি অত্যদ্ভুত উদ্যম ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নন্দসূনুপ্রভু (পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ), প্যারীমোহন প্রভু (স্বধামপ্রাপ্ত), হৃদয়গোবিন্দ প্রভু (স্বধামগত), যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী প্রভু (স্বধামগত) প্রমুখ মঠসেবকগণ তাঁহার সমসাময়িক। শ্রীপাদ বন মহারাজের সহিত তাঁহার খুব হৃদ্যতা ছিল। শুনিয়াছি পূজ্যপাদ বন মহারাজ তাঁহার এক বৎসরের জ্যেষ্ঠ। তাঁহার সহিত নানাস্থানে ভ্রমণ করতঃ তাঁহার প্রচার কার্য্যেও তিনি নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি—পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত কভূর মঠের প্রাগবস্থায় তাঁহাকে তালপাতার ঘরে বাস করিয়া শূকর ও বিষাক্ত সর্পাদির উপদ্রব হইতেও বিশেষ সাবধান হইতে হইয়াছে। ইং ১৯৩০ সালে ১ নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড হইতে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ মন্দিরে প্রবেশের পর এবং অন্যান্য সময়েও তিনি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সহিত থাকিয়া তাঁহার প্রচার কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিনিলয় গিরি মহারাজও তৎকালে তাঁহাদের সাহচর্য্য করিয়াছেন। ইং ১৯২৭ ও বাং ১৩৩৪ সালে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভারত ভ্রমণ কালে এবং ইং ১৯৩২ ও বাং ১৩৩৯ সালে অক্টোবর মাসে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে তিনি নানাসেবাকার্য্যদ্বারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর কৃপাভাজন হইয়াছেন। উক্ত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজ (তৎকালে শ্রীল হয়গ্রীবদাস ব্রহ্মচারী) ও তিনি Advance partyতে (অগ্রগামী দলে) থাকিয়া বহু দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্য সম্পাদন করিতেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মোটর বা বাষ্পীয় যান পরিচালন-সেবাকার্য্যেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সেবাকার্য্যে শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণপ্রভু (পরে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ—অধুনা নিত্যধামপ্রাপ্ত) এবং শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কারুকোবিদ প্রভুও যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের সহিত থাকিয়াও তিনি তাঁহার প্রচারকার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

হিন্দী উৎকল তামিল ও তেলেগু ভাষায় তিনি

বেশ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। অন্যের কথা বলিবার ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া তিনি সকলকেই হাসাইতেন। প্রেসের কার্য্য অতি অল্পসময়ের মধ্যে শিখিয়া ফেলায় প্রভুপাদ তাঁহাকে দিয়া প্রেসের ম্যানেজারীও করাইয়াছেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাকালে কিয়দ্দিবস শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী পালা করিয়া অহোরাত্র শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে শ্রীপ্রণবানন্দের পালার পর নিশান্তকালে ইঁহারই পালার সময় শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন।

ইঁহার ইংরাজী ও বাংলা উভয় হাতের লেখাই অতি সুন্দর ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ে তাঁহাকে দিয়া পত্রাদি লেখাইতেন। এইরূপে তিনি বহু গুণে গুণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন জ্ঞানীগুণী ভক্ত-সঙ্গ বঞ্চিত হইয়া মঠসেবকগণ সকলেই বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছেন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গ-সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু 'স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ ভঙ্গ।'

অপ্রকটকালে তিনি আশিষ বা হরিদাস ও শ্যামল বা গৌরদাস নামে দুই পুত্র ও ঐ দুই ভাইএর দুইটি পুত্রসন্তান এবং দুই পুত্রবধূ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুর স্বধামগত শ্রীবীরেন্দ্রবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্বাশুড়ী স্বধামগতা শ্রীকমলাদেবী উভয়েই ছিলেন, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ও শ্রীচরণাশ্রিতা এবং উভয়েই পরমভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁহার সতীসাধ্বী পরমভক্তিমতী সহধর্ম্মিনী শ্রীবিজলী দেবীও ছিলেন—পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিমহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা মন্ত্রশিষ্যা। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেহরক্ষা করিয়াছেন। পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণানন্দপ্রভু কএকবৎসর পরম পূজনীয় শ্রীল মাধব মহারাজের মঠেও বাস করিয়া গিয়াছেন।

বরাহনগর, কাশীপুর ঘাটে রাত্রি ১২টায় তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিনিলয় গিরি মহারাজ বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানানুযায়ী তত্রত্য যাবতীয় কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন। তুলসী ও মহাপ্রসাদ মুখে দিয়া নামসংকীর্ত্তন-মুখেই তাঁহার অগ্নিসংস্কারাদি কৃত্য সম্পাদন করা হইয়াছে। ১১শ দিবসে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে কাব্যব্যাকরণ-তীর্থোপাধিক পণ্ডিত শ্রীমজ্ জগদীশ পণ্ডা মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানানুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য, বৈষ্ণবহোম এবং ভক্তিগ্রন্থ পাঠাদি কৃত্য সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহাপ্রসাদ বিতরণাদি কার্য্যও নামসংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

তাঁহার অপ্রকটবার্ত্তা শ্রবণমাত্র দক্ষিণকলিকাতাস্থ মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীমন্মদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীমৎ কানাইলাল ব্রহ্মচারীজী তাঁহাদের বরাহনগরস্থ বাসায় গিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রসাদী মাল্য-চন্দন দিয়া এবং কিছুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া মঠে ফিরিয়া আসেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই পুত্র হরিদাস ও গৌরদাস, গৌরদাসের শ্বশুর মহাশয় এবং পাড়ার ছেলেরা শ্মশানে উপস্থিত থাকিয়া তত্রত্য যাবতীয় কৃত্য যথাবিধি সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীমৎ কৃষ্ণপদ প্রভুও তাঁহার দেহরক্ষার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সন্ধ্যা ৬টায় দক্ষিণ কলিকাতা হইতে তাঁহার বরাহনগরস্থ বাসায় গিয়া অপ্রকট কাল পর্য্যন্ত প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপী শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীনৃসিংহমন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমান্ হরিদাস পিতৃদেবের অপ্রকটের দুই সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে তন্নির্দ্দেশানুসারে প্রত্যহ তাঁহাকে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার প্রকটলীলাকালে তৎপ্রতি জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে কোন অপ্রীতিকর আচরণ দ্বারা তাঁহার মনঃক্ষোভের কারণ হইয়া থাকিলে অদোষদরশী বৈষ্ণব তিনি, আমাদের সকল অপরাধ নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া লইবেন, ইহাই তচ্চরণে সকাতর প্রার্থনা।

লোকান্তরে শ্রীশ্রীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীল শ্রীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয় গত ৫ কেশব (৪৯৫ গৌরাব্দ), ৩০ কার্ত্তিক (১৩৮৮), ১৬ নভেম্বর (১৯৮১) সোমবার কৃষ্ণপঞ্চমী (সন্ধ্যা ৫।২২ মিঃ) তিথিতে তাঁহার ১০ নং মনোহর পুকুর রোডস্থ (কলিকাতা-২৬) বাসভবনে সজ্ঞানে শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। গত ১০ অগ্রহায়ণ (ইং ২৬ নভেম্বর) বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে (৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ জগদীশ চন্দ্র পণ্ডা কাব্যব্যাকরণতীর্থ পণ্ডিত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানানুসারে মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য শ্রাদ্ধ এবং তদঙ্গভূত বৈষ্ণবহোম ও প্রস্থানত্রয় (শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়) পারায়ণাদি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত ধলা গ্রামে (পোঃ ঐ)। তাঁহারা ছিলেন তত্রত্য সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত জমিদার। তাঁহার পিতার নাম ছিল—শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিনি পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার জন্মতারিখ—বাং ২৬ মাঘ, ১৩১৩, ইং ১০।২।১৯০৭ শনিবার।

তিনি বাং ৩ মাঘ (১৩৭৯), ইং ১৭ জানুয়ারী (১৯৭৩) কলিকাতা মঠে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয়ে মহামন্ত্র শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন। তাঁহার দীক্ষার নাম হইয়াছিল — শ্রীশ্রীনাথ দাসাধিকারী। তৎকালে তাঁহার দীক্ষার ক্রমিক নম্বর হইয়াছিল—২৫৪৪।

তিনি শ্রীসাগর চক্রবর্ত্তী, শ্রীসীতেশ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীস্বদেশ চক্রবর্ত্তী—এই পুত্রত্রয় এবং কন্যা শ্রীশীলা চক্রবর্ত্তী, পুত্রবধূ ও সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে রাখিয়া আনুমানিক ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে মঠে আসিয়া সন্ধ্যারতি দর্শন ও পাঠ কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিতেন। অন্যান্য সময়েও আসিতেন। শ্রীগুরূপদিষ্ট সাধনভজন ও সদাচারাদি তিনি খুব নিষ্ঠার সহিত পালন করিবার চেষ্টা করিতেন। শ্রীমঠের বিধানানুসারে শ্রীভগবানে নিবেদিত দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যই তাঁহার দৈক্ষ্যজীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেহই গ্রহণ করাইতে পারেন নাই। অতি সরল প্রকৃতির বৈষ্ণব ছিলেন তিনি, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে তাঁহার প্রীতি ছিল আদর্শস্থানীয়া। আমরা তাঁহার ন্যায় একজন নিরীহ সজ্জন বৈষ্ণবকে হারাইয়া হৃদয়ে খুবই ব্যথা অনুভব করিতেছি। আশা করি তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহার শেষ ভক্তিময় জীবনের মহদাদর্শ অনুসরণ করিয়া স্বস্ব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করতঃ তাঁহার লোকান্তরিত আত্মাকে সুখদান করিবেন।

স্বধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণজী চামরিয়া

কলিকাতা আলিপুর নিবাসী ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামরিয়াজী ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিগত ১৬ আশ্বিন, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, ৩ অক্টোবর শনিবার গৌর-ষষ্ঠী তিথিতে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ধার্ম্মিক সজ্জন ও ভক্তমাত্রকেই দুঃখে নিমজ্জিত করিয়া নিজ সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণজীর পিতৃপুরুষ শ্রীহরদৎলাল চামরিয়াজী কিভাবে অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা হইতে তাঁহার বংশকে মহামহিমান্বিত

ভূমিকায় সমুন্নত করিলেন, তাহা কলিকাতার প্রাচীন ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু জনহিতকর কার্য্যে এবং শ্রীকেদারনাথ, শ্রীবদরীনাথের পথে বহু ধর্ম্মশালায় ইঁহাদের অবদান রহিয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণজী অত্যন্ত উদার, ধর্ম্মভাবাপন্ন, মিষ্টভাষী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বহু অর্থব্যয়ে প্রদর্শনীর মাধ্যমে কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে প্রচার করিতেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত হন ও বিভিন্নভাবে মঠের কৃষ্ণভক্তিপ্রচারকার্য্যে সহায়তা করিতে থাকেন। বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তিনি সংকীর্ত্তন ভবন নির্ম্মাণ করতঃ প্রতি বৎসর তথায় শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রদর্শনীর জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। উক্ত অপূর্ব্ব প্রদর্শনী দর্শনের জন্য উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়াণা, জম্মু, হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। তাঁহারই আনুকূল্যে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটিত হইয়াছেন। তিনি পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার সেবকগণের প্রতিও স্নেহশীল ছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে যখন অসুস্থলীলাভিনয় করিয়াছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং চিকিৎসার জন্য সর্ব্বক্ষ খবরাখবর লইতেন ও পরামর্শ দিতেন। অনেকপ্রকার যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীল গুরুদেব অপ্রকট হইলে তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। সেই হৃদয় বেদনা মাঝে মাঝে তিনি ব্যক্ত করিতেন। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাকে মঠের একজন পরম শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক রূপে দেখিতেন। তাঁহার প্রয়াণে প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্দ্ধানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত মঠের বহু শুভানুধ্যায়িগণ চলিয়া যাইতেছেন, ইহা আমাদের খুবই দুর্ভাগ্য। তাঁহার উৎসাহসূচক মিষ্টবাক্য, কৃষ্ণলীলাপ্রদর্শনী সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তাকর্ষক বর্ণনচাতুর্য্য ও কিভাবে সেই সব লীলাগুলি প্রদর্শনী আকারে প্রদর্শিত হইবে, তাহা বুঝাইবার অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা এখনও পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয়টীকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে তাঁহার বিশেষ অবদানের জন্য শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভা হইতে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহাকে 'ভক্তিবিজয়'—এই শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদসূচক উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক ব্যথিত ও সন্তপ্ত।

যশড়াস্থিত শ্রীশ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে বার্ষিক উৎসব

গত ১৮ নারায়ণ (৪৯৫ গৌরাব্দ), ১৩ পৌষ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ), ২৯ ডিসেম্বর (১৯৮১ খৃষ্টাব্দ) মঙ্গলবার পৌষীশুক্লা তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের বিরহতিথিপূজা তদীয় যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, পূজা এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূর্ব্বদিবস ১২ পৌষ সোমবার অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে এক বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীমন্দিরকে দক্ষিণে রাখিয়া বিশ্বাসপাড়া রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড, (ভাগীরথী ফেরী ঘাট), ৩নং দুর্গানগর কলোনী রোড, উত্তর ঘোষপাড়া মেন রোড প্রভৃতি হইয়া ক্রমশঃ কাঁঠালপুলি ও পালপাড়াস্থ শ্রীপাট পরিক্রমণান্তে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শোভাযাত্রায় বালক-বালিকাগণের শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন শ্রীশঙ্কর চাটার্জ্জী।

২৯।১২ তারিখে মধ্যাহ্নে প্রায় দুই সহস্র নরনারী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরম পূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজও দুই দিবসই রাত্রে ভাষণ দিয়াছেন। সজ্জনপ্রবর শ্রীযুক্ত সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদ্ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণময়ী সেবাচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজেষ্ট্রীকৃত]

নোটিশ

আগামী ২৫ ফাল্গুন, ১৩৮৮, ইং ৯ মার্চ্চ, ১৯৮২ মঙ্গলবার শ্রীগৌর আবির্ভাব দিবস অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণের সাধারণ সভার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন জেলা নদীয়া, পোঃ শ্রীমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবেন।

সভ্যগণ সকলকে উক্ত সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

কার্য্যসূচী

১। প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যপ্রতি শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন
২। পরিচালক সমিতি কর্ত্তৃক গতবৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহের ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার বিবরণী পাঠ
৩। হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর) কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শন
৪। পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ
৫। গভর্ণিং বডির কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অলোচনা
৬। বিবিধ

বিনীত নিবেদক
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক
শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা—৭০০০২৬
২৯ ডিসেম্বর, ১৯৮১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে

পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠোপরি

নবনির্ম্মিত নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দিরে

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণসহ তদীয় শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা এবং

১০৮ বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাবতিথিতে

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে॥"

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** শুভ আবির্ভাবপীঠোপরি নবনির্ম্মিত নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণসহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা এবং তদীয় ১০৮ বর্ষ পূর্ত্তি শুভাবির্ভাবতিথিতে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা প্রার্থনামুখে পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত উৎসব-পঞ্জী অনুসারে আগামী ২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১লা ফাল্গুন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত দশাহব্যাপী ভক্ত-সম্মেলন, ধর্ম্মসভা, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধব উক্ত ভক্ত-সম্মেলনে যোগদান করিলে প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ ও সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (ওড়িষ্যা)
১৫ পৌষ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮১ খৃষ্টাব্দ

বিনীত নিবেদক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডি পক্ষে
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ**, সভাপতি
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী**, সেক্রেটারী
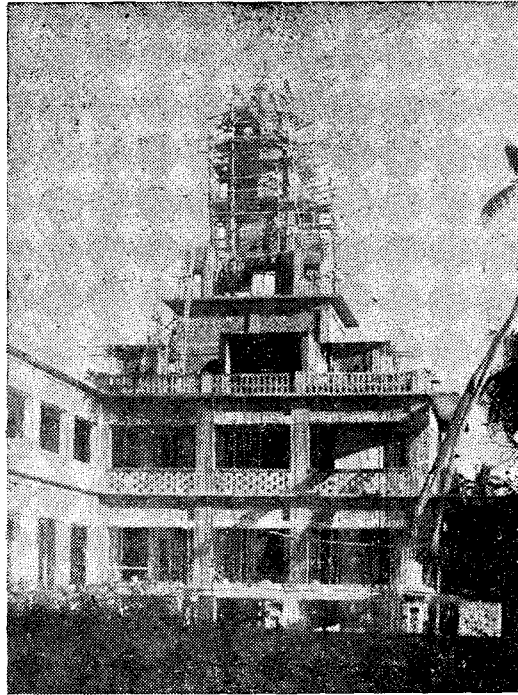
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠোপরি নবনির্ণীয়মান শ্রীমন্দিরের দৃশ্য

— উৎসব-পঞ্জী —

২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার—ভৈমী একাদশীর উপবাস। সন্ধ্যায় অধিবাস-কৃত্যাদি ও ধর্ম্মসভা

২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—শ্রীবরাহদ্বাদশী, প্রাতে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য, সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভা

২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথিপূজা। সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভা

২৪ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার—প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীপুরীধামের বিভিন্নস্থান দর্শন। সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভা

২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার—মাঘী পূর্ণিমা, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব-তিথিপূজা, সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভা

২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ২৯ মাঘ ১২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার—প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন

১ ফাল্গুন, ১৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ১০৮ বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব তিথি-পূজা—শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমাশংসন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলি ঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা ঃ—নদীয়া
২৬ কেশব, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ
২১ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ ; ৭ ডিসেম্বর, ১৯৮১

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির (গভর্ণিং বডির) পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও অত্র শ্রীমঠে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ বুধবার হইতে ১ বিষ্ণু, ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ ও ২৯ গোবিন্দ, ২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ এবং তৎপরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবৃন্দ পরমোৎসাহিত হইবেন। ইতি—

নিবেদক
গভর্ণিং বডি পক্ষে—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারী সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

ক্রম	গ্রন্থ		মূল্য
(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত	ভিক্ষা	১.০০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত—	,,	.৮০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,,	,,	১.২০
(৪)	গীতাবলী ,, ,,	,,	১.০০
(৫)	গীতমালা ,, ,,	,,	১.২০
(৬)	বৈষ্ণবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,,	,,	১৬.০০
(৭)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	[illegible]
(৮)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.০০
(৯)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	.৮০
(১০)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	[illegible]
(১১)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত —	,,	১.৭৫
(১২)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE —	Re.	1.00
(১৩)	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় —	ভিক্ষা	৮.০০
(১৪)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	৩.০০
(১৫)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত —	,,	[illegible]
(১৬)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]	,,	১১.০০
(১৭)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৮)	একাদশীমাহাত্ম্য —	,,	২.৫০
	অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—		
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	[illegible]
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য —	,,	[illegible]
(২১)	শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য —	,,	২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা-সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক। ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ — ১২শ সংখ্যা — মাঘ ১৩৮৮

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ : —

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৮৮

২১শ বর্ষ } ২০ মাধব, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, শুক্রবার, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৮২ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাশ্রিত জন "তৃণাদপি" শ্লোকানুসারে নিষ্কপট হইয়া শুদ্ধনামগ্রহণ করিলেই তাঁহাদের প্রেমাশ্রুপাত হইতে দেখা যায়।

কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন, গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অপরাধী কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে কখনই নাম-ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করেন না। গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণকারী অপরাধী থাকা-কালেও নাম করিতে করিতে অপরাধ-মোচনান্তে নাম-ফল লাভ করেন। ইহার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই যে, গৌরনিত্যানন্দের নিকট কৃষ্ণবিমুখ সাধক কৃষ্ণোন্মুখ হইবার জন্য গমন করেন। আর সাধনসিদ্ধ, অনর্থমুক্ত, কৃষ্ণোন্মুখের উচ্চার্য্য কৃষ্ণনাম অনর্থযুক্ত অবস্থায় কখনই ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) প্রদান করে না। গৌর-নিত্যানন্দ অনর্থযুক্ত জীবেরও সেব্যবস্তু হওয়ায় তাঁহাদের সেবা ভাগ্যহীন জীবের কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। সাধক শিক্ষার অপ্রাপ্তিতে সিদ্ধাভিমানে কৃষ্ণনামের সেবা করিতে উদ্যত হইলে তাহার অনর্থই আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু নিতাই-গৌরের ভজনে সিদ্ধাভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও জগদ্গুরু শিক্ষকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগের স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করান। তাহাতেই জীবের স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়।

কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম,—উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া জানিলে, উহাকে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন-বিচারে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম-গ্রহণের উপযোগিতা অধিকতর। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ, আশ্রিতজনগণের উপর; গৌর-নিত্যানন্দের ঔদার্য্যস্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌর-কৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন।

'শ্রীচৈতন্য ভজন' বলিতে কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া রাধা-কৃষ্ণেতর গৌর-ভজন বুঝায় না। তাদৃশ কল্পিত ভজনরূপ মায়ার দাস্যে কৃষ্ণপ্রেম-মাধুর্য্যের অবস্থিতি নাই।

শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় নিজজন শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথাদি আচার্য্যগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কাল্পনিক চেষ্টাদ্বারা গৌরভজন হইল, মনে করে, তাহাদের কখনই নিস্তার হয় না। তাহাদের মায়া-কল্পিত দৌরাত্ম্যগুলি রাধাকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ-কলেবরে নিযুক্ত হইলে মহাপরাধ ও তৎফলে নরকগতি দ্রুত বাড়িয়া যায়। তখন তাহারা রাধাকৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ ভক্তগণের দোষোদ্ঘাটন করিতে গিয়া শ্রীরূপাদি আচার্য্য চরণে অপরাধ করে এবং প্রকাশ করে যে,—শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহারা মুখে 'অবতারী' বলিয়া অন্যান্য নৈমিত্তিক-মনোধর্ম্ম প্রচারকের ন্যায় কেবল একজন সাধু বলিয়া মনে করে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(বিশ্বমঙ্গল)

প্রশ্ন—বিশ্বের সর্ব্বত্র যে হরিনাম সংকীর্ত্তনই জয়যুক্ত হইবেন, তৎসম্বন্ধে মহাজনের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ?

উত্তর—"নিঃস্বার্থভাবে যাঁহারা নাম প্রচার করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজনীয় হইবেন এবং বিশুদ্ধনামের চিৎফলকই কুতর্করূপ অন্ধকারকে অতি শীঘ্র নাশ করিবে, সন্দেহ নাই। * * * আমরা আশা করিতেছি যে, নামের হাটের পর্ব্বটি অতি অল্প দিনের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার হইবে। শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উপাধি প্রবেশ করিতেছে, তাহা ক্রমশঃ দূর হইবে এবং অবশেষে **শুদ্ধনামের জয়পতাকা দেশ-বিদেশে উড্ডীয়মান হইতে থাকিবে।**"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

প্রঃ—অদূরভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্যধর্ম্মই যে জগদ্ব্যাপী হইবে, তাহার লক্ষণ কি?

উঃ—"বৈষ্ণব মহোদয়গণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, নোয়াখালি জেলায় একজন মুসলমান বিচারপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মকে সর্ব্বোত্তম জানিয়া ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা-ব্যক্তি অনেক সুকৃতির বলে এরূপ সদ্গতি লাভ করিলেন। আশা করি, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় সমস্ত যবন ও ম্লেচ্ছমণ্ডলী ক্রমশঃ এই পবিত্র ধর্ম্ম শীঘ্রই অঙ্গীকার করিবেন। খোল করতাল ও কীর্ত্তনের সুর যেরূপ প্রবলতা-সহকারে অন্যান্যধর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে **অতিশীঘ্র চৈতন্যধর্ম্ম জগদ্ব্যাপী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।**"

—সঃ তোঃ ২।৯ বাং ১২৯৩ 'বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার'

প্রঃ—অচিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সুলক্ষণ সূচিত হইতেছে কি?

উঃ—"অদ্বিতীয় শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্ম অবিলম্বেই জগতে যে প্রচারিত হইবে, তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ান্‌গণ খোলকরতাল লইয়া নামরস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ান্ পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোল করতাল অতি সত্বরেই ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব, নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণবকৃপায়ই যে সকল চিৎসমৃদ্ধি হইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর "যাদের দেখ্‌লে নয়ন ঝুরে, তারা দু-ভাই এসেছে"—এই সঙ্গীতে খোল-করতাল সহকারে নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তিফৌজীয় খৃষ্টানগণ প্রকারান্তরে সংকীর্ত্তন স্থাপন করিতেছেন। এইসকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাগুক্ত শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও কীর্ত্তনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য

হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না, কেন না কোন ঘটনাই একেবারে বিশুদ্ধ হয় না। প্রথমে সমলরূপে প্রকাশ হইতে হইতে নির্ম্মল হইয়া পড়ে।"

—'নিত্যধর্ম্মসূর্য্যোদয়,' সঃ তোঃ ৪।৩

প্রঃ—কোন্ ধর্ম্মে পরস্পর বিশুদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর?

উঃ—"পরমেশ্বরের বিশুদ্ধগুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন **সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্র হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সংস্কারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সংকীর্ত্তন সহজেই করিতে থাকিবেন।** তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহে সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।"

—'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়', সঃ তোঃ ৪।৩

প্রঃ—শ্রীভক্তিবিনোদ বিশ্বমঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট কি আবেদন জানাইয়াছেন?

উঃ—"Oh God! Reveal Thy most valuable truths to all so that your own may not be numbered with the fanatics and the crazed and that the whole of mankind may be admitted as 'your own'.

—"To love God." Journal of Tajpur 25th Aug, 1871

প্রঃ—পরমেশ্বর প্রাপ্তপ্রেমজীবন ভক্তকে কি ভাবে আহ্বান করেন?

উঃ—"এই (রস-) ভাণ্ডার আমি যত্ন করিয়া তোমার জন্য রাখিয়াছি; তুমিই ইহার একমাত্র অধিকারী। * * * তোমার ভয় নাই, শোক নাই, তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ। তুমি আমার জন্য সমস্ত শৃঙ্খল ছেদন করিলে। আমি তোমার প্রীতি-ঋণ শোধ করিতে পারিব না।" —চৈঃ শিঃ উপসংহার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
পত্রে উপদেশ

(৫২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
Sector—20 B.
Chandigarh 20
20. 4. 71.

প্রীতিভাজনেষু,—

* * আপনার ১৪।৪।৭১ তারিখের পত্র পাইয়াছি। * * আপনাকে চিরকাল কোন একমঠে থাকিতে হইবে না। আবশ্যকমত পর পর বিভিন্ন মঠে যাতায়াতের সুযোগ লাভ করিতে পারিবেন। তবে দেশ দেখা অথবা কেবল মঠ দেখা ইহাই মঠবাসী আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সেবার জন্য যখন যেখানে যাইতে বা থাকিতে হয়, তাহাতে আমরা কখনও উদাসীন হইব না।

যখনই যেমঠে থাকিবেন, তথাকার প্রতিবেশিগণের

সহিত যথাসম্ভব মঠের স্বার্থের অনুকূলে এবং ভক্তির অপ্রতিকূলে সৌহার্দ্দ রক্ষা করিয়া চলিবেন। আপনারা একান্তভাবে সাধন ভজন করিতে আসিয়াছেন এবং অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যদি কাহারও কাহারও দোষ দেখিতে পান, তাহা হইলে সাধারণ বিষয়ী ব্যক্তিদের মধ্যে ভগবদ্ভাবের অথবা কনককামিনী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখিলে অধিক বিচলিত হইবার কোন কারণ আছে কি? যাহা হউক, আপনি বয়স্ক ব্যক্তি, সুতরাং সবদিক্ সামলাইয়া চলিবেন এবং চালাইবেন।

* * *

সত্বর পত্রোত্তর দিলে জালন্ধরের ঠিকানায় দিবেন। নচেৎ চণ্ডীগড় মঠের ঠিকানায় পত্র দিবেন। অত্রস্থ কুশল। গোয়ালপাড়া মঠের বিস্তৃত সংবাদ জানাইলে সুখী হইব। দণ্ডবৎ প্রণাম।

ইতি—

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

(৫৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/o. S. K. Aggarwal
Sharda Street
Fentonganj
P. O. Jullundur City
20. 5. 70.

স্নেহভাজনেষু—

আপনার ৫, ১১, ১৫ ও ১৭।৫।৭০ তারিখের পত্রগুলি পরপর পাইয়াছি।

লণ্ডনের শ্রীসুশীল ত্রিপাঠীর ঠিকানা ঃ—55, Green Crapt Gardens, London N. W. 6 (U. K.).

মঠসেবকদের মধ্যে যাহারা রাত্রিতে রুটি প্রসাদ পাইতে অনিচ্ছুক বা স্বাস্থ্যের প্রতিকূল মনে করে, তাহাদিগকে জোরজবরদস্তি করিয়া রুটি খাইবার জন্য বলিতে হইবে না। চাউলের মূল্য অধিক হইলে কিম্বা রেশনের চাউলে ও মুষ্টিভিক্ষার চাউলে না কুলাইলে অন্য উপায়েও চাউল সংগ্রহ করতঃ আবশ্যকীয় চাউলের ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন। মঠসেবকগণ অসুস্থ হইলে মঠেরই লোক্‌সান। সেবকদিগকে উৎসাহিত রাখার চেষ্টাই বুদ্ধিমত্তা। অর্থাভাব বেশী হইলে ধার করিয়াও নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করিবেন। সকলের হজমশক্তি বা বিচারাদি এক নয়। সুতরাং বহু লোক লইয়া চলিতে গেলে সকলকে একই খাদ্যের জন্য জোর দেওয়া সমীচীন মনে করি না।

শ্রীজয়পতাকাদাসের পত্র ও অচ্যুতানন্দের পত্র পাইয়াছি। জয়পতাকাদাসকে কি লিখিব বুঝিতেছি না। অচ্যুতানন্দ তথায় থাকিলে তাহার মতামত আমাকে আপনি জানাইলে পরে আমি তাহাকে তদনুসারে পত্র দিব। আর যদি সে বা শ্রীস্বামী মহারাজের অন্য কোন একজন শিষ্য কলিকাতায় আসিয়া আমাদের মঠে উঠেন, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে মঠে থাকিবার ঘর দিবেন এবং মঠ হইতেই প্রসাদাদিরও বিহিত ব্যবস্থা করিবেন। এই বিষয়ে আবশ্যক হইলে শ্রীপাদ জগমোহন প্রভুর উপদেশ গ্রহণ করিবেন। বিদেশীয় লোক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নামকীর্ত্তন ও মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, ইহাই তাহাদের প্রতি আমাদের স্নেহের যথেষ্ট কারণ।

বিগত ১৬ই মে শ্রীগুরুবর্গের জয়ধ্বনি এবং শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন মুখে আমরা উল্লাসের সহিত Sector 20. B,

Chandigarh এ অতি উত্তম একটি ভূখণ্ডের দখল গ্রহণ করিয়াছি ও তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সাইনবোর্ড ইংরাজী, হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষায় লাগাইয়া পতাকাও দিয়াছি। সমবেত সকলকে মিষ্টপ্রসাদ ও ঠাণ্ডা জলের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

*   *   *

আপনারা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি—

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

*   *   *

৫৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড
পোঃ বৃন্দাবন
জিঃ মথুরা
২৪।১২।৬৩

স্নেহভাজনেষু,

* * তোমার ১৮।১২।৬৩ তারিখের পত্র পাইলাম। তুমি কৃষ্ণকেশব প্রভুর সহিত আসামে যাত্রা করিয়াছ, তাহা জানিয়াছি।

তোমার পিতার অসুস্থতার সংবাদে ব্যথিত হইলাম। জাত বস্তুর মৃত্যু বা বিনাশ সুনিশ্চিত জানিয়া তিনি নশ্বর দেহ রক্ষার জন্য কোন বিশেষ চেষ্টান্বিত নন জানিলাম। তবে নিরন্তর শ্রীভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে পারিলেই আনন্দের ও গৌরবের বিষয় হইবে। তিনি ডাক্তারের নিকটেও চিকিৎসিত হইতে অনিচ্ছুক বুঝিলাম। যাহা হউক, পুত্রদের বা কুটুম্বদের কর্ত্তব্য তাঁহার পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করা।

পিতামাতার তিন প্রকার বিচার তিন প্রকার বুদ্ধির পুত্রকন্যাগণ করিয়া থাকেন এবং তদনুসারেই সন্তানসন্ততিগণ পিতামাতার বা আত্মীয়স্বজনের সেবা করিয়া থাকেন।

দেহকে 'আমি' বুদ্ধিকারী মোটাবুদ্ধির লোক বা বোকা লোক যেমন দিবারাত্রি নিজের দেহের সৌখ্যের জন্যই ব্যস্ত থাকে এবং উহাই তাহার স্বার্থ বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ তাহারা তাহাদের পিতামাতার শরীরের সুখবিধানই সর্ব্বোত্তম সেবা বা ভক্তি মনে করিয়া তদ্রূপ আচরণ করে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম শরীরকে যাহারা নিজ স্বরূপ বলিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহারা নিজেদের মনোবৃত্তি পূরণই স্বার্থ ও তদনুসারে নিজেদের আত্মীয়স্বজনেরও মনোবৃত্তি তোষণেরই যত্ন করিয়া খুব সেবা করিয়াছি মনে করে। চিত্তত্ত্বে বা আত্মাতে আমি বুদ্ধিকারী বুদ্ধিমান জনগণ নিজেদের আত্মসুখ বা চিন্ময়ানন্দলাভকে অর্থাৎ পরমার্থ লাভ বা শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তিকেই পরম স্বার্থ মনে করিয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্ভক্তি বা প্রেম ব্যতীত শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি কাহারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং শ্রীভগবৎ প্রেম লাভের জন্যই সুবুদ্ধিমান জনগণ যত্ন করেন এবং তদনুসারেই পিতামাতা বা প্রিয়জনেরও সেবার জন্য শ্রীভগবৎপ্রেম-প্রাপ্তির অনুকূল সেবা করিয়া থাকেন। নিজে ধন পাইলে যেমন প্রিয়জনকে উক্ত ধন দ্বারা তুষ্ট করা যায়, তদ্রূপ নিজে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারিলেই পিতামাতাকে বা প্রিয়জনকেও সেই প্রেমের দ্বারা ধনী করা সম্ভব হয়। এইজন্যই আদর্শচরিত্র ও জগন্মঙ্গল বিধানকারী মহাভাগবত প্রহ্লাদকে পিতার অনিচ্ছা বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও শ্রীকৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করিতে দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন-চরিত্রাদি পর্য্যালোচনা করিলেও

দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৃদ্ধা বিধবা জননী এবং যুবতী ভার্য্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বাহ্যতঃ কাঁদাইয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমান্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন—"আনের তনয়ে আনে রজতকাঞ্চন। আমি আনি দিব মাগো কৃষ্ণ প্রেম ধন॥"—বাক্যদ্বারা জননীকে প্রবোধ দিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদনে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। আজ জগতের লোক তাঁহার কৃপা লাভের জন্য কিরূপ ব্যাকুল!

আমার বিবেচনায় তুমি কয়েকদিন তোমার পিতৃদেবের ইতোমধ্যেই কিছু পরিচর্য্যা করিয়াছ, এখন তাঁহার আজ্ঞা লইয়া শ্রীমায়াপুরে ফিরিলেই ভাল। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কর্ত্তব্য বা স্বার্থ জগতে আর কিছু হইতে পারে না। ইহাই সর্ব্বসুখদ।

* * *

তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি—

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

বর্ষশেষে

শ্রীচৈতন্যবাণীপত্রিকার ২১শ বর্ষ দেখিতে দেখিতে উত্তীর্ণ হইতে চলিল। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ, যুগের পর যুগ চলিয়া যায়, কিন্তু যে যায়, তাহাকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু হায়—"চঞ্চল জীবন-স্রোতঃ প্রবাহিয়া কালের সাগরে ধায়। গেল যে দিবস, না আসিবে আর, এবে কৃষ্ণ কি উপায়?" "দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লভিয়া সংসারে। কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে?" "না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল, এখন কি হইবে গতি?"—এসকল মহাজন-বাক্য স্মরণপথে আসিয়া প্রাণমনকে ত' এখনও ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে না! কত পাঠ কত কীর্ত্তন কত বক্তৃতা করিলাম, কতই না প্রবন্ধ লিখিলাম, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তল হইতে প্রকৃত নিষ্কপট আর্ত্তি ত' এখনও জাগিতেছে না? ভক্তের প্রাণ স্বরূপ প্রকৃত শরণাগতি বা প্রপত্তি জাগিতেছে কই? তাহা না জাগিলে মায়ার হাত হইতে ত' কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব না! বৃত্রাসুর অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক, ক্ষুধার্ত্ত বৎসতর ও প্রিয় বিরহবিহ্বলা সতীসাধ্বীরমণীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সাধকভক্তের ভগবদ্দর্শনের জন্য অন্তর্হৃদয়ের ব্যাকুলতা জাগিবার কথা বলিয়াছেন। তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণমন সত্যসত্য অকৃত্রিমভাবে ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিলেই ত' তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু হায় কোথায় সে আর্ত্তি? তাহা হইলে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—সেই আর্ত্তি লাভের উপায় কি? তদুত্তরে ভক্তমহাজন বলিতেছেন—

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

প্রকৃত শুদ্ধভক্ত সাধুমুখে শ্রীভগবানের বীর্য্যবতী নামরূপগুণলীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হইতে থাকিলেই ক্রমশঃ আত্মার নিত্য স্বভাব জাগিয়া উঠিবে। শ্রীগুরুকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতা-বীজ পাইয়া তাহা হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণপূর্ব্বক তাহাতে অনলসভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনজল সেচন করিতে হইবে। খুব সাবধানে শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া তচ্চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে হইবে। সাধুগুরুর নিষ্কপট সেবাচেষ্টা ব্যতীত কখনই তাঁহাদিগের নিষ্কপট কৃপাপাত্র হওয়া যায় না। কঠ ঋষিপ্রোক্ত কঠোপনিষদে এই মায়িক প্রপঞ্চাতীত ভগবদ্ধাম পাইবার একটি সুন্দর উপায় কথিত হইয়াছে—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

—কঠ ১।৩।৩-৪

অর্থাৎ এই মায়িক ত্রিতাপজ্বালাময় সংসারের অতীত পরম শান্তিময় ভগবদ্ধাম পাইতে হইলে যে উপায় অবলম্বনীয়, তাহা শ্রীযমরাজ-নচিকেতাসংবাদে কঠশ্রুতি রথ রথী ইত্যাদিরূপ রূপকাবলম্বনে উপদেশ করিতেছেন। যমরাজ নচিকেতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

হে নচিকেতঃ, শরীরের মধ্যে অবস্থিত শরীরী বা দেহী জীবাত্মাকে রথী অর্থাৎ রথারূঢ় ব্যক্তি বলিয়া জানিবে, কিন্তু শরীরকে রথ বলিয়াই জানিবে, ইহা রথী নহে। অধ্যবসায়াত্মিকা—ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই ঐ রথের পরিচালক সারথি বলিয়া জানিবে। মনকে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের গতিবিধায়ক রজ্জু বা লাগাম-স্বরূপ বলিয়া মনে করিবে। বিবেকবান্ পণ্ডিতগণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বরূপে পরিকল্পনা করেন। আর ঐ সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপশব্দগন্ধরস-স্পর্শাদি বিষয়সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের বিচরণ স্থান বলিয়া থাকেন। শরীর, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বগাত্মক পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থাত্মক পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত আত্মা বা জীবকে সুখদুঃখাদির ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

আস্তিক ও নাস্তিক—জগতে এই দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। নাস্তিক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ভগবান্‌কে তাঁহাদের মূল নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাসই করেন না। কিন্তু শাস্ত্রকার আস্তিক মহাজনগণ সকলেই একবাক্যে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাকেই আমাদের যাবতীয় দুঃখকষ্টের একমাত্র মূল কারণ বলিয়া জানাইয়াছেন—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
জীব কৃষ্ণনিত্যদাস তাহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"

উহার প্রতীকারের একমাত্র উপায় বলিয়া জানাইয়াছেন—শ্রীগুরুকৃষ্ণসেবা—

"তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

শাস্ত্র বলিতেছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"

জীব এই স্বরূপ-বিস্মৃতিফলেই নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"লব্ধ্বেহমানুষীং যোনিং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবাম্।
আত্মানং যো ন বুধ্যেত ন ক্বচিৎ ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ॥"

—ভাঃ ১১।১৬।৫৮

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই ভূতলে অর্থাৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণস্বরূপ পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তির অনুকূল মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া আত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মা ও তদঙ্গভূত জীবাত্মাকে অবগত হয় না, সে কখনও কল্যাণ লাভে সমর্থ হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিতেছেন—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ"

—ভাঃ ৬।১৬।৫১

অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম বেদ এবং পরমব্রহ্ম এ জগতের প্রকাশক ও কারণরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও উভয়ই আমার সনাতন মূর্ত্তি। "বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম" (ভাঃ ৬।১।৪০) অর্থাৎ বেদ শ্রীনারায়ণ হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে আবির্ভূত হন বলিয়া তাহা সাক্ষাৎ নারায়ণ ও স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বস্তু। সেই বেদার্থ স্পষ্টীকৃত করাইবার জন্যই ইতিহাস ও পুরাণাদির আবির্ভাব। ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ (স্পষ্টী কুর্য্যাৎ)। ইতিহাস বলিতে মহাভারত। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পুরাণসমূহ মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক পুরাণ। নিম্নগা নদীসকলের মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে যেমন পরমদেবতা অচ্যুত কৃষ্ণ সর্ব্বোত্তম, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শিব

শম্ভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তেমন পুরাণসমূহের মধ্যে এই শ্রীভাগবতই পুরাণরাজ, ইহা শ্রীভগবান্ ব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ পরম-প্রামাণিক গ্রন্থরত্ন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাকেই সর্ব্ববেদান্ত-সার প্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তই সমগ্র আস্তিক জগৎ একবাক্যে সর্ব্ব-বাদিসুসম্মতরূপে স্বীকার করিয়া লইতেছেন। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক সম্প্রদায়ের আচার্য্য রামানুজ-মধ্ব-বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য—সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতকে অবনত মস্তকে বহুমানন করিয়াছেন। তাঁহাদের শিষ্যপারম্পর্য্যেও তাহা অবিসংবাদিতরূপে বহুমানিত হইতেছেন। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, যিনি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিবেন, তিনি সুখ, সিদ্ধি ও পরমাগতি লাভ করিতে পারিবেন না। মঙ্গলময় শ্রীহরি শাস্ত্রমাধ্যমেই আমাদিগকে যেসকল মঙ্গলানু-শাসন প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তিরই মানিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। না মানিলে দুঃখের সীমা থাকিবে না।

শ্রীভগবান্ আমাদিগকে বড়কৃপা করিয়া তাঁহার পরমপদে উপনীত হইবার জন্য মনুষ্যশরীররূপ একটি সুন্দর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন লাগাম ও ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বাদি — সকল সম্পদ্ই দিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে বিশেষ বিচার্য্য এই যে, সেই বুদ্ধি সারথি 'অবিজ্ঞানবান্' অর্থাৎ সদসদ্ বিবেকহীন এবং মনঃপ্রগ্রহ অযুক্ত—অসংযত বা অনিগৃহীত হইলে অদম্য ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব-গুলিকে দমন করতঃ তাহাদিগকে গোলোক-বৈকুণ্ঠের পথে চালিত করা ত' একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে! রথী জীব বিবেকযুক্ত বুদ্ধি সারথিবিশিষ্ট ও নিগৃহীত-মনা হইলেই ইন্দ্রিয়রূপ দুর্দ্দান্ত অশ্বগুলি সারথির আজ্ঞাধীন হয়, তাহার ইচ্ছামত গন্তব্য পথে চলে। এজন্য সারথি ও প্রগ্রহ উপযুক্ত হওয়াই বিশেষ প্রয়োজন।

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"
কঠ ১।৩।৮-৯

অর্থাৎ যাঁহার বুদ্ধি সৎ ও অসৎ বা উপাদেয় ও অনুপাদেয় বা হেয় বিষয়ক বিবেকযুক্ত, যিনি সংযত-মনাঃ—অপ্রমত্ত—বশীকৃতচিত্ত, সর্ব্বদা পবিত্র—জড়বিষয়-চিন্তা রহিত হইয়া ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ, তিনিই সেই পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। তাহা হইতে চ্যুত হইয়া তাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

যে ব্যক্তি বিবেকবতী বুদ্ধিকে সারথি করিয়া এবং মনোরূপ ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বচালক রজ্জুকে স্ববশে ধারণ করিয়া আছেন, অর্থাৎ যিনি সমাহিত-চিত্ত শুচি পুরুষ, তিনি সংসার পথের পরপার প্রাপ্ত হইয়া সেই শ্রীবিষ্ণুর—পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ বাসুদেবের পরমপদ অর্থাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হন। চিত্তের উপাস্য ও অধিষ্ঠাতৃপুরুষই বাসুদেব। পরবর্ত্তী শ্রুতিতে কথিত হইতেছে—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥"

অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ হইতে অর্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়াকর্ষকত্বহেতু শ্রেষ্ঠ, আবার সেই বিষয়সমূহ হইতে মনই প্রধান, যেহেতু বিষয় ও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ মনোদ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। আবার সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনঃ হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা। যেহেতু বুদ্ধি দ্বারা ভোগ্যবস্তুর নিশ্চয় হইলে ভোগ হয়। আবার জীবাত্মা সেই বুদ্ধি হইতেও প্রধান। যেহেতু সেই জীবাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন—সকলেরই স্বামী। আবার শ্রীভগবান্ সকলেরই শ্রেষ্ঠ, এজন্য তাঁহার ধ্যান অবশ্য করণীয়—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। সো আত্মা অন্বেষ্টব্যঃ।—ইহাই শ্রুতিবাক্য।

এক্ষণে এই মনঃকে নিগৃহীত করিতে না পারিলে সাধন ভজন সবই নিরর্থক হইয়া পড়ে, কিন্তু সেই মনঃ দুর্নিগ্রহ। তাহাকে নিগৃহীত করা বড়ই কঠিন। গীতায় শ্রীভগবান্ অভ্যাস ও বৈরাগ্য-দ্বারা মনকে নিগৃহীত করিতে বলিতেছেন। পতঞ্জলও যোগশাস্ত্রে তাহাই বলিতেছেন। অভ্যাসের ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর 'সদ্গুরূপদিষ্টপ্রকারেণ ভগবদ্ধ্যানযোগস্য

মুহুরনুশীলনম্'—এইরূপ লিখিয়াছেন। সদ্গুরু চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জনকল্পে নামসংকীর্ত্তন বা শ্রীভগবানের নামরূপ-গুণলীলানুশীলনের বিশেষ উপযোগিতা কীর্ত্তন করেন। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—বিবিধ দুঃখদাবাগ্নিপ্রপীড়িত জীবের অতি দুস্তীর্ণ সংসারসিন্ধু উত্তরণের শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানের নামরূপগুণলীলাকথারস নিষেবন ব্যতীত অন্য কোন তরণী নাই। করুণাময় শ্রীভগবান্ নরদেহরূপ সুপটু তরণী, সদ্গুরু-রূপ কর্ণধার এবং তাঁহার স্বীয় কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও যাঁহারা এই ভবসমুদ্র পার হইবার জন্য যত্ন না করেন, তাঁহারা আত্মঘাতী—আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হন। ইত্যাদি। ভাঃ ১২।৪।৪০, ১১।২০।১৭ দ্রষ্টব্য।

ঈশোপনিষদে কথিত হইয়াছে—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"

অর্থাৎ যে সমস্ত লোক আত্মঘাতী অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাবিমুখ, জড়বিষয় ভোগলালসায় উন্মত্ত, তাহারা মৃত্যুর পর অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন অসুরপ্রাপ্য অসুরভাবে পূর্ণ অসূর্য্যনামে প্রসিদ্ধ লোকসমূহে গমন করে।

সাধুসঙ্গপ্রভাবে মন কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তারত হইলেই যাবতীয় অমঙ্গল দূরীভূত হয় নিত্যমঙ্গল বিস্তার লাভ করে, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি উন্মেষিত হইতে থাকে।

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥"

—ভাঃ ২।২।৩৭

অর্থাৎ "যাঁহারা ভক্তগণের আত্মার প্রকাশক ভগবান্ শ্রীহরির কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়-দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের পাদপদ্মসমীপে গমন করেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—

"আত্মনঃ স্বস্য যো ভগবানুপাস্যঃ তস্য নারায়ণস্য রামস্য কৃষ্ণস্য বা কৃষ্ণস্যাপি স্বীয় ভাবানুরূপস্য বাল্যস্য পৌগণ্ডস্য কিশোরস্য বা কথামৃতম্, তাদৃশস্য তস্য সতাং ভক্তানাং নারদাদীনাং হনুমদাদীনাং নন্দাদীনাং শ্রীদামাদীনাং গোপবালাদীনাঞ্চ কথামৃতং পিবন্তি ইত্যনেন তৎকর্ত্তৃণাং জাতরতিত্বং ব্যঞ্জিতম্; তথাত্বে এব মাধুর্য্যোপলব্ধেন পানপদপ্রয়োগ সিদ্ধেঃ। অজাতরতীনাং তু 'তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা' ইত্যনেন শ্রবণকীর্ত্তনাদীনি রতেঃ সাধনান্যুক্তান্যেব।"

অর্থাৎ নিজ উপাস্য ভগবান্ নারায়ণ, রাম, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণেরও স্বীয় ভাবানুরূপ বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর-লীলাকথামৃত তথা তাদৃশ ভক্ত নারদাদির, হনুমানাদির, নন্দাদির, শ্রীদামাদির, গোপবালকাদির কথামৃত যাঁহারা পান করেন। এস্থলে পান কর্ত্তার জাতরতিত্ব সূচিত হইয়াছে। মাধুর্য্যোপলব্ধি হেতু পান-পদপ্রয়োগ সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু অজাতরতি সাধকের পক্ষে "তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥" (ভাঃ ২।২।৩৬) অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বাত্মা দ্বারা সর্ব্বত্র এবং সকল সময় সেই হরির শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি রতির সাধন স্বরূপে উক্ত হইয়াছে।

সুতরাং শুদ্ধভক্তমুখে ভগবৎকথা শ্রবণের একান্ত আবশ্যকতা আছে। এই হরিকথা শ্রবণাদি দ্বারাই জড়বিষয়-চিন্তা-কলুষিত অপবিত্র হৃদয় পবিত্র হয়, মনোরূপরথ ব্রজের পথে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়।

ভগবদ্দত্ত ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিই ঐ মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেই বুদ্ধি একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাকেই লক্ষ্য করিতেছে। সততযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজন-কারিজনকেই শ্রীভগবান্ ঐ বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাকেই বলে সুবুদ্ধি, এই বুদ্ধিই মনকে নিয়মিত করিয়া কৃষ্ণচিন্তায় নিযুক্ত করায়। ইন্দ্রিয়রূপ দুর্দ্দান্ত অশ্বগুলিকে বশীভূত করিয়া ভগবৎ সম্বন্ধযুক্ত বিষয় গ্রহণ করায়. ভগবৎসম্বন্ধযোজনাদ্বারা রূপরসাদি বিষয়ের বিষদোষ নষ্ট হইয়া যায়। রথ শীঘ্রই কৃষ্ণচরণকল্প-বৃক্ষান্তিকে পৌঁছিয়া যায়, রথী তখন সর্ব্বান্তঃকরণে

শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥
—কঠ ১।৩।৭

অর্থাৎ যে রথী অবিজ্ঞানবান্ অর্থাৎ বিবেকবতী বুদ্ধিরূপ সারথিহীন, অমনস্ক অর্থাৎ অসংযতচিত্ত, সদা অশুচি অর্থাৎ জড় বিষয়াসক্তিহেতু মলিনান্তঃকরণ, সেই ব্যক্তি সর্ব্ববেদবেদ্যপরব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন না, পরন্তু তিনি জন্মমৃত্যুপ্রবাহস্বরূপ সংসারই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥
কঠ ১।৩।১১

অর্থাৎ (মহতঃ জীবাত্মনঃ) জীবাত্মা হইতে অব্যক্ত-রূপিণী দৈবী গুণময়ী মায়াশক্তি জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া বলিয়া শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ বলবতী। সেই মায়াশক্তি হইতে মায়াধীশ পরমেশ্বর বিষ্ণু প্রধান। সেই বিষ্ণু হইতে আর কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ নাই। সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুই চরমসীমা, তিনিই পরাগতি — পরমপুরুষার্থ। তাঁহাতে ঐকান্তিকী শরণাপত্তি ব্যতীত তাঁহার বহিরঙ্গা মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ সুদূরপরাহত। জীবের চরমগতি বা প্রাপ্যবস্তু ঐ শ্রীভগবৎপাদপদ্ম। শুদ্ধ বিবেকবতী বুদ্ধিরূপ সারথিই তাহার অপূর্ব্ব বুদ্ধি কৌশলে অসংযত মনকে বশীভূত ও সংযত করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ অতিচঞ্চল অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেহরূপ রথখানিকে শ্রীকৃষ্ণচরণান্তিকে লইয়া চলেন।

বেদমাতা গায়ত্রীর নিকট এই বুদ্ধিরই প্রার্থনা হইয়া থাকে। সততযুক্ত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারি জনকেই শ্রীভগবান্ সেই বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকেন, যাহা অবলম্বনে জীব ভগবৎপাদপদ্মে উপনীত হইতে পারে। শ্রীভগবানই জীবের চরমপ্রাপ্য।

অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

এই বর্ষে আমাদের প্রধান কৃত্য হইয়াছে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও দেরাদুন মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। উভয়ই শ্রীগুরুকৃপায় একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তবে কয়েকজন বিশিষ্ট বান্ধবকে হারাইয়া তাঁহাদের বিরহদুঃখও অনিবার্য্যরূপে পাইতে হইয়াছে। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদিগকেও সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

"সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥"

শব্দই জগৎকে পরিচালনা করিতেছে

আজকের সমাজে সর্ব্বস্তরে সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্বপ্রকার বয়সের ব্যক্তির মধ্যে ব্যাপকভাবে যে অস্থিরতা ও অশান্তভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার মূল কারণ কি, স্থিরভাবে বিচার করিলে 'শব্দ'ই উহার কারণরূপে প্রতিপন্ন হইবে। 'শব্দ' ভাবকে প্রসারিত করে— 'সৎ' শব্দ সৎ ভাবকে, 'অসৎ' শব্দ অসৎ ভাবকে। শব্দের ক্ষমতা প্রচণ্ড। আমি কোনও ব্যক্তির প্রতি এমন বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি, যাহা শুনিয়া সে আমার পদে নিপতিত হইতে পারে, আবার এমন বাক্যও বলিতে পারি, যাহা শুনিবামাত্র সে আমার মস্তকে আঘাত করিতে পারে। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যদি সাবধানতার সহিত বাক্য প্রয়োগ না করেন, একটী মাত্র বাক্য দ্বারাই একটী দেশ শত্রু বা মিত্র রূপে পরিণত হইতে পারে। শুনিতে মনে হয় সামান্য 'শব্দ', কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অত্যদ্ভুত। 'শব্দ' পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে শান্ত ও অমৃতময় করিতে

পারে, আবার 'শব্দ'ই উক্ত পরিবেশকে বিষাক্ত করিতে পারে। এইজন্য সমাজকে শান্ত করিবার জন্য পবিত্র স্নিগ্ধ 'শব্দে'র প্রয়োগের ব্যাপক প্রসার অত্যাবশ্যক।

'সৎ' শব্দের তাত্ত্বিক শাস্ত্রীয় অর্থ — নিত্য প্রকাশমান। এইজন্য শরীরকে তাত্ত্বিক পরিভাষায় 'সৎ' বলা যাইবে না, কারণ শরীর নিত্য প্রকাশমান নহে। শরীর পূর্ব্বে ছিল না, উৎপন্ন হইয়াছে, কিছুদিন থাকিবে, আবার পরেও থাকিবে না। শরীর অনিত্য—এইহেতু শরীর অসৎ, অসৎ শরীরের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহও অসৎ। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য প্রাকৃত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, সবই অসৎ। 'সৎ' বলিয়া কোনও বস্তু থাকিলে তাহা ইন্দ্রিয়াতীত হইবেন। 'ওঁ তৎ সৎ'। সংস্কৃত 'তৎ' শব্দের অর্থ 'সেই' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত, এবং 'ইদম্' শব্দের অর্থ 'এই' অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুমাত্রই 'ইদম্' শব্দ বাচ্য, 'তৎ' শব্দের দ্বারা অধোক্ষজ বস্তু ভগবানকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"
(ভাঃ ১।২।১১)

তত্ত্ববিদ্‌গণ অখণ্ড জ্ঞানকেই (Absolute Knowledge) তত্ত্ব বলিয়াছেন, উহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দের দ্বারা কথিত হন। 'ব্রহ্ম' শব্দে বৃহত্ত্ব, 'পরমাত্মা' শব্দে অণুত্ব, 'ভগবান্' শব্দে সর্ব্বশক্তিময়ত্ব বুঝায়। ভগবানে বৃহত্ত্ব, অণুত্ব, মধ্যমত্ব, সর্ব্বত্ব রহিয়াছে। ভগবানের অনন্ত স্বরূপ আছে—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলদেব, বুদ্ধ ও কল্কী ইত্যাদি। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

যে শব্দের দ্বারা ভগবদ্‌ভাব প্রসারিত হয়, উহাই 'সৎ' শব্দ। তাত্ত্বিক পরিভাষায় উহাকে শব্দব্রহ্ম বলে। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ, বেদান্তাদি,—ভগবজ্‌জ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্র। পূর্ব্বে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেরই গৃহে ঐ সব শাস্ত্রের চর্চ্চা হইত, তাহাতে 'সৎ' এর সংস্পর্শ-হেতু 'অসৎ'কে অসৎ বলিয়া বুঝিতে পারিত এবং চিত্তে পবিত্র সংস্পর্শ হেতু অশান্তভাব ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে নাই। বর্ত্তমানে গৃহে, বিদ্যালয়ে, ক্লাবে, সিনেমাদিতে কোথায়ও 'সৎ' শব্দের অনুশীলন তদ্রূপ না থাকায়, কেবলমাত্র 'অসৎ' শব্দের ভাব বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যাপক আকারে অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং 'সৎ'কে সৎ বলিয়া বলিবার সামর্থ্যও লুপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে অসৎ বস্তুর জন্যই করেন, তাহাতে অসতেরই সঙ্গ হয়। ভগবানের প্রীতির জন্যই ভগবানের কথা বলার লোকের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। 'সৎ' এর জন্য যে কথা, উহাই 'সৎ' কথা। শুদ্ধ আচার পরায়ণ ব্যক্তির দ্বারাই 'সৎ'ভাব পৃথিবীতে প্রসারিত হইতে পারে।

পূর্ব্বকালে মহাভাগবত পুরুষগণকে বিরাট্ ধর্ম্ম-সম্মেলনের মাধ্যমে 'সৎ' কথা কীর্ত্তন করতঃ 'সৎ'-ভাবকে প্রসারিত করার অনেক দৃষ্টান্তের কথা শুনা যায়। যেমন শুকরতলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অসংখ্য মুনি ঋষিবৃন্দকে, পরীক্ষিৎ মহারাজাদি রাজন্যবর্গ ও প্রজাবর্গকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। নৈমিষারণ্যে ষাট হাজার ঋষিকে সূত গোস্বামী ভাগবতকথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। আত্মদেব-তনয় গোকর্ণ ধুন্ধুকারী আদি পাপপরায়ণ অসংখ্য ব্যক্তিগণকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত মহাভাগবতগণ সকলেই ভাগবতকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শাস্ত্র শ্রবণে জীবের মঙ্গল হয়, কারণ শাস্ত্র শাসন করিয়া জীবকে ত্রাণ করেন। সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত শাস্ত্রের সর্ব্বোত্তমতা রহিয়াছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি মহাভারত, বেদান্ত, পুরাণাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীবদরিকাশ্রমে নারদ গোস্বামীর উপদেশানুযায়ী শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র রচনা করিয়া পরাশান্তি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও শ্রীমদ্‌ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণকে পাঁচটি মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে একটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীশম্যাপ্রাস আশ্রমে ব্যাসগুহায় সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম শব্দের ধ্বনি সমুত্থিত হয়।

দুর্দৈববশতঃ আধুনিক জড়বাদাসক্ত ব্যক্তিগণ মনে করেন, তাঁহাদের দুষ্ট অসংনীতি ও 'অসৎ'ভাব প্রসার করিবার জন্যই একমাত্র সভাসমিতি করার অধিকার। 'সং'ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের 'সং'ভাব প্রসারের জন্য সভা আদি করার অধিকার নাই ; তাঁহারা একান্তে বনে বা ঘরে বসিয়া ভজন করিবেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার অনুগত ভক্তগণকে আদেশ করিয়াছিলেন—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ॥" পতিত পাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে এই ভিক্ষাই করিয়াছিলেন—

"প্রভুর আদেশে মোরা মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

চণ্ডীগড়েঃ—দেরাদুন মঠে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উৎসবান্তে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ চণ্ডীগড়, অমৃতসর ও ভাটিণ্ডা সহরের ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে প্রচারপার্টিসহ বিগত ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, ১৭ নভেম্বর ১৯৮১ খৃষ্টাব্দ মঙ্গলবার দেরাদুন হইতে সর্ব্বপ্রথম চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সমভিব্যাহারে আসেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব দাস (শ্রীব্যোমকেশ সরকার), ডাক্তার শ্রীহরেন্দ্র পোদ্দার, শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ও তাঁহার পরিজনবর্গ। শ্রীল আচার্য্যদেব ২১শে নভেম্বর পর্য্যন্ত চণ্ডীগড়ে অবস্থান করতঃ প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে এবং অপরাহ্ণে সহরের বিভিন্ন সেক্টরে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্‌ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ। দিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ ও কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী পরবর্ত্তিকালে চণ্ডীগড়ে পার্টির সহিত যোগ দেন।

চণ্ডীগড় হইতে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীবাসুদেব প্রভু ২০শে নভেম্বর এবং শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র তাঁহার পরিজনবর্গসহ ২১শে নভেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অমৃতসরেঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব পনর মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ৬ অগ্রহায়ণ ২২শে নভেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় অমৃতসর বাসষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্ত অধ্যাপক শ্রীখেরাইতি রামজী গুলাটী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ মাড়োয়ারী পঞ্চায়তী বড় মন্দিরে (শ্রীরঘুনাথ মন্দির নামে প্রসিদ্ধ) অবস্থান করতঃ উক্ত মন্দিরেই প্রাতে ও রাত্রিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রত্যহ দীর্ঘ ভাষণ দেন। এতদ্‌ব্যতীত কোনও দিন পূর্ব্বাহ্ণে কোনও দিন অপরাহ্ণে সহরের বিভিন্ন এলাকায় আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীহরিকথা উপদেশ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব

নিষ্কিঞ্চন মহারাজও শ্রীমন্দিরের প্রাতঃকালীন সভাতে বক্তৃতা করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মুখ্যভাবে সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের উল্লাস বর্দ্ধন করেন শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী।

২৯শে নভেম্বর রবিবার প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় উক্ত মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করতঃ প্রসিদ্ধ শ্রীদুর্গিয়ানা মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। স্থানীয় ভক্ত শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল তাঁহার পার্টিসহ এবং অন্যান্য বহু পার্টি সংকীর্ত্তনে যোগ দেওয়ায় শোভাযাত্রাটী বিরাট্ হয়।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য অধ্যাপক শ্রীখেরাইতিরাম গুলাটী ও তাঁহার পরিবারবর্গ এবং শ্রীরঘুনাথ মন্দিরের সভ্যবৃন্দ শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে ও সাধুগণের সেবায় প্রচুর আনুকূল্য করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ভাটিণ্ডায়ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ ২৯শে নভেম্বর সন্ধ্যায় ভাটিণ্ডায় পৌঁছিলে স্থানীয় বহুভক্ত পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বৃন্দাবন হইতে তথায় শুভপদার্পণ করতঃ পার্টির সহিত যোগ দেন। ভাটিণ্ডা সহরে ভানামল ধর্ম্মশালায় ২৯শে নভেম্বর হইতে ৪ঠা ডিসেম্বর এবং ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিস্থ বাসভবনে ৫ই ডিসেম্বর হইতে ৯ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সাধুগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ভাটিণ্ডা সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩০শে নভেম্বর হইতে ৩রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। সহরে সভার আয়োজন মুখ্যভাবে করেন মঠাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য বৈদ শ্রীওম্‌প্রকাশ শর্ম্মা। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচার সেবায় যাঁহারা আনুকূল্য করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীবেনারসীলাল পাটোয়ারিজী, শ্রীবাবুরামজী, শ্রীকুলদ্বীপজী, শ্রীহরিকিষণজী, শ্রীদেবরাজজী, শ্রীগণপতরামজী, শ্রীসৎপালজী, শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল ও তাঁহার ভ্রাতা। শ্রীযোগীন্দ্রপাল শর্ম্মা Fartiliser Corporation এর নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে একদিন বিশেষ সভার আয়োজন করেন। মঠাশ্রিত গৃহস্থশিষ্য শ্রীবেনারসীলাল পাটোয়ারিজী তাঁহার গৃহে মহোৎসবের আয়োজন করতঃ বহুশত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

৪ঠা ডিসেম্বর বৈদ শ্রীওম্‌প্রকাশ শর্ম্মার ব্যবস্থায় এবং মঠাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীরঘুনন্দনজীর আহ্বানে ভাটিণ্ডা সহরের নিকটবর্ত্তী ভুচ্চোমণ্ডীতে বিশেষ প্রচারের ব্যবস্থা হয়। প্রাতে, পূর্ব্বাহ্ণে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে চারি স্থানে বিশেষ সভার আয়োজন হয়, রাত্রিতে গীতাভবনে বক্তৃতা হয়। ভুচ্চোমণ্ডীর নরনারীগণ সভায় বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়া শ্রীল আচার্যদেব ও পূজনীয় বৈষ্ণবগণ পরমোল্লসিত হন।

ভাটিণ্ডা সহরের থার্ম্মেল কলোনীতে প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীহরিমন্দিরে এবং পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে ভক্তগণের বাসভবনে সভার আয়োজন হয়। ৬ই ডিসেম্বর রবিবার প্রাতে হরিমন্দির হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমণ করে, উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে দুই সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

সভায় বক্তৃতা করেন—শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী সুললিত ভজনকীর্ত্তনের দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

ভাটিণ্ডা সহরের থার্ম্মেল কলোনীর ও ভুচ্চোমণ্ডীর বহু ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনামাশ্রিত হন।

ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনীতে মুখ্যভাবে প্রচারানুকূল্য করেন শ্রীযোগীন্দ্র পাল শর্ম্মা, শ্রীশ্যামসুন্দর পুস্কার্ণা, শ্রীকস্তুরিলাল ভরদ্বাজ, শ্রীরাজকুমার গর্গ প্রভৃতি মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তবৃন্দ।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীহরিমন্দিরে শেষের অধিবেশনে বলেন—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যনুশীলনকেই জীবের সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, উহার দ্বারাই ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ ও শান্তি লাভ হইবে। স্বরূপতঃ জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যংশ। জীব শ্রীকৃষ্ণ হইতে, শ্রীকৃষ্ণেতে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা, এই হেতু গঠনতান্ত্রিকরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্য অবস্থিতিই তাহার স্বরূপের ধর্ম্ম, উহাই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবা অথবা বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবাই জীবের সাধ্য। উহা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেই জীবের অকল্যাণ হয়। যখনই বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবারূপ উদ্দেশ্য হইতে জীব ভ্রষ্ট হইবে, বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবার নামে অন্য অবান্তর উদ্দেশ্য উপস্থিত হইবে, তখন তাহার কোন কার্য্যটাই তাহার ও অপরের প্রকৃত হিত সাধন করিতে পারিবে না। বিষ্ণু-বৈষ্ণবে প্রেমলাভ হইলে জাগতিক বস্তুতে ঔদাসীন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। মহারাজ অম্বরীষ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার তুল্য ধন ও বৈভব কাহারও ছিল না। যে বৈভব জীবের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ, তাহা লাভ করিয়াও তিনি স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় তৎসমুদয়কে তুচ্ছ বোধ করিয়াছিলেন এবং তিনি জানিতেন এই বৈভবের একদিন নির্ব্বাণ আছে এবং ঐ বৈভবে আসক্তি হইতেই জীব তমেতে, অজ্ঞানেতে, দুঃখে, নরকে প্রবেশ করে। ভগবান বাসুদেবে ও বাসুদেবের সাধুভক্তে ভাব লাভ করায় তিনি পৃথিবীর সম্পৎকে মাটির ডেলার মত মনে করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভোক্তা ও কর্ত্তা হওয়ার দরুণ সব কিছুর ভোক্তা তিনি। বিষয় যখন কৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন তাহার শোভা, সৌন্দর্য্য হয়, বিষয়ের বিষজ্বালা তখন থাকে না। যখনই সেবাবুদ্ধি হইতে বিচ্যুত হইয়া বিষয় ভোগ করিবার ও জড়-প্রতিষ্ঠার জন্য বৈভবাদি নিয়োগের চেষ্টা হয়, তখনই উক্ত বৈভবাদি তাহার অকল্যাণ সাধন করে। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব বিভিন্নস্থানে মঠমন্দির স্থাপন ও তাহার বৈভব বৃদ্ধি করিয়াছেন একমাত্র বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবার উদ্দেশ্যে, অট্টালিকায় আরামে থাকিব, ভোগ করিব, কর্ত্তৃত্ব করিব, ইহার জন্য নহে। যখন বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা গৌণ হইয়া নিজের ব্যক্তিগত পদমর্য্যাদা, ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রধান হইয়া উঠিবে তখন ঐ বৈভবই নরক প্রাপক হইবে। দুর্ব্বল বিষয়াসক্ত জীবের মধ্যে ঐ জাতীয় মনোবৃত্তি আসার সম্ভাবনা আছে, নতুবা সেবাসমৃদ্ধি দেখিয়া সুখ না হইয়া দুঃখ হয় কেন? এই মূল বিষয়টার প্রতি যদি আমাদের ধ্যান না থাকে আমরা নিজের ও জগতের সকলেরই অহিত সাধন করিব।"

কাণপুরগ্রামে শ্রীহরিকীর্ত্তনোৎসব

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীচন্দ্রকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীবংশীবদন ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী (গৌতম) প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ গত ১২ই অগ্রহায়ণ (১৩৮৮) ইং ২৮।১১।৮১ শনিবার বাসযোগে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে আমতা লাইনে, হাওড়া জেলান্তর্গত কাণপুর নামক একটি গ্রামে শ্রীযুক্ত মদনমোহন শেঠ মহোদয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারার্থ গমন করেন। শেঠজীমহোদয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে মহামন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ও আট কন্যা। তন্মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যা বন্দনাই কুমারী, আর সকলেই বিবাহিতা। শ্রীশেঠজী মহোদয়ের স্ত্রীপুত্রকন্যা সকলেরই পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে রতিমতি দর্শনে আমরা সকলেই অতীব আনন্দ লাভ করিয়াছি।

গত ১৯৭৮ সালে শ্রীযুক্ত মদন বাবু শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদানার্থ শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার কাণপুর গ্রামস্থ গৃহে এক অভূতপূর্ব্ব দৈব ঘটনা ঘটে। কুমারী বন্দনা কএকদিন ধরিয়া দুই তিন মিনিট অন্তর অন্তর অজ্ঞান হইয়া পড়িতে থাকে, মুখে ভয়ের চিহ্ন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিরুত্তর। বহু ডাক্তার কবিরাজ দেখান হয়,

ঔষধ ব্যবহার করান হয়। কিন্তু নিষ্ফল। ডাক্তার শরীরে কোন ব্যাধি নির্ণয় করতে পারেন না। অনেক ওঝাও দেখান হইয়াছিল। একটি ওঝা হাতে একটি কবচ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না। বরং বাড়িতেই লাগিল। এই প্রকারে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কন্যাটির জন্য সকলেরই হৃদয়ে একটা দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এইভাবে কয়েকদিন চলিবার পরে একদিন সন্ধ্যায় বন্দনার কমলা নাম্নী এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ও ভ্রাতা শ্রীমধুসূদন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভগ্নী বন্দনার নিকট গিয়া হরিনাম শুনাইতে সহসা বন্দনা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল এবং আরও শুনিতে চাহিল। কিছুক্ষণ শুনিবার পর সহসা সে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিল। এই ঘরে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা এবং তৎসহ অন্যান্য ঠাকুরের আলেখ্যও আছেন। ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বন্দনা হাতে বাঁধা কবচটি খুলিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ সে ঐ ঠাকুর ঘরে দেখিল বহু বৈষ্ণব মৃদঙ্গ করতাল ধ্বনিসহ সংকীর্ত্তন-রত। তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। দেখা গেল সে সম্পূর্ণ সুস্থ। এই ঘটনার ৮।১০ দিন পরে বন্দনার ছোটদাদা মধুসূদন ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণে এক ভগ্নীর গৃহে গিয়া অমেধ্য ভোজন করিয়া আসে, নিজেদের বাড়ীতেও মসুর ডাল রন্ধন করা হয়। এই ঘটনার পর বন্দনার আবার পূর্ব্ববৎ ভর হইল। বাহ্য জ্ঞানশূন্য অবস্থায় 'তাহার মুখ হইতে এ গৃহে কেহ অমেধ্য ভক্ষণ করিতে পারিবে না. দেবীর আলেখ্য সরাইতে হইবে' ইত্যাদি উক্তি বহির্গত হইতে লাগিল। উক্ত ঠাকুর ঘরে লক্ষ্মী দেবীর আলেখ্য ও তারকেশ্বর মহাদেবের আলেখ্য সরাইতে হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীল প্রভুপাদ তাহার মুখ মাধ্যমে জানাইলেন 'ঐগুলি রাখিতে আপত্তি নাই। তবে গৃহের সকলে সদাচারে অবস্থিত হইলে বন্দনার দেহে আর কোন বিকার উপস্থিত হইবে না। 'ঠাকুর ঘরে প্রদীপ দান, পবিত্রভাবে প্রবেশাদি আরও কতকগুলি সতর্কতার বাণী বন্দনার মুখমাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছিল!

শ্রীশেঠজী ঐ ঘটনার সমকালে নন্দগ্রামে পাবন-সরোবর তটেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে স্বপ্নে দর্শন করেন। প্রভুপাদ তাঁহাকে পুত্রকন্যাদি সকলে মিলিয়া হরিভজন করিবার উপদেশ করিলেন।

আট দশবৎসর পূর্ব্বে শ্রীল মদনবাবু শেষরাত্রে স্বপ্নে মস্তকে শ্রীগুরুদেবের কমল-সুকোমল শ্রীপদকমল ও শ্রীকরকমলের স্পর্শ অনুভব করেন। ঐ স্বপ্নে চক্ষু উন্মীলন করিয়াও সাক্ষাৎ শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন করেন। এক দিবস প্রত্যুষে কাণপুরের সকলেই অকস্মাৎ গৃহে কীর্ত্তন কোলাহল শ্রবণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্রটি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িলে শ্রীল প্রভুপাদের চরণামৃত সেবনেই সে সুস্থ হইয়া যায়।

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সেবকখণ্ডেও শ্রীল শেঠজীর সেবানুকূল্য আছে।

শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাচেষ্টা ক্রমবর্দ্ধমানা হউক, তিনি নন্দগ্রামে স্বপ্নে প্রাপ্ত গুর্ব্বাদেশ সগোষ্ঠী ভগবদ্‌ভজন চেষ্টা দ্বারা সার্থক করুন. ইহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

"যেদিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

গৃহে ভগবদ্ ভজন না থাকিলে তাহা 'ব্যালালয়দ্রুম ইব' অর্থাৎ বিষাক্ত সর্পের আবাসস্থান স্বরূপ ভীতিপ্রদ বা 'ফেরুসদনং' অর্থাৎ শৃগাল কুক্কুরের গৃহতুল্য অপবিত্র স্থান হইয়া পড়ে। শ্রীভগবানও গীতায় বলিয়াছেন জড়কামক্রোধ ও লোভের আবাসস্থান ভগবদ্‌ভজনরহিত গৃহ সাক্ষাৎ নরকের দ্বার স্বরূপ। যেখানে বৈকুণ্ঠকথা সুধানদীং প্রভাবিত হয় না, যে স্থানে সাধুভাগবতগণের চরণধূলি পড়ে না, যেস্থানে যজ্ঞেশ শ্রীভগবানের যজ্ঞ-মহামহোৎসব নাই, সেস্থান ইন্দ্রভবনতুল্য হইলেও তাহা শুদ্ধভাব সাধুগণের বিচরণস্থান হয় না।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব

নিখিলভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ তাঁহার দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা দিবসে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধানয়ননাথ শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদবধি ঐ উপলক্ষে কলিকাতা মঠে প্রত্যব্দ পঞ্চদিবসব্যাপী বার্ষিক মহোৎসবের প্রবর্ত্তনও তিনিই করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে এবৎসর গত ২১শে পৌষ (১৩৮৮), ৬ই জানুয়ারী (১৯৮২) বুধবার হইতে ২৫ পৌষ, ১০ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের পঞ্চদিবসব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব বিরাট্ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাঁচটি ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন যথাক্রমে—কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্র নাথ পাইন; কলিকাতা দমদমস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি ও কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, অধ্যাপক ডঃ শ্রীসীতানাথ গোস্বামী এম্-এ পি এইচ্ ডি এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীগণেন্দ্র নারায়ণ রায়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন — ২য় দিবস অধ্যাপক ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম-এ পি এইচ্ ডি এবং বিশিষ্ট বক্তা রূপে ছিলেন—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়; ৪র্থ দিবস—শ্রীনারায়ণ মিশ্র এড্ভোকেট, পুরী এবং ৫ম দিবস—শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় এ্যাড্ভোকেট ও বিশিষ্ট বক্তা — অধ্যাপক শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী। ভাষণ দিয়াছেন প্রত্যহ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ এবং বিভিন্ন দিনে ভাষণ দিয়াছেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ।

উৎসবের ৪র্থ দিবস ২৪ পৌষ, ৯ জানুয়ারী শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধা-নয়ননাথজিউ শ্রীবিগ্রহগণের যথাশাস্ত্র মহাভিষেক পূজা ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি উচ্চ সংকীর্ত্তনমধ্যে সুসম্পন্ন হয়। সমাগত অগণিত ভক্ত নরনারী শ্রীমঠে মহাপ্রসাদ সেবা করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। মঠগৃহ লোকে লোকারণ্য। অপূর্ব্বদৃশ্য।

২৫ পৌষ, ১০ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ ভ্রমণ করতঃ ভাগ্যবান্ জনসাধরণকে দর্শনের ও রথরজ্জু আকর্ষণের সৌভাগ্য প্রদান করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল উড়ুলোমী মহারাজ

গত ২৬শে নারায়ণ (৪৯৬ গৌরাব্দ) ২১শে পৌষ (১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, ৬ই জানুয়ারী (১৯৮২ খৃষ্টাব্দ) বুধবার শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে (শ্রীএকাদশীর উপবাস বাসরে, কিন্তু একাদশী দিবা ১১।৫ মিঃ পর্য্যন্ত) রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল উড়ুলোমী মহারাজ তাঁহার শ্রীগোদ্রুম দ্বীপস্থ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শ্রীকলেবর পরদিবস ঐ মঠেই সমাধিস্থ হইয়াছেন। বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তি সংখ্যায় প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd No.—WB/SC-35

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ

[১৩৮৭ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৮ মাঘ পর্য্যন্ত]

১—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

—সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

॥ সম্পাদক ॥

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৪৯৫

শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রবন্ধ-সূচী

একবিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫ পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬ ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত

সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অভিনব সংস্করণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ **সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**-কৃত **'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য'**, ওঁ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ-কৃত **'অনুভাষ্য'** এবং ভূমিকা, শ্লোক-পদ্য-পাত্র-স্থান-সূচী ও বিবরণ প্রভৃতি সমেত শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী** মহারাজের উপদেশ ও কৃপা-নির্দ্দেশক্রমে **'শ্রীচৈতন্যবাণী'**-পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া সর্ব্বমোট ১২৫৫ পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

সহৃদয় সুধী গ্রাহকবর্গ ঐ গ্রন্থরত্ন সংগ্রহার্থ শীঘ্র তৎপর হউন!

ভিক্ষা—— তিনখণ্ড পৃথগ্ভাবে ভাল মোটা কভার কাগজে সাধারণ বাঁধাই ৭২.০০ টাকা। একত্রে রেক্সিন বাঁধান—৮০.০০ টাকা।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.১০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১.৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ২.০০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১২.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ১.৫০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ১.০০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা-সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬